প্রতিমূর্ত্তি সহিত

# পারস্য উপন্যাস।

অর্থাৎ

## ধাত্রী কর্ত্তৃক ফরখোনাজ রাজনন্দিনীর বহুবিধ উপন্যাস শ্রবণ।



ইংরাজী পারসিয়ান টেল্‌স হইতে

আদহাটা স্কুলের প্রধান শিক্ষক

শ্রীহরিচরণ সুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

কলিকাতা, গরাণহাটা ষ্ট্রীট ৭৭ নং পুস্তকালয় হইতে

শ্রীনৃসিংহকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

চিৎপুররোড ৩২৩ নং ভবনে কমলাকান্ত যন্ত্রে

শ্রীতিনকড়ি বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬।

মূল্য ২৷৹ টাকা মাত্র।

# সূচীপত্র।



সূচীপত্র সমাপ্তঃ।

## বিজ্ঞাপন।

আমি এই "পারস্য উপন্যাস" পুস্তকখানি ইংরাজী "পারসিয়ান টেলস" হইতে অনুবাদ করিয়া ইহার কাপীরাইট স্বত্ব শ্রীযুক্ত বাবু বাণেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহকুমার ঘোষ মহাশয়কে উচিত মূল্যে বিক্রয় করিলাম, ইহাতে আমার নাম ভিন্ন আর কোন স্বত্বই রহিল না। ইতি—

শ্রীহরিচরণ সুর।

আদহাটা স্কুল।

## বিজ্ঞাপন।

আমি এই "পারস্য উপন্যাস" পুস্তকের কাপীরাইট স্বত্ব ১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজেষ্টরি করিলাম, ইহা আমার বিনানুমতিতে কেহ মুদ্রিত করিতে পারিবেন না। ইতি—

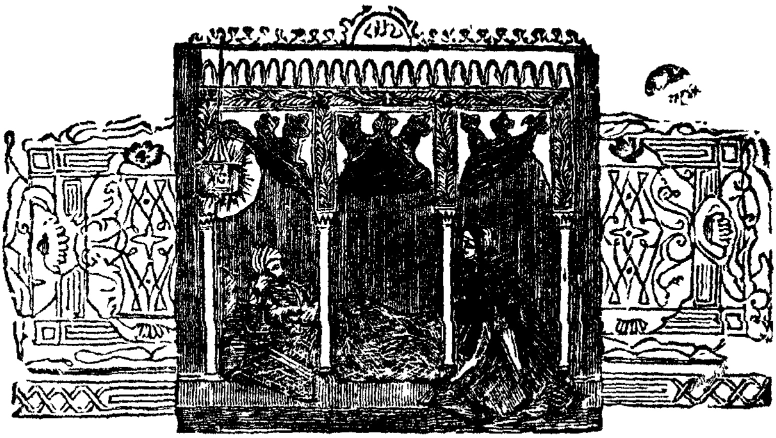
শ্রীনৃসিংহকুমার ঘোষ।

৫০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

# পারস্য উপন্যাস।

## উপক্রমণিকা।



তওঙ্গরমবি ও তৎমহিষী।

শুনা যায়, ধরণীতলে পুণ্যভূমি হিন্দুস্থানান্তর্গত কাশ্মীর দেশে কোন এক তওঙ্গরমবি নামে নৃপতি ছিলেন, তাঁহার ভীষণ প্রতাপে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইত। কিন্তু তিনি এরূপ প্রজাবৎসল ছিলেন, যে প্রজাগণ তাঁহার সেই সুপালনে কেহই কোনরূপ অসুখী ছিল না, তাহাতে তাহার এক প্রকার সর্ব্ব স্থানেই গৌরবের বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছিল। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, তাঁহার সেই শাসন প্রণালী শ্রবণে অন্যান্য দেশীয় নৃপতিগণও সর্ব্বদাই সুখ্যাতি কীর্ত্তন করিতেন। আর তাঁহার বহু সংখ্যক নগর ও দেশ শাসনাধীন ছিল, কিন্তু কোন স্থানে এক মুহূর্ত্তজন্যও বিশৃঙ্খলা কি আত্মবিগ্রহ কখনই ঘটিতে পারিত না। কত দেশীয় কত নৃপতিগণ অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক বহুবিধ রত্নরাজী উপহার লইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লালসায় তোরণ দ্বারে বর্ত্তমান থাকিতেন, কিন্তু মহারাজ তওঙ্গরমবী কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিয়া কখন বিদায় দান করিতেন না। তাঁহারা যে যে অভিলাষে আগমন করিতেন, তাঁহাদের সেই সেই মনস্কামনা পূর্ণ করিতেন। সকলেই তাঁহার যশোকীর্ত্তন করিত, এবং তাঁহার এই এক আশ্চর্য্য শক্তি ছিল যে

যে এত প্রশস্ত রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তথাচ এক মুহূর্ত্তজন্য ঈশ্বরকে বিস্মরণ হইতেন না।

সেই অমিততেজা মহারাজের সবে মাত্র একটী কন্যা ও একটী পুত্র ছিল, পুত্রটীর নাম ফরখন্নাজ, তিনিও ঠিক পিতার ন্যায়ই সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হইয়াছিলেন। রাজকুমারকে সেরূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া প্রজাবর্গ সকলেই ঈশ্বরের নিকট সেই রাজকুমারের দীর্ঘায়ুর প্রার্থনা করিত। রাজনন্দিনীর নাম ফরখোনাজ ছিল, তাঁহার রূপের সীমা ছিল না, যে তাঁহার সেই বাল্য মূর্ত্তি একবারমাত্র অবলোকন করিত, সে তাহার জীবন ধারণে ভুলিতে পারিত না। ক্রমে যত রাজবালার বয়ঃবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাঁর সেই অলোকসামান্য রূপেরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, যখন রাজবালা যৌবন সোপানে পদবিক্ষেপ করিলেন, তখন তাঁহার সেই রূপ আরও শতগুণে বর্দ্ধিযমান হইয়া উঠিল। তখন তাহার সেই অকলঙ্ক নিভানন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়ই প্রকাশ পাইতে লাগিল, যৌবন প্রভাবে ক্রমে বক্ষের শোভাও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। শৈশবে তাঁহার যেরূপ রূপ ছিল, যৌবনে তাহার সহস্র গুণে বর্দ্ধিযমান হওয়াতে তখন রাজবালাকে যে ব্যক্তি দর্শন করিত, সেই রাজকুমারীকে চিত্রিত পুত্তলিকা ভিন্ন আর কিছুই অনুভব করিতে পারিত না। এইরূপে যখন সেই রাজবালার রূপের গৌরব দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সেই রাজবালার রূপ দর্শন কামনায় দেশ বিদেশ হইতে সুরূপবান রাজকুমারগণ কাশ্মীরে আইয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর নৃপনন্দনগণ সেই কাশ্মীরাধিপতি দুহিতার অলোকসামান্য রূপ, ও প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় মুখারবিন্দ অবলোকন করিয়া সকলেই মোহিত হইলেন, এবং তৎকালে সকলেই আপনাপন পরিণিত ভার্য্যাকে নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমাদের এ ধরায় জন্ম গ্রহণ করা ও পরিণয় কার্য্য বৃথা হইয়াছে, যদি এইরূপ কামিনীর পাণিগ্রহণ কোন কৌশলে করিতে পারি, তাহা হইলেই রাজ্য ধন জীবন যৌবন সকলই সার্থক হইবে, নতুবা সকলই অকারণ। এইরূপ ভাবিয়া সেই নৃপনন্দনগণ কি উপায়ে সেই রাজকুমারীর বরমাল্য গ্রহণ করিবেন, তাহারই চিন্তায় চিন্তাবান হইয়া প্রাণশূণ্য দেহ লইয়া যে যাহার স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে সেই কাশ্মীরাধিপতি দুহিতার এই একটী উৎকৃষ্ট সুনিয়ম ছিল, যে তিনি দিবার শেষভাগ হইলেই, স্বীয় পরিচারিকাগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া, তুরঙ্গ আরোহণে বায়ু সেবনার্থ প্রত্যহই রাজমার্গে —। হইতেন। যখন তিনি রাজমার্গে বিচরণ করিতেন,

তখন তিনি সেই সহস্র সহস্র পরিচারিকাগণে পরিবেষ্টিতা থাকায়, এরূপ দেখা যাইত, যেন পূর্ণ শশী সহস্র সহস্র তারাবৃন্দে বেষ্টন হইয়া রহিয়াছে। ললনাগণ সকলেই সমবয়স্কা ছিল, এবং সকলেই সমতুল্য পরিচ্ছদে ও সমতুল্য ভূষণে সমাবৃত থাকায়, তাহাদের যে কি অপূর্ব্ব বেশ হইত তাহা আর বলিতে পারি না। সেই মনোরমা বেশ নিরীক্ষণের জন্য কত শত লোক যে সেই সময়ে তৎস্থানে উপস্থিত হইত, বলিতে কি, রাজবালা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেইরূপে সেই রাজমার্গে বিচরণ করিতেন, তৎক্ষণই সমস্ত ব্যক্তিগণে তাঁহার অসামান্য রূপ নিরীক্ষণ করিতেন। পরিশেষে যখন রাজবালা স্বীয় নিকেতনাভিমুখী হইতেন, তখন দর্শকগণও দর্শনসাধ পূর্ণ করিতে না পারিয়া, সকলেই ব্যগ্র সহকরে তাঁহার পশ্চাৎগামী হইতেন। রাজবালা বহির্দ্দেশে নিষ্ক্রান্তা হইলে, শত সহস্র শান্তিরক্ষকগণ তাঁহার সর্ম্মবিব্যাহারে আসিত এবং জনতা নিবারণ জন্য তাহারা রাজপথেই উপস্থিত থাকিত। কিন্তু প্রত্যাগমন কালে এত জনতা বৃদ্ধি হইয়া উঠিত যে, সেই সকল শান্তিরক্ষকেরা কোনরূপেই আর সেই জনতা নিবারণ করিতে পারিত না, পরিশেষে কত লোককে আঘাতও করিতে ত্রুটী করিত না। যাইহক যদিও শান্তিরক্ষকগণ এইরূপ ভাবে শান্তিরক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তথাচ দর্শকগণ সেই রাজনন্দিনীর অলোকসামান্য রূপ দর্শনে বিমুখ না হইয়া জীবন যায় তাহাও স্বীকার পূর্ব্বক রাজনন্দিনীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার দর্শনার্থে ধাবিত হইতে লাগিল। শত শত লোকের জীবন সংহার হইয়া গেল তথাচ দর্শকগণ কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না, বরং তাহারা পুনরাগমনে আরও বাধ্য হইল। কেহবা তাঁহাকে দর্শন হেতু এরূপ আক্ষেপের সহিত গমন করিতে লাগিল যে, যদি তাঁহাকে দেখিয়াও এ জীবন-ত্যাগ হয়, সেও ভাল, তথাপি দর্শন করিতে ছাড়িব না, এই ভাবিয়া ধাবিত হইতে লাগিল। কেহ বা এই বলিয়া গমন করিতে লাগিল, হায়। সকলেই দেখিল কেবল আমিই দেখিতে পাইলাম না, আমি কখনই দেখিতে ছাড়িব না; এই বলিয়া সেও ধাবিত হইতে লাগিল। এইরূপে কেহই আর বিমুখ হইল না, ক্রমে সেই স্থানে এরূপ জনতা হইয়া উঠিল, যে শান্তিরক্ষকগণ ক্রমেই তাহা নিবারণ করিতে না পারিয়া, পরিশেষে সহস্র সহস্র প্রজাগণের প্রাণ পর্য্যন্ত সংহার করিতে লাগিল। যখন ভূপাল স্বকর্ণে শুনিলেন যে, সেই স্বীয় কন্যার কারণ অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের জীবন সংহার হইতেছে। তখন মহীপাল অতীব দুঃখিতান্তঃকরণে তাহার প্রতিবিধান মানসে স্বীয় আত্মজাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, জীবনকুমারি! অধিক কি বলিব, আমি শুনিতেছি তোমার রূপ দর্শন কামনাতেই আমার অনেক অনেক প্রজাকুলের জীবন সংহার হইতেছে, তৎকারণ

আমি তোমাকে বলিতেছি, তোমার আর বহির্দ্দেশে গমন করা কোন মতেই হইবে না। বিবেচনা কর, সামান্য আয়াসের কারণ যে শত সহস্র প্রজাগণের জীবন সংহার হয়, এ কার্য্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এক্ষণে তুমি রাজান্তপুর মধ্যেই অবস্থান করিয়া পরম সুখে কালহরণ করগে। মহীপাল যখন স্বীয় মুখে নন্দিনীর প্রতি এরূপ অনুজ্ঞা করিলেন, তখন রাজকুমারী কাজে কাজেই তাহা প্রতিপালনে বাধ্য হইলেন। তিনি পিতৃবাক্যে সেই দিন হইতেই তাহাতে বঞ্চিৎ হইলেন সত্য, কিন্তু তাহার তখন মনে মনে এই এক নিশ্চয় জ্ঞান হইল যে, আমি যে এই পরম বিলাস সুখে বঞ্চিতা হইলাম, এ কেবল পুরুষ গণের অধীনতাই একমাত্র কারণ। যাহউক্ পুরুষগণ অতিশয় অধৈর্য্য ও কামিনীপীড়ক, ইহাদের সহ কামিনীগণের কখনই সুখ সম্ভোগ হইবার সম্ভবপর নহে। এই ভাবিয়া তিনি সেই দিন অবধিই পুরুষের প্রতি অতিশয় দ্বেষী হইয়া উঠিলেন এবং সেই পুরুষদ্বেষ বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া তিনি পুরুষকে এতই ঘৃণা করিতে লাগিলেন যে, পুরুষের নিন্দা ব্যতিত তাহার মুখে কিছুই শুনা যাইত না।



কাশ্মীরাধীশ্বর স্বীয় সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন।

অাদকে এক দিবস তওঙ্গরবর্ম্মা কাশ্মীরাধিপতি স্বীয় সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন, যথা স্থানে মন্ত্রীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকর্ম্মচারীগণ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, এমত সময়ে একজন প্রতীহারী রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া নিম্ন শিরে কৃতাঞ্জলীপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! একজন রাজদূত সিন্ধুপ্রদেশ হইতে সমাগত হইয়া রাজলিপি সহ তোরণ দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে, যদি অনুজ্ঞা হয়, তবে আপনার সম্মুখদেশে আসিয়া আত্ম কথা ব্যক্ত করিয়া কৃতার্থ হয়। কাশ্মীররাজ অতিশয় প্রণয় অনুরাগী ছিলেন, প্রতিহারী মুখে সিন্ধুরাজ দূত আসিয়াছে শুনিয়াই, সেই দূতকে রাজসভায় আনিবার জন্য তখনই অনুজ্ঞা করিলেন। প্রতিহারী রাজাজ্ঞা মাত্রেই প্রস্থান করিল এবং অতি সত্বরেই সেই সিন্ধুরাজের দূতকে সমর্ভি ব্যাহারে লইয়া একেবারে রাজ সন্নিধানেই উপস্থিত করিয়া দিল। সিন্ধুরাজদূত রাজসভায় উপস্থিত মাত্রেই মহারাজের যথোচিত সম্মান বর্দ্ধন করিল, পরে অতিশয় যত্নের সহিত, দূত যে সিন্ধু মহাজের হস্ত লিখিত পত্র খানি আনয়ন করিয়াছিল, তাহা রাজকরে প্রদান করিয়া অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিল। কাশ্মীররাজ তখনই সেই পত্রখানি আদ্যপান্ত পাঠ করিলেন, পরে তাহার বিশেষরূপ মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া দূতের প্রতি কোপ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তখনই স্বীয় সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তৎপরে অমাত্যের করে সেই পত্রখানি প্রদান করিয়া কহিলেন, মন্ত্রীবর! পাপাত্মা সিন্ধুরাজের কতদূর অহঙ্কার দেখ? আর সহ্য হয় না, এই বলিয়াই সেই রাজদূতকে সেই দিনের নিমিত্ত থাকিতে কহিয়া, তিনি স্বয়ং একেবারে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এদিকে সে দিনের জন্য সভাও ভঙ্গ হইয়া গেল।

মহীপাল অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন সত্য, কিন্তু কিছুতেই আর তাঁহার মনের স্বচ্ছন্দতা লাভ হইল না, ক্রোধানলে ক্রমেই তাঁহার শরীর দাহন হইতে লাগিল। তৎপরে যখন আহারাদি ক্রিয়া সমাধান করিয়া শয্যাপরে বিশ্রাম করিবার মানস করিতেছেন, এমত সময়ে তথায় প্রধান রাজ্ঞী আসিয়া উপস্থিতা হইলেন। তিনি দেখিলেন, সেদিন আর নরনাথের সে ভাব নাই, মুখমণ্ডল নিতান্ত গম্ভীর ভাবেই পূর্ণ রহিয়াছে, নয়ন যুগল একবারেই স্থির রহিয়াছে, ওষ্ঠদেশদ্বয় ঘন কম্পিত হইতেছে, তিনি এই সকল লক্ষণ দৃষ্টেই জানিতে পারিলেন, যে মহারাজ আজ অত্যন্ত চিন্তা ও ক্রোধে পূর্ণিত হইয়াছেন। তখন রাজ্ঞী আর কোন কথা না বলিয়া কেবল স্থিরভাবেই কতক্ষণ দাণ্ডায়মানা রহিলেন, পরে অতিব সুধাষিক্ত বচনে কহিলেন, মহারাজ! অদ্য আপনার এরূপ স্বভাবের অভাব দেখিতেছি কেন?

আপনার কি কোনরূপ শারীরিক অসুখ বোধ হইয়াছে? রাজা কহি-লেন, প্রিয়সি। আমার শারীরীক পীড়া কিছুই হয় নাই সত্য কিন্তু আমি পীড়ার অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। সে কথা আর কি বলিব, রাজ কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে কখন যে কি সংঘটন হয় তাহা আর বলিতে পারিনা, অদ্য সিন্ধুরাজ দূত দ্বারা এমনই একখানি পত্রিকা লিখিয়াছেন, যে তাহা পাঠ অবধি আমার সর্ব্বশরীর কেবল ক্রোধানলে দগ্ধীভূত হই-তেছে। আমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার সেই লিপির প্রত্যুত্তর লিখিতে পারিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর আমার কিছুতেই সুস্থলাভ হইবে না। রাজ্ঞী কহিলেন, মহারাজ। বলেন কি? আমার যে আপনার এ কথায় অতিশয় বিস্ময় জ্ঞান হইতেছে? আমি বেশ জানি সিন্ধুরাজ আপনার নিতান্ত অনুগত, এবং অধীনস্থ রাজাগণাপেক্ষা সিন্ধুরাজ আপনাকে গাঢ় ভক্তি করিয়া থাকেন? আর সিন্ধুরাজ নিতান্ত একজন হীনবল ও অবিবে-চক নন, তবে তিনি ইতিমধ্যে আপনাকে এমন কি কটূক্তি করিয়াছেন? যাইহক, আপনি তামাকে কতবার বলিয়াছেন যে আমার অধীনস্থ সকল রাজাপেক্ষা সিন্ধুরাজই এক প্রধান রাজা, সিন্ধুরাজ ধনে, মানে, কুলে শীলে সর্ব্বরূপেই প্রধান, এক্ষণে সেই সিন্ধুরাজ এমন একখানি পত্র লিখি য়াছেন যে তাহা শ্রবণে আপনার অত্যন্ত হৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছে? আপনি সত্বরে বলুন, সিন্ধুরাজ কি এমন কটূক্তি লিখিয়াছেন? আমি বিবেচনা করি যে, সে বড় সহজ কথা না হইতেই পারে? কারণ যে সে কথায় আপনার বর্দ্ধমান প্রণয়বৃক্ষ একেবারে সমূলেই উৎপাটন হই-তেছে, সে কথার মর্ম্ম কি? নৃপাল কহিলেন, রাজ্ঞি! তুমি যে কথা বলিতেছ, ইহা সমুদায়ই সত্য, সিন্ধুরাজের সঙ্গে আমার অতিশয়ই হৃদ্যতাভাব আছে বটে, কিন্তু অদ্য তিনি যে একখানি পত্র লিখি য়াছেন তাহা শ্রবণে আর আমার একতিলও বিশ্বাস নাই। তিনি পত্র সংক্রান্ত অনেক কথাই লিখিয়াছেন, কিন্তু পরিশেষে যে প্রশ্নটী করিয়া-ছেন, তাহার গূঢ়মর্ম্ম এই, মহারাজ। আপনি সৌভাগ্য ক্রমে যে একটী দুর্লভ কন্যা রত্ন লাভ করিয়াছেন, তাহার রূপের তুলনা আর ধরা ধামে দ্বিতীয় নাই, কিন্তু আমার আত্মজ আপনার সেই কন্যার অলোকসামান্য রূপ ও যৌবনকান্তি স্বীয় চক্ষে দৃষ্টি করিয়া এমত দশায় পতিত হইয়াছে, যে সেই কন্যাটীকে না পাইলে বোধ হয় সত্বরেই মানবলীলা সম্বরণ করিবে, এক্ষণে কেবল মাত্র আমার আশ্বাসেই তাহার জীবন রহিয়াছে, অতএব হে রাজন! যাহাতে আপনার আত্মজার পাণিগ্রহণ আমার আত্মজের সহিতই সম্পন্ন হয় তাহাই করিবেন, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। আমি এ কথা অনেক দিন হইল একবার আপনাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি তাহা পরিহাস ভাবেই তাচ্ছল্য করিয়াছিলেন, যাহাহউক এবারে আমি

নিতান্ত অভিলাষি হইয়া দূত প্রেরণ করিলাম, এক্ষণে আপনার মতামত কি হয়, তাহা নিতান্ত জানিবার কারণই এতাবৎকাল অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, কিন্তু ইহাও জ্ঞাত করিতেছি যে, যদি আপনি আমার এই পত্রের মর্ম্ম নিতান্ত হেয়জ্ঞান করেন, তাহা হইলে আমি তদ্দণ্ডেই সসৈন্যে কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিয়া আপনার রাজ্য উৎসন্ন পূর্ব্বক আপনার কন্যার সহ আমার পুত্রের বিবাহকার্য্য ক্ষণকালমধ্যেই সমাধান করিব। মহারাজ! আত্ম অহঙ্কার করিবেন না, এ সিন্ধুরাজ নিতান্ত হীনবল নহে দেখিবেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষায় এ সিন্ধুরাজ কতদূর কৃতকার্য্য হয়. এই বলিয়া মহীপাল একেবারেই নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন।

রাজমহিষী যৎকালে রাজমুখে এরূপ বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, তৎকালে তিনি একেবারে নীরব হইয়া রহিলেন, পরে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পতিকে কহিলেন, হে রাজন! সিন্ধুরাজের কি বিবেচনা? আমাদের কন্যা আমাদের যাহাকে অভিলাষ হইবে তাহাকেই প্রদান করিব, সিন্ধুরাজ যে বলের সহিত আমাদের আত্মজাকে স্বীয় পুত্রবধূ করিতে চাহেন, এই কি তাঁর রাজোচিৎ বক্তব্য হইয়াছে? আমরা যদিও শ্রবণ করিয়াছি সিন্ধুরাজ পুত্র সর্ব্বগুণান্বিত, এবং তিনি বিদ্যা বুদ্ধিতে বিলক্ষণ নৈপুণ লাভ করিয়াছেন, তথাচ আমাদের যখন দুহিতা তখন আমাদের মনন ব্যতীত কখনই সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না? সে সকল আমাদেরই কার্য্য, আমরা যাহা মনন করিব তাহাই হইবে, তা বলে তাঁহার কি এরূপ বলপ্রকাশ করা কর্ত্তব্য হইয়াছে? যদিও তাঁহার পুত্র আমাদের কন্যার রূপ দেখিয়া নিতান্ত উন্মত্ত প্রায় হইয়াছেন, তা বলে যে তিনি স্বাধীন নৃপতিকে অধীনতার কথা লিখিয়াছেন, তাঁহার সে উচিত কার্য্য হয় নাই। আমাদের আত্মজা যেরূপ রূপবতী ইহাকে দেখিয়া যে তাঁহার পুত্র বিমোহিত হইয়াছেন, ইহা যথার্থ হইতে পারে, ফলতঃ মহারাজ! এ কথাটি তাঁহার বড় ভদ্রোচিত বলিয়া বোধ হইতেছে না? এক্ষণে সিন্ধুরাজ যেরূপ দাম্ভীক হইয়াছেন, যদি আপনি তাঁহার পত্রের যথাযরূপ উত্তর দান করেন, তাহা হইলে অনর্থ হইবারই সংপূর্ণ সম্ভব। আমি বেশ অনুমান করিতেছি, সিন্ধুরাজ এই পত্রের উত্তর অপেক্ষাতেই নিরস্ত আছেন, তিনি কোনরূপ একবার আমাদের অমননের কথা শ্রবণ করিলেই সসৈন্যে কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিবেন, হয়তো সবলেই আপনাকে জয় করিয়া আমাদের প্রাণাধিকা নন্দিনীকে লইয়া যাইবেন। এক্ষণে আমাদের উপায় কি? দেখিতেছি তদ্রূপ সৈন্য সামন্তও সংগ্রহ নাই, যদি হিত করিতে যাইয়া বিপরীত হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমাদের কতদূর উচ্চশির তাঁহার নিকট নীচতা হইবে বলুন দেখি? তাহা হইলে আমাদের এ প্রদেশে

কতদূর অখ্যাতি হইয়া উঠিবে, তাহা আর বলিতে পারি না? একেবারে অকলঙ্ক রাজকুল কলঙ্ক সাগর তলে মগ্ন হইয়া যাইবে। যাইহক্ মহারাজ! এক্ষণে যেরূপ অবস্থা সংঘটন হইয়াছে, ইহাতে যেরূপে উভয় দিক রক্ষা হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য হইতেছে, আর পরিতাপের আবশ্যক নাই। এক্ষণে সিন্ধুরাজ তনয়কেই তনয়া দানে বাধ্য হউন। আমি শুনিয়াছি সিন্ধুরাজ তনয়ও নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহে। তাহাকে তনয়া দান করিলেও নিতান্ত পরিতাপের কারণ হইবে না। রাজা কহিলেন, রাজ্ঞি! সে কথা সত্য আমরা যেন সে বিষয় উভয়ে সম্মত হইলাম কিন্তু নন্দিনীর এ বিষয়ে মতামত কি, তাহা কিরূপে জানিতে পারিব? রাজ্ঞী কহিলেন, মহারাজ! তজ্জন্য আর অভাব কি আছে? এ কথা ধাত্রী দ্বারা ব্যক্ত করিলেই সমস্ত বিদিত হইতে পারিব কারণ এ কথা আরও একবার সিন্ধুপতি উত্থাপিত করিয়াছিল, যদিও আমরা তখন এ বিষয়ে মন্তব্য করি নাই কিন্তু কন্যার তৎকালে কিরূপ মনোভাব হইয়াছিল, তাহা ধাত্রী অবশ্যই বিদিতা আছে। যদিও ধাত্রীর নিকটে এ কথা ব্যক্ত না করিয়া থাকে, পরিচারিকাগণের নিকট তো আর অবিদিত নাই? যাইহক্, কন্যা যদিও তৎকালে কোন কথা ব্যক্ত না করিয়াই থাকেন, তথাপি আমাদের সেই কন্যা যে পরম বুদ্ধিমতী, অবশ্যই এ বিবাহ বিষয়ে কোন না কোন একটী বিষয় নিশ্চয়ই স্থির করিয়া রাখিয়াছে, এক্ষণে ধাত্রী দ্বারা ব্যক্ত করিলেই স্পষ্টরূপে জানা যাইবে। কন্যার যদি এ বিষয়ে কোনরূপ আপত্য না থাকে, তবে আমাদেরও কোনরূপ আপত্য নাই, তাহা হইলে অবশ্যই সিন্ধুরাজতনয়ের সহ সম্বন্ধ স্থির করা হইবে। এই বলিয়া রাজ্ঞী তখনই রাজাজ্ঞায় ধাত্রীকে ডাকাইয়া আনিলেন, ধাত্রী আসিয়া উপস্থিতা হইলে রাজ্ঞী তাহাকে অতি মধুর বাক্যে কহিলেন, ধাত্রি! তোমাকে আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাকে যথার্থরূপে বল। ইতিপূর্ব্বে যখন সিন্ধুরাজ আপন তনয়ের বিবাহ ফরখোনাজ হৃদয় নন্দিনীর সহ কামনা করিয়া মহারাজকে বিদিত করেন, তখন নন্দিনী ফরখোনাজের কিরূপ মন্তব্য হইয়াছিল? তখন তাঁহার বিবাহ বিষয়ে মত কি অমত তাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলে? ধাত্রী কহিল, রাজ্ঞি। এ কথা আমরা সকলেই শ্রবণ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু রাজবালা ফরখোনাজ সে কথায় ইচ্ছা কি অনিচ্ছা তাহার কোন ভাবই প্রকাশ করেন নাই, ফলতঃ তিনি তৎকাল হইতে অতিব প্রফুল্লিতা ছিলেন, সদাই হাস্য ও নূতন নূতন বেশ বিন্যাস করিতে ভাল বাসিতেন, এবং সর্ব্বদাই আহ্লাদে দিন অতিবাহিত করিবেন, তাহারই চেষ্টা করিতেন, আমোদের নূতন কথা শুনিলে আর তৎস্থান হইতে উঠিতে

চাহিতেন না, কিন্তু সংপ্রতি রাজবালার মনে যে কি উদয় হইয়াছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিনা, এক্ষণে তিনি সর্ব্বদা মলিন বদনেই অবস্থান করিয়া থাকেন। আর এখন সেরূপ বেশ ভূষা করেন না, আর এখন সখীদিগের সহিত সেরূপ আমোদ প্রমোদেও মত্ত হন না, কেবল বিরস বদনেই সর্ব্বদা কালহরণ করিয়া থাকেন। যদিও সখিগণ তাঁহার মন বুঝিবার কারণ কোনরূপ বিবাহ বিষয়ের কথা উত্থাপন করে, সে সংবাদে তিনি উৎসাহিতা না হইয়া বরং মহা দুঃখিতা হন। এবং যখন একান্ত তাঁহার সেই কথা অসহ্য হইয়া উঠে, তখন তিনি আর কাহাকে কিছু না বলিয়া, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া একেবারে উঠিয়া যান। পরে তিনি একেবারে প্রমোদ কাননে উপস্থিত হইয়া, কি যে চিন্তা করেন, তাহা বলিতে পারি না, ফলতঃ যতই কষ্ট হউক, মধ্যে মধ্যে কেবল ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ দ্বারাই সকল যন্ত্রণা পরিহার করেন।

যৎকালে ধাত্রী এবম্বিধ রাজনন্দিনীর চরিত্র বিষয় বর্ণনা করিল, তৎশ্রবণে রাজ্ঞী অতিশয় বিস্ময়াম্বিত হইয়া কহিলেন, ধাত্রি। তুমি বল কি? নন্দিনীর কি এক্ষণে এরূপ দশা ঘটিয়াছে? হায়! হায়! তবেতো বড়ই অনর্থ দেখিতেছি, যাইহক্ তুমি তো সর্ব্বদাই তাহার নিকটে থাক, ইহার কারণ কি তাহা কিছু অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছ? ধাত্রী কহিল, রাজ্ঞি! আমি কি আর এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রহিয়াছি? অদ্য কি, আমি যে দিবসে তাঁহার চিত্তভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি, সেই দিবসেই সেই তাঁহার যে কারণ সেই চিত্ত ভাবান্তর হইয়াছে তাহা জানিয়াছি। তিনি যেকারণে এরূপ হইয়াছেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে আপনার নিকট বিদিত করিতেছি, শ্রবণ করুন। একদিবস রাজবালা ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন, এমত সময়ে তিনি সহসাই নিদ্রাভঙ্গ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন, মুখে আর অন্য বাক্য কিছুই বলিলেন না, কেবল তৎকালে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এই কহিলেন, উঃ! কি নৃশংসের কার্য্য। বিনা অপরাধে এমন চির উপকারিণী সহধর্ম্মিণীকে একেবারে পরিত্যাগ করিল? এই কথাটীই কহিলেন সত্য, তদন্তর তিনি আর কোন কথাই কহিলেন না, সখীগণ ব্যাজনী সঞ্চালন করিতেছিল, যখন রাজবালা এই বাক্যটী বলিয়াই নিস্তব্ধ হইলেন, তখন তাহারা উত্তর করিল, রাজনন্দিনি! অদ্য আপনার সহসাই নিদ্রাভঙ্গ হইল কেন, আর কেনই বা কি নৃশংস এই বাক্যটী বলিয়াই নিরস্তা হইলেন, এর কারণ কি? রাজকুমারী কহিলেন, সখীগণ! সে কথা আর কি কহিব, আমি একটী বড় আশ্চর্য্যরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, অদ্য তোরা সকলে

চুপ করিয়া থাক, কল্য প্রভাত হইলেই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া শুনাইব। এই বলিয়া তিনি আবার শয়ন করিলেন, এবং ঘন ঘন কসথাদেবের নাম করিতে করিতে পুনর্ব্বার ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

এদিকে যেমন প্রভাতকাল হইল, অমনি সখীরা যাইয়া আমাকে সংবাদ দিল, আমি দ্রুতগমনে নন্দিনীর গৃহে আসিয়া দেখিলাম, নন্দিনী একটী গবাক্ষপার্শ্বে উপবিষ্টা রহিয়াছেন ও তিনি গণ্ডদেশে একটী হস্ত প্রদান করিয়া একখানি ধর্ম্ম পুস্তক পড়িতেছেন, কিন্তু অনুমানেই এমন জ্ঞান হইল তিনি যে পুস্তক পড়িতেছেন, তাহা সকলই বৃথা, কেবলমাত্র যেন মনে ঔদাস্য হইয়া, সেই পুস্তকখানির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন? অধিক কি বলিব, তাহার তখন মনোভাব এতদূর বিচলিত হইয়াছিল আমি তাঁহার নিকটে দেশে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মানা ছিলাম, তথাচ তিনি আমি যে তাহার নিকটদেশেই রহিয়াছি ইহা কিছুমাত্রও জানিতে পারেন নাই আমি তাহার সে ভাব দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলাম, আর থাকিতে পারিলাম না, কহিলাম, মা রুবখোনাজ! ভাল আছেন তো? তোমার কোনরূপ অসুখ বাধতো হয় নাই? রাজ্ঞী কি কহিব, আমি সবেমাত্র যাই এই কথাটী কহিলাম, অমনই রাজনন্দিনী যেন শিহরিয়া উঠিলেন, তখন অত্যন্ত লজ্জান্বিতা হইয়া ঈষদ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, কে ধাত্রী মা! না মা আমার কোনরূপ অসুখই হয় নাই, আমি দিব্যরূপ সুস্থশরীরে কালক্ষেপ করিতেছি। আমি কহিলাম, কল্য রাত্রিতে নয় আপনার একটু পীড়া বোধ হইয়াছিল? নন্দিনী কহিলেন, কৈ রাত্রিতে তো আমার কোনরূপ পীড়াই হয় নাই? আমি কহিলাম তবে আপনি কল্য রাত্রিতে হঠাৎ অসম্বিত পূর্ব্বক শয্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন কেন? রাজবালা কহিলেন, ধাত্রী মা! সে কোন পীড়ার কারণ নহে কেবলমাত্র একটা খারাপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম বলিয়া উত্থান করিয়াছিলাম, ফলতঃ আবার তখনই নিদ্রিত হইয়াছিলাম। আমি তখন মনে মনে এইটাই স্থির করিলাম, নন্দিনী যৌবন সোপানে পদক্ষেপ করিয়াছেন, যৌবনে সকল রিপুই প্রবল হইয়া উঠে বিশেষতঃ কামরিপুরই বিশেষ তাড়না। রাজবালা তায় অপরিণীত, এ সময় যে খারাপ স্বপ্ন দেখিবেন, তার কোনরূপ বিচিত্র নহে। যাইহক্, রাজ্ঞি! আমি তখন তিনি যে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুখ হইলাম, তৎকারণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, মাতঃ! আপনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, এই কথাটিই বলিতেছেন কিন্তু আপনি কিরূপে কোন স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহা আমাকে প্রত্যক্ষরূপ বলুন দেখি। আমি তাহা শুনিবার জন্য অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছি। তাহাতে রাজবালা

উত্তর করিলেন, মাতঃ! সে এমন কোনরূপ খারাপ স্বপ্ন নহে, আমি যে বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিতাম, অদ্য কন্দর্পদেব সানুকূল হইয়া সেই স্বপ্ন প্রদর্শন দ্বারা আমার সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন ৷ আমি অগ্রে পুরুষ জাতির স্বভাব ও চরিত্র কিরূপ, তাহা জানিবার কারণ বহুবিধ গ্রন্থপাঠ করিতাম, কিন্তু কোন গ্রন্থেই আমার মন-মালিন্য পরিহার হয় নাই, মন সর্ব্বদা আরও খারাপ হইয়া উঠিত, ফলতঃ কল্য নিশায় কন্দর্পদেবের অনুগ্রহে স্বপ্নযোগে যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছি, তাহাতে আর আমার কোনরূপ সন্দেহই নাই, আমার মনের সঙ্গে ঠিক ঐক্যতা হইয়াছে, এক্ষণে আমি মহাসুখই অনুভব করিতেছি। যদি আপনি নিতান্তই শ্রবণে উৎসুক হইয়াছেন, তবে আমি সমস্তই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি যেন নিদ্রায় কোন সুরম্য কানন দেশ পরিভ্রমণ করিতেছিলাম, দেখিলাম একটী মৃগ ও মৃগী সেই স্থানে মন সুখে বিচরণ করিতেছিল, এমন সময়ে দুর্ভাগ্য বশতঃ মৃগটী আখটার জালে আবদ্ধ হইল। মৃগী তাহা নিরীক্ষণে অত্যন্ত কাতর হইল, এবং ঘন ঘন নেত্রের জল বিসর্জ্জন করিতে করিতে স্বীয় পতিকে যে কিরূপে মুক্ত করিতে পারে, তাহারই চেষ্টায় চেষ্টিত হইল। মৃগও প্রাণপণ চেষ্টায় জাল হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং প্রাণরক্ষা করিবে, এই আশায় অনেকরূপ কৌশল করিতে লাগিল, কিন্তু আখটার এমনই কৌশল ক্রমে জাল পাতিত ছিল, যে মৃগ তাহাতে যতই মুক্তিলাভের জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইতে লাগিল, ততই ক্রমে ঘোরতর রূপে বন্ধন দশায় পতিত হইল। শেষে মৃগ এরূপ ক্লান্ত হইয়া উঠিল যে, আর মুহুর্ত্তকাল বিলম্ব হইলেই মৃগ জীবনান্ত হয়। মৃগী তখন আর থাকিতে না পারিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় জাল কর্ত্তন পূর্ব্বক মৃগকে মুক্ত করিয়া দিল, কিন্তু মৃগী মৃগকে মুক্ত করিয়া দিল সত্য, সে সেই মৃগকে মুক্ত করিতে যাইয়া স্বয়ং এমনই ঘোর বন্ধনে বন্ধিতা হইল, যে তাহার আর মুক্তিলাভের কোনরূপই উপায় রহিল না। মৃগী তখন নিরুপায় হইয়া সেই মৃগোদ্দেশে হা নাথ! হা কান্ত! আমাকে রক্ষা করুন, এই বলিয়া বন্ধন মুক্তের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু সেই পুরুষ জাতি মৃগ এমনই নির্দ্দয়, তাহার মুক্তি কামনা করা দূরে থাক সে একেবারে ঊর্দ্ধমুখে ঘোর কাননদেশে প্রস্থান করিল। উঃ! কি কঠিন। ধাত্রীমা! ইহা দর্শনে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। যাইহক্ কল্য নিশায় কন্দর্পদেব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে স্বপ্নযোগে যেরূপ প্রদর্শন করাইয়াছেন এবং যেরূপ উপদেশ কহিয়াছেন, তাহাতে পুরুষ জাতি যে কতদূর নিষ্ঠুর, তাহা প্রত্যক্ষেই অবলোকন করাইয়াছেন তিনি বলিয়াছেন, পুরুষের তুল্য আর নৃশংস কিছুই নাই, সাবধান! যেন লোকের

অনুরোধে ও আপন ইচ্ছানুখে এরূপ কঠিন পুরুষ করে আত্মজীবন সমর্পণ করো না? পুরুষ যে কতদূর মমতাশূন্য তাহা তোমাকে প্রত্যক্ষেই দর্শন করাইলাম, যেন চিরকাল জন্য স্মরণ থাকে? ধাত্রী মা! আর তোমাকে অধিক কি কহিব, আমারও পুরুষজাতির প্রতি সংপূর্ণ অবিশ্বাস ছিল এবং পুরুষজাতি যে নির্মমতা ও নৃশংস ও বিশ্বাসঘাতক সর্ব্বক্ষণই তাহার চিন্তা করিতাম, এক্ষণে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শনে আর আমার কোনরূপই সন্দেহ নাই, আমার যদি প্রাণান্তও হয় সেও স্বীকার, তথাচ অভিজ্ঞ প্রেমিক ও কুসংস্কারযুক্ত পুরুষকে এ অমূল্য দেহ বিক্রয় করিব না, কসযাদেবের অনুগ্রহে আমি দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং প্রতিজ্ঞায আবদ্ধও হইযাছি, কখন আর আমি পুরুষসহ সংযোগী হইয়া কালহরণ করিব না, এবং ভ্রমেও কখন পুরুষ গলে বরমাল্য প্রদান করিব না।

যৎকালে ধাত্রী নরনাথ সন্নিধানে এই সমস্ত কথা ব্যক্ত করিল, নরনাথ আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিযা কহিলেন, ধাত্রি! তোমার এ কথায় আমার অতিশয আশ্চর্য্যানুভব হইতেছে। কারণ স্বপ্ন দেখিযাই যে নন্দিনী পুরুষের প্রতি এতদূর বিরক্তি ভাজন হইযাছে, ইহা কখনই সম্ভবজনক হইতে পারে না? ইহার অবশ্যই কোন না কোন গূঢ় মর্ম্ম থাকিতে পারে। এক্ষণে আমার সংপূর্ণই অনুমান হইতেছে এ বিষয়ে নন্দিনীকে কোন না কোন কুমন্ত্রণা দানি তুমিই করিয়াছ? ধাত্রী লোমাঞ্চিত কলেবরে কহিল, রাজন! বৃথা দোষ এ দাসীর প্রতি অর্পণ করিবেন না, এ দাসী তাহার কিছুমাত্র বিদিতা নয়? যদি নিতান্তই অবিশ্বাস করেন, তবে আমি প্রভু কসয়াদেবের সপথ করিয়া বলিতেছি, তাহার কিছুই জানিনা। আমি রাজবালাকে মন্ত্রণা কি দিব, মহারাজ! বরং আমি যে দিনে তাঁহার এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত বিদিত হইযাছি, সেই দিন থেকেই চেষ্টা করিতেছি যে, যাহাতে তাঁহার সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইযা পুরুষের প্রতি ভক্তির উদয় হয়। সে কারণ তাঁহার নিকট কতই পুরুষের যশ কীর্ত্তন করিয়া থাকি, সাধুপুরুষগণের গ্রন্থাবলী সর্ব্বদাই শুনাইতেছি, এবং সকল পরিচারিকাগণকেও শিক্ষিত করিযা রাখিযাছি, তাহারাও কেবলমাত্র রাজবালার নিকট পুরুষের সদাচার ভিন্ন আর কিছুই কহে না? কি বলিব, ইহাতেও যদ্যপি আপনার অবিশ্বাস হয়, তবে তাঁহাকে আপনার নিকটেই আনিতেছি, আপনি প্রত্যক্ষে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন। ধাত্রী এই কথা বলিযাই স্থিরভাবে রাজসমীপে দণ্ডায়মানা রহিল।

এদিকে রাজবালা নানারূপ চিন্তায় চিন্তিতা হইয়া মনে মনে করিতেছেন, শুনিতেছি সকল প্রদেশের মহা মহা নৃপতিগণই

আমাকে পুত্রবধূ করিবার কামনায় পিতার নিকট সংবাদ প্রদান করিতেছেন, এক্ষণে আমিও সম্পূর্ণ উদ্বাহের যোগ্যপাত্রী হইয়াছি, পিতা যদি এ বিষয়ে কোন রাজনন্দনের সহ আমার বিবাহের স্থিরতাই করেন, তবেইতো অনর্থ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভব? কারণ আমি যে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তিনিতো ইহার কিছুই বিদিত নন? এক্ষণে উপায়? ক্রমে ক্রমেই দিন অতীত হইতেছে, যদি ইহার বিধান অগ্রে থাকিয়া না করিয়া রাখি, তবে অবশ্যই আমার এ প্রতিজ্ঞায় ব্যাঘাত ঘটিবে। এই ভাবিয়া তিনি মনে করিলেন, যাই-হোক্ অদ্যই ইহার প্রতিবিধান করিব, যাহাতে পিতৃদেব আর আমার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে না পারেন। প্রথমতঃ তৎকারণ রাজনন্দিনী কতরূপ যুক্তি স্থির করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোনরূপ সাহস করিতে পারিলেন না, পরে ভাবিলেন, ধাত্রীমাতা অতিশয় বুদ্ধিমতী, এ পরামর্শ তাঁহার সহিতই নিশ্চয় করিব। তদনন্তর মনে করিলেন, ধাত্রীমাতা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বটে, কিন্তু তিনি যে আমাকে এ বিষয়ে সৎপরামর্শ দিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নয়। কারণ আমি বিলক্ষণরূপে জানিয়াছি, তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরোধী। না—এ কথা তাহার নিকট কখনই ব্যক্ত করিব না। পরে আবার মনে করিলেন, না হয় স্বয়ম্বরা হইব, ইহাই পিতাকে বিদিত করিব। যদিও ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তবুতো কিছুদিন এরূপে অতীত করিতে পারিব? তৎপরে আবার মনে করিলেন, যদিও আমি পিতাকে এ কথা বলি, কিন্তু তাহা হইলেতো এই কারণ আমাকে পিতার নিকট সংপূর্ণ মিথ্যাবাদিনী হইতে হইবে? না, এ পরামর্শও করা স্থির হইল না। যাইহোক্, এক্ষণে পিতাকেই অনুরোধ করিব, যে আমার বিবাহ বিষয়ে এক্ষণে নিরস্ত থাকুন, যৎকালে আমি বরমাল্য প্রদানের অভিলাষী হইব, তৎকালেই এই কার্য্য সমাধা করিবেন। ইহা শুনিলে পিতা অবশ্যই নিরস্ত থাকিবেন, এবং আমারও সর্ব্ব পথ বজায় হইবে, এই যুক্তিই আমার স্থির নিশ্চয়। এইরূপে রাজবালা যুক্তি স্থির করিতেছেন, এমত সময়ে একটী পরিচারিকা আসিয়া রাজবালাকে কহিল, সখি! আপনাকে মহারাজ কি নিমিত্ত ডাকিতেছেন। রাজবালা পিতৃ আজ্ঞায় আর থাকিতে পারিলেন না, তখনই যাত্রা করিলেন, কিন্তু যাইতে যাইতে মনে করিলেন, পিতা ডাকিয়াছেন, না ভালই হইয়াছে, আমার যাহা অভিলাষ পিতাকে এই সাবকাশেই সমস্ত প্রকাশ করিব। এই ভাবিয়া রাজবালা তখনই দ্রুতপদে পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিতা হইলেন, কিন্তু যখন তৎস্থানে ধাত্রীমাতাকে উপবিষ্টা হইতে দেখিলেন, তখন তাহার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, তিনি তখন নিশ্চয় জানিলেন পিতা এই ধাত্রীমাতার কাছে

আমার সমুদয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন। কি করিবেন, তাঁহাতে তাঁহার অতিশয় লজ্জা বোধ হইল, তিনি অতি সঙ্কোচবদনে তাঁহার জননীর একপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন। রাজা নন্দিনীকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, পরে কহিলেন, মা! তুমি কেমন আছ? রাজকুমারী তাহার উত্তর দানে বাধ্য হইলেন না, কেবল অধোবদনেই বসিয়া রহিলেন। মহীপাল পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎসে! আমার বাক্যের উত্তর দান করিতেছ না কেন? নন্দিনী তাহাতেও উত্তর দান করিলেন না। রাজা তাহাতে অতিশয় অসুখী হইলেন, পরে কন্যার চিবুক ধারণ করিয়া বাৎসল্যরস জানাইতে যাইয়া দেখিলেন, কন্যার নেত্র হইতে অবিরল ধারে বাষ্প বারি বরিষণ হইতেছে। তখন তিনি আরও দুঃখিত হইয়া কহিলেন, হা মা! তুমি কি রোদন করিতেছ? কেন মা তুমি রোদন করিতেছ? তোমার এমন কি কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, আমাকে শীঘ্র বল। রাজবালা তখন স্বীয় নেত্রজল অঞ্চল দ্বারাই বিমোচন করিলেন, পরে তিনি পিতার চরণ ধারণ করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আমার কোনরূপ দুঃখই হয় নাই, সংপ্রতি আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।



ফরখোনাজ স্বীয় পিতার চরণ ধরিয়া বলিতেছেন।

নৃপতি, দুহিতার আন্তরিকভাব কিছুমাত্র বিদিত ছিলেন না, কন্যাকে রোদন করিতে দেখিয়াই ব্যথিত হইয়াছিলেন, অমনই ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া কহিলেন, বৎসে। নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি যে বাক্য রক্ষা করিতে কহিবে, আমি তাহাই রক্ষা করিব। ইহাতে আমাকে যদি সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাচ তোমার বাক্য কখনই অস্বীকার করিব না। তুমি এক্ষণে রোদন সম্বরণ করিয়া তোমার যাহা মন্তব্য কথা তাহা হৃষ্টচিত্তে আমাকে বিদিত কর। রাজবালা পিতৃবাক্যে অতিশয় হর্ষিত হইলেন, এবং তখনই প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, হে পিতঃ। আমার এই একমাত্র প্রার্থনা, আমি যৎকালে পরিণয়ে ইচ্ছাধীনা হইব, তৎকালেই আপনি আমার পরিণয় কার্য্যে মনোযোগী হইবেন, এক্ষণে আপনি এ বিষয় কাহারও সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিবেন না।

ভূপাল, কন্যা প্রমুখাৎ একপ বাক্য শ্রবণেই চকিত হইলেন, এবং সে বিষয়ে আর কি যে উত্তর করিবেন, তাহারই চিন্তা করিয়া এক দৃষ্টে সেই নন্দিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। প'র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন ভাবিয়া আর কোনরূপ উত্তর করিতে পারিলেন না, অবশেষে কাজেই কহিতে হইল, নন্দিনী। তুমি যে বিষয় প্রস্তাব করিলে, এক্ষণে আমি তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যদি সন্দ্বীপা অধীশ্বরের পুত্রও তোমার পরিণয় কামনা করেন, এবং তজ্জন্য আমাকে মহাবিপদগ্রস্তও হইতে হয়, তথাচ তোমার সম্মতি বিনা, কাহার সহিত তোমার পরিণয় দিব না। যখন মহীপাল একপ অনুজ্ঞাদান করিলেন, তখন রাজনন্দিনীর আর আনন্দের সীমা রহিল না, তখনই স্বীয় পিতৃদেবের চরণদ্বয় ঘন ঘন বন্দনা করিয়া হৃষ্টচিত্তে আপন অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠে প্রস্থান করিলেন। তিনি বহু দিবস হইতে যে বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, যখন তাঁহার সে মনোরথ সংপূর্ণ হইল, তখন তিনি অতিশয় আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন, এবং তাঁহার যে মুখপদ্ম সদত চিন্তায় মলিন প্রায় হইয়াছিল, সেই মুখপদ্ম তখন তাঁহার প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় হইয়া উঠিল। মনে মনে করিতে লাগিলেন, আর আমার চিন্তাই বা কি আছে, যখন পিতৃদেব স্বীয়মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমার সম্মতি বিনা কাহাকেও দান করিবেন না, তখন আমার সমস্ত মনোরথই সুসিদ্ধ হইল। আর আমার কোন রূপই চিন্তা রহিল না, এক্ষণে আমি স্বাধীনতাই লাভ করিলাম, এক্ষণে আমার সম্মতি না হইলে, আর পিতা কাহাকেও দান করিতে পারিবেন না, আমি যে পুরুষ জাতিকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকি, আমার সেই স্বাধীনতাই

বজায় রহিল, আমাকে কখনই আর পুরুষের অধীনতা ভার সাদরে বহিতে হইবে না। এইরূপ মহা আনন্দিতা হইলেন, এবং মনে মনে করিতে লাগিলেন, এ বিষয়ে আমাকে যথার্থই কমযাদেব রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা এমন কঠিন বিষয় পিতা সহসা কখনই স্বীকার করিতেন না। যাইহোক্, এ সকল তাঁহারই ইচ্ছা, এই বলিয়া তিনি দারুণ হর্ষসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং তখনই স্বীয় সখীগণ সমভিব্যাহারে নানারূপ হাস্য পরিহাস্য ও ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতি আনন্দপূর্ব্বক নৃত্যগীতাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি এই ভাবেই কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহারাজ যৎকালে কন্যা বাক্য স্বীকার করিয়াই কন্যাকে বিদায় দান করিলেন, তৎকালে রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, মহারাজ! করিলেন কি? এক্ষণে আপনার অনিষ্ট কি আপনিই করিলেন? কোথায় নন্দিনী যাহতে বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হন, তাহাই করিবেন, না যাহাতে নন্দিনী আর বিবাহ করিতে না চাহে, তাহাই করিয়া বসিলেন? এখন সিন্ধুরাজ দূতকে যে কি বলিয়া বিদায় করিবেন, তাহার উপায় কি দেখিতেছেন? রাজা বলিলেন, রাজ্ঞী। তুমি যাহা বলিতেছ ইহা সকলই সত্য, কিন্তু আমি তখন কন্যাকে অশ্রুমুখী নিরীক্ষণ করিয়া এমনই কাতর হইয়াছিলাম, যে আমার আর সিন্ধুরাজের কথা মনেও স্মরণ হইল না, আমি অনায়াসেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এই কার্য্য করিলাম। আর তাহাও বলি, কন্যা যে এরূপ প্রার্থনা করিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানি নাই। যাইহোক রাজ্ঞি। যা হবার তা তো হইয়াই গিয়াছে, কিন্তু কন্যা একেবারে যে বিবাহ করিব না এমন কথা বলে নাই, এক্ষণে যাহাতে নন্দিনীর সে পুরুষদ্বেষ ভ্রম অপনীত হয়, তাহারই উপায় কর, তাহা হইলে কন্যা অবশ্যই বিবাহ বিষয়ে স্বীকৃতা হইবে। ধাত্রি। আমি জানি তুমি একজন পরমবুদ্ধিমতী রমণী তুমি কি ইহার কোনরূপ উপায় করিতে পারিবে না? ধাত্রী কহিল, মহারাজ! পীড়ার অবশ্যই ঔষধি আছে, যদি দাসীর প্রতি এরূপ অনুজ্ঞাই হয়, তবে এ দাসী যে এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে না, ইহারই বা কারণ কি? তখন রাজা অতি সন্তোষের সহিত কহিলেন, ধাত্রি। আমি তোমার কথায় অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম, কিন্তু কিরূপে যে এই মহৎকার্য্য সাধিত করিবে, তাহা অগ্রে আমার সমক্ষে বল? ধাত্রী কহিল, মহারাজ! আমি পুরুষদিগের সচ্চরিত্র ও স্নেহ সম্বন্ধে যে কতরূপ ইতিহাস জানি, তাহা বলিতে পারি না, যদি সেই সকল ইতিহাস কামিনীর নিকট কীর্ত্তন করি, তবে সে রমণী যতই কেন পুরুষদ্বেষকারিণী হউক না, অবশ্যই তাহাকে পুরুষের প্রতি ভক্তি করিতে হইবে। মহারাজ!

এক্ষণে আমি তাহাই ভরসা করিয়াছি, এবং রাজনন্দিনীকে সেই সকল গল্প শুনাইয়া যে নিশ্চয়ই ঐ পুরুষদ্বেষ ব্যাধি নিবারিত করিব, ইহাই নিশ্চয় করিয়াছি। রাজা তাহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ধাত্রি! তুমি যাহা উপায় স্থির করিয়াছ, এ অতি সৎ উপায়ই বটে, এবং ইহা দ্বারা কন্যা যে পতি অভিলাষিণী হইবে, ইহাও জ্ঞান হইতেছে, তবে তুমি অবিলম্বেই এ বিষয়ে চেষ্টিতা হও। আমি এক্ষণে আসি, যখন তুমি আমাকে এই শুভ কার্য্য সাধিত করিয়া সুসংবাদ দান করিবে, আমি তখনই তোমাকে দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া এ কার্য্যের সম্মান রক্ষা করিব। রাজা এই কথা বলিয়া তখনই তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ প্রথমতঃ রাজসভায় উপস্থিত হইয়াই দূতদ্বারা সিন্ধুপতিকে পত্র লিখিলেন, সিন্ধুরাজ। তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দেওয়া সংপূর্ণই মানস হইয়াছে কিন্তু কন্যা এক্ষণে বিবাহ বিষয়ে বিরত থাকায়, সে আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না, কন্যা পতি ইচ্ছা করিলেই একার্য্য সমাধান করিয়া তোমার সম্মান রক্ষা করিতে বাধ্য রহিলাম, দূত পত্র প্রাপ্তেই প্রস্থান করিল।

এদিকে ধাত্রী রাজকন্যাকে গল্প শুনাইবার জন্য অতিশয় যত্নবতী হইল, কিন্তু কোন্ সময়ে শুনাইবে তাহারই চিন্তা করিতে লাগিল। মনে করিল রাজনন্দিনী প্রভাতে বিদ্যাদি অভ্যাস করিয়া থাকেন, তৎকালে গল্প শুনাইবার সময় নহে, মধ্যাহ্নে ভোজন করিয়া বিশ্রাম করেন, তখনও শুনান হইবে না, অপরাহ্নে নৃত্য গীতাদি অভ্যাস করেন, তখনই বা শুনাইব কিরূপে? তবে রাজবালা সন্ধ্যার সময় যখন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে অট্টালিকাপরে উপবেশন করেন, এবং সখীগণ সহ হাস্য পরিহাস করিয়া থাকেন, সেই সময়ই এই সকল গল্প শুনাইয়া তাঁহার পুরুষ দ্বেষ ভাব নিবারিত করিব। ধাত্রী এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়াই নিশ্চিন্ত ভাবে রহিলেন, যখন সন্ধ্যা সমাগমে রাজবালা সখীগণ সহ সেইরূপ ভাবে অট্টালিকাপরে উপবেশন করিয়া নানারূপ আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন, তৎকালেই ধাত্রী তৎস্থানে উপস্থিত হইয়া কহিল, রাজবালা। তোমায় বলিব কি, আজ যে আমার একটী গল্প মনে পড়িয়াছে, সে গল্পটী অতিশয় মনোহর। এমন কি, বোধ করি তেমন গল্প তুমি কখনই শ্রবণ কর নাই। রাজবালা অমনই আগ্রহ সহকারে কহিলেন, ধাত্রী মা! সে কেমন গল্প আমাকে বলিতেই হইবে, আমি তাহা শ্রবণ করিতে অতিশয় উৎসুকী হইলাম, তুমি আমাকে বল। ধাত্রী বলিল, আমি বলিতেছি, তবে তুমি একাগ্রচিত্তেই শ্রবণ কর, এই বলিয়া ধাত্রী প্রথম গল্প আরম্ভ করিল।

## আবুলকাসেমের উপন্যাস।

ধাত্রী কহিল, হে নৃপনন্দিনি। শ্রবণ কর, অতি পূর্ব্বকালের ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে বোকদাদ নগরে হারুণ অলরসিদ নামে একজন ধীশক্তি সম্পন্ন নৃপতি ছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার সৈন্য সামন্তের সংখ্যা ছিল না, তাঁহার ভুজবলে সকল নৃপতিগণই অধীনতা স্বীকার করিতেন। আর তাঁহাকে দয়া দাক্ষিণ্য গুণের আধার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু যদিও তিনি এই সর্ব্ব সদ্‌গুণমণ্ডিত ছিলেন, তথাচ একমাত্র তাঁহার অন্তরে অহঙ্কার রিপু বলবৎ থাকায় অনেকরূপ অপযশ কীর্ত্তন হইয়া থাকিত। তিনি সর্ব্বদাই গর্ব্ব সহকারে কহিতেন, আমার তুল্য ধনশালী, কি যোদ্ধা এ ধরায় অতি বিরল। আমি যেরূপ প্রজাগণকে সুপালন করিয়া থাকি, এরূপ এ ধরায় এখনও কেহ জন্মলাভ করে নাই। এইরূপ আত্ম প্রশংসা করায় তিনি যদিও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন, তথাচ তাঁহার ঐ আত্ম গরিমা দোষে সকলেই নিন্দাবাদ করিয়া থাকিত।

জাফর নামে তাঁহার এক সুবিজ্ঞ প্রধান অমাত্য ছিলেন, তিনি অতিশয় স্পষ্ট বক্তা ও ধার্ম্মিক। সর্ব্ব শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল, তিনি কখন ভ্রমেও মিথ্যা কথা কহিতেন না। যখন স্বীয় প্রভুর এক অহঙ্কার গুণে সকল দেশে সর্ব্বস্থানে মহা দুনাম হইয়া উঠিল, তখন সেই অমাত্যবর আর থাকিতে পারিলেন না, অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া মৃদুল বচনে নরনাথকে কহিলেন, হে ভূপেন্দ্র। সকল স্থানে ও সকল দেশে সকল লোকেই বিদিত আছে, যে বোকদাদ অধীশ্বরের তুল্য রাজা আর এ ধরায় দ্বিতীয় নাই। আপনার ধন, মান, বিদ্যা বুদ্ধি, গৌরব, প্রজা পালন, দয়া দাক্ষিণ্যাদি ও পরাক্রমে সর্ব্বদাই সর্ব্বস্থানে কীর্ত্তন হইয়া থাকে, কিন্তু মহারাজ! আত্মশ্লাঘা ও আত্ম গরিমা যে জীবের পক্ষে কতদূর অনিষ্টকর ও ধর্ম্ম পথের কণ্টক তাহা আপনি উত্তমরূপে জ্ঞাত থাকিয়াও যে ভূয় ভূয় স্বীয় মুখে আত্ম গরিমা প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাতেই আপনার গৌরবের অনেক হানি হইবার সম্ভব। আপনার বীরদর্পে সকল প্রদেশের নরপতিই অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন, আপনার অধীনে কোটী কোটী প্রজাগণ বসবাস করিয়া থাকে, যদি সকলেই আপনার সকল গুণের প্রশংসা করিত, তবে যে কতদূর সুখের বিষয় হইত, তাহা আর বলিতে পারি না। তাহারা আপনার চরণ দর্শন জন্য সকলেই আগমন করিয়া থাকেন, এবং আপনার ঐ সকল গুণেরই

প্রশংসা করিয়া শেষে, আত্মগরিমা শ্রবণ করিলেই তাঁহারা যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়া গমন করেন, তাহা আর বলিতে পারিনা। পরিশেষে এই কথা বলিয়া যান, আত্মগরিমা করা অত্যন্ত কাপুরুষের কার্য্য।

যৎকালে মহারাজ স্বীয় মন্ত্রীমুখে এরূপ প্রখরবাক্য শ্রবণ করিলেন, তখন অতিশয় কোপপুরিত লোচনে মন্ত্রীকে কহিলেন, মূঢ়! তুমি কি আমার মানের হানি করিতে চাহ? আমার তুল্য নৃপতি আর এ ধরায় কে জন্মলাভ করিয়াছে, কি করিয়াছিল, তাহাই বল দেখি? আমার বিপুল ঐশ্বর্য্য, আমার দানপ্রভাবে সকল নির্ধনী ব্যক্তিই ধনী হইয়াছে, আমি আত্ম করিমা করিব না কেন? আমার ন্যায় আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এধরায় কে আছে? মন্ত্রী রাজবাক্যে আর থাকিতে পারিলেন না, অমনি মিনতি বাক্যে কহিলেন, হে রাজন। আপনি পৃথিবী পতি, আপনাকে সকলই সম্ভবে, তবে যে আপনি বলিতেছেন, আমার ন্যায় ধনবান ও দানশীল ব্যক্তি আর কোথায়? কিন্তু মহারাজ! সে ব্যক্তি কোথায় কিরূপে বাস করে, তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি আপনি এ দাসকে ক্ষমা গুণে মার্জ্জনা করেন? আপনি মনে করেন আমি রাজা, আমি যাহা বলিব সকলই সম্ভব, কিন্তু মহারাজ! যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনার উপমা দিতে ইচ্ছা করিতেছি-সে ব্যক্তি আপনার অপেক্ষা সর্ব্বাংশেও সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। তথাপি তিনি নিরহঙ্কারী, এমন কি তিনি অহঙ্কার যে কাহাকে বলে, তাহা কখন শ্রবণও করেন নাই। আপনি মনে করিয়া থাকেন, আমার দানে নির্দ্ধনীরাও ধনবান হইয়াছে, মহারাজ। কিন্তু তাঁহার যেরূপ দান, তাহা আপনি দানকরা দূরে থাকুক, কখন সেরূপ দ্রব্য সামগ্রী চক্ষেও দেখেন নাই! যখন রাজমন্ত্রী এইরূপ বাক্য নৃপতিকে কহিলেন, তখন নৃপতি একেবারে ক্রোধিত হইয়া কহিলেন, রে মূর্খ মন্ত্রী! তোর এতদূর সাহস? তুই কি না আমার সমক্ষেই আমার নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলি? দেখ। তোর কিরূপ দুর্দ্দশা করি? এখনও বলিতেছি, বল, কোন ব্যক্তি আমাপেক্ষা সহস্রগুণে ধনবান ও দাতা, যদি যথার্থ রূপে না বলিতে পারিস, তবে এখনই তোর প্রাণ দণ্ড করিয়া এ কোপের শান্তি করিব। মন্ত্রী বিকম্পিত কলেবরে কহিলেন, হে রাজন। আমি কদাচই আপনার সমক্ষে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই, আমি যাহা বলিয়াছি, ইহা সম্যকরূপেই সত্য, এক্ষণে তিনি কে এবং কোথায় অবস্থান করেন, বলিতেছি শ্রবণ করুন। বসরা নগরে তাঁহার আবাস স্থান, তাঁহার নাম আবুলকাসেম, তাঁহার পিতার নাম আবদুল আজিম। যদিও তিনি আপনার শাসনাধীন রাজ্যেই বসবাস করিয়া থাকেন, তথাপি তিনি আপনা অপেক্ষা

যে সহস্রগুণে ধনবান ও দাতা তার আর অণুমাত্র সংশয় নাই। তিনি যাচকের অভিমতানুযায়ীই দান করিয়া থাকেন, তাঁহার তুল্য দানী আর ভূভারতে কেহই নাই, তিনি দাতব্য গুণে রাজাপেক্ষাও বিখ্যাত নামা হইয়াছেন। আমি অগ্রে মনে করিতাম, যে আপনার ন্যায় ঐশ্বর্য্য ও দান শক্তি আর কাহারও নাই, কিন্তু মহারাজ। যে দিবস আমি তাঁহার সেই অতুল ধনভাণ্ডার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আসিয়াছি, সেই দিনে অনুমান করিয়াছি, আপনার যে ঐশ্বর্য্য, তাহার সহস্রাংশের এক অংশও হইবে কি না, সন্দেহ। আর তাঁহার অতিশয় নির্ম্মল চরিত্র, কাহাকে অহঙ্কার বলে, বোধ করি তিনি তাহা শ্রবণেও শ্রবণ করেন নাই। মনুষ্য দেখিলে তিনি সদা বিনয় ও ভক্তিই করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই গুণে যে তাঁহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছেন, সেই তাঁহার প্রশংসা না করিয়া আর থাকিতে পারেন না। আর অধিক কি কহিব, মহারাজ! এ সকল আমি স্বচক্ষেই অবলোকন করিয়া আসিয়াছি। রাজা তদ্বাক্যে একেবারে শূন্যজ্ঞান হইয়া উঠিলেন, তখনই গম্ভীর স্বরে কহিলেন, পামর। তুই কিনা আমার একজন অধীনস্থ রাজার প্রজার সঙ্গে উপমা করিতেছিস? তোর এ অহঙ্কার বাক্য আমার আর কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। এই বলিয়া নবনাথ তখনই সেই মন্ত্রীকে একেবারে কারারুদ্ধের অনুজ্ঞা করিলেন। দূতগণ তখনই মন্ত্রীকে বন্ধন করিয়া কারাগারে রাখিয়া দিল।

অনন্তর মহারাজ একেবারে রাজান্তঃপুরেই প্রবিষ্ট হইলেন, পরে আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যখন শয্যোপরে শয়ন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছিলেন, এমত সময়ে তৎস্থানে রাজ্ঞী আসিয়া উপস্থিতা হইলেন। দেখিলেন মহারাজ নম্রস্বভাবেই শয্যোপরে বিশ্রাম করিতেছেন, অমনই রাজ্ঞী অতিমৃদু ও মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন। যে কথা শ্রবণ করিলাম, তাহা কি সত্য? আপনি কি যথার্থই রাজমন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন? রাজা কহিলেন, যে যেমন অপরাধ করিবে, তাহার তেমনই দণ্ড করিব, ইহাতে আর আপত্য কি? রাজ্ঞী কহিলেন, মহারাজ? ইহা আপনার উচিত কার্য্য হয় নাই, মন্ত্রী যদিও কোনরূপে দোষী হইয়াছিলেন, তাহার তৎদণ্ডে দণ্ড করাই শ্রেয় ছিল, তাঁহাকে যে কারারুদ্ধ করিয়া বিশেষ দণ্ড দেওয়া, ইহা আপনার দয়ার কার্য্য হয় নাই। তাহার পক্ষে লঘু দোষে গুরু দণ্ডই হইয়াছে। রাজা তখনই উত্তর করিলেন, রাজ্ঞী। তুমি বলিতেছ কি, মন্ত্রীর লঘু দোষে গুরুদণ্ড করিয়াছি? যাহাই বল, কিন্তু আমি বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া

দেখিয়াছি, মন্ত্রী যেরূপ অপরাধ করিয়াছে, তাহার পক্ষে অতিশয় লঘু দণ্ডই প্রদান করিয়াছি। মন্ত্রী যে দোষে দোষী হইয়াছে, সে দোষের যথার্থ বিচার করিতে হইলে তাঁহার প্রাণ দণ্ড ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না? রাজ্ঞি! বল দেখি, দুরাত্মার কতদূর সাহস? সে কিনা আমারই মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমাকেই শত নিন্দা করিতে প্রবর্ত্ত হয়? উঃ! সে কতদূর বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিয়াছে? তার কতদূর অহঙ্কার? আমি তাহাকে যে তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড না করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছি, এই তাহার পক্ষে যথেষ্ট অনুগ্রহের কার্য্য হইয়াছে? তুমি যতই বল, আমি তাহাকে যাবজ্জীবন সেই ভাবে রাখিতে কখনই নিরস্ত হইব না? রাজ্ঞী কহিলেন রাজন! আমি তাহার অপরাধের কথা সমস্তই শুনিয়াছি, সে যে অপরাধের অপরাধী হইয়াছে, সে অতি সামান্য অপরাধ। আপনি একজন মহা বিচক্ষণ ব্যক্তি, যথার্থরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন, মন্ত্রী যে কথা বলিয়াছে, সে কথার কখনই বৃথা হইতে পারে না? এই যে জগৎ সামান্য নহে, ইহাতে যে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর নাই, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না? অগ্রে আপনি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হন, পশ্চাৎ মন্ত্রীর দোষের কথা কহিবেন। আর বসরা নগর অতি সামান্য দূর। সেখানে গমন করিবারই বা আপত্তি কি আছে? যদি তাহাতে মন্ত্রীর বাক্যের অপ্রমাণ হয়, তবে যে দণ্ড করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা গুরুদণ্ড করিলেও আপত্তি নাই, কিন্তু যদি মন্ত্রীর বাক্যই প্রমাণিত হয়, তবে আপনি কতদূর নিন্দনীয় কার্য্য করিয়াছেন বলুন দেখি? লোকে কেন যাহাই বলুক না, ধর্ম্ম পথে কতদূর হানি হইবে বলুন দেখি? রাজ্ঞী বাক্যে রাজার যেন চৈতন্যের উদয় হইয়া আসিল, তিনি তখন শান্তভাব ধারণ করিয়া কহিলেন, রাজ্ঞি! এক্ষণে তোমার বাক্যে আমার সম্পূর্ণই অভিলাষ হইতেছে যে অগ্রে আমি মন্ত্রী প্রমুখাৎ বাক্যেরই প্রমাণ পথের পথিক হইব, তদনন্তর যাহা করা কর্ত্তব্য হয় তাহাই করিব, ফলতঃ এ বিষয়ে দূত দ্বারা সপ্রমাণ অবগত হওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য হইবে না? কারণ মন্ত্রীকে উদ্ধার মানসে দূত যে একটা মিথ্যা কথা বলিবে, ইহার আর বিচিত্র কি? আমি এ বিষয়ে অদ্য যামিনীতে স্বয়ংই গমন করিব, এবং যদি মন্ত্রীবাক্য সপ্রমাণীত হয়, তবে মন্ত্রীর যে গুরু অপমান করিয়াছি, ইহার ক্ষতি পূরণ কারণ মন্ত্রীকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিব, আর যদি অপ্রমাণ হয়, তবে মন্ত্রীর আর কোন মতেই জীবন সত্ত্বে কারা মোচন করিব না।

মহারাজ এইরূপ কৃত সংকল্প হইয়া যেমন সন্ধ্যাদেবীর আগমন হইল, অমনই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া একাকী সেই বসরাভিমুখেই

যাত্রা করিলেন। গমন করিতে করিতে সর্ব্বদাই এই চিন্তায় চিন্তিত হইলেন, যে কি উপায় করিলে সেই যে আবুলকাসেম আমা অপেক্ষা ধনবান ও দানশীল তাহা প্রত্যক্ষে প্রদর্শন করিতে পারিব। যদি আবুলকাসেম এরূপ ধনবান ও দাতাই হন, তবে বোধ করি, বসরা নগরের যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া দিতে পারিবে, কিন্তু আমি যে হারুণ অলরসিদ রাজা, আমাপেক্ষা তাঁহার সর্ব্বগুণে অধিক গৌরব, এ কথা তাহারা কিছুতেই বলিতে সক্ষম হইবে না? কারণ আমি হারুণ অলরসিদ রাজা, আমারই বা কত ধন সম্পত্তি ও আবুলকাসেমেরই বা কত ধন, এতো আর তাহারা কখন দেখে নাই? যাইহক্, যে কোন প্রকারে পারি সেই আবুলকাসেমের সহিত আমাকে সাক্ষাৎ করিতেই হইবে, ফলতঃ আমি যে বোকদাদপতি, এর পরিচয় আর তাহার নিকট কদচই ব্যক্ত করিব না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহীপতি একেবারেই বসরানগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সম্মুখেই একটী পান্থশালা রহিয়াছে, মহারাজ সে রাত্রি তথায় অবস্থান করিবেন বলিয়া সেই পান্থাধ্যক্ষ অতিবৃদ্ধ সেই স্থানে বসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়। এই রাত্রির জন্য যদি আপনার এই পান্থশালায় অবস্থান করি, তবে ভোজন ও শয্যাদির কারণ কত পরিমাণে খরচ দিতে হইবে? পান্থাধ্যক্ষ তদ্বাক্যে কর্ণে হস্ত দিয়া কহিল, মহাশয়! অমন বাক্য আর বলিবেন না? আমাদের অধীশ্বরের এ বিষয়ে এরূপ আজ্ঞা দান করা আছে, যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন, তিনি যদি এই পান্থ নিবাসে অধিষ্ঠান হন, তবে তাঁহাকে রাজ উপাহারীয় দ্রব্য সামগ্রী উত্তমরূপে সযত্নে ভক্ষণ করাইবে, এবং তাহাকে দিব্য শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিবে। যদি তিনি দশ বৎসর কালও এইরূপে এই পান্থশালায় অবস্থান করেন, তথাচ তাহাকে অযত্ন করিবে না, কিন্তু যদি কোনরূপে শুনিতে পাই, তাঁহাদের নিকট একটী মাত্র পয়সা গ্রহণ করিয়াছ, তবে তোমাদের যতদূর শাস্তি দেওয়া উচিত বিবেচনা করিব, ততদূর শাস্তিই ইহার কারণ প্রদান করিব। মহাশয়। আমরা কি পয়সা গ্রহণ করিয়া অতিথি সেবা করাইতে পারি, আপনি আসিয়াছেন পরম ভাগ্য! স্বচ্ছন্দ সুখে অবস্থান করুন, আমাদের তাহাতে লভ্য বই আর ক্ষতি হইবে না। রাজা কহিলেন, তোমাদের অধীশ্বরের নাম কি? পান্থকর্ত্তা চকিত হইয়া কহিলেন, মহাশয়! বলেন কি? তবে বুঝি আপনি কোন বিদেশীয় ব্যক্তি? নতুবা আমাদের প্রভুকে এ রাজ্যের লোক যে সে কে না জানে, মহাশয়! আপনার নিবাস কোথায়? রাজা কহিলেন, মহাশয়; আমি চিরপথিক, আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান কোন স্থানে

নাই, আমি যে দিন যথায় থাকি সেই দিনেই তথায় বাস-স্থান। পান্থকর্ত্তা কহিল, অনুমানেই তাহা জ্ঞাত হইয়াছি, নতুবা আমাদের প্রভু আবুলকাসেমকে চিনিতেন না? মহাশয়! আমাদের প্রভুর নাম আবুলকাসেম! তিনি যদিও এখানকার অধীশ্বর নন, তথাচ তিনি এখানকার অধীশ্বরের অপেক্ষা সহস্রাংশে সর্ব্বগুণে বেশী প্রতিপন্ন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে রাজা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আমরা একারণ সেই আবুলকাসেমকে কখন কখন মহারাজাও বলিয়া থাকি। এই বালসরার যিনি যথার্থ নৃপতি, কি বলিব, মহাশয়। তাঁর তুল্য নিকৃষ্ট রাজা আর কুত্রাপিও নাই। সেই লুভি এখানকার প্রজা ও প্রতিবাসীগণকে একেবারে উদ্বাস্তু করিবার উপক্রম করিয়াছেন। তাঁহার অত্যাচারে কেহই আর সুখী নাই, সর্ব্বদাই সকলে ইচ্ছা করিতেছে যে, হে ঈশ্বর! কতদিনে এই দুষ্ট রাজার কর হইতে আমাদের মুক্তি দান করিবেন। কতদিনে আমরা রাজসুখে বাস করিব। এখন কেবলমাত্র আবুলকাসেম এই স্থানে আছেন বলিয়াই সকলে জীবন ধারণ করিতেছেন, তাঁহার বদান্যতা গুণেই সকলকার জীবন রক্ষা পাইতেছে, নতুবা আহারাভাবেই এতদিন সকলে কাল সদনে গমন করিতাম। আর কি বলিব, আবুলকাসেমের তুল্য ধনবান এ ত্রৈলোক্যে আর কেহই নাই, এবং তাঁহার তুল্য দানশীল ব্যক্তি আর যে দ্বিতীয় এই ধরায় আছেন, এমনও শ্রবণ করি নাই। অধিক কি বলিব, তাঁহার যে কত গুণ, তাহা এক মুখে আর এমন নর নাই যে বর্ণনা করিতে পারে। এই বলিয়া পান্থস্বামী নিরস্ত হইলেন।

রাজাও আর কোন কথাই বলিলেন না, সেই পান্থশালায় উত্তমরূপে ভোজন করিলেন, পরে ভোজন কার্য্য শেষ হইলেই উত্তমরূপ শয্যায় শয়ন করিতে পাইলেন। তিনি উত্তমরূপে নিদ্রা লাভে শ্রম অপনিত করিয়া সেই পান্থস্বামীকে কহিলেন, মহাশয়! আপনাদের যিনি প্রভু আবুলকাসেম, তাঁহার সেই নির্দ্দিষ্ট বাটীটী কোথায়? পান্থস্বামী কহিল, সে স্থান এখান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ হইবে। তাঁহার বাটী যাইতে হইলে এখান হইতে পূর্ব্ব মুখেই যাইতে হয়, তাঁহার বাটী গমনের পন্থা এই সম্মুখেই দেখা যাইতেছে। রাজা তাহা শুনিয়া বড়ই প্রসন্ন হইলেন, ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা করিলেন না, তখনই তৎস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই আবুলকাসেমের বাটীর দিকেই যাত্রা করিলেন। গমন কালে পান্থস্বামীকে তিনি সবে মাত্র এই কথাটী বলিলেন, মহাশয়! প্রত্যাগমনকালে আবার আপনার সহ সাক্ষাৎ লাভ করিয়া গমন করিব। তিনি ক্রমিক পূর্ব্বমুখো

গমন করিতে লাগিলেন, যখন প্রায় আন্দাজ দুই ক্রোশ ভূমি আক্রম করিয়াছেন, তখন দেখিলেন সম্মুখেই একটী শিল্পকারের দোকান রহিয়াছে, তিনি তাহাকেই কহিলেন, মহাশয়! বলিতে পারেন, এখানে আবুলকাসেমের বাটীটা কোথায়? সেই শিল্পকার জাতিতে মুসলমান ছিল, সে অমনই ছিমল্লাকে স্মরণ করিয়া বলিল, মহাশয়! আপনি বলেন কি? আবুলকাসেম একজন জগদ্বিখ্যাত মহাজন ব্যক্তি, তাঁহার বাটী কোথায়, তা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? রাজা তদ্বাক্যে অতিশয় লজ্জিত হইলেন, পরে বলিলেন, মহাশয়! এ কথায় রাগ করিবেন না, আমি এ দেশে কখনই আগমন করি নাই, সবে মাত্র তাঁর নাম শুনিয়াই আগমন করিয়াছি, কাজেই আমাকে তাঁহার বাটীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে। শিল্পকার বলিলেন, আর বলিব কি, এই পন্থা দিয়া আর ক্ষণেকদূর গমন করুন, তাহা হইলেই তাঁহার বাটী দেখিতে পাইবেন। রাজা তাহাতে মহা লজ্জিত হইয়া তখনই পদবিক্ষেপ করিলেন, পরে সামান্য দূর গমন করিলেই দেখিতে পাইলেন, সম্মুখদেশেই এক মনোহর অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। তখন নিশ্চয় বলিলেন এই বাটীই সেই আবুলকাসেমের হইবে, এই ভাবিয়া আর কাহাকে কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া একবারে তাঁহার দ্বারদেশে যাইয়াই উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি সেই আবুলকাসেমের পুরী দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই আবুলকাসেমের অট্টালিকার আশ্চর্য্য কারুকার্য্য সকল প্রত্যক্ষে দর্শন পূর্ব্বক একেবারে হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। পরে তিনি সেই বাটীর ঊর্দ্ধদেশ দেখিতে যেমন যত্নবান হইলেন, অমনই তাহার প্রশস্ত উষ্ণিস্ একেবারে ধরায় পতিত হইয়া গেল। সেই সময়ে কতকগুলি বালক খেলা করিতেছিল, তাহারা সেই উষ্ণিস্ খসিয়া যাইতে দেখিয়া সকলেই করতালি প্রদান পূর্ব্বক হাসিতে লাগিল। তাহাতে ভূপাল অতীব লজ্জা প্রাপ্ত হইলেন, তখনই স্বীয় উষ্ণিস্ গ্রহণ করিয়া বিরক্ত মনে স্বীয় মন্ত্রীকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। তিনি তখন উত্তমরূপেই সেই অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন, অট্টালিকাটী অতিশয় মনোহর। আরও দেখিলেন, তথায় একটী সুদীর্ঘ পুষ্করিণী শোভা পাইতেছে, সেই পুষ্করিণীটী একখণ্ড শ্বেত প্রস্তরের উপরেই খনন হইয়াছে, তন্মধ্যে কত যে স্ফটিকের স্তম্ভ নির্ম্মিত রহিয়াছে তাহারই শোভার সীমা নাই, আবার তাহে লক্ষ২ রাজহংস বক ও সারস প্রভৃতি নানাজাতি জলচর পক্ষিগণ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে কোথায় বা লাল, নীল, শ্বেত, সরোজ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইতেছে, তাহাতে যে সেই পুষ্করিণীর কিরূপ অপূর্ব্ব

শোভা হইতেছে, সে আর বর্ণনা করা যায় না. তাহা নিরীক্ষণে মহারাজ একেবারেই মহানন্দে মগ্ন হইলেন। তিনি স্থিরভাবেই তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, পরে আরও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু সকল দেখিবেন বলিয়া তথায় আর অধিকক্ষণ বিলম্ব না করিয়া একেবারে সেই আবুলকাসেমের তোরণ দ্বারে যাইয়াই দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিলেন তোরণ দ্বার সহস্র সহস্র রক্ষকগণ স্বঅস্ত্রে রক্ষা করিতেছে, তাহারা সকলেই ভীষণাকার ও কৃতান্ত স্বরূপ। মহারাজ তাহাদের আকার দৃষ্টেই ত্রাসিত হইলেন, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, সেই দ্বার সম্মুখে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মনে মনে তখন তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কেমন করিয়াই বা এই বিষম রক্ষকবর্গকে লঙ্ঘন করিয়া এই পুরী মধ্যে প্রবেশ করিব, আর কেমন করিয়াই বা অতুল সম্পদশালী সেই আবুলকাসেমের সহ সাক্ষাৎ লাভ করিয়া স্বীয় মানস পূর্ণ করিব। তিনি এরূপ চিন্তা করিতেছেন, আর সেই দ্বারদেশ ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতেছেন কিন্তু দেখিলেন সেই দ্বারে যাহার ইচ্ছা সেই গমন করিতেছে. দ্বারীগণ তাহাতে কোনরূপই নিষেধ করিতেছে না। তখন মহীপতিও আর বিলম্ব করিলেন না, অগত্যা সাহসে ভর করিয়া তিনিও সেই পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, সেই পুরীর অভ্যন্তর অতি মনোহর ও সুন্দর। বাটীর চতুঃসীমায় রত্নরাজী স্তুপাকারেই পরিণত রহিয়াছে, বাটীর ভিত্তিদেশে এমনই সুন্দর হীরক সকল সংলগ্ন হইয়া কিরণ বিস্তার করিতেছে যে, দেখিলেই বোধ হয়, যে তাহা কোন মায়াবিদ্যা বলেই ঐরূপ শূন্যমার্গে শোভা বিস্তরণ করিতেছে, তন্নিম্নে আবার কত শত মহাত্মাগণের প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে, এবং তাঁহাদের তলদেশে তাঁহাদেরই যে সকল পরিচয় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, তাহা অতীব মনোহর, দেখিলেই পঠন করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। পুরীমধ্যে লোকে লোকারণ্য, কেবলমাত্র হৈ হৈ শব্দ উত্থিত হইতেছে, কত লোক কত স্থান নিরীক্ষণ করিতেছে, মহারাজ তাহা নিরীক্ষণে একেবারেই স্তম্ভীয়মান হইলেন। পরে তিনিও সেই সকল আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার এক প্রকার সমস্ত দেখা শেষ হইলে, তিনি সেই যে প্রতিমূর্ত্তির তলদেশে স্বর্ণাক্ষরে তাহাদিগেরই চরিত্র ও গুণ বর্ণিত ছিল, তাহাই পাঠ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন একটী সুন্দর মূর্ত্তির তলদেশে একটী কবিতা লিখিত রহিয়াছে, সেই কবিতাটী পাঠ করিলেন।

দান নিষ্ঠা সদাচারী অতুল সংসারে।
দেখহ লোকদাম্পতি দৃষ্টি সহকারে॥

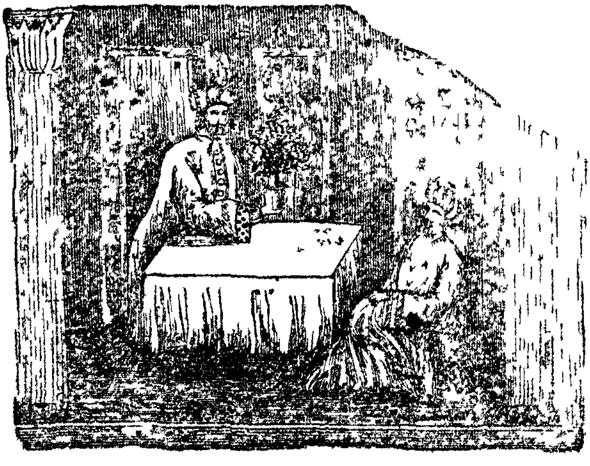
যাঁরা সর্ব্বগুণে গুণী এ মহীতে ছিল।
ইনিই সবের শ্রেষ্ঠ সকলে কহিল ॥

বোকদাদপতি এই কবিতাটী পাঠ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন এবং তখনই সেই প্রতিমূর্ত্তিটীর প্রতি বারম্বার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেখিলেন সেই প্রতিমূর্ত্তিতে আর আপন মূর্ত্তিতে কিছুই অভেদ্য নাই, তখন তিনি স্বীয় অঙ্গুরীতে যে আপনার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল, তাহারই সঙ্গে ঐক্যতা করিতে লাগিলেন দেখিলেন তাহার সঙ্গেও ঠিক ঐক্য হইয়া গেল। তৎকালে বোকদাদপতি এই মনে করিতে লাগিলেন, এ যেরূপ দেখিতেছি, হয়তো গমন মাত্রেই আমি আবুলকাসেমের নিকট বিদিত হইয়া পড়িব। যদি আমাকে আবুলকাসেম বোকদাদপতি বলিয়াই জানিতে পারেন, তবেতো আমার কোন কার্য্যই সফলিত হইবে না, বরং আমাকে তাঁহার নিকট অধিক পরিমাণে লজ্জান্বিত হইতে হইবে। বোকদাদপতি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমতকালে একজন আবুল-কাসেমের দাস তৎস্থানে উপস্থিত হইয়া অতি বিনীত বচনে কহিল, মহাশয়! আপনার অভিলাষ কি? মহীপাল কহিলেন, আমি অনেক দূরস্থান হইতে আগমন করিয়াছি, যাহাতে আমার তোমার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, এই অভিলাষ। তদ্বাক্যে ভৃত্য আর ক্ষণকাল অপেক্ষা করিল না, তখনই স্বীয় প্রভু আবুলকাসেমের সমীপস্থ হইয়া নম্র শিরে কহিল, হে দয়াল প্রভু! আপনার সহিত সাক্ষাৎ জন্য একটী বিদেশীয় পুরুষ আসিয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন, যদি আজ্ঞা হয়, তবে তাঁহাকে এখনই আনিয়া আপনার প্রত্যক্ষ করাই। কিন্তু মহাশয়! যে ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন, তাঁহার বাহ্যিক আকার দৃষ্টে সংপূর্ণ অনুভব হয় যে, সে ব্যক্তি কখনই সামান্য লোক না হইতে পারেন। আবুলকাসেম ভৃত্য মুখে তদ্বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রেই গাত্রোত্থান করিলেন এবং অবিলম্বে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া আগন্তুকের সহিত সম্ভাষণ করতঃ একেবারে তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া আপনার আবাস ভবনে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তদনন্তর হীরকখচিত উচ্চাসনোপরি তাঁহাকে বসাইলেন, পরে আপনি একখানি সামান্য আসন পরিগ্রহ করিয়া অতি বিনীত বচনে আগন্তুকের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসিত করিলেন। রাজন উত্তর করি-লেন, মহাশয়! আমি একজন বণিক, আমি বহুদেশ বাণিজ্যাদি করিয়া থাকি, কিন্তু যে স্থানে যাইয়া উপস্থিত হই, সেই স্থানেই আপনার যশ কীর্ত্তন করিতে শুনিয়া থাকি, সংপ্রতি আমি বোক-দাদ নগরে অবস্থান করিতেছিলাম, এক্ষণে আপনার সহ সাক্ষাৎ অভিলাষেই এই মিসরে আগমন করিয়াছি। আবুলকাসেম

তাঁহাকে অতিশয় প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, মহাশয়! আপনার যে আগমন হইয়াছে, সে কেবলমাত্র এ অধীন আবুলকাসেমের সৌভাগ্যের কারণ। আপনার শুভাগমনে আজ আমার এ পুরী পবিত্র হইল। যাহাহউক মহাশয়! যদি আপনার এ অধীনের প্রতি এতই অনুগ্রহ হইয়াছে, তবে অনুগ্রহ করিয়া আরও কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করুন্, আমি আপনার সেবা ও শুশ্রুষা করিয়া কৃতার্থ হই। ভূপাল কহিলেন, মহাশয়! আপনার নিকট শিষ্টগুণে আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম।

এইরূপে উভয়ে বসিয়া বাক্যালাপ করিতেছেন, ইত্যবসরেই দ্বাদশ জন যুবা পরিচারক উত্তমরূপ সুস্বাদু ও সুগন্ধিযুক্ত নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য ও পানীয় দ্রব্যের সহিত উৎকৃষ্ট সুরা মণিময় পাত্রে পরিপূরিত করিয়া সেই গৃহাভ্যন্তরে আনিয়া উপস্থিত করিল। পরে অতি কুণ্ঠিত হৃদয়ে আগন্তুক মহারাজের সম্মুখদেশে রাখিয়া প্রস্থান করিল। বোকদাদপতি সেই সকল বহুমূল্যবান্ মনোহর পাত্র নিরীক্ষণ করিয়া একেবারেই বিস্ময়ান্বিত হইলেন, এবং মনে মনে ভূয় ভূয় সেই আবুলকাসেমের সৌভাগ্যের বিষয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সামান্যক্ষণ অতীত হইয়াছে, ইত্যবসরেই আবার সংপূর্ণ যৌবনা পরমাসুন্দরী দ্বাদশটী ললনা, রত্নময় পাত্রে ফল ও মূল এবং ভোজ্যসামগ্রী লইয়া তৎস্থানে আসিয়া উপস্থিতা হইল। কেহ কেহ বা তৎসঙ্গে গোলাপ ও আতর আনিয়াছিল, তৎসমস্ত সেই মহীপতির সম্মুখে অতিশয় বিনীতভাবে রাখিয়া চলিয়া গেল। বোকদাদপতি আবুলকাসেমের অভ্যর্থনায় আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি তখনই আবুলকাসেমের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত সকল বস্তুই আস্বাদন করিলেন, পরিশেষে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুরাও সেবন করিলেন। কিন্তু মহীপতি সেই পরমা সুন্দরী সংপূর্ণ যৌবনা ললনা কয়টী যে উৎকৃষ্ট বেশ ভূষায় সজ্জিত নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে তাহাদেরই রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, ধন্য আবুলকাসেম! এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমিই যথার্থ সুখী। হায়! পরিচারিকাগণেরই রূপের সীমা নাই, না জানি ইহাঁর যিনি সহধর্ম্মিণী তাঁহারই বা রূপ কত হইবে? ইহাঁর পরিচারিকাগণের যে রূপ নিরীক্ষণ করিলাম, ইহাদের একাংশ রূপও যদি আমার রাজ্ঞীর হইত তবে আমি তাহাতেই কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম। এইরূপ মহারাজ মনে মনে সেই সকল পরিচারিকাগণের প্রশংসাবাদ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহার পার্শ্বস্থ গৃহটীর দ্বার উদ্ঘাটন হইল। দেখিলেন সেই গৃহ হৈতে একটী কন্দর্প নিন্দিত রূপবান্

সুবা পুরুষ একেবারে আবুলকাসেমের নিকটস্থ হইয়াই অতি বিনয় সহকারে কহিলেন, প্রভো। আপনার উপাদেয় সামগ্রী সমস্তই প্রস্তুত। তদ্বাক্যে আবুলকাসেম আর মুহূর্ত্ত মাত্রও অপেক্ষা করিলেন না, তখনই মহীপতির হস্ত অতি গৌরবের সহিত ধারণ করিয়া কহিলেন, হে দয়ার্দ্র হৃদয় মহোদয়। এক্ষণে ভোজন সামগ্রী সকলই প্রস্তুত হইয়াছে যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। মহীপতি তাঁহার এরূপ ভক্তিতে আর থাকিতে পারিলেন না, তখনই সেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, দেখিলেন তথায় তরে তরে নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্য মণি ও হীরাময় পাত্রে সজ্জিত রহিয়াছে, এবং তাহার সৌগন্ধে ঘরটী আমোদ করিতেছে। আবুলকাসেম রাজনকে অগ্রেই ভোজনে অনুরোধ করিয়া, শেষে উভয়েই ভোজন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ভোজন করিতে করিতে আবুলকাসেম কত রূপ মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন ক্রমে দেখিতে দেখিতেই ভোজন কার্য্য সমাধান হইয়া গেল। যেমন উভয়েরই ভোজন সম্পন্ন হইল অমনই আবুলকাসেম বোকদাদপতিকে একটী মনোহর গৃহে উৎকৃষ্ট হীরক খচিত সিংহাসনে লইয়া বসাইলেন। সেই সিংহাসনের জ্যোতি এতই বিকশিত হইতেছিল যেন সেই গৃহে দ্বাদশটী সূর্য্য উদিত হইয়াছে, আর যে সমস্ত বস্তু সেই গৃহে সজ্জিত দেখিলেন, তাহা সকলই নয়নপ্রদ ও আশ্চর্য্যজনক। কিন্তু তাহার মধ্যস্থলে যে একটী বৃক্ষ শোভা পাইতেছিল, তাহা দেখিয়া মহীপতি চকিত প্রায় হইয়া রহিলেন।



রাজন সেই দুর্লভ বৃক্ষটী স্বকরে ধারণ করিয়া দেখিতেছেন।

বৃক্ষটীর মূলদেশে কাঞ্চনময়, শাখা প্রশাখা ও পত্র সমস্তই হীরায় মণ্ডিত, আবার তাহাতে যে সকল ফল ও ফুল সুশোভিত রহিয়াছে, সে গুলি সমস্তই মরকত মণি। রাজা তাহা দেখিয়া একেবারেই আনন্দে পূর্ণ হইলেন, তিনি আবার নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন সেই বৃক্ষের শাখাপরে একটী আশ্চর্য্য রূপ ময়ূর বিরাজ করিতেছে, তিনি আরও আশ্চর্য্য মানিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলেন, এমত সময় ঐ আবুলকাসেম একটী যষ্টি দ্বারা যেমন সেই শিখিটীর মস্তকদেশ স্পর্শন করিলেন, অমনি সেই শিখি একেবারে প্রসস্ত পাখা বিস্তার করিয়া মনোহর নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে শিখির পাখার মধ্যদেশ কি যে এক প্রকার বস্তু ছিল, তাহা বলিতে পারিনা, যেমন শিখির পাখা বিস্তারিত হইল, অমনই সৌগন্ধে ঘর মোহিত হইয়া উঠিল।

মহারাজ যৎকালে এই আশ্চর্য্যকাণ্ড সকল অবলোকন করিলেন, তখন তাঁহার একেবারেই আহ্লাদ সাগর প্রচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, অমনই আবুলকাসেমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আবুলকাসেম! এই শিখিসংযুক্ত আশ্চর্য্য তরুটী তুমি কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছিলে? আবুলকাসেম কহিল, বোধ করি আমার কোন পরিচারিণীই এই বৃক্ষ ও শিখিটী নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে? রাজা কহিলেন, যাইহোক্, এ উভয় বস্তু যে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে সে প্রশংসার পাত্রী বটে। এইরূপ উভয়ে কথোপকথন চলিতেছে, ইত্যবসরেই সহসা একটী ভৃত্য আসিয়া সেই বৃক্ষটী লইয়া তৎস্থান হইতে অন্যস্থান চলিয়া গেল। মহারাজ একদৃষ্টেই তাহা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, যখন তাহার দৃষ্টির আশা সংপূর্ণ না হইতে হইতেই সেই ভৃত্য সেই বৃক্ষটীকে লইয়া গেল, তখন তিনি মনে মনে অতিশয় অসুখী হইলেন। পরে তিনি এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এই আবুলকাসেমের সম্পত্তি শেষ নাই সত্য, কিন্তু ইহার চক্ষের কিছুমাত্র শীলতা নাই। আমি ঐ বৃক্ষটী এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, পাছে ঐটী সুন্দর দেখিয়া পশ্চাতে প্রার্থনা করি, এই আশঙ্কায় ভৃত্যকে ঈঙ্গিত দ্বারা সরাইয়া দিল। মন্ত্রী যে বলিয়াছিল, ইহার স্বভাব অতিশয় উদার, কিন্তু এক্ষণে স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, এ ব্যক্তি অতিশয় কৃপণ। মন্ত্রী ইহার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই প্রশংসা করিয়াছে, কিন্তু এ বাস্তবিক প্রশংসার পাত্র নহে।

যৎকালে বোকদাদপতি এইরূপ স্বীয় মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন, ইতিমধ্যেই সেই গৃহে সংপূর্ণ যৌবনা সুচন্দ্রবদনা কয়েকটী ললনা, মণিখচিত পানপাত্র ও সুরা এবং বিবিধ সৌগন্ধ-যুক্ত পানীয় দ্রব্য সকল স্বীয় স্বীয় হস্তে ধারণ করিয়া সেই গৃহে

আসিয়া উপস্থিতা হইল, এবং অতিশয় দীনভাবে মহারাজের সম্মুখদেশে রক্ষা করিল। বোকদাদপতি তাহাদের মনরক্ষার কারণ যৎকিঞ্চিৎ করিয়া তখনই তাহা হইতে ভক্ষণ করিলেন, কিন্তু যাহা যাহা আস্বাদন করিলেন, সে সকল বস্তু অতিশয় স্বাদযুক্ত। ইত্যবসরেই আবার দুইটী পূর্ণ যৌবনা দিব্যাঙ্গনা ললনা যন্ত্র সহকারে তথায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। এবং বিনানুমতিতেই তাহারা সেই বাদ্য যন্ত্র সংমিলনে নৃত্য ও গীত গাইতে আরম্ভ করিল। মহারাজের সুরা সেবনে তখন মন অতিশয় প্রফুল্লিত ছিল, যখন সেই সুধামুখে তাহাদের সেই সুধা সিক্ত গান শ্রবণ করিলেন তখন প্রায় একেবারেই দ্রব হইয়া গেলেন। পলক শূন্য নয়নেই সেই ললনাগণের নিভানন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং সেই ললনাগণের অঙ্গ মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া তিনি এরূপ জ্ঞান করিতে লাগিলেন, যে এরূপ কামিনীকে আমি কখনই নিরীক্ষণ করি নাই, ও এরূপ কামিনী যে নবকায় এ ধরায় আছে ইহাও অনুভব করি নাই। তখন তিনি নিশ্চয় অনুমান করিলেন, ইহারা অবশ্যই পরিজাতি হইবে। তদনন্তর তিনি আপন রাজ্ঞীকে স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজ্ঞি! তুমি যদি এই নৃত্যকীগণ বংশ সম্ভূতা হইতে তাহা হইলে আমি যে কতই সুখী হইতাম তাহা আর বলিতে পারি না। তাহা হইলে আমি সকল রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াই পৃথিবীর দুর্ল্লভ সুখ জ্ঞান করিতাম। এইরূপে মহীপতি মনে মনে আক্ষেপ করিতেছেন, আর আবুলকাসেমকে ধন্য ধন্য করিতেছেন, এমন সময়ে একটা বালক আসিয়া সেই গৃহ মধ্যে উপস্থিত হইল। সে বালকের সৌন্দর্য্যের কথা আর কি বলিব, যেন সবচ্চন্দ্রই ভূতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অঙ্গের বিচিত্র রত্নালঙ্কার সমস্ত প্রদীপ্ত হইতেছিল। সে প্রভায় তাহার যে সেই রূপের কত গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিল, তাহা আর বলিতে পারি না। রাজা তাহার সেই নির্ম্মল কান্তিই একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন, আর যে পরম শোভনা ললনাগণ নৃত্য করিতেছিল, তাহাদের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না। বালকটী অগ্র হইতেই একটা সংপূর্ণ সুরাপাত্র মহারাজের সম্মুখে ধারণ করিয়া দাণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু মহারাজ তাহার রূপ দেখিয়াই মোহন হইয়াছিল বলিয়া তাহা আর তাঁহার নয়ন পথে পতিত হয় নাই, তখন আবুলকাসেম অতি বিনীত স্বরে কহিলেন, হে মহোদয়! এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া বালক হস্তস্থিত সুরাপাত্রটী সেঁবনে আমাকে বাধিত করুন। মহারাজ তখন আর অপেক্ষা করিলেন না, তখনই তাহা সেবন করিলেন, পরন্তু সেই শূন্য পাত্রটী লইয়া যেমন সেই বালকের করে দিতে যাইবেন, অমনই দেখিলেন, আবার সেই পাত্রটী

সুবাধ পূর্ণিত রহিয়াছে। রাজন এরূপ বিস্ময় ব্যাপার অবলোকন করিয়া যারপরনাই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না, অমনই কহিলেন, আবুলকাসেম। তুমি যথার্থই সুখী। তোমার পুরে যে সকল বস্তু নিরীক্ষণ করিলাম, এ সকল নবদুর্লভ ও নয়নপ্রদ। যাইহোক্, আমি আর অন্যের কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি না, তুমি এই আশ্চর্য্য পানপাত্রটা কোথায় লাভ করিয়াছিলে? তাহাই আমাকে বল। অন্যান্য সমস্তই তোমার অলৌকিক, কিন্তু এ পাত্রটী নিরীক্ষণে আমি অতিশয় প্রফুল্লিত হইয়াছি। আবুল-কাসেম বলিল, মহাশয়! কে উহার নির্ম্মেতা ও কিরূপে লাভ করিয়াছিলাম, তার বিশেষ কিছুই জ্ঞাত নহি। ফলতঃ পাত্রটী যে সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে, তাহা আমি আজন্মই দেখিতেছি। রাজা তদ্বাক্যে অনেকরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, সেই সাবকাশে আবুলকাসেম সেই বালক ও পানপাত্র তৎস্থান হইতে লইয়া অন্যস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা সেই বালকের মোহন মূর্ত্তি একদৃষ্টেই দেখিতেছেন, যখন আবুলকাসেম তাহাকে লইয়া অন্য স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, মহারাজ তখন নয়নসার্থক মানসে যতক্ষণ না তাহারা তাঁহার দৃষ্টিপথের অতীত হইল, ততক্ষণই তাহাদের দিকেই চাহিয়া রহিলেন। যখন একেবারে দৃষ্টির অতীত হইল, তখন তিনি এরূপ মনে মনে করিতে লাগিলেন, হে ঈশ্বর। তোমার অনন্ত মহিমা। তুমি যে এ ধরায় এই আবুলকাসেমকে স্বজন করিয়াছ, তোমার অনুগ্রহে এই আবুলকাসেমই যথার্থ সুখী। মহারাজ এরূপ ভাবে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে আবুলকাসেম পুনর্ব্বার দক্ষিণ হস্তে একটা সংপূর্ণ যৌবনা পরমরূপবতী ললনার কর ধারণ ও বামহস্তে একটী বীণা ও বংশী লইয়া সেই গৃহে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। সে ললনার রূপের কথা আর কি ব্যাখ্যা করিব, সে ললনার গাত্রে কিছুমাত্র অলঙ্কার ছিলনা, মস্তকের কেশ মুক্ত ছিল, তথাচ তাহার এতদূর রূপের জ্যোতি যে সেই গৃহে মণি মুক্তা রত্ন সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ ছিল, কিন্তু সেই ললনার রূপে সে সকলই যেন শ্রীহীন হইয়া উঠিল। তাহার আগমনে এমন বোধ হইল যেন অমাবস্যার নিশায় চন্দ্রদেব উদিত হইয়া সকল অন্ধকারকেই বিদূরিত করিল। আবুলকাসেমের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, কিন্তু তবে যে তাহাকে তিনি বিনালঙ্কারেই রাখিয়া ছিলেন, তাহার কারণ তিনি যে তাহাকে কোন পদার্থের দ্বারায় শোভিত করিবেন, এমন বিবেচনা না করিতে পারিয়াই সেই ললনাকে সেই শূন্যালঙ্কারে রাখিয়া ছিলেন। সেই ললনা গৃহে প্রবিষ্ট মাত্রেই মহারাজের সম্মুখদেশে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, আবুলকাসেম স্বয়ং তাহার সহ বংশীও বীণা বাদন করিতে লাগিলেন। রাজন তাহা নিরীক্ষণে একেবারেই মোহিত হইয়া উঠি-

লেন। ক্রমে তাঁহার নয়ন, মন, ও ইন্দ্রিয়চয় সকলই সিথিল হইয়া আসিল। পরে যখন তিনি কিঞ্চিৎমাত্র সংজ্ঞালাভ করিলেন, অমনই উচ্চনাদে বলিয়া উঠিলেন, ধন্য আবুলকাসেম! তুমিই এ ধরায় একমাত্র ভাগ্যবান পুরুষ। তুমিই এ ধরায় যথার্থ সুখী, এবং ঐশ্বর্য্যের যে কি ফল তা তুমিই ভোগ করিতেছ। তদ্বাক্যে আবুল-কাসেম আর অপেক্ষা করিলেন না, তখনই সেই ললনার হস্ত ধারণ করিয়া অন্য গৃহে চলিয়া গেলেন। রাজা তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত ভাজন হইলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ঈশ্বর ইহাকে যথেষ্ট সম্পত্তিই দান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহার ন্যায় পাষণ্ড আর কেহই নাই। এ যে সকল দ্রব্য আনিয়া প্রদর্শন করাইল, সকলই দুর্লভ ও নয়নপ্রদ। কিন্তু কোন বস্তুই দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত না হইতে হইতেই গোপন করিল। যাহাতে নয়ন তৃপ্ত হইল না, এমন দ্রব্য দেখাবারই ফল কি? তবে কি শুদ্ধ আমার এরূপ ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়াই মনে করে? ধিক্ মন্ত্রি! তুমি এই ব্যক্তিরই প্রশংসা করিয়াছিলে? এ ব্যক্তি যতদূর প্রশংসার পাত্র, তাহা আমি প্রত্যক্ষেই প্রদর্শন করিতেছি, অব তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই। তুমি যখন এই ধনগর্ব্বিত ব্যক্তির প্রশংসা আমার সমক্ষে কীর্ত্তন করিয়াছ, তখন আর তোমার পরিত্রাণ কোথায়? অগ্রে স্বরাজ্যে গমন করি, তৎপরে বুঝিব। রাজা এইরূপ কোপ প্রকাশ করিতেছিলেন, ইত্যবসরেই আবুলকাসেম সেই গৃহে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। এবার তিনি স্বয়ংই আগমন করিলেন, আর কোনরূপ আশ্চর্য্য বস্তু আনিলেন না, প্রথমে তিনি যে সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাহাতেই তিনি উপবেশন পূর্ব্বক ভূপালের সহ অনেকরূপ মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। যখন উভয়েই মিষ্টালাপে তুষ্ট জ্ঞান করিলেন, তখন মহারাজ গমনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। আবুলকাসেম মহা হৃষ্টচিত্তে বহুরূপ শিষ্টাচারের সহিত তাহার গমন প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, মহারাজ তখনই তৎস্থান হইতে বোকদাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজা ইতিপূর্ব্বেই পান্থস্বামীকে বলিয়া আসিয়াছিলেন যে, প্রত্যাবর্ত্তন কালে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব তৎকারণ তিনি তখন সেই পথাবলম্বনেই যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি এরূপ মনে মনে করিতে লাগিলেন, আবুলকাসেম একজন মহাধনবান ব্যক্তি, আর যাহা যাহা আমাকে প্রত্যক্ষ করাইল, তৎসমস্তই আশ্চর্য্য জনক। যাহা দেখিয়াছি, বোধ করি তাহা আর কখনই দেখি নাই। কিন্তু আবুলকাসেম যে এরূপ দুর্লভ বস্তু সকল কোথায়

কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আর কোনরূপে স্থির করিতে পারিনা। তবে এইমাত্র অনুমান হয়, আবুলকাসেম যেখানে ঐরূপ রাশি রাশি মণি মুক্তা হীরা প্রভৃতি মহামূল্যবান বস্তু সকল প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎসঙ্গে ইহাও তৎস্থানে প্রাপ্ত হইয়াছে। যেরূপ আশ্চর্য্য শিখিসংযুক্ত বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিয়াছি, তাহার যে কত মূল্য, তাহা আমিও স্থির করিতে নিতান্ত অক্ষম। আর যে বালক ও পানপাত্র নিরীক্ষণ করিলাম তাহার গুণতো সহস্রবদনেও বর্ণিত হয় না, না জানি তাহারই যে কত মূল্য হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? সেই নৃত্যকারিণী ললনা, তাহারই যে কত রূপ সে কথা আর কি বলিব, যদি পৃথিবীর সমস্ত রূপ একত্রিত করা যায়, তথাচ তাহার এক অংশ রূপও হওয়া অসম্ভব। যাইহাক্, আবুলকাসেমই এ ধরায় যথার্থ সুখী, ঈশ্বর আবুলকাসেমকে যথার্থরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আবুকাসেমের যেরূপ অতুল ঐশ্বর্য্য, তাহা দেখিয়া নরপতিগণও গ্রহণে লালসিত হন।

আর আবুলকাসেম যে সকল বস্তু দর্শন করাইল, নিশ্চয় বলিতে পারি যদি উহার একটী বস্তু আমি পাইতাম, তাহা হইলেই কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম। যাইহোক, আবুলকাসেমের বিস্তর ঐশ্বর্য্য আছে সত্য, কিন্তু দাতা নহে, আবুলকাসেম অতিশয় কৃপণ। কারণ আমি যখন সেই তাহার শিখিসংযুক্ত বৃক্ষ ও অক্ষয় পানপাত্রটীর ভূয় ভূয় প্রশংসা করিলাম, তখন তাহার একটী বস্তুও আমাকে প্রদান করিয়া বাধিত করা উচিৎ ছিল। সে যখন পাছে আমি সেই সকল উৎকৃষ্ট বস্তু দেখিয়া প্রার্থনা করি, এই আশঙ্কায় তৎস্থান হইতে অন্যস্থানে রাখিয়া আসিল, তখন তাহার দয়ার শরীর কেমন করিয়া বলিব? সে দাতা নহে, সে অতিশয় কৃপণ। তবে যে মন্ত্রী আমার সমক্ষে ইহার ভূয় ভূয় প্রশংসা করিয়াছে, সে কেবল ইহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও সেবাগুণে বাধ্য হইয়াই করিয়াছে। যাইহোক অগ্রে স্বদেশে যাত্রা করি, তৎপরে তাহাকে বিলক্ষণ রূপ বুঝিব।

ভূপাল এইরূপে মহা কোপিত হইয়া পান্থশালাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এদিকে আবুলকাসেম তাঁহার গমনের পূর্ব্ব হইতেই সেই পান্থশালায় ভূপালের প্রশংসিয় তরুপরি শিখি ও উষ্ট্র, অশ্ব এবং সেই দ্বাদশটী পরিচারিণী ও পরিচারক আর অক্ষয় পানপাত্র ও সুন্দর বালক, এবং বীণাবাদিনী কামিনী, আর তৎসঙ্গে যাহা যাহা বহুমূল্যবান বস্তু দেখিয়া নৃপাল অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত দ্রব্য উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া ছিলেন। ভূপাল যেমন সেই পান্থশালায় উপস্থিত হইলেন, অমনই সেই সমস্ত বস্তু নিরীক্ষণ

করিয়া একেবারে চকিত প্রায় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার তখন মনে মনে কতরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল, ইত্যবসরে সেই যে বীণাবাদনকারিণী রমনী এবং তাহার সমভিব্যাহারী যে সকল দাস দাসীগণ আসিয়া ছিল, তাহাদের সহিত মহীপালের সম্মুখীন হইয়া যথোচিত সম্মানের সহিত বন্দনা করিয়া স্বীয় প্রভু আবু লকাসেমের হস্ত লিখিত একখানি উপহার পত্র তাঁহার করকমলে প্রদান করিল। রাজা তাহার মর্ম্ম অগ্রে কিছু জানিতেন না, তিনি সেই পত্রখানি প্রাপ্ত মাত্রেই তাহার আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্রের ভাবার্থ এই,——

ওহে মাহাত্মন স্বীয় অনুগ্রহ বলে।
আতিথ্য করিলে আসি মম ভাগ্যফলে॥
তব পদরজে পুরী হইল পবিত্র।
আর কি অধিক কবে এই দাস মাত্র।
ধন্য ধন্য হইয়াছি তব আগমনে।
একমাত্র নিবেদন করি হে এক্ষণে॥
যদি কোন ভ্রম কিম্বা অজ্ঞতা কারণ।
হয়ে থাকে হীন সেবা কিম্বা সম্ভাষণ॥
স্বকীয় ঔদার্য্য গুণে দিবে ক্ষমা দান।
জানিবে এ শিশুমতি অধীন অজ্ঞান॥
পরন্তু আপনি যেই দেখে শিখিতরু।
শিশু ও রমণী আর সুরাপাত্র চারু॥
বড় প্রীত হইয়ে যে আপনার মনে।
করিলে প্রশংসাবাদ অকথ্য কথনে॥
এক্ষণেতে সেই সব বস্তু উপহার।
দাসদাসী আদি করি যত কিছু আর॥
তব আগমন চিহ্ন রাখিবার মনে।
অর্পণ করিনু আমি তব শ্রীচরণে॥
আর যথাসাধ্য ক্রমে কিছু অর্থ ধন।
করিলাম তব শ্রী চরণে অর্পণ॥
করি কৃপা বিতরণ ওহে সাধুবর।
গ্রহণেতে তৃপ্ত কর আমার অন্তর॥
আমার স্বভাব এই আছে চিরকাল।
মম গৃহে দ্রব্য আছে যতেক বিশাল॥
প্রশংসা করেন যিনি করি মনোনীত।
তাঁহাকেই তাহা দিয়া হই যে বাধিত॥

তাহাতে আমার আর নাহি অধিকার।
গ্রহণে করিবে পূর্ণ মম অঙ্গীকার ॥
এ আবুলকাসেম তব নিতান্ত অধীন।
ভৃত্য বলে রক্ষমান তুমি হে প্রবীণ ॥

নরনাথ যৎকালে স্বকরে আবুলকাসেমের এবম্প্রকার পত্রখানি পাঠ করিলেন, তৎকালে তিনি মনে মনে একেবারেই চমৎকার ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইলেন। বলিলেন, উঃ! এক্ষণে দেখিলাম, মন্ত্রী যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা সকলই সত্যরূপে পরিণত হইল। যাইহক, এক্ষণে এর অপেক্ষা দাতা যে আর ভূমণ্ডলে নাই, ইহা আমাকে সহস্র গুণেই স্বীকার করিতে হইল, এবং আমি যে দাতা বলিয়া সকলের সমক্ষে গর্ব্ব করিতাম, তাহাও সে গর্ব্ব গর্ব্ব মাত্রই হইল, অদ্য হইতে নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর আমি কখনই দাতা বলিয়া গর্ব্ব করিব না, অগ্রে আমি যেমন দাতা বলিয়া অহঙ্কার করিয়াছিলাম, মন্ত্রীবাক্যে তেমনই আজ আমার সে গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে যাহাতে শীঘ্র স্বদেশে যাইয়া মন্ত্রীকে কারা হইতে মুক্ত পূর্ব্বক যথাদানে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা আমাকে বিধিমতে করিতে হইতেছে। উঃ। আমি কি নরাধম, আমি যাহা দান করিয়া থাকি, ইহার কণামাত্রও হইবে না, তথাচ অহঙ্কার করিতাম? কি দেখিলাম এ আবুলকাসেম এরূপ অত্যদ্ভুত দান করিয়াছে সত্য, তথাচ কত নম্র? ধিক্ আমাকে।

মহীপাল তখন স্বীয় অহঙ্কারকে একবারেই উৎসন্ন করিলেন, পরে মনে মনে এই একমাত্র যুক্তি স্থির করিলেন, যাইহক্, এ আবুলকাসেম যে এরূপ অত্যদ্ভুত দান করিয়া থাকে, বিবেচনা হয় এর অপেক্ষা দাতা আর এ ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় নাই। কিন্তু এর যে কিরূপে কোন সম্পত্তি হইতে, এত দানাদি হইয়া থাকে তাহা আমার পক্ষে জানা অতিশয় আবশ্যক হইতেছে, এবং ইহা না জানিয়াও আমার গৃহে গমন করাও কর্ত্তব্য হইতেছে না। যাইহক্ যাহাতে ইহার বিশেষ মর্ম্ম বিদিত হই তাহারই উপায় করিব. ইহাতে যদি আমার অধিক দিন বিলম্ব হইয়াও পড়ে তথাচ পরাঙ্মুখ হইব না। ভূপাল এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া সেই পান্থশালাতে ভোজনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, পরে বিশ্রাম জন্য শয্যাপরে শয়ন করিলেন, কিন্তু ঐ উৎকণ্ঠাবশতঃ মহারাজ একবারও নেত্র নিমিলিত করিতে পারিলেন না। যেমন সন্ধ্যাকাল সমাগত হইল, অমনই শয্যাত্যাগ করিয়া একবারে আবুলকাসেমের সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। আবুলকাসেম মহারাজকে সহসা প্রত্যাগত দেখিয়াই অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তখনই স্বকরে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া অতি বিনয়ের সহিত একখানি

উৎকৃষ্ট সিংহাসনে বসাইলেন। তদনন্তর আবুলকাসেম্ রাজাকে গমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, মহারাজ কহিলেন, হে মহা পুরুষ! আপনাকে বলিব কি? আপনি আমাকে যেরূপ বহুমূল্য আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্য সকল দান করিয়াছেন, তাহা নিরীক্ষণে আমি অতিশয় বিস্ময় ও চমৎকৃত হইয়াছি। আপনার প্রদান ভাবে নিশ্চয় *জ্ঞান করিয়াছি, আপনার ন্যায় দ্বিতীয় দাতা আর এ ভূমণ্ডলে কেহই* নাই। কিন্তু আপনি যেরূপ বস্তু সকল দান করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র আমি কদাচই নহি। তৎকারণে তাহা গ্রহণে নিতান্ত ত্রাসিত হইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, আমি আপনাকে বিনয় পূর্ব্বক কহিতেছি, আপনি যে সকল বস্তু আমাকে দান করিয়াছেন, তাহা স্বইচ্ছায় পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধিত করুন। ইহা শ্রবণে আবুলকাসেম যারপরনাই দুঃখিত হইয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনার বাক্য কৌশলে আমার নিশ্চয় জ্ঞান হইতেছে যে, এ দাস আপনার নিকট জ্ঞান দোষেই দোষী হইয়াছে, নচেৎ এরূপ বাক্য আপনি কদাচই বলিতেন না। বোধ হয়, আমি যাহা মহাশয়কে দান করিয়াছি, তাহা মহাশয়ের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তির উপযুক্ত দান না হইবারই সম্ভব? নতুবা সেই দান যদি আপনার উপযুক্তই হইত, তাহা হইলে সেই মনোনীত দান গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন কেন? রাজা কহিলেন, মহাশয়! আপনি অমন কথা বলিবেন না, আমি আপনার ভক্তি ও শ্রদ্ধায় যে কি পর্য্যন্ত পুলকিত হইয়াছি, তাহা আর বলিতে পারিনা, তবে আমার ন্যায় এ ব্যক্তির ওরূপ বহুমূল্য বান দ্রব্য গ্রহণ করা কদাচই সম্ভব হইতে পারে না, ও যদিও গ্রহণ করি, তাহা ত মহ আশঙ্কার সম্ভব আছে, এই বিবেচনাতেই মহাশয়ের বস্তু মহাশয়কেই প্রত্যাপণ মানসে আগমন করিয়াছি। এর আর অন্যরূপ কারণ কিছুই নাই। আরও বলি, মুক্তহস্তে যে দাতা এরূপ দানাদি করিয়া থাকে, তাহা গ্রহণ করাতেও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ আছে, কারণ তাহা গ্রহণ করিলে, দাতা অল্প দিন মধ্যেই নিঃস্ব হইবার সংপূর্ণ সম্ভব। তৎকারণই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এরূপ দান গ্রহণে অমত করিয়াছেন, আমি কদাচই আপনার ওরূপ দান গ্রহণে সক্ষম নহি? তদ্বাক্যে আবুলকাসেম হাস্য বদনে কহিলেন, মহাশয়! এ কথায় আপনার মন্তব্য যাহা তাহা স্পষ্টরূপেই জানিতে পারিলাম, আপনি মনে করিয়াছেন যে, আমি এরূপ দানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি, ইহাতে অচিরেই আমি নিঃস্ব হইয়া পড়িব। কিন্তু মহাশয়! আপনাকে যেরূপ আমি সামান্য দান করিয়াছি, এরূপ দান প্রায়ই আমি সচরাচর করিয়া থাকি। অধিক

আর কি বলিব, মহাশয়! ইহাপেক্ষা যদি আমি সহস্র বৎসর সহস্র গুণেও দানাদি করি, তথাচ আমার যে ধন ভাণ্ডার আছে তাহার এক কোণও শেষ হইবার সম্ভব নাই। ফলতঃ সহসা এরূপ দানাদি করিতে দেখিলেই অন্য ব্যক্তির অবশ্যই এরূপ জ্ঞান হইবার সম্ভব, যে আমি কিরূপে কোথায় হইতে এরূপ দানাদি করিয়া থাকি। যাইহোক, মহাশয়! আমি যে কিরূপে কোথায় হইতে এরূপ দানাদি করিয়া থাকি, তাহা যদি আপনি একবারমাত্র বিদিত হন, তবে আপনি আমার এ দানকে এখনই হেয় জ্ঞান করিয়া আমাকেই নিন্দা করিবেন। আবুলকাসেম এই কথা বলিয়া তখনই মহীপালকে একটী মণিময় আলোকবিশিষ্ট গৃহে লইয়া উপস্থিত করিলেন, এবং সেইখানেই একখানি স্বর্ণ বিনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইলেন। পরে আপনি তৎপার্শ্বে একটী সামান্য আসনে সমাসীন হইয়া আপনার যথাযথ বৃত্তান্ত মহারাজকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। মহীপতিও তাঁহার বৃত্তান্ত শ্রবণে উৎসুক হইয়া এক ভাবেই শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

---

## রাজার নিকট আবুলকাসেমের স্বীয় বৃত্তান্ত কথন।

আবুলকাসেম কহিলেন, হে সুবিজ্ঞ মহাত্মন্! এক্ষণে আমার তাবৎ বৃত্তান্তই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমার পূর্ব্বপুরুষগণের আদিম বাস এই মিসরের অন্তর্গত কেবো নগরে ছিল। আমার জনক যিনি তাঁহার নাম আবদুলরহমান, তিনি আজন্মকাল ব্যবসায়াদি কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকিতেন। তদ্দ্বারা তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যও লাভ করিয়াছিলেন। কেবোরাজ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই প্রজাগণের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, পিতা তাঁহার অত্যাচারে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া একবারে তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বসরানগরে আসিয়া এক জন সওদাগর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আমার এই বসরা নগরই জন্মস্থান, আমার জন্ম সেই বণিকনন্দিনীর গর্ভেই হইয়াছিল, আমি সেই কাল পর্য্যন্তই এইখানে অবস্থান করিতেছি।

ক্রমে আমি যখন যৌবন সোপানে পদবিক্ষেপ করিলাম, অদৃষ্ট বশতঃ তৎকালেই আমার জনক জননী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। আমি পিতার অবর্ত্তমানে সেই জনকের অতুলধনেরই অধীশ্বর হইলাম, তখন মনে মনে মন্ত্রণা করিয়া সেই পিতার প্রদত্ত পথ ব্যাবসা কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমে আমার স্বভাবের অনেকরূপ বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিল, আমি নানারূপ কুকার্য্য করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম, আমার সেই অত্যাচারে অতি অল্পদিন মধ্যেই যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে আমার অতিশয় দুরাবস্থা

ঘটিয়া উঠিল, তখন আমার আর দক্ষিণ হস্তের উপায় কিছুই নাই দেখিয়া আমি সেস্থান পরিত্যাগের উৎযোগ করিলাম। মনে করিলাম, এ অবস্থায় স্বদেশে থাকিলে, সকলেই আমাকে নিন্দাবাদ করিতে পারে, এ কারণ আমার কোন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থান করাই সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে। এই ভাবিয়া আমার যাহা কিছু গৃহ ও ভূম্যাদি ছিল, তাহা সমস্ত বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু অর্থ সঞ্চয় হইল তাহা লইয়াই তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

প্রথমতঃ আমি স্বীয় জন্মভূমি বসরানগর পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থান পর্য্যটন করিলাম, পরে পৈতৃক আবাস-ভূমি কেরো নগরে যাইয়াই উত্তীর্ণ হইলাম। অগ্রে আমার কিছুই স্মরণ ছিল না, যখন নগরবাসীগণের মুখে শুনিলাম, এইটাই কেরোনগর, তখন আমার বিবরূপ স্মরণ হইল, আমি অগ্রে পিতৃ মুখে শুনিয়াছিলাম, আমাদিগের পৈতৃক বাসস্থানই এই কেরোনগরে ছিল। আমার তখন মনের মধ্যে অতিশয় কষ্ট হইয়া উঠিল, মনে করিলাম হায়। পিতা এই কেরোনগরে অবস্থান করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, আমি কিনা নিজ দোষে আজ সর্ব্বশান্ত হইয়া এই কেরোনগরে আসিয়া উদরান্নের জন্য চিন্তিত হইতেছি? হা ঈশ্বর! এ সকলই তোমার ইচ্ছা, এই কথা বলিয়া নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলাম, আর দুই চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তদনন্তর ধৈর্য্য জোরে হিয়াকে বন্ধন করিয়া তথা হইতে আরও একটু নগর মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সামান্য দূর গমন করিয়াছি, ইতি-মধ্যেই দেখিতে পাইলাম, একটা মনোহর হর্ম্ম শোভা পাইতেছে। অনুমানেই জানিতে পারিলাম, এইটাই এখানকার রাজপুরী হইবে। পুরীটী অতিশয় মনোহর, তৎকারণ তথার সুদর সুন্দর কারুকার্য্য সকল দেখিতে লাগিলাম। যেমন নিম্নদেশ সমস্ত উত্তমরূপে দৃশ্য করিয়া ঊর্দ্ধদেশ দেখিবার মানসে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলাম, অমনই দেখিতে পাইলাম, সেই হর্ম্মের ত্রিতল গৃহে একটা বিদ্যুৎবরণা সংপূর্ণ যৌবনা ললনা গবাক্ষদেশে বসিয়া কি করিতেছেন। আমার যেমন সেই বিদ্যুৎবরণা ললনার দিকে দৃষ্টি পড়িল, আমার নয়ন আর ফিরাইতে সাধ্য হইল না, আমি একদৃষ্টে সেই দিকেই চাহিয়া রহিলাম। সেই কমলাঙ্গনা ললনা সেই ভাবেই দণ্ডায়মানা ছিলেন, কিন্তু অদৃষ্ট বশতঃ যেমন তাহার দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে একত্রিত হইল, অমনই তথা হইতে একবারেই চলিয়া গেলেন। আমার তখন দর্শন সাধ সংপূর্ণই বলবত রহিয়াছিল, যদিও কামিনী একে বারেই প্রস্থান করিলেন, আমি মনে করিলাম, কামিনী এখনই হয় তো

পুনরাগমন করিবেন। আমি এই ভাবিয়া সমস্ত দিনই সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম, ক্রমে দিবাবসান হইয়া সন্ধ্যা সমাগত হইল তখনও যখন আর তাহার দর্শন প্রাপ্ত হইলাম না, তখন আর তথায় থাকিতে সাহস না করিয়া, তন্নিকটস্থ কোন একটী আশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সে রাত্রিটী অতি কষ্টে বঞ্চন করিলাম। বলিতে কি, সেই কামিনীর মূর্ত্তি সর্ব্বদা হৃদয় মধ্যে জাগরুক হওয়ায়, একবারের জন্যও সে রাত্রি নিদ্রালাভ করিতে পারিলাম না।

পরদিনের দিবা যেমন প্রকাশিত হইল, অমনই তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই কামিনীকে দেখিব বলিয়া আবার সেই স্থানে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। সে দিনে দেখিলাম, কামিনী যে গৃহের গবাক্ষটীতে বসিয়াছিলেন, সেই গবাক্ষটী একেবারেই বন্ধ রহিয়াছে। তখনও আমার মনে তাঁহার দর্শন আশা এত প্রবল রহিয়াছিল, তিনি যে নিশ্চয় আসিবেন এই ভাবিয়া সে দিনও সেই-ভাবে তথায় বসিয়া রহিলাম। সমস্ত দিবা শেষ হইয়া গেল, অদৃষ্ট বশতঃ আর সেই সংপূর্ণ যৌবনা চম্পকবরণা চন্দ্রনিভাননা, কামিনীর একবারও আগমন হইল না। সন্ধ্যা আগমনে আবার সেইরূপ কোন একস্থানে অবস্থান করিয়া সে যামিনী অতীত করিলাম, পরে যেমন পরদিনের দিবা আবার প্রকাশিত হইল, অমনই আমি আবার সেই কামিনীর আশায় সেই স্থানে গমন করিয়া সেই ভাবে দেখিতে লাগিলাম। আমার তখন মনমধ্যে একরূপ দর্শনলালসা প্রবল হইয়াছিল যে, যদি সেই কামিনীকে পুনর্ব্বার না আর দেখিতে পাই, তবে তাঁহার জন্য সেইখানেই এ জীবন বিনষ্ট করিব। এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়া সেদিন সেইখানে বসিয়া রহিলাম কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছা ক্ষণকাল অতীত না হইতে হইতেই সেদিনে সেই সুচন্দ্রবদনা ললনা সেই গবাক্ষের দ্বারটী উন্মোচন করিলেন। পরে যেমন তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন, এবং আমিও যেমন তাঁহাকে দৃষ্ট করিলাম, অমনই ললনা সহসা এতই কোপিত হইলেন, যে তখনই আমাকে কর্কশ বচনে কহিলেন, দুষ্ট। তুমি কে? তুমি কি বিদিত নহ, এ কাহার বাটী? এখনই যে তোমাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে? এখনও বলছি, যদি তোমার জীবনের ভয় থাকে, তবে সত্বরে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। এস্থানে অন্য পুরুষের থাকিতে মহারাজের সংপূর্ণ রূপেই নিষেধ আছে, এখনই যদি খোজাগণ দেখিতে পায় তবে তোমার আর কিছুতেই নিস্তার থাকিবে না, তুমি সত্বরেই পলায়ন কর। আমি তখন সেই কামিনীর রূপে সংপূর্ণ মগ্ন হইয়াছিলাম, আমার তাহাতে কিছুমাত্রই ভয় হইল না, আমি তখনই

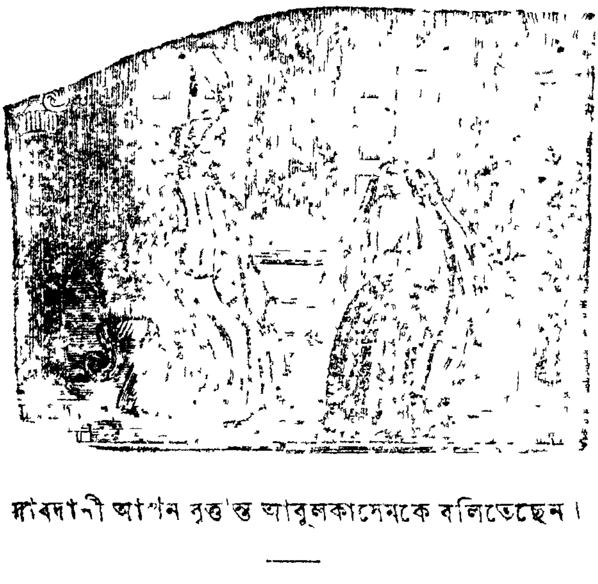
সেই কামিনীকে নমস্কার করিয়া কহিলাম, হে ত্রিভুবন বিমোহিনী সুন্দরি। আপনি আমার প্রতি কোপ প্রকাশ করিবেন না? আমি বিদেশীয় লোক, সংপ্রতি এই দেশে আগমন করিয়াছি, আমিতো ইতিপূর্ব্বে ইহার তথ্য কিছুই অবগত ছিলাম না, সংপ্রতি এই আপনার মুখে শুনিতেছি, যে এখনে দাঁড়াইতে রাজার নিষেধ আছে। তা আর নিষেধ থাকিলেই বা কি হইবে, আমি যখন আপনার রূপ সাগরে একেবারেই মগ্ন হইয়াছি, তখনতো আর আমার এ স্থান হইতে যাইবার সামর্থ নাই। আমি কিরূপে যাইতে পারিব? সুন্দরী কহিলেন, হাঁ। তা বুঝিয়াছি, তুমি স্বইচ্ছায় গমন করিবে না, তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, এই আমি খোজাদিগকে ডাকিয়া আনিতেছি। কামিনী এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন, আমার তখন ভয়ে হৃতকম্প হইয়া উঠিল, মনে করিলাম, এখনই খোজাগণকে কামিনী ডাকিয়া আনিবেন, এখনই আমার সর্ব্বনাশ সংঘটন হইবে, কিন্তু যখন বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেল, ললনা আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না, তখন নিশ্চয় জানিতে পারিলাম, কামিনীর আন্তরিক সে ভাব নহে। আমার আবার তখন তাঁহার দর্শন সাধ বলবৎ হইয়া উঠিল, তাঁহার পুনদর্শন কামনায় আবার আমি সেই স্থানে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিলাম। যখন দেখিলাম সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, তথাচ যুবতী আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না, তখন নিতান্ত হতাস হইয়া তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। নিশায় শয়ন করিয়া রহিলাম মাত্র, কিন্তু কামানলে শরীর রক্ত অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ায় সেই রাত্রে আমার এমনই জ্বর হইল, যে তাহাতে আমি একেবারে কাতর হইয়া পড়িলাম। সমস্ত রাত্রি কতরূপ দুস্বপ্ন নিরীক্ষণ করিলাম, তথাচ আমি সেই কামিনীকে দেখিয়া এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিলাম, আবার যেমন পরদিনের দিবা প্রকাশিত হইল, অমনই সেই কন্যা উদ্দেশে তৎস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেই সুন্দরীর জন্য শরীর অত্যন্ত দাহন হইতেছিল, স্থিরভাবে তাঁহার সেই গবাক্ষ দ্বার দৃষ্টি করিতেই লাগিলাম, কিন্তু সেদিন মনবিমোহনকারিণী ললনা অতি সত্বরেই সেই গবাক্ষ দ্বারটা উন্মোচন করিলেন। তদনন্তর বাতায়নে সমাসীন হইয়া যেমন দৃষ্টি করিলেন, অমনই আমিও দৃষ্টি করিলাম, উভয়ের যখন চারি চক্ষুই একত্রিত হইল, অমনই কামিনী স্বরোষে আমার প্রতি উত্তর করিল, রে নিলর্জ্জ পুরুষ! তোর কি কিছু মাত্র লজ্জা নাই, আমি তোকে এস্থানে থাকিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাচ তুই আবার এই স্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান আছিস্? এখন নিশ্চয় জানিতে পারিলাম তোর জীবনের শেষ উপস্থিত হইয়াছে, সেই জন্যই এতদূর সাহসিক হইয়াছিস্? এখনও বলিতেছি, যদি তোর

জীবনের প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র মমতা থাকে তবে এখনই প্রস্থান কর। নতুবা এখনই খোজাগণকে ডাকিয়া দিব, এবং এখনই তোর জীবন ঘাতন হইবে? তখন আমি অতি মৃদুভাবে কহিলাম, সুন্দরি! তুমি কেন বারম্বার আমার মৃত শরীরে আর খড়্গাঘাত করিতেছ? আমি তোমার বিরহে যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে আমার আবার মৃত্যুর ক্ষোভ কি আছে? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার অমিলনে আমার প্রাণ এখনই বিয়োগ হইবে, এমন সময়ে যদি খোজাগণ আসিয়া আমার এই জীবন ঘাতন করে, তাহাতে আমার আবার দুঃখ কি আছে বরঞ্চ যদি তোমার সমক্ষে আমার এ জীবন বিসর্জ্জন হয়, তাহা হইলে আমি সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। যুবতী তদ্বাক্যে আর থাকিতে পারিলেন না, অমনই ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তোমার প্রতিজ্ঞা কি এতদূর পর্য্যন্ত? ভাল সে পরে দেখা যাইবে, এক্ষণে এস্থান হইতে সত্বরে প্রস্থান কর, যদি একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই থাক, তবে যামিনী সময়ে উপস্থিত হইও? এই কথা বলিয়া সুন্দরী তখন প্রস্থান করিলেন।

আমি যৎকালে সেই কামিনী মুখে একরূপ আশ্বস্ত বাক্য শ্রবণ করিলাম, তখনই যেন সেই দুর্ব্বল দেহে মহাবল প্রাপ্ত হইলাম। আর মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব করিলাম না তখনই স্বীয় নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অতি সুন্দররূপ কেশাদি মার্জ্জন ও বিবিধ বসন ভূষণ পরিধান করিয়া উৎকৃষ্ট সজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিলাম। অনন্তর যামিনী সমাগত মাত্রেই তৎস্থানে যাইয়া উত্তীর্ণ হইলাম, দেখিলাম, সেই কামিনী যে বাতায়নে বসিয়া আমার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন, সেই বাতায়ন হইতে একগাছি রজ্জু তলদেশ পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। আমি আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলাম না, তখনই সেই রজ্জুর খাইটী অবলম্বন করিয়া একবারে সেই গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সেখানে কাহারই সহিত সাক্ষাৎলাভ হইল না, পরে আরও দুইটী গৃহ অতিক্রম করিলাম, যেমন তৃতীয় গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলাম, অমনই দেখিতে পাইলাম, সেই ললনা মনোহর বেশভূষায় বিরাজ করিতেছেন। কি বলিব, সেই গৃহটী যে কতরূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্যে সজ্জিত ছিল, তাহা আর বলিতে পারিনা, তাঁহার একটী দ্রব্য দেখিলে আর একটীর উপর লক্ষ করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু আমি সেই কামিনীর বিরহে এতদূর কাতর হইয়া ছিলাম, যে তাহা পরিহার করিয়াও সেই কামিনীরই মনোহর মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। সে কামিনীরই রূপের বা ইয়ত্তা কি ছিল, তাঁহার অনুপম রূপমাধুরী একবার দেখিলে, আর কোনরূপই নয়ন তৃপ্তকর হয় না। তাঁর রূপ রাশিতে গৃহ চাকচক্যমান হইয়াছিল, আমি স্থিরভাবে তাঁহারই মুখারবিন্দ দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু কামিনী

আমাকে দেখিয়া আর অপেক্ষা করিলেন না, তখনই আমাকে একখানি কাঞ্চনময় সিংহাসন বসিবার জন্য প্রদান করিলেন। আমি তাহাতে উপবেশন করিলে, কামিনীও আমার বামাসনে বসিয়া উজ্জ্বল কিরণ বিতরণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সুন্দরী সুধাষিক্ত বচনে আমার পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত কথাই যথাযথ বর্ণন করিলাম কিন্তু তিনি তাহা শ্রবণে অতিশয় দুঃখিতা হইলেন। আমি বলিলাম, আমি মহৎবংশ সম্ভূতই বটে, আমার পিতার বিপুল অর্থ ছিল, এক্ষণে দুর্ভাগ্য বশতঃ সমস্তই বিনষ্ট করিয়া নানাকষ্ট ভোগ করিতেছিলাম ফলতঃ অদ্য তোমার অনুগ্রহবলে আজ আমি পরমসুখ জ্ঞান করিতেছি।

পরস্পর এইরূপে বাক্যালাপ হইলে, সুন্দরী কহিলেন, প্রিয়বর তুমিও যেমন আমায় দেখিয়া অনুরক্ত হইয়াছ, তদনুরূপ আমিও তোমাকে দেখিয়া আসক্তা হইয়াছি। যাহাহোক, আপনি যেমন অকপটে আমার নিকট আত্মবিবরণ কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে আমিও আপন বিবরণ আপনার নিকট সবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই বলিয়া সুন্দরী আপনার বৃত্তান্ত সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন।



দারদানী আপন বৃত্তান্ত আবুলকাসেমকে বলিতেছেন।

---

## দারদানীর বিবরণ কথন।

আবুলকাসেম কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর শ্রবণ করুন। সেই সুন্দরী কহিলেন, মহাশয়! আমার নাম দারদানী! এ হতভাগিনী

ডামস্কসের রাজসচিবের একমাত্র দুহিতা। আমার জনক অতিশয় ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী ছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই প্রজাপুঞ্জের হিত চিন্তা করিতেন, মহারাজও তাঁহার স্বভাবগুণে তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন। তদনন্তর তাঁহার এইরূপ সৌভাগ্য সন্দর্শনে অন্যান্য যাঁহারা রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারা ঈর্ষাপরবশঃ হইয়া পিতার নামে একটী মিথ্যা অভিযোগ করিয়া সেই রাজার নিকট আবেদন পত্র উপস্থিত করিল। দুষ্টগণ কি না করিতে পারে? পরে বিচারদিনে সকলই একবাক্য হইয়া সেই পিতার নামে মিথ্যা অভিযোগই সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিলেন। রাজা তাহাতেই পিতার যে সমস্ত মহৎগুণ ছিল, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া পিতাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। পিতার তাহাতে এক প্রকার মহাত্রাস হইয়া উঠিল, তিনি তাহাতে একবারে সেখানকার বসবাস পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে অন্যস্থানে গমন করিবার উৎযোগী হইলেন, আমি তখন অতি অল্প বয়স্কই ছিলাম।

পরে সেই পিতা ডমস্কসনগর ত্যাগ করিয়া কোন এক স্থানে যাইয়া বাবাস করিলেন, তথায় আমাকে বিদ্যাদি অভ্যাস করাইতে লাগিলেন, দুরাদৃষ্ট বশতঃ পিতা অতি অল্পকাল মধ্যেই মানব লীলা সম্বরণ করিলেন। আমারও লেখপড়া সেই পর্য্যন্তই শেষ হইয়া গেল। পিতার অবর্ত্তমানে মাতা আর একজন পুরুষের প্রণয় ভাগিনী হইলেন, ক্রমে আমার প্রতি তাঁহার আর সেরূপ স্নেহ রহিল না, তিনি একজন কন্যা বিক্রেতার নিকট আমাকে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু অর্থ প্রাপ্ত হইলেন, তাহা লইয়া তিনি সেই প্রণয়াশক্ত পুরুষের সহিত স্থানান্তরিত হইলেন। কন্যা ব্যবসায়ী আমাকে কিছুদিন উত্তমরূপে লালন পালন করিয়া, পরে আর কয়েকটী কন্যা সমভিব্যাহারে বিক্রয় মানসে একেবারে এই রাজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। একে একে সকল কন্যাকেই মহারাজকে নিরীক্ষণ করাইল, কিন্তু মহারাজ আর কাহারেই মনণীত না করিয়া আমাকেই ক্রয় করিতে মত গ্রহণ করিলেন, এবং আমারই রূপের বহুবিধ প্রশংসা করিয়া ব্যবসায়ীকে বহুল অর্থ পণ স্বরূপ প্রদান পূর্ব্বক আমাকেই গ্রহণ করিলেন। ব্যবসায়ী অধিক পরিমাণে অর্থলাভ করিয়া তৎস্থান হইতে তখনই প্রফুল্লচিত্তে স্বদেশে গমন করিল।

এদিকে রাজা আমাকে বিপুল অর্থে ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে অতি যত্নের সহিত এই পৃথক পুরীর মধ্যে রাখিয়া দিলেন, আমার আর সেবার নিমিত্ত কত শত দাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন

তাহারা আমার বিধিমতে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ভূপাল আমার রূপ সাগরে নিতান্ত মগ্ন হইয়াছিলেন, তিনি আর অধিক কাল বিলম্ব না করিয়া সপ্তম দিনের পূর্ণ দিবসেই, আমাকে প্রণয়-পাশে আবদ্ধ করিবেন বলিয়া সংবাদ প্রদান করিলেন। তদ্বাক্যে আমি অনেকরূপ উপেক্ষা প্রার্থনা করিলাম কিন্তু রাজা একেবারেই আমার রূপে অধীরা হইয়াছিলেন, তৎশ্রবণে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইলেন না বরং বিনয় করিয়া আমার সহ প্রণয় অভিলাষ করিলেন। দিনে দিনে আমার প্রেমে তিনি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন, ক্রমে রাজমহিষী ইহার বিশেষ কারণ জানিতে পারিয়া আমাকে বিনাশ করিবার বহুবিধ উপায় করিতে লাগিলেন কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছায় সে চেষ্টা তাঁহাদের সকলই বিফল হইয়া গেল।

এবপ্রকার আমি আজ তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত মহারাজের প্রণয় পাশে আবদ্ধা হইয়া কালহরণ করিতেছি, কিন্তু মহারাজ সকল গুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও, তাঁহার সহিত আমার আন্তরিক প্রণয়ের উদয় একমুহূর্ত্ত জন্যও প্রাদুর্ভূত হয় না। বলিতে কি, কিন্তু তোমাকে আমি যেইক্ষণে দৃষ্টি করিয়াছি, সেইক্ষণেই আমার আন্তরিক প্রেমের সাগর প্রচ্ছলিত হইয়া দুর্জ্জয় তরঙ্গ স্রোতে এই সুকমল দেহ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। আজি আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি, এক্ষণে এ জীবন যৌবন তেমনেই সমুদয় অর্পণ করিয়া তোমার মনরঞ্জন করিতে পারিলেই চিরকালের জন্য সুখী হই ও চিরকাল ঐ চরণের সেবা করিয়া মনোলীলা সম্বরণ করি।

---

## আবুলকাসেমের গুপ্ত প্রেমের প্রতিফল।

কামিনী যখন আমার প্রতি একরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন, তখন আমার যে কি আনন্দ উদয় হইল, তাহা আর বলিতে পারি না; মনে করিলাম, আজই আমি স্বর্গধামে উত্তীর্ণ হইয়াছি। আনন্দ ভরে কেবলমাত্র এক দৃষ্টেই সেই কামিনীর নিভানন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, পরে অতি মধুময় বাক্যে কহিলাম, প্রাণাধিকে। তোমার যেমন রূপ, তদনুযায়ী গুণও নিরীক্ষণ করিলাম, আর অধিক তোমাকে কি বলিব. আমিও জন্মের মতন তোমার ঐ প্রণয় পাশে আবদ্ধ রহিলাম। এইরূপে উভয়েই উভয়কে দেখিয়া নানারূপ হাস্য পরিহাস্য করিতে লাগিলাম, পরে যেমন উভয়েই আনন্দ-ভরে খট্টাপরে শয়ন করিবার উপক্রম করিতেছি, ইত্যবসরেই শ্রবণ বিবরে শ্রবণ করিলাম, কে যেন দ্বারদেশে আঘাত করিয়া

বলিতেছে, শীঘ্র দ্বার বিমুক্ত কর। দারদানী সেই শব্দ শ্রবণ মাত্রে যেন মহা ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন, অমনই বিরস বদনে আমাকে কহিলেন, নাথ! আর দেখিতেছেন কি? এক্ষণে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। মহারাজ স্বয়ং আসিয়াছেন, হয়তো এখনই জীবন সংহার করিবেন। আমিতো এই বাক্য শ্রবণ মাত্রেই রোদন করিতে লাগিলাম। কি করিব, কোথায় যাইব, রাজা আগত প্রায়, তখন আর কোনরূপ উপায় করিতে না পারিয়া, সেই ললনার খট্টাতলেই লুকাইত হইলাম। তখন দারদানী সাহসের উপর ভর করিয়া দ্বারটী মোচন করিয়া দিলেন। মহারাজ অগ্র হইতেই ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া ছিলেন। তখনই নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গই বিকম্পিত হইতেছিল, তিনি তখনই আমার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আমি তখন সেই খট্টার পায়ার সঙ্গে এমনই মিশাইয়া ছিলাম যে, তিনি কিছুতেই দেখিতে পাইলেন না, পরে নপুংসকগণ আলো ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত স্থান দেখিতে লাগিল। তখন মহারাজ দারদানীর প্রতি কর্কশ বচনে কহিলেন, দুষ্টা! বাতায়ন দ্বারা কোন পুরুষকে গৃহে আনিয়াছিস্, এবং কোথায় রাখিয়াছিস্? শীঘ্র আমাকে দেখাইয়া দে, নতুবা এখনই তোর জীবন সংহার করিব। রমণী রাজবাক্যে একেবারেই জ্ঞানশূন্যা হইলেন, আর সে বাক্যের কোনরূপই উত্তর করিতে পারিলেন না। তখন ভূপাল খোজাগণকে অনুজ্ঞা করিল, কোন্ দুরাচার এই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তোরা শীঘ্র তাহাকে বাহির করিয়া দে? খোজাগণ রাজাকে মহা কোপান্বিত দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না, তখনই বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া আমাকে সেই খট্টাতল হইতে বাহির করিয়া দিল। আমি তখন প্রাণ বাঁচাইবার আর কোনরূপ উপায় না দেখিয়া, একেবারে মহারাজের চরণতলে পতিত হইয়া বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। রাজা তখন কম্পিত কলেবরে কহিলেন, দুরাচার! তুই কি ক্ষমার পাত্র, তাই তোকে আমি ক্ষমাদান করিব? তোর যেরূপ পাপ প্রবৃত্তি তার সমুচিত শাস্তি এখনই প্রদান করিব। তুই কি আর কোথায় স্থান প্রাপ্ত হস্ নাই? তুই কি না আমার সম্ভ্রম নষ্ট করিতে সাহসিত হইয়াছিস্? তুই যেরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়াছিস্, তার প্রতিফল এই প্রত্যক্ষরূপ দৃষ্ট কর। রাজেন্দ্র এই কথা বলিয়াই নিষ্কোসিত অসি উত্তোলন করিলেন, আমার প্রাণতো তাহা নিরীক্ষণেই উড়িয়া গেল, ইত্যবসরেই একটী প্রবীণা ললনা তথায় উপস্থিতা হইয়া সেই মহারাজকে কহিল, হে ক্ষমাগুণাধার রাজেন্দ্র! ধৈর্য্য হন, ঐ দুরাচার

যেরূপ পাপী. উহাকে অসি ঘাতন করিয়া আর উহার রক্তে বসুমতীকে কলুষিত করিবেন না। ওরা উভয়েই একাচারী, একারণ ওদের উভয়কেই একত্রে বন্ধন করিয়া এই স্রোতস্বতী জলমার্গে ফেলিয়া দিন, তাহা হইলে হাঙ্গর কুম্ভীরেই উহাদের জীবন সংহার করিবে, কেন আপনি উহাদিগকে অসি দ্বারা সংহার করিয়া অপযশের ভাগী হইবার ইচ্ছা করিতেছেন? রাজন সেই বৃদ্ধার বাক্যই মনস্থ করিলেন, এবং তখনই খোজাগণকে ডাকিয়া কহিলেন, শীঘ্র তোমরা এই উভয়কে একত্রে বন্ধন করিয়া এই নদীজলে ভাসাইয়া দেও। খোজাগণ অবিলম্বেই তাহা সাধিত করিল, আমরা উভয়েই সেই প্রাসাদোপরি হইতে অতল জল রাশিতে পতিত হইয়া ভাসিতে ভাসিতেই গমন করিতে লাগিলাম। মহারাজ বলিতে কি, সকলই ঈশ্বর ইচ্ছা। যৎকালে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম, তৎকালে আমার আর কিছুমাত্র সংজ্ঞা ছিল না, পরে যেমন সংজ্ঞালাভ করিলাম, অমনই নিরীক্ষণ করিলাম যে আমার হস্ত পদের বন্ধন সকলই বিমুক্ত হইয়াছে। তখন প্রাণের আশা পুনরায় বলবত্ত হইয়া উঠিল, অমনই সাহসে নির্ভর করিয়া সন্তরণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে বহু কষ্টে ও সন্তরণ প্রভাবে একটী তটের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলাম। কিন্তু দারদানীকে আমি এমনই ভাল বাসিয়াছিলাম যে, যেমন তীরে উঠিয়া আমার জীবনের আশা বলবত হইয়া উঠিল, অমনই আমি সেই দারদানীকে নয়নাতীত করিয়া ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন কবিতে লাগিলাম, তাহার সেই সুচন্দ্রবদন ও তাঁহার সেই সুকমল নেত্র ও তাঁহার সেই মধুমাখা কথা যতই মনে পড়িতে লাগিল, ততই হা প্রিয়ে! কোথায় গেলে, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। ক্রমে দারদানীর কারণ জীবন কণ্ঠাগত হইয়া উঠিল, আর থাকিতে পারিলাম না, আমি পুনর্ব্বার সেই নদী জলে পতিত হইয়া দারদানীর অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। বিস্তর অন্বেষণ করিলাম সত্য, কিন্তু আর দারদানীকে প্রাপ্ত হইলাম না। তখন নিশ্চয় মনে করিলাম. যে দারদানী আর জীবিতা নাই। কি করিব সে জল তখনই ত্যাগ করিয়া তীরে উঠিলাম সত্য, কিন্তু দারদানীর মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া আমি একেবারে যে কতই কাতর হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। অজস্র নয়ন জল বিগলিত হইতে লাগিল, শোকে কণ্ঠা শুষ্ক হইয়া উঠিল, তখন মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হা ঈশ্বর! আপনি কি আমারই জীবন বিনাশের জন্য সেই দারদানীকে সৃষ্টি করিয়াছিলে? নতুবা সেই শিষ্টামতী দারদানীকে অকালে কালে গ্রাস করিবে কেন? হা প্রিয়ে দারদানী! তুমি এখন কোথায়? আমার যে তোমার জন্য এ জীবন এত কষ্টে রক্ষা হইয়াও বিফল প্রায় হইল? হায়! হায়! প্রিয়ে! তুমি

যদি আমার প্রতি এরূপ সরল ভাব দর্শন না করিতে, তবে আর তোমার এ বিপদ ঘটিত না।

তখন আমি এইরূপ প্রকারে দারদানী বিয়োগে পরিতাপ সাগরে মগ্ন হইয়া তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক একেবারে বোকদাদাভিমুখে যাত্রা করিলাম। যতই গমন করিতে লাগিলাম, ততই সেই দারদানীর সুহাস্য আনন মনে পড়িতে লাগিল, হায়। দারদানীকে আমি কি চক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না, তাহার বিরহে প্রাণ একেবারে ব্যাকুল হইতে লাগিল ও নয়ন জলে স্রোত বহিতে লাগিল, ক্রমে দর্শন শক্তি বিহীন হইয়া পড়িলাম। ক্ষণ বিলম্বে আবার গমন করিতে লাগিলাম, আবার সেই দারদানীকে মনে পড়িতে লাগিল, ক্রমে একটী মহা প্রান্তরে যাইয়া উত্তীর্ণ হইলাম। ক্রমে সেই প্রান্তর অতিক্রম করিতে লাগিলাম, কিছু দূর গমন করিয়াছি ইতিমধ্যে সেই প্রান্তরের শেষ সীমায় একটী বৃহৎ পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। এদিকে বেলাও অবসান হইয়া আসিয়াছিল, যদিও সেই পর্ব্বতটী অতিক্রম না করিলে লোকালয় পাইবার সম্ভব ছিল না, তথাচ আর গমন করিতে সাহসিত না হইয়া অগত্যা যেমন সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন, অমনই আমি একটী বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া সেই যামিনীটী অতীত করিতে লাগিলাম। যৎকালে নিশার তৃতীয় ভাগ অতীত হইয়াছে, এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম, যেন কোন একটী রমণী বামাস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া রোদন করিতেছে। আমি তখনই গাত্রোত্থান করিলাম, এবং মনে করিলাম এই যে রমণী এমন নির্জ্জন স্থানে এই শেষ নিশা ভাগে আর্ত্তনাদে রোদন করিতেছে, ইহার তত্ত্ব আমাকে জানা অতি আবশ্যক হইতেছে? কিন্তু অন্ধকার নিশা, কিছুই লক্ষিত হয় না তখন সেই বামা কণ্ঠস্বর অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলাম। যখন সেই শব্দ নিকট দেশেই অনুভব হইল, তখন আর অগ্রসর না হইয়া, তৎস্থান হইতেই স্থিরভাবে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে নিশার শেষ হইয়া আসিয়াছিল। আমি একটী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখিতে পাইলাম, এক জন ভীমকায় পুরুষ একটী গর্ত্ত খনন করিতেছে। অবিলম্বেই তাহার সেই খনন কার্য্য শেষ হইয়া গেল, পরে দেখিলাম, সেই খনিত গর্ত্তের মধ্যে সেই ভীমকায় পুরুষ একটী কোন দীর্ঘাকার পদার্থ প্রক্ষেপিত করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা পুনর্ব্বার সেই গর্ত্ত পূর্ণিত পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। দেখিতে দেখিতেই যামিনী অবসান হইয়া গেল, আমি ক্রমে সঅগ্রসর হইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট খনন স্থানেই যাইয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমে তাহাতে কিরূপ পদার্থ

আছে, তাহার পরীক্ষা মানসে যেমন তৎস্থানের কিঞ্চিৎমাত্র মৃত্তিকা উত্তোলন করিলাম, অমনই দেখিতে পাইলাম, রুধিরময় বসনাবৃত একটী কামিনী মৃতকায় পড়িয়া রহিয়াছে। কামিনীর বাহ্যিক আকারেই অনুভব করিলাম, সেই কামিনী কোন ভদ্রবংশোদ্ভবা মহিলাই হইবে। আমার তখন মনে মনে অতিশয় দুঃখের উদয় হইল, আমি আক্ষেপ করিয়া কহিলাম, হায়! কোন নিষ্ঠুর এরূপ কার্য্য সাধিত করিল? সে যে ব্যক্তিই হউক না কেন, ঈশ্বরের নিকট এ নিষ্ঠুর কার্য্যের অবশ্য প্রতিফল লাভ করিবে। তখন নিশ্চয় করিয়াছিলাম, সেই কামিনীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু যখন তাহার সমস্ত অঙ্গের বসন উন্মোচন করিয়া ফেলিলাম, দেখিলাম তাঁহার অল্পমাত্র শ্বাস বহিতেছে, তখনও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই ছিল, যখন আমার কর স্পর্শে জানিতে পারিল, কোন ব্যক্তি আমার নিকটে আসিয়াছে, তখন অস্ফুট স্বরে সে কহিল, দয়ার্দ্র হৃদয়! যদি স্বীয় দয়াগুণেই এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তবে কিঞ্চিৎমাত্র বারি প্রদান করিয়া আমার এ জীবন রক্ষা করুন, আমার পিপাসায় জীবন সংশয় হইতেছে। আমি তদ্বাক্যে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলাম না, আমার পিপাসা নিবারণার্থেই যে জল আমার সমভিব্যাহারেই ছিল, সেই জল লইয়া তাহাকে প্রদান করিলাম, এবং অল্প অল্প করিয়াই সেই জল পান করাইতে লাগিলাম, পরে মুখে ও চোখে সেই জলের ছিটা মারিতে মারিতে ললনার চৈতন্যের উদয় হইয়া চক্ষু মোচন হইয়া গেল। ললনা যেমন চক্ষু উন্মোচন করিয়া আমাকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল, অমনই মৃদুস্বরে কহিল, হে পরোপকারী যুবক! আপনি যতদূর দয়াবান তাহা আমি বিলক্ষণরূপেই বিদিতা হইয়াছি, এক্ষণে নিজগুণে আমার ক্ষতস্থানের রুধিরধার রুদ্ধ করিয়া আমার জীবনের উপায় করুন। পরোপকারের ফল কখন ব্যর্থ হইবার নহে, আমি জীবনলাভ করিলে, অবশ্যই তোমার কোন না কোন সময়ে বহুল উপকার প্রদর্শিত হইবে। আমি কামিনীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আর অপেক্ষা করিলাম না, তখনই আমার মস্তকের উষ্ণীস্ বসন ছিন্ন করিয়া সেই কামিনীর সমস্ত ক্ষতস্থান বন্ধন করিতে লাগিলাম। যখন বন্ধনগুণে তাহার সেই ক্ষতস্থানের সমস্ত রুধির একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গেল, তখন সেই ললনা আমাকে অতি কাতর স্বরে কহিলেন, হে পুণ্যবান্! যদি স্বীয়গুণে এতই অনুগ্রহ করিলেন, তবে এক্ষণে আমাকে লোকালয়ে লইয়া চলুন। তদ্বাক্যে আমি কহিলাম, ললনে! আমি তোমাকে লোকালয়ে লইয়া যাইতে পারি, কিন্তু বিবেচনা করুন, আমি বৈদেশিক, এখানে আমার সকলেই অপরি

চিত, যদি তোমাকে লইয়া আমি লোকালয়ে গমন করি, ইতিমধ্যে যদি কেহ তাহাতে সন্দিহান হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করে, এটী তোমার কে? তখন আমি কি বলিয়া পরিচয় দিব। ললনা বলিল, তজ্জন্য তোমার কোনরূপ চিন্তা নাই, তখন তুমি বলিও এটী আমার সহোদরা। আমি তখন কামিনী মুখে এইরূপ সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আর অপেক্ষা করিলাম না, তখনই সেই অস্ত্রাঘাতা কামিনীকে স্বীয় স্কন্ধদেশে উত্তোলন করিয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। ক্রমে নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, একটী পান্থ শালায় উপস্থিত হইয়া সেই খানেই বাসা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। পরে একজন সুচিকিৎসক দ্বারা সেই ললনার উত্তমরূপ চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম এবং স্বয়ংই তাঁহার উত্তমরূপ পথ্য প্রদান করিতে লাগিলাম, ক্রমে সামাধিক চিকিৎসা করিলেই তাঁহার সর্ব্ব শরীর দিব্যরূপ হইয়া গেল। এইরূপে কামিনী দিব্যরূপ আরোগ্য লাভ করিলে, একদিন আমাকে একখানি পত্র প্রদান করিয়া কহিল, মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমার এই পত্রখানি লইয়া এই নগর মধ্যে একজন মহীকা নামে সওদাগর আছেন, তাঁহার নিকট প্রদান করিয়া বাধিত করুন। আমি সেই সওদাগরকে কখনই জানিতাম না, কি করিব, কামিনীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, সেই পত্র খানি গ্রহণ করতঃ নগর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পরে অনেক অনুসন্ধানের পর তাহার সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়া সেই পত্র খানি প্রদান করিলাম। সওদাগর সেই পত্র খানি প্রাপ্তে অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং তখনই সেই পত্র খানি পাঠ পূর্ব্বক আমাকে দুইটী স্বর্ণ মুদ্রার তোড়া প্রদান করিলেন। আমি সহসা সেই বহুল অর্থ প্রাপ্ত হইয়া যে কতই আনন্দিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না, তখনই প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক একখানি উৎকৃষ্ট বাটী ভাড়া করিলাম, এবং সেই কামিনীকে সেই বাটীতে রাখিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। তদনন্তর আর কয়েক মাস অতীত হইলে, সেই কামিনী পুনর্ব্বার একখানি পত্র প্রদান করিয়া আমাকে সেই সওদাগরের নিকট প্রেরণ করিল, আমি আবার সেই পত্র খানি পূর্ব্বের ন্যায় সওদাগরকে প্রদান করিলাম। সওদাগরও সেই পূর্ব্বের ন্যায় পত্রখানি পাঠ করিয়াই আমাকে সে বারেও চারিটী স্বর্ণ মুদ্রার তোড়া প্রদান করিলেন। আমি সেই বিপুল অর্থ লাভে মহা হর্ষিত হইলাম ও তখনই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পরে কামিনীর মতানুসারে স্বীয় স্বীয় পরিধেয় বসন ও অন্যান্য আবশ্যকজনিত দ্রব্য সামগ্রী প্রচুররূপে ক্রয় করিয়া আনিলাম। তদনন্তর কামিনী শুশ্রূষার কারণ অনেকগুলি দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া দিলাম, তখন

আর আমাদের কোনরূপ কষ্টই রহিল না, একপ্রকার নিরুদ্বেগেই উভয়ে কালযাপন করিতে লাগিলাম। তথাকার বাসিন্দাগণ সকলেই পরিচিত হইল, আমরা উভয়েই ভাই ভগিনী। কিন্তু যদিও সেই কামিনী সুন্দরীর শেষ ছিল, তথাচ আমি সেই দারদানীর মোহন মুর্ত্তিতে নিতান্ত আক্লিষ্ট ছিলাম বলিয়া তাহার পাণিগ্রহণে সম্মতি গ্রহণ করিলাম না। আমার সেই দাবদানীর রূপ হৃদয় মুকুরে যেন সততই প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, সে রূপের তুল্য আর সে কামিনীর রূপ কিছুতেই তুল্য বোধ হইল না। কিছুদিন অতীত হইলে কামিনী পরিণয়ের কথা স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছিল, তথাচ আমি তাহাতে মত প্রকাশ করিলাম না। এইরূপে দুইজনে যথাসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম, কিন্তু যখন আমি গমনের জন্য তাহার নিকট প্রার্থনা করিতাম, তখনই সেই ললনা কহিত, আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, আপনার সহিত আমার একটী বিশেষ কামনাসিদ্ধের অভিলাষ আছে, সেইটী সংপূর্ণ হইলেই মহাশয় গমন করিবেন, তৎকারণ আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কারও প্রদান করা হইবে। আমি তখন তদ্বাক্যের আর কোনরূপই উত্তর করিলাম না, পুনর্ব্বার সেই ভাবেই তৎসহ কালযাপন করিতে বাধ্য হইলাম, কিন্তু তাহার পরিচয় প্রাপ্তের জন্য কতরূপ কৌশল করিলাম, তথাচ কোনরূপেই আর তাহার সঠীক পরিচয় জানিতে পারিলাম না। কে যে তাঁহাকে সেরূপ প্রকার প্রহার করিয়াছিল, তাহার কারণ বা কি এবং সেই বা কে, তাহার তথ্য জানিবার জন্য অত্যন্তই উৎসুক ছিলাম, কিন্তু তাহাকে তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই অন্য কথা কহিয়া সে কথা গোপন করিয়া রাখিয়া দিত।

এইরূপে আরও কয়েক মাস অতীত হইলে পর, ললনা একদিবস, আমাকে একটী স্বর্ণ মুদ্রার তোড় প্রদান করিয়া কহিল, ভ্রাতঃ! আমাদের উভয়েরই উৎকৃষ্ট বসনাদির অভাব হইয়াছে, একারণ তুমি এক কার্য্য কর, এই অর্থ দ্বারা এই নগরের নামারণ নামক এক বস্ত্র বিক্রেতা আছে, তুমি তাহারই দোকান হইতে খরিদ করিয়া লইয়া আইস, কিন্তু সে নিজমুখে যে মূল্য কহিবে, তাহাই তাহাকে প্রদান করিও, দেখিও যেন তাহাতে কোনরূপ আপত্য করিও না। আমি তখন আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলাম না, তখনই সেই ললনার আদেশানুসারে একেবারে সেই নামারণ বণিকের দোকানেই উপস্থিত হইলাম, এবং তাঁহাকে আমি বস্ত্র বিক্রয়ের কথা বিজ্ঞাপিত করিবা মাত্রেই সে আমাকে বিবিধ সুন্দর সুন্দর বসন অতি আদরের সহিত দেখাইতে আরম্ভ করিল। আমার তাহার

সে বস্ত্রের মধ্যে আর কোন খানিই মনোপুত হইল না, কেবল মাত্র তিনখানি বসন দেখিয়া তাহা ক্রয় করিবার জন্য অতিশয় অভিলাষী হইলাম। পরে সেই বণিককে মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বণিক যে মূল্য প্রস্তাব করিল, তাহাই প্রদান পূর্ব্বক সেই তিন খানি বস্ত্র লইয়া একেবারে কামিনীর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কামিনী সেই বস্ত্র দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু আবার দুই চারি দিবস পরেই একদিন আমাকে আর একটী মুদ্রার তোড়া প্রদান করিয়া কহিল, যুবক। তুমি আবার সেই বস্ত্র বিক্রেতার দোকান হইতে উৎকৃষ্ট বসন দুই চারিখানি ক্রয় করিয়া লইয়া আইস, আমার অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। আমি পুনর্ব্বার সেই বস্ত্র বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইলাম, পরে বস্ত্র ক্রয়ের কথা উত্থাপন করিলেই বণিক নানাবিধ রকমের বস্ত্র দেখাইতে আরম্ভ করিল, তাহার মধ্যে আমার যে কয়খানি মনোনীত হইল, সেই কয়খানি গ্রহণ করিলাম। আমার আর তাহার সঙ্গে কোনরূপ দরের আপত্য ছিল না, অবশেষে তাহাকে সেই মুদ্রার তোড়াটী প্রদান করিয়াই কহিলাম, মহাশয় আপনার বস্ত্রের যাহা উচিৎ মূল্য জ্ঞান করেন, তাহাই এই তোড়া হইতে গ্রহণ করুন। আমি যখন তাহার প্রতি এইরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিলাম, তখন সেই বস্ত্র বিক্রেতা আমার প্রতি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, ভ্রাতঃ! তোমাকে আমি দেখিবাবধিই মহা হৃষ্টচিত্ত হইয়াছি, এবং তুমি যে অতি সরল প্রকৃতির লোক তাহা তোমার ব্যবহার দৃষ্টেই জানিতেছি। যাইহক্, বন্ধু! কল্য যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার আলয়ে পদার্পণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ভোজনাদি করেন, তবে আমি আপনার নিকট বড়ই বাধিত হই। আমি তাহাতে তখনই সম্মতি গ্রহণ করিলাম, এবং অবিলম্বেই তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া একেবারে সেই কথা সেই ললনাকে জ্ঞাত করিলাম। ললনা তাহাতে আমাকে উত্তর করিল, নামারণ সওদাগর একজন প্রসিদ্ধ লোক, যদি সে ব্যক্তি তোমাকে এরূপ নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে, তাহাতে তোমার তৎস্থানে যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বিবেচনা হইতেছে। যাইহুক্, কল্য যথাকালেই তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিও, কিন্তু প্রত্যাগমন কালে যাহাতে তোমার বাটীতে আবার সেই ব্যক্তি তৎপরদিনে আসিয়া ভোজনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহারও বিধান করিয়া আসিও। কারণ তাহা না করিলে তোমারই বা সম্মান রক্ষা কিরূপে হইতে পারে? তখন আমি সেই ললনার মনগত ভাব বুঝিতে পারিলাম, এবং তাহার ভাব ভঙ্গি অনুকরণেই জানিতে পারিলাম যে, সেই সওদাগরের সঙ্গে সেই ললনার কোন না কোন গুপ্ত সন্ধি

থাকিবার সম্ভব। যাহউক, তদ্বাক্যে আর আমি কোনরূপ উত্তর দান করিলাম না, যেমন পরদিনের দিবা প্রকাশিত হইল, অমনই যথাসময়ে সেই বণিকভবনে গমনান্তর পান ও ভোজনাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন কালে সেই নামারণ বণিককে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, মহাশয়! অদ্য যেমন আমাকে নানারূপ ভোজনাদি দ্বারা পরিতোষ দান করিলেন, সেইরূপ মহাশয় কল্য অধীনের বাটীতে পদার্পণ করিয়া আমাকেও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবেন। বণিক তদ্বাক্যে মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, আমি তখনই তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিলাম। যেমন পরদিনের দিবা প্রকাশিত হইল, অমনই যথাসময়ে সেই বণিক মহোদয় নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আহার্য্যাদি বিবিধ বস্তু সঞ্জাত হইয়াছিল, অমনই তৎসঙ্গে একত্রে উপবিষ্ট হইয়া ভোজনাদি ক্রিয়া উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ললনা বণিকের আগমন কাল পর্য্যন্ত আর একবারও গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল না। পরে ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া উভয়েই নানারূপ মিষ্টালাপে প্রবর্ত্ত হইলাম, দেখিতে দেখিতেই প্রায় দিবাবসান হইয়া আসিল, এমত সময়ে সেই বণিক স্বগৃহে প্রত্যাগমন জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তখন অতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলাম, মহাশয়! যাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন? আরও ক্ষণেককাল অপেক্ষা করিয়া আমোদ প্রমোদ দ্বারা অধমের পুরীকে পবিত্র করুন। তদ্বাক্যে সওদাগর আর কোনরূপই উত্তর করিলেন না, তখনই আমি উত্তমরূপ সুরাদি আনয়ন করিয়া উভয়েই সেবন আরম্ভ করিলাম। ক্রমে নানারূপ আমোদ প্রমোদ চলিতে লাগিল, প্রায় যখন অর্দ্ধ নিশা এইরূপে অতীত হইয়া গেল, তখন সেই বণিক মহাশয়কে উত্তমরূপে শয্যায় শয়নাদি করাইয়া আমি অপর গৃহের শয্যায় যাইয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। ক্রমে আমি গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইলাম, আমার আর কোন মাত্র সংজ্ঞা নাই, এমত সময়ে সেই ললনা সহসা আমাকে জাগরিত করিয়া কহিল, যুবক! প্রত্যক্ষ কর, দুষ্ট নামারণের কিরূপ প্রতিফল করিয়াছি? আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম, এবং যে গৃহে সাধু শয়ন করিয়াছিলেন, তথায় উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলাম, সাধুর প্রাণবায়ু একবারেই শেষ হইয়াছে। অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে রহিয়াছে, রক্ত স্রোতে গৃহ ভাসমান হইতেছে। নিরীক্ষণে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, আমি অতিশয় কর্কশস্বরে কহিলাম, রে দুর্ব্বিনীতে! তোর কি এই কাজ? তুই রমণী হইয়া এ কি কার্য্য সাধিত করিয়াছিস? তুই অতিশয় নির্দ্দয়া, অতুবা

তোর সাধু এমন কি অনিষ্ট করিয়াছিল, যে তজ্জন্য তুই সাধুকে একেবারে জীবনান্ত করিলি? হায়! হায়। তোর সংসর্গদোষে আমি পর্য্যন্ত নিরয়গামী হইলাম? উঃ! তুই কি পাষণ্ড রমণী। আমি যৎকালে কামিনীকে এইরূপ দারুণ ভৎসনা করিলাম, তৎকালে কামিনী উত্তর করিল, মহাশয়। স্থির হন, আপনার কোনরূপ ইহাতে চিন্তা নাই। ও নিষ্ঠুর যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, তদনুরূপই প্রতিফল প্রদান করা হইল, ঐ নিষ্ঠুরই আমাকে সংহার করিয়া প্রান্তর মধ্যে প্রোথিত করিয়া ছিল, ঐ নিষ্ঠুরই আমার জীবন ঘাতক, অধিক কি কহিব, ইহার আদ্যপান্ত সমস্তই কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। এই বলিয়া কামিনী বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল।

ললনা কহিল, মহাশয়! শ্রবণ করুন। আমি এতদ্দেশীয় মহীপালের একমাত্র কন্যা, আমি কোন একদিন স্নান নিবন্ধন স্বীয় অন্তপুর হইতে বহির্গত হইয়া যেমন রাজমার্গে পদার্পণ করিলাম, অমনই দেখিতে পাইলাম, ঐ নামারণ বণিক স্বীন নির্দ্দিষ্ট বিপণীতে বসিয়া কি কার্য্য করিতেছে। সকলই দৈবকার্য্য, বলিতে পারি না, কিন্তু ইহাকে আমি যেমন দৃষ্টি করিলাম, অমনই উহার সহ প্রেম করিবার জন্য আমার মন এমনই ব্যাকুল হইল যে, তাহা আর বলিতে পারি না। তখন মনে মনে কতরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলাম, ভাবিলাম নামারণ একজন সামান্য পর্ণজীবি, আমি হলেম রাজতনয়া, আমি যে উহাকে এ অমূল্য রত্ন বিতরণ করিব, এই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহা হইলে আরত আমার রাজকুল গৌরব কিছুই থাকিবে না, এই ভাবিয়া তখন সে আকাশে একেবারেই পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা কখনই খণ্ডন হইবার নহে, ক্রমে আবার আমার ঐ নামারণের প্রেম পিপাসা এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, আমি তাহা আর কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া শেষে দারুণ পীড়ায় পতিত হইলাম। দিন দিন শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু আমার যে এক ধাত্রী ছিল, সে এমনই চতুরা যে, আমার অবস্থা দৃষ্টেই আমার যেজন্য সেই পীড়া সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিল। ধাত্রী এখন নিশ্চয় জ্ঞান করিল, আজ রাজনন্দিনীর যেরূপ পীড়া হইয়াছে ইহার যদি আমি না প্রতিকার করি, তবে অবশ্যই রাজনন্দিনী প্রাণে বিয়োগ হইবেন। এই ভাবিয়া একদিন আমার নিকট কোশলে তাহার তথ্য বিদিত করিয়া, ঐ নামারণ বণিককে রমণীর বেশে যামিনী কালে আমার গৃহে আনিয়া উপস্থিত করিল! মহাশয়! সে কথা আর কি বলিব, যাহার পিপাসায় প্রাণ বিয়োগ হইতেছিল, তাহাকে প্রাপ্ত হইলে কিরূপ আনন্দের সম্ভব, তাহা

সহজেই বুঝিতে পারেন, আমি সেইরূপ আনন্দ সহকারেই সে যামিনী বঞ্চন করিলাম, ফলতঃ যামিনী বিগতেও আর ঐ নামারণ বণিককে ছাড়িয়া দিলাম না, দিবাভাগে তাহাকে কোন এক বিরল স্থানেই রাখিয়া দিলাম, পরে যামিনীতে মহাসুখে কালহরণ করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম। রসালাপ প্রেমালাপ এইরূপ নিত্য নিত্যই করিতে লাগিলাম, এইরূপে যখন আমার পীড়ার অনেকরূপ সুলভ হইয়া আসিল, তখন ধাত্রী একদিন ঐ নামারণকে পুনর্ব্বার রমণীরবেশ ধারণ করাইয়া বাটীর বহির্ভূত করিয়া রাখিয়া আসিল। তদনন্তর আবশ্যকমতেই ধাত্রী উহাকে ঐ রমণী বেশে আমার আলয়ে আনিয়া দিত, ক্রমে আমার উহার প্রতি গাঢ় অনুরাগ জন্মিয়া উঠিল। এইরূপ কিছুদিন বিগত হইলে, এক দিন আমি স্বয়ংই উক্ত নামারণকে দেখিবার জন্য বাটী হইতে নিক্রান্তা হইলাম, ক্রমে যেমন আমি উহার বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম, অমনই উহার বাটীর দ্বার রক্ষকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, এবং তোমার বাটী কোথায়? আর কি জন্যই বা আসিয়াছ? আমি বলিলাম, আমার এই নগরে নিবাস, তোমার প্রভুর সঙ্গে অদ্য আমার সাক্ষাৎ করিবার নির্দ্দিষ্ট ছিল, তজ্জন্যই আসিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। রক্ষক কহিল, অদ্য ফিরিয়া যাও, অদ্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার উপায় নাই, তিনি অদ্য একটী রমণীর সহ বিলাপ ভবনে প্রেমালাপ করিতেছেন, কল্য আসিও। আমি সেই নামারণ বণিককে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতাম, যখন তাহার এরূপ চরিত্রের কথা শ্রবণ করিলাম, তখন আমার আর সহ্য হইল না, আমি তখনই সেই দ্বারদেশ সবলে উল্লংঘন করিয়া একেবারে নামারণের সেই বিলাপ ভবনে উত্তীর্ণ হইলাম। দেখিলাম কামুক যথার্থই একটা কামিনীর সহিত প্রেমালাপে মত্ত রহিয়াছে। তাহা নিরীক্ষণে আমার ক্রোধানল আরও দ্বিগুণ ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, আর সহ্য করিতে পারিলাম না, তখনই সেই প্রেমালাপ কারিণী রমণীকে ধরিয়া দারুণ প্রহার করিতে আরম্ভ করিলাম,। নির্দ্দয় তখন কতই সরল ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল, এমন কি তখন দুষ্ট আমার পদে পতিত হইয়া কহিল, হে রাজবালা! যা হবার হইয়াছে, আর এমন কার্য্য কখনই করিব না, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ইহার কাতরতা দেখিয়া সে সকলই ক্ষমা করিলাম, এবং অবিলম্বেই আবার উহার সহিত আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া নানারূপ হাস্য পরিহাস্য করিতে লাগিলাম। পাপিষ্ঠ তখন আমার সে ভাব দেখিয়া অতিশয় প্রফুল্ল হইল, এবং তখনই উৎকৃষ্ট সুরা

ঢালিয়া আমাকে পান করিতে দিল। আমি মনানন্দেই তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবন করিলাম, ক্রমে আমার সেই সুরার প্রভাবে চৈতন্যের হ্রাস হইয়া আসিলে নরঘাতী সেই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া আর অপেক্ষা করিল না, তখনই আমার বক্ষস্থলে উপবিষ্ট হইয়া ঘন ঘন ছুরিকা ঘাতন করিতে লাগিল, আমি তাহার ব্যথায় একেবারেই জ্ঞান শূন্যা হইয়া পড়িলাম। যখন আমার নিশ্বাস পর্য্যন্ত রোধ হইয়া আসিল, তখন আমায় ও নিশ্চয় মৃত জ্ঞান করিয়া সেই প্রান্তর ভূমে লইয়া সমাহিত করিয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছায় যৎকালে আমাকে কবরাভ্যন্তরে সমাহিত করিবে, ইত্যবসরেই আমার কিছু চৈতন্যের সঞ্চার হইয়াছিল। আমি দেখিলাম আমাকে জীবদ্দশাতেই সমাহিত করিতেছে, তখন আমি কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলাম, যে নামারণ। তুমি আমাকে জীবদ্দশায় সমাহিত করিও না, আমি তোমার এমন কোনই অপরাধ করিনাই। দুষ্ট তদ্বাক্যে কর্ণপাতও করিল না, মনের সুখেই আমাকে জীবদ্দশায় কবর দান করিয়া চলিয়া আসিল।

পরন্তু আমি যাঁহার নিকট তোমাকে পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলাম, তিনিই আমার জনকের কোষাধ্যক্ষ। তাঁহার নিকট এই সমস্ত ঘটনার বিষয় বিদিত করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কারণ তাহা হইলে আমার যাহা অভিলাষ ছিল, তাহা সিদ্ধ হইবার কোনরূপই উপায় ছিলনা। এই জন্যই তিনি অর্থ প্রদান করিলেও তোমার নিকট সে কথা প্রকাশ করে নাই। এক্ষণে ভরসা করি, এ কথা ব্যক্ত করিলেও আমার মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবার সম্ভব নাই। যাইহক্, কল্যই আমি পিতার সমীপে গমন করিব, এবং কল্যই এই সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিব,, কিন্তু তুমি আমার সমভিব্যাহারেই গমন করিও পিতা তোমাকে দেখিলে অবশ্যই অসন্তোষ না হইয়া ইহাতে সন্তুষ্টই হইবেন, এবং তোমার তাহাতে কোনরূপ অনিষ্ট না হইয়া যাহাতে তোমার ইষ্টলাভ হয় তাহাই করিবেন। এমন কি, তিনি এ বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে, তোমাকে এত অর্থ দান করিবেন যে, তাহাতেই তোমার সকল দুঃখ নিবারিত হইবে। তদ্বাক্য শুনিয়া আমি উত্তর করিলাম, ললনে! তোমার যে আমি জীবন দান করিয়াছি, ইহাতেই আমার প্রচুর অর্থ লভ্য করিয়াছে, আমি অর্থের প্রত্যাশা করিব না, কিন্তু এই এক আমার মনের মধ্যে চিরদুঃখ রহিয়া গেল, যে আমার দ্বারা সেই নামারণ বণিকের জীবন সংহার হইল, আমিই তাঁহার জীবন বধের এক মাত্র হেতু হইলাম। "যাইহক,

জলনে। তুমি যদি এই কথা অগ্রে আমার সমক্ষে বিদিত করিতে তাহা হইলে অন্য উপায়ে তাহাকে উচিত শাস্তি প্রদান করিতাম, এক্ষণে তুমিই আমাকে নিমিত্তের ভাগী করিলে। এই বলিয়া আমি আর তথায় ক্ষণককালও অপেক্ষা করিলাম না, তখনই তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

আমি তৎস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমগত গমন করিতে লাগিলাম, ক্রমে সমস্ত নগর অতিক্রম করিয়া একেবারে প্রান্তর ভূমে যাইয়া উত্তীর্ণ হইলাম। প্রায় এক দিবসের পথ গমন করিয়াছি ইত্যবসরেই দেখিতে পাইলাম, কয়েক জন বণিক বোকদাদাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে মিলন হইলাম, পরে সকলেই একত্রিত হইয়া সেই বোকদাদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। ক্রমে সকলেই বোকদাদে উত্তীর্ণ হইলাম, কিন্তু আমি তখন নিতান্ত সম্বল বিহীন হইয়া পড়িয়াছিন, সবে মাত্র তখন আমার সঙ্গে একটী মোহর সম্বল ছিল। কি করিব, সেই মোহরটী ভাঙ্গাইয়া যৎকিঞ্চিৎ ফল ক্রয় পূর্ব্বক তাহাই পথে পথে বিক্রয় করিতে লাগিলাম এবং তাহাতেই যা এক আদ পয়সা উপার্জ্জন হইতে লাগিল, তাহাতেই একরকম উদরের বিষয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। একদিবস ফল লইয়া ভ্রমণ করিতেছি, দেখিলাম একস্থানে কয়েক ব্যক্তি বসিয়া সুরা সেবন করিতেছেন, তাঁহারা আমাকে দেখিবামাত্র আহ্বান করিল। আমি সকলকেই দুইটী দুইটী করিয়া ফল বিক্রয় করিলাম, কিন্তু একটী প্রবীণ ব্যক্তি সকলের পার্শ্বদেশে বসিয়াছিলেন, যৎকালে আমি ফল বিক্রয় করিয়া প্রত্যাগমনের উপক্রম করিতেছিলাম, তৎকালে তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ওহে ফল বিক্রয়কারি! তুমিতো সকলকেই ফল বিক্রয় করিয়া মূল্য গ্রহণ করিলে, তুমি কি আমাকে ফল প্রদান করিলে আর সে ফলের মূল্য পাইতে না? আমি কি তোমার ফলের মূল্য দিতে নিতান্ত অক্ষম। আমি তদ্বাক্য শ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিলাম, মহাশয়। তাহাতে আমার সংপূর্ণই অপরাধ হইয়াছে, যাইহক, নিজগুণে আমার সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন, আপনি সকলের পশ্চাদ্দেশে উপবিষ্ট ছিলেন, বলিয়া আমি আপনাকে দেখিতে পাই নাই, তজ্জন্যই ফল প্রদানে বঞ্চিৎ হইয়াছি। এইকথা বলিয়া তখনই আমি যে ফলের ডালিটী লইয়া বিক্রয় করিতে ছিলাম, সেই ডালিটী তাঁহারই সম্মুখে ধরিয়া দিলাম। তিনি তন্মধ্য হইতে আর কোন ফল মননীত না করিয়া একটীমাত্র আতা ফল গ্রহণ করিলেন, পরে তাহার মূল্য প্রদানের সময় আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তৎকালে বলিলাম, মহাশয়!

আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন না. আমার পরিচয় বলিতে গেলেই আদ্যপান্ত সমস্তই বলিতে হইবে, তাহাতে আমার দারুণ কষ্ট বই আর সুখ হইবেনা? তিনি তদ্বাক্যে আর কোনরূপই উত্তর করিলেন না, কেবলমাত্র দুই একটী অপরাপর কথা কহিয়াই আমার সেই আতাফলের মূল্য স্বরূপ একটী সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন।

আমি তৎস্থান হইতে তখনই যাত্রা করিলাম, কিন্তু আমি তাঁহার মূল্য প্রদানে অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলাম। মনে করিলাম, আমি অনেক অনেক ধনবান ব্যক্তির নিকট ফলাদি বিক্রয় করিয়াছি কিন্তু তাঁহারা কখন তো সংপূর্ণ একটী মুদ্রা ফলের মূল্য বলিয়া প্রদান করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইনি কিনা অনায়াসেই একটী সামান্য আতাফলের মূল্য একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিলেন? যাইহোক, আমি তখন আশাতিরিক্ত ফলের মূল্য প্রাপ্ত হইয়া স্বধামে যাত্রা করিলাম। পরে যেমন আবার পরদিনের দিবা প্রকাশিত হইল, অমনই লোভবশতঃ উত্তম উত্তম ফল ক্রয় করিয়া একেবারে তাঁহারই নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি তাহাতে মহা সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার ইচ্ছাধীন কয়েকটী ফলমাত্র গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সেদিনও তিনি অতি যত্ন সহকারে আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সে দিন আর কোনরূপ না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, সে দিন আপন বৃত্তান্ত সমস্তই একে একে তাঁহার কর্ণ গোচর করাইলাম। তিনি তৎসমস্ত শ্রবণ মাত্রেই কহিলেন, সেই বসোরা নগরে যে আমারও আদিম বাস? আমি এখানে বাণিজ্যার্থ আগমন করিয়াছি বৈতো নয়. তোমার পিতাকে আমি উত্তমরূপে জানিতাম, বিশেষ তাঁহার সঙ্গে আমার একরকম সৌহৃদ্য ছিল। যাইহোক, এক্ষণে তুমি তাঁহার পুত্র হইয়া এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছ যে, ইহা দেখিয়া আমি যার পরনাই সন্তাপিত হইলাম। বৎস! শ্রবণ কর, আমিও সন্তান বিহীন. তোমাকে অবলোকনাবধিই আমার যেন তোমার প্রতি সংপূর্ণ বাৎসল্য রসের সঞ্চার হইয়াছে, এক্ষণে যদ্যপি তুমি স্বীকার কর, তবে আমি তোমার সংপুর্ণরূপে ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করি। তুমি যদি আমার দত্তক পুত্র হইতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে তোমাকে আর কখনই এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইতে হইবে না। তোমার পিতার অপেক্ষা আমার সহস্রগুণে সম্পত্তি অধিক আছে, আমি পরলোকপ্রাপ্ত হইলে সে সকল সম্পত্তিই তোমার হইবে, আমি তখন অন্নাভাবেই ব্যাকুল হইয়াছিলাম, সেই প্রবীণ মহাত্মার মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াই যার পরনাই আহ্লাদিত হইলাম, আমি আর অপেক্ষা করিলাম না, তখনই তাঁহার চরণ তলে পতিত

হইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলাম। তিনি আমার সে ভাব দেখিয়াই পরম প্রীত হইলেন, অমনই তিনি আমার শিরোঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, বৎস! আইস, আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই, এক্ষণে উভয়েই চল, আমার আবাস ভবনে গমন করি। আমি তখন আর কোনরূপই উত্তর করিলাম না, তিনি অগ্রসর করিলেই আমি তাঁহার পশ্চাতানুবর্ত্তি হইয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট আবাস ভবনে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াই আমাকে এক প্রস্ত উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করিতে দিলেন, আমি বসনাদি পরিধান করিলেই আমার শুশ্রুষার জন্য তিনি দুইজন ভৃত্যকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

আমি তখন সেই মহান্ ব্যক্তির আশ্রয়ে আশ্রয় লাভ করিয়া পরম সুখেই কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলাম. আমার তখন আর কোনরূপ কষ্টই রহিল না, ক্রমে তাহার বাৎসল্য প্রভাবে আমি আমার জনক জননীকেও বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকেই পিতৃভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলাম। তদনন্তর তাঁহার পণ্যজাত দ্রব্য সমস্তই বিক্রীত হইলে তিনি আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া একেবারে স্বীয় আবাস ভবন বসোরা নগরেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমি পুনর্ব্বার বসোরা নগরে পুনরাগমন করিলে সেই বসোরা নগরে আমার যাহারা বন্ধু বান্ধব ছিলেন, তাহারা আমার সেরূপ সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পুলকিত হইলেন। আমি তখন সেই ধনাঢ্য বণিকের দত্তক পুত্র বলিয়া পরিচিত হইলাম। তাহাতে সকলেই আমার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, আমার তখন ব্যয়ের আর কিছুই অভাব রহিলনা, আমার যাহা অভিলাষ তাহাই সম্পন্ন করিতে লাগিলাম। তাহা নিরীক্ষণে মহান্ পুরুষেরও মনে অতীব হর্ষ উৎপাদন হইতে লাগিল। তিনি তাহা দেখিতেন আর আমায় বলিতেন, আবুলকাসেম। যাইহোক, আমি এপর্য্যন্ত যে সন্তান বিরহে সন্তাপ করিতাম, তাহা আমার সমস্তই দূর হইয়াছে আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে বড়ই সুখানুভব করিতেছি। এইরূপে তাঁহার দারুণ শ্রদ্ধায় আমি একান্ত বাধিত হইয়া তাঁহাকেও জনকের অধিক যত্ন করিতে বাধ্য হইলাম।

এইরূপে কিছুদিন বিগত হইলে সেই বৃদ্ধমহানুভব পুরুষ একদিন আমাকে কহিলেন, বৎস আবুলকাসেম! দিন দিন আমি বার্দ্ধক্যবশতঃ অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি, বোধ করি অচিরেই আমাকে মানব লীলা সম্বরণ করিতে হইবে, তৎকারণ আমি তোমাকে কিছু সদুপদেশ প্রদান করিয়া রাখিতেছি, তুমি আমার অবর্ত্তমানে অতি

যত্নের সহিত এই বাক্য গুলি প্রতিপালন করিও। যদি সেইরূপে চলিতে পার তবে তোমার যে অচিরে আরও সম্পদ বৃদ্ধি হইবে, তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আর যদি ইহার বিপরীত দিকে গমন কর, তবে যে তোমার পক্ষে সমূহ বিপদ ঘটিবে, তাহা আমি অবশ্যই বলিতে পারি। আমি যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাতে তুমি অনায়াসেই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। আর আমার পুরুষানুক্রমে যে ধন মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত আছে, তাহা যে কত তাহা আমি নিজমুখেও বলিতে পারিনা, উহা যে কে উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহাও বিদিত নহি। শুনিয়াছি, অন্তিম সময়ে পিতামহ পিতাকে প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে পিতার অবর্ত্তমানে আমিই সেই ধন প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার পরলোক হইলে তুমিও সেই ধন লাভ করিবে। কিন্তু সাবধান, যেন সেই ধন ব্যয় দ্বারা কখনই নিঃশেষিত করিও না। আমি তোমাকে যেরূপ ব্যয়শীল ইতি মধ্যেই দেখিতেছি, তুমি যে তাহা প্রাপ্ত হইলে ব্যয় করিতে ক্রটী করিবে, ইহা আমি কখনই অনুমান করি না। যাইহোক, সে যেরূপ অর্থ তাহা ব্যয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কিন্তু অকাতরে তহা ব্যয়াদি করিতে হইলেই, পরিণামে মহা বিপদপাতের সম্ভব আছে। কারণ আমার যে গুপ্ত ধনাগার আছে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই বিদিত নাই, তুমি যদি এক্ষণে অকাতরে বিনা উপার্জ্জনে ঐ অর্থ ব্যয়াদি করিতে আরম্ভ কর, তবে ছল গ্রাহি রাজা অবশ্যই ছলনা দ্বারা তাহার গুঢ় মর্ম্ম বিদিত হইতে যত্নবান হইবেন। যদি কোনরূপে তোমার ঐ গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান প্রাপ্ত হন, তবে অবশ্যই তিনি উহা গ্রহণ করিতে লালসিত হইবেন। পরে বলে কিম্বা ছলে যে কোনরূপেই হউক তোমাকে মহা বিপদে পতিত করিবেন। সেই কারণ আমি তোমাকে ভূয় ভূয় নিবারণ করিয়া যাইতেছি, কোনরূপে উপার্জ্জন না করিয়া উহা অকাতরে ব্যয়াদি করিতে মনস্থ করিও না। যদি এরূপ ব্যয় কর, তবে আমি যেরূপ ভাবের লোক সেইরূপ ভাবেই করিও, ইহা করিলে তোমা আর কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না, রাজাও কোন সন্দেহ করিবেনা, তুমিও যথা সুখে কাল হরণ করিতে পারিবে। আমি তখন তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণে বলিলাম, মহাশয়! আপনি আমার পিতা, আপনি যখন নিবারণ করিতেছেন, তখন আমি কখনই এ বাক্যের অন্যথা করিব না, আপনার বাক্যই আজীবন পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিয়া কালহরণ করিব। আমি এইরূপে তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইলে, তিনি তখন গুপ্তধনাগারের নির্দ্দেশ স্থান ও একখানি সম্পত্তি প্রদত্ত লিপি দর্শন করাইয়া রাখিয়া দিলেন, পরে তিনি অতি অল্পদিন মধ্যেই পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

আমি তাঁহার মৃত্যুর পর সেই সকল ধনেরই অধীশ্বর হইলাম, একদিন মনে মনে কামনা করিয়া যেমন সেই গুপ্ত ধনাগারে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, অমনই সেই সকল সংখ্যাতীত রত্ন রাশি নিরীক্ষণ করিয়া একেবারেই স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। সে যে কত ধন, তাহার ইয়ত্তা করা কাহারই পক্ষে সম্ভব নহে, সে যে ধন তাহা যদি মুক্ত হস্তে আজীবন পর্য্যন্ত ব্যয়াদি নিষ্পন্ন করা হয়, তবে তাহার এক অংশও শেষ করা দুরূহ। আমি তাহা নিরীক্ষণে বিবেচনা করিলাম, যখন এত অর্থ সঞ্চিৎ রহিয়াছে, তখন ব্যয়াদি না করিলেই বা এ অর্থের ফল কি? এই ভাবিয়া তখনই ধনাগার হইতে প্রত্যা বর্ত্তন করিলাম, পরদিন প্রভাতকালেই তোরণ দ্বারে উপবীষ্ট হইয়া অকাতরে দীন দুঃখী জনকে ধন বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলাম, যখন আমার দানের কথা সর্ব্ব স্থানে বিবৃত হইয়া উঠিল, তখন দীন দরিদ্র, অন্ধ পঙ্গু যে যেখানে ছিল, তাহারা সকলেই ক্রমে আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। আমিও তাহাদের অপরিমিত ধন দানে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলাম তাহা দেখিয়া এই বসরানগরের সমস্তলোকই প্রীত হইল, ধনবানেরাও আমার ধন গ্রহণে বাধ্য হইয়া ধন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অধিক কি বলিব, একদিন স্বয়ং নগর রক্ষক আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, আবুলকাসেম! তুমি যেরূপ ধন বিতরণ করিতেছ, ইহা যে সামান্য ব্যক্তির কার্য্য, তাহা কখনই সম্ভব নহে, যাইহোক, আমি শুনিয়াছি, তোমার একটী গুপ্ত ধনাগার আছে, তাহাতে সংখ্যাতীত ধন আছে সেই ধনাগারটী কোথায়, তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ করাও, এ কথা গোপন করিও না, তোমার ব্যয় দ্বারা প্রায় নগরের সমস্ত লোকই বিদিত হইয়াছে, যে তোমার একটা গুপ্ত ধনাগার আছে। আমিও বিবেচনা করিয়াছি, তাহা না থাকিলেই বা তুমি বিনা আয়ে কিরূপে এরূপ ব্যয়াদি করিতে সমর্থ হইবে? মহারাজ স্বয়ং অনুজ্ঞা করিয়াছেন, তোমার গুপ্ত ধনাগার কোথায় দেখাইয়া দেও, আমি তাবত ধন লইয়া রাজকোষে জমা করিব। তদ্বাক্য শ্রবণে আমার একেবারে গায়ের শোণিত শুখাইয়া গেল, আমি একবারে বাক্য রহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। তখন মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলাম মৃত মাহাত্মা যাহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই প্রত্যক্ষ ফল দর্শিত হইল, হায়! কেন আমি তাঁহার বাক্য অন্যথা করিয়া এরূপ কার্য্যে মননিবেশ করিয়াছিলাম, যদি আমি এরূপ ব্যয়াদি না করিতাম, তবে আর আমার এরূপ দশা ঘটিত না? আমি এইরূপে চিন্তাবান হইলে, নগর রক্ষক আমার মুখ দেখিয়াই অনুমান করিল, যাহা জনরব উঠিয়াছে, তাহাই সত্য। তখন

রক্ষক আমার ভয় নিবারণ জন্য এই উত্তর করিল, ওহে আবুলকাসেম! তোমার তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই, আমরা রাজ কিঙ্কর, যদিও রাজাজ্ঞা সর্ব্বদাই পালন করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা অতিশয় অর্থ লোভি। এক্ষণে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহার আর অন্য কারণ কিছুই নহে, আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দানে তুষ্ট কর। আমার তাহার সে বাক্য শ্রবণে যেন চৈতন্যের উদয় হইল, আমি অমনই বলিলাম, মহাশয়! আপনি কত অর্থ প্রাপ্ত হইলে আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন? নগর রক্ষক কহিল, প্রত্যহ আমি পাঁচটী করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা পাইলেই যথেষ্ট জ্ঞান করি। আমি বলিলাম, মহাশয়! সে অতি সামান্য, আমি আপনাকে পঞ্চাশটী করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা প্রতি দিন প্রদান করিব, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন। রক্ষক এই কথা শুনিয়া আর কোনরূপই আপত্তি করিল না, অমনই হৃষ্ট চিত্তে কহিল, আর আমার তোমার প্রতি কোনরূপই আপত্য নাই, তুমি যথাসুখেই কালহরণ কর। এই বলিয়া নগর রক্ষক, নিয়মিত ধন গ্রহণ করিয়া তখনই প্রস্থান করিল।

এইরূপে কিছুদিন বিগত হইলে, একদিন স্বয়ং রাজমন্ত্রী আসিয়া আমার আলয়ে উপস্থিত হইলেন, আমি তাঁহাকে যথা নিয়মে অভ্যর্থনা করিলে, তিনি উপবিষ্ট পূর্ব্বক আমাকে অতি মধুর বাক্যে কহিলেন, আবুলকাসেম! আমি শুনিয়াছি তুমি নাকি অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছ, যাহহোক, তাহাতে আমি কোনরূপ দুঃখিত নহি, কিন্তু যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার পঞ্চমাংশের একাংশ যথার্থরূপে রাজার প্রাপ্য। এ নিয়ম চিরকাল চলিতেছে, তুমি তাহা এ পর্য্যন্ত কেনই যে না দিয়া ব্যয়াদি করিতেছ, তজ্জন্যই আগমন করিয়াছি এক্ষণে সেইরূপ অংশ রাজাকে প্রদান করিতে বাধ্য হও। আমি তাহার ভাব ভঙ্গিতেই বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল মাত্র কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। তখন আমি কহিলাম, মহাশয়! যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পাইয়াছি সত্য কিন্তু জীবন যত্নে তাহা কাহাকেই দেখাইতে পারিব না, যদি আমার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করেন, তবে আপনাকে প্রত্যহ এক সহস্র করিয়া স্বর্ণ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। তিনি আর তাহাতে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না, অমনই হৃষ্টচিত্তে আমার প্রতি কহিলেন, আর আমার তোমার প্রতি কোনরূপই আপত্য নাই, তুমি পরম সুখে নির্ভয়ে কাল হরণ কর, এই বলিয়া তিনিও যথা সুখে নিয়মিত স্বর্ণ মুদ্রা গুলি গ্রহণ করিয়া স্বালয়ে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু মন্ত্রী অতিশয় খল স্বভাব ছিলেন, তিনি উক্ত অর্থ স্বীয়

কোষে জব্দ করিয়া একদা আমার বিষয় একেবারে মহারাজের কর্ণ গোচর করিলেন। বলিলেন, মহারাজ। আবুলকাসেম, অতুল ঐশ্চর্য্য সমন্বিত কয়েকটী গুপ্ত ধন ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখাইতে কহিলে, সে বলিয়া থাকে, যদি আমার প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, তথাচ তাহা আমি কাহাকেও দেখাইব না? মহারাজ তাহা শ্রবণ মাত্রেই আমাকে ডাকিয়া লইলেন, পরে নিকটে বসাইয়া আমাকে কহিলেন, আবুল! আমি শুনিয়াছি তুমি নাকি কয়টী গুপ্ত ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াছ, এবং তুমি নাকি তাহা দেখাইতে কাহকেও ইচ্ছুক নহ? যাইহোক, তাহা আমি নাকি এবং স্বয়ং দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াছি, তুমি আমাকে নিরীক্ষণ করাও তোমার তাহাতে কোনরূপ আশঙ্কা নাই। আমি অতিশয় কাতর হইয়া কহিলাম, মহারাজ। আপনার রাজলক্ষ্মী চিরকাল স্থির ভাবে স্থায়ি থাকুক, আপনি দীর্ঘজিবী হউন কিন্তু আপনি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া সে ধনভাণ্ডার দেখিতে অভিলাষ করিবেন না, আমি সে ধন ভাণ্ডার আপনাকে কদাচই দেখাইতে পারিব না, যদি গ্রহনে অভিলাষ হয়, তবে আমি ইহার কারণ উপহার রূপে প্রতিদিন আপনাকে দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে বাধ্য আছি যদি ইহাতে আপনার মনোনীত না হয়, তবে যাহা অভিলাষ হয়, তাহাই করুন, প্রাণদণ্ড করেন, তাহাতেও কুণ্ঠিত নহি। রাজা তাহাতে আর কোন, রূপই উত্তর করিলেন না, তিনি তখন পরম হৃষ্টচিত্তে আমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক গৃহে গমনে আদেশ করিলেন। আমি আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাকে একেবারে দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা উপহার রূপে প্রদান করিলাম। অধিক কি কহিব, এইরূপে দানাদি প্রায়ই আমি করিয়া থাকি, আপনি তজ্জন্য কোনরূপ মনে করিবেন না, আমি যাহা আপনাকে দান করিয়াছি এ অতি সামান্য? আপনি যথা সুখে গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

রাজা এই বাক্য শুনিয়া অতীব আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, পরে বলিলেন, হে আবুলকাসেম! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি, তুমি আমাকে যেরূপ ধন লাভের কথা ব্যক্ত করিলে, ইহা শ্রবণে, যিনি ধনকুবির তিনিও দেখিতে লালসা করিতে পারেন। কারণ যাহা কল্পনার বহির্ভুত, সম্ভবের বিরুদ্ধ, আসার অতিরিক্ত, স্বপ্নের অগোচর, তাহাই তুমি বর্ণনা করিলে, এ কারণ তুমি যদি কোনরূপ বিরুদ্ধ বিবেচনা না কর, তাহা হইলে আমিও সে ধনাগার একবার মাত্র দেখিতে অভিলাষ করি। কারণ এরূপ আশ্চর্য্য বিষয় প্রত্যক্ষ না করিলে; কখনই সম্ভব জ্ঞান করিতে পারি না। আবুলকাসেম, কহিলেন, মহাশয়! যদি আপনার

তাহা নিরীক্ষণ ব্যতিতই বিশ্বাস না হয়, তজ্জন্যই বা ক্ষতি কি আছে, কিন্তু তদ্বিষয়ে একটী আমার প্রতিবন্ধক আছে, যদি আপনি তাহা স্বীকৃত হন, তবে প্রকাশ করি। ভূপাল কহিলেন, তোমার কি বিরুদ্ধ আছে বল, আমি সংপূর্ণ রূপেই পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি। আবুল-কাসেম কহিলেন, মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার এই এক প্রতিজ্ঞা আছে, যিনি আমার সেই গুপ্ত ধনাগার দেখিতে একান্তই অভিলাষী হইবেন, তাঁহাকে আমি দর্শনার্থে গমন করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার অঙ্গে যে সকল বসনাদি পরিধৃত থাকিবে, তাহা পরিত্যাগ করাইয়া সবেমাত্র একখানি বসন পরিধান করাইয়া দিব, এবং তাহার নেত্রদ্বয় বসনাদি দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া দিব। অস্ত্র শস্ত্র তিনি কিছুমাত্র লইতে পারিবেন না, আমি তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে তীক্ষ্নধার অস্ত্র লইয়া ধাবিত হইব, এবং তৎকালে আমি যাহা যাহা বলিব, তাঁহাকে সেই২ রূপই কার্য্য করিতে হইবে, যদি তাহার অমত করেন, তবে তাঁহার তখনই শিরোশ্ছেদন করিব, এই আমার এক-মাত্র প্রতিজ্ঞা? নরনাথ কহিলেন তাহাতে আমার কিছুমাত্র বাধা নাই, তুমি আমাকে যত শীঘ্র পার, ধনাগার দর্শন করাও। আবুলকাসেম কহিলেন, মহাশয়! সহসা দেখাইতে পারিব না, সে স্থানে যাইতে হইলে, অতি গোপন ভাবেই যাইতে হইবে, যংকালে অধিক প্রমাণে নিশা হইয়া উঠিবে, দাসদাসীগণ সকলেই ঘোর নিদ্রায় অচ্ছন্ন হইবে, তৎকালেই মহাশয়কে লইয়া সেই ধনাগার দর্শন করাইয়া আনিব। মহারাজ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন, পরে যখন নিশা দুই প্রহরকাল অতীত হইয়া গেল, দাস দাসীগণ সকলেই নিদ্রিত হইল, তখন আবুল-কাসেম পূর্ব্ব কথিতরূপ রাজার বসনাদি পরিত্যাগ করাইয়া নেত্রদ্বয়ে বসন বন্ধন করতঃ রাজাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গুপ্ত ধনাগারে গমন করিতে বাধ্য হইল। গমন করিতে করিতে আবুলকাসেম মহারাজকে কহিল, মহাশয়! মনে করিবেন না, যে আমি আপনার সঙ্গে এরূপ অসদ্ব্যাবহার করিয়াছি এ কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞার কারণ? রাজা কহিলেন, ইহাতে আমার আনন্দ বই দুঃখ নাই, তুমি ইহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত জ্ঞান করিও না।

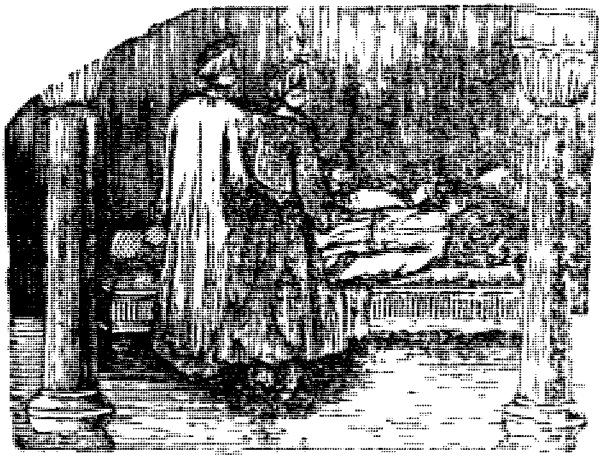
এতদ্বাক্য শ্রবণে নৃপনন্দিনী ফরক্ষন্নাজ ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধাত্রী মা! বোকদাদপতির বস্ত্র উম্মোচন করিতে স্বীকার করা এটা কি বড় উৎকৃষ্ট বিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। কারণ সে কার্য্য সিদ্ধির সময়, যদ্যপি সেই রাজাকে আবুলকাসেম বোকদাদপতি বলিয়া জানিতে পারিত, তাহাতে তখন রাজার পক্ষে কতবড় লজ্জার বিষয় হইত। তখন কি আর তিনি নিজের যা অভিলাষ ছিল, তাহা

সিদ্ধি করিতে পারিতেন? ধাত্রী কহিল, রাজবালা! রাজা তাহা অগ্রেই আনিয়াছিলেন, যে আবুলকাসেম বোকদাদপতির কোন চিহ্নও বিদিত ছিল না, তন্নিমিত্তই তিনি তাহাতে স্বীকার পাইয়া ছিলেন।

এদিকে আবুলকাসেম ক্রমে মহীপতিকে লইয়া একটী প্রকাণ্ড কুপদ্বারে উপস্থিত হইল। সেই কুপের মুখ একখানি বৃহদ প্রস্তর খণ্ডে আবৃত ছিল, কিন্তু সহসা দেখিলে অপরে তাহার কিছুই অনুমান করিতে পারিত না, বস্তুত সেখানি এত বড় যে শত সহস্র মনুষ্যেও তুলিতে সাধ্য নহে। আবুলকাসেম ওঁহার কৌশল বিলক্ষণ রূপে বিদিত ছিল, তৎকারণ মহীপতিকে তৎস্থানে উপস্থিত করাইয়া সেই কৌশল দ্বারা তখনই কুপদ্বার মুক্ত করিয়া ফেলিল। কিন্তু সেই কুপ অভ্যন্তরে গমন করিতে হইলে, একগাছি শৃঙ্খল ব্যতীত আর অন্য অবলম্বনের কিছুমাত্র উপায় ছিলনা, সুতরাং যৎকালে মহীপতিকে সেই কূপমধ্যে অবতরণ করাইবে, এমত সময়ে রাজাকে আবুলকাসেম কহিল, মহাশয়! আপনি এই শৃঙ্খলটী দৃঢ়রূপে ধারণ করুন, আমি আপনাকে এই কূপের তলদেশে নামাইয়া দিতেছি, কিন্তু অব তরণ সময় কেবল মাত্র এই শৃঙ্খলটী অবলম্বন করিয়াই তলদেশে উত্তীর্ণ হইবেন। তদ্বাক্য শ্রবণে মহারাজ অতিশয় ভীত হইলেন, মনে করিলেন এই বারেই বুঝি জীবনে হত হইতে হয়? কিন্তু কি করিবেন, যখন তাহা ভিন্ন আর কোনরূপই উপায় নাই, কাজেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। আবার আবুলকাসেম প্রথমেই বলিয়া ছিলেন, ধনাগারে গমন সময়ে আমি যাহা বলিব তাহাই করিতে হইবে, নতুবা স্বয়ংই তাহার শিরোশ্চেদন করিবে? সেই ভয়ে আরও ভীত হইয়া স্বীকার করিলেন। আবুলকাসেম অগ্রেই মহারাজকে সেই শৃঙ্খলটী অবলম্বন করাইয়া দিল, মহারাজ তাহা অবলম্বন করিয়া ক্রমেই তলদেশে নামিতে আরম্ভ করিলেন, পরে আবুল কাসেম ও তাহার পশ্চাৎভাগে সেই শৃঙ্খলটী ধারণ করিয়া তাহার তলদেশে নামিতে আরম্ভ করিল. ক্রমে উভয়েই সেই কুপের তলদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎস্থান হইতেও গুপ্ত ধনাগারে যাইবার আর একটী সুন্দর সুড়ঙ্গ ছিল, উভয়েই সেই সুড়ঙ্গে গমন করিতে আরম্ভ করিল। যখন অনেকদূর অতীত করিয়া ধনাগারের প্রথম দ্বারে উপস্থিত হইল, তখনই আবুলকাসেম মহারাজের চক্ষু বসন উন্মোচন করাইয়া কহিল, মহারাজ! নিরীক্ষণ করুন, এই আমরা ধনাগারের প্রথম দ্বারে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছি। মহীপাল নেত্র মিলিত মাত্রেই দেখিতে পাইলেন, গৃহাভ্যন্তরে চতুর্দ্দিকে পঞ্চাশৎ

হস্ত বিস্তৃত বিংশতি হস্ত পরিমিত এক একটী গভীর প্রস্তরের নির্ম্মিত স্বর্ণাধার রহিয়াছে, খাদ তাহাতে সমস্তই স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণিত। আবার দেখিলেন, সেই রত্নখাদের চতুঃসীমায় দ্বাদশটী যে হেমময় স্তম্ভ রাজিত রহিয়াছে, তাহার প্রতি স্তম্ভের উপরিভাগে এক একটী যে লোহিত বর্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহার বিচিত্র কারু কার্য্য দর্শনে নৃপাল একেবারেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং দৃষ্টিমাত্রেই তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আবুলকাসেম মহারাজের সেভাব দর্শনে কহিলেন, হে মহাত্মন্। এই যে প্রস্তর খণিত খাদ দেখিতেছেন, ইহার অভ্যন্তরে যে কত সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা আছে, তাহা আমি স্বয়ং কিছুই বলিতে পারিনা? কারণ, ঐ খাদ হইতে আমি নিয়তই মুক্ত হস্তে দানাদি করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত উহার দুই অঙ্গুলি স্থানও শূন্য করিতে পারি নাই। তদ্বাক্যে মহীপাল কহিলেন, হাঁ। ইহা পরিমাণে দীর্ঘ্য বটে, কিন্তু ইহা যে দান করিতে করিতে তোমার জীবদ্দশাতেই নিঃশেষিত হইবে না, ইহা আমার কদাচ বিশ্বাস যোগ্য নহে। আবুলকাসেম কহিলেন, যদি উহা এইরূপ দানাদি করিতে করিতেই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাহাতেই বা আমার ক্ষতি কি হইবে? আমার অন্যান্য যে আরও ধন খাদ আছে, অভাবে তাহা হইতেই ব্যয়াদি করিতে আরম্ভ করিব। এই বলিয়া আবুলকাসেম ভূপালকে লইয়া আবার একটী ধনাগারের দ্বার মুক্ত করিয়া দেখাইলেন, রাজন সেই সুরম্য রত্নাগার দর্শনে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। উক্ত ধনাগার কেবলমাত্র সূর্য্যকান্ত, অয়স্কান্ত, চন্দ্রকান্ত মণির প্রভাবেই প্রভাবিশিষ্ট হইতেছিল, তাহার শোভা আর অধিক কি কহিব, মহীপাল তাহাই দেখিতে লাগিলেন। আবার দেখিলেন, সেই গৃহের স্থানে স্থানে কীটজ বসনাবৃত রত্নাসন শোভা পাইতেছে তদুপরে পদ্মরাগ মণিসকল রাজিত রহিয়াছে, তাহার প্রভায় সেই সকল আসন যে কি প্রভায় প্রভান্বিত হইতেছিল, তাহা নিরীক্ষণে মহীপাল একেবারে বাক্‌শূন্য হইয়া রহিলেন। গৃহের উপরিভাগে মণি ও মুক্তা রাজিত এক একটী চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছিল, সে গৃহেও একটী প্রস্তর নির্ম্মিত রত্নকুণ্ড বিদ্যমান ছিল, সেটি যদিও প্রথম ধনাগারের কুণ্ড অপেক্ষা কিঞ্চিৎমাত্র ন্যুন, কিন্তু উহা হীরা ও মণি এবং পান্নাতেই পরিপূর্ণ নিরীক্ষণ করিলেন। নৃপাল তাহা নিরীক্ষণে নিশ্চয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন, এত ধন কি মনুষ্যের সাধ্য সঞ্চয় করা? এ ধন নিশ্চয় কেবলমাত্র ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রের প্রভাবে দেখা যাইতেছে। নরনাথ এইরূপ কতমত চিন্তা করিতেছেন, আবুলকাসেম তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিল না, তখনই সেই মহারাজের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক একখানি রত্নময় পর্য্যঙ্কের নিকট

লইয়া উপস্থিত করিল। মহীপাল সেই পর্য্যঙ্কের নিকটস্থ হইবা-মাত্রেই নিরীক্ষণ করিলেন, তদুপরি একটী পুরুষ ও একটী কামিনী বিরাজ করিতেছেন। অনুমান করিলেন, তাঁহারা উভয়েই পরমসুখে নিদ্রালাভ করিতেছেন, কিন্তু উভয়েই তাঁহারা জীবিতমান। সেই উভয় স্ত্রী পুরুষের অঙ্গে বিবিধ রত্নমণ্ডিত আভরণ শোভিত মান হইতেছিল, উভয়ের শিরোদেশে যে বিচিত্র মুকুট বিরাজমান করি-তেছিল, তাহার প্রভায় সেই সমস্ত ঘরটী আলোকে পূর্ণ রহিয়াছে। যাইহোক্, তাঁহারা উভয়েই যে মৃত, তাহা মহারাজ কিছুতেই অনুভব করিতে পারিলেন না। এমতকালে আবুলকাসেম মহারাজকে কহিল, মহাশয়। দেখিতেছেন কি? এই পর্য্যঙ্কস্থিত পুরুষই এই বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, ইহঁারা জীবদ্দশায় এই সমস্ত আধিপত্যের অধীশ্বর ছিলেন পুরুষটী রাজা, রমণীটি রাণী, ইহঁাদের চরিত্র সকল ঐ নিম্নদেশে কবিতা ছন্দে স্বর্ণাক্ষরে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, আপনি পাঠ করিলেই সমস্ত বিদিত হইবেন। রাজন তাহা নিরীক্ষণেই পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।



পর্য্যাঙ্কস্থিত মৃত রাজা ও মৃত রাজ্ঞীকে আবুলকাসেম এক বস্ত্র পরিহিত বোকদাদপতিকে দেখাইতেছেন, এবং মহারাজ স্বয়ং সেই মৃত মহাত্মাগণের চরিত্র বিষয় কবিতা-গুলি পাঠ করিতেছেন।

যৌবন সময়ে কতেক যতনে,
এ হেন বৈভব সঞ্চেছি আপনে,
প্রচণ্ড প্রতাপে কত রাজ্য দেশ,
করিয়াছি জয় নাহি তার শেষ,
লভেছি সুখ্যাতি এইতো ভবে।

কালের যে গতি কে করে বারণ,
সময়েতে তায় হইল পতন,
ধন ও রতন কোথায় রহিল,
নিশির স্বপন সকলি হইল,
প্রাণশূন্য দেহ এ খট্টায় এবে ।।

হেরি মম দশা বুঝ বিজ্ঞজন,
সকলের হবে এ পথে গমন,
ঈশ্বর নিয়ম লঙ্ঘিতে কে পারে,
চিরজীবি কেহ নহে এ সংসারে,
ধন রত্ন যত জীবিত কাল।

মম এই ধন যে জন লভিবে,
মুক্ত হস্তে তিনি সবে বিতরিবে,
বিতরিতে তিনি না হবে কুণ্ঠিত
মম এই ধন সর্ব্বজন হিত,
না হইবে ক্ষয় তাহার ভালে ।।

যৎকালে স্বয়ং বোকদাদপতি এই কবিতাগুলি পাঠ করিলেন, তৎকালে অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া কহিলেন, বন্ধু আবুলকাসেম! এক্ষণে নিশ্চয় জানিতে পারিলাম, তুমি যে কথা অগ্রে আমাকে কহিয়াছিলে, তাহা সকলই সত্য। তোমার উপর আর আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তুমি যথেচ্ছা ব্যয়েরই উপযুক্ত পাত্র। এখন আমার নিশ্চয় জ্ঞান হইতেছে, বৃদ্ধ মহাত্মা স্বীয় মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে যে কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। ভূপাল এই বলিয়া আবুলকাসেমকে ভূয় ভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আবুলকাসেম আর তথায় বিলম্ব করিল না, তখনই মহারাজের প্রত্যক্ষের জন্য তৎপার্শে আর একটী গৃহ ছিল, তাহাই মুক্ত করিল, মহারাজ তাহাতেই নিরীক্ষণ করিলেন, যেরূপ শিখিতরু ও অন্যান্য নানাবিধ মহামূল্যবান দ্রব্য তাঁহাকে আবুলকাসেম প্রদান করিয়াছে, সেই গৃহে তদ্রূপ রাশি২ দ্রব্য সামগ্রী সঞ্জাত রহিয়াছে। মহারাজ তাহা নিরীক্ষণে একেবারেই স্তব্ধীয়মানা হইলেন। আবুলকাসেমের সংপূর্ণ ইহা অভিলাষ ছিল, যে তথায় তাঁহাকে লইয়া আরও সময় অতিবাহিত করিবে, দেখিল যামিনী প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, আর তথায় অপেক্ষা করিতে পারিল না, তখনই কহিল, মহাশয়। আর অপেক্ষার সময় নাই, চলুন অবিলম্বেই এ ধনাগার হইতে প্রস্থান করি।

মহারাজ কহিলেন, আবুলকাসেম! সমস্তই উত্তমরূপ দেখিলাম, কিন্তু কবিকার কবিতাগুলি উত্তম ছন্দে উত্তম রচনা করিয়াছেন, ইহাতে এই এক আক্ষেপের বিষয় যে এই বিপুল ধন অর্জ্জনকারী স্ত্রীপুরুষের নাম যে কি, তাহা স্বর্ণাক্ষরে বর্ণনা করেন নাই। যদি উহাদিগের নাম জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইত। আবুল-কাসেম কহিল, মহাশয়! তাতো আমি আপনাকে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করিয়াছি, যে উক্ত ধন উপার্জ্জনকারী স্ত্রীপুরুষদ্বয়ের নাম পূর্ব্বপর্য্যায় ক্রমে ধনস্বামীগণও বিদিত ছিলেন না। আর তাহা জানিবার তো এক্ষণে কোনরূপ উপায় নাই, কি করিব। এই বলিয়া তখনই আবুল-কাসেম মহীপতির নেত্রদ্বয়ে পূর্ব্বরূপ বস্ত্র বন্ধন করিয়া তৎস্থান হইতে একেবারে উভয়েই পূর্ব্বস্থিত শয়ন গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তখনও নিশি প্রভাত হইবার যৎসামান্য বিলম্ব ছিল, সেই কারণ সেই গৃহে উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া দুই একটী মিষ্টালাপ করিতে লাগিল। মহীপাল কহিলেন, আবুলকাসেম! এখন নিশ্চয় জানিলাম, পৃথিবীর মধ্যে তুমিই একজন উচ্চস্থধনবান, কিন্তু তুমি আমাকে যে একটী অলোকসামান্যা রূপবতী ললনাকে প্রদান করিয়াছ, বোধ করি, তোমার ভবনে সেরূপ কামিনী শত সহস্রই থাকিতে পারে? আবুল-কাসেম কহিল, মহাশয়। ঐরূপ সুন্দরী কামিনী আমার গৃহে শত সহস্র আছে সত্য, কিন্তু তাহাতো আমার মনের প্রীতি এক মুহূর্ত্ত জন্যও জন্মে না। আমি সেই দারদানী দারদানী করিয়াই জীবনে অসংখ্য যাতনা ভোগ করিতেছি। আমি সেই দারদানীকে ভুলিব বলিয়া কতমত চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাকে ভুলিতে না পারিয়া আরও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ি। আহা! তাহার মোহন মূর্ত্তি যেন আমার হৃদয় মুকুরে সততই প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সততই যেন আমি তাহার মুখশশী নিরীক্ষণ করিতেছি, মহাশয়! বলিব কি, আমি যে এত ঐশ্বর্য্যের ভোগী হইয়াছি, ইহাতেও আমার কোনরূপ সুখোদয় নাই, যদি দারদানীকে লইয়া সামান্য ঐশ্বর্য্যের ভোগী হইতাম, তাহা হইলেও আমি ইহাপেক্ষা সুখী জ্ঞান করিতাম। এই কথা বলিতে বলিতে আবুলকাসেমের নেত্রে বাষ্প বারি বিগলিত হইতে লাগিল, তখন মহীপতি যৎকিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া কহিলেন, আহা! ঈশ্বরের কি বিড়ম্বনা! তোমাকে এরূপ ঐশ্বর্য্য সুখে সুখী করিয়াও আবার একটী দুঃখ সাগরে মগ্ন রাখিয়াছেন। ইহা নিরীক্ষণে আমারও অতিশয় কষ্ট হইল। এইরূপ কথা বার্ত্তা করিতে করিতেই যামিনী প্রভাত হইয়া আসিল, মহারাজ আবুলকাসেমকে দারদানীর কারণ অনেকরূপ বুঝাইয়া কহিলেন, বন্ধো! যাহাকে আর পাইবার উপায় নাই, তাহার

জন্য আর এরূপ ভাবে রোদন করিবেন না। যাইহক, এক্ষণে আপনার শিষ্টাচার দর্শনে আমি অতিশয় বাধিত হইযাছি, আর থাকিবার সময় নাই. এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করি। আবুলকাসেম কহিলেন, মহাশয়। অধীনকে স্মরণ রাখিবেন, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। এইবলিয়া মহারাজকে শিষ্ট চারের সহিত অভিবাদন করিল, রাজাও সন্তুষ্ট পূর্ব্বক তাহাকে অভিবাদন করিয়া একবারে তথা হইতে পান্থনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন জন্য অতিশয় আগ্রহ হইয়াছিলেন, পান্থশালায় উপস্থিত হইয়াই তাঁহার যে সমস্ত উপঢৌকন দ্রব্য আবুলকাসেম প্রদত্ত শিখিতরু ও সঙ্গীত করিণী ললনা, ও সুন্দর বালক ছিল, তৎসমস্ত গ্রহণ করিয়া তখনই বোকদাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে মহীপতি স্বরাজ্যে উপস্থিত হইয়াই, মন্ত্রীর নিকট অনেকরূপে অপরাধ স্বীকার করিলেন, তদনন্তর বলিলেন, মন্ত্রি! তুমি যাহা যাহা কহিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা স্বচক্ষেই দৃষ্ট করিয়াছি, তোমারই বাক্য যথার্থ যাইহক, এক্ষণে আবুলকাসেম আমাকে যেরূপ উপঢৌকনাদি দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা তুমি প্রত্যক্ষেই অবলোকন কর, পরে আবার তাহাকে কিরূপ উপঢৌকনে সন্তুষ্ট করা হইবে, তাহারই যুক্তি স্থির কর। এই বলিয়া মহারাজ তখনই সেই সকল উপহার দ্রব্য সামগ্রী লইয়া একবারে স্বীয় অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন, মন্ত্রীও কারামোচন হইয়া স্বধামে যাত্রা করিলেন।

---

## বসরার কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণা।

এদিকে বসোরানগরে যখন কেবল মাত্র আবুলকাসেমেরই যশঃ ও কীর্ত্তির ধ্বজা উড্ডীন হইতে লাগিল, তখন আবুলকাসেমকেই সকলে মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল, তখন বসোরাধিপতি নিশ্চয় মনে করিলেন, যে যখন আবুকাসেমেরই দাতব্য প্রভাবে প্রজাগণ একরকম সকলেই তাহার বাধ্য হইযা উঠিল, ইহাতে পরিণামে আমারই যে অনিষ্ট উৎপাদন হইবে তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই, এক্ষণে আবুলকাসেমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার আমাকে গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় হইতেছে। আবুলকাসেম যদিও আমাকে প্রত্যহ দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া থাকে, তাহাতে আমার অনিষ্ট বই আর ইষ্ট হইবার বিষয় নহে। যাইহক, আবুলকাসেমকে একেবারে নির্দ্ধনী করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। মহারাজ এইরূপ মনে মনে

স্থির যুক্তি হইয়া, একদিন তাঁহার সেই ক্রূর মন্ত্রিকে কহিলেন, মন্ত্রীবর! আবুলকাসেম আমার একজন প্রজা হইয়া যেরূপ সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে, আমি রাজা, কিন্তু তার একাংশেরও ভাগী নহি। সে ধনে মানে সকলেতেই সমভাবেই কালহরণ করিতেছে। যাইহক, তুমি অদ্য হইতে সচেষ্টিত হও, যাহাতে সেই আবুলকাসেমের অতুল ধন ভাণ্ডার আমারই রাজকোষে জব্দ হয়, এবং যাহাতে আমিও সেই ধনের অধীশ্বর হইয়া অনন্ত সুখে সুখী হই, তাহাই কর। মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ। আমি এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই সচেষ্টিত আছি, কেবল মাত্র আপনার আজ্ঞা প্রাপ্তেরই অপেক্ষা ছিল, যৎকালে শ্রীমুখ স্বয়ং আজ্ঞা করিলেন, তখন আমি অবিলম্বেই আপনার অভিষ্ট সিদ্ধি করিয়া দিব। এই বলিয়া রাজমন্ত্রী তখনই স্বালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাজমন্ত্রী প্রথমে স্বালয়ে আসিয়াই এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহার গুপ্ত সন্ধি একরূপভাবে করিতে হইবে, যে যাহাতে এ কথা না অপরে কেহ জানিতে পারে। এই ভাবিয়া মন্ত্রীবর আপনার যে একটী সংপূর্ণ যৌবনা আলোকসামান্যা সুন্দরী নন্দিনী ছিল, তাহাকেই আহ্বানিত করিলেন। তাঁহার তখন এই এক উদ্দেশ্য বলবত হইয়াছিল, যে আবুলকাসেমের যে গুপ্ত ধনভাণ্ডার আছে তাহারই সবিশেষ সন্ধান লইবেন। সেই কন্যার নাম বালকেশী। বালকেশী তখন ক্রীড়া করিতেছিল, যৎকালে স্বীয় পিতার আদেশ শ্রবণ করিল, তখনই সেই ক্রীড়া বন্ধ রাখিয়া একেবারে স্বীয় পিতারই নিকটে আসিয়া উপস্থিতা হইল। মন্ত্রীবর স্বীয় আত্মজাকে দেখিবা মাত্রেই কহিলেন, প্রাণাধিকে। অদ্য তোমাকে আমার একটা গুরু আদেশ পালন করিতে হইবে। দেখ তজ্জন্য আমি তোমাকে পূর্ব্ব হইতেই সতর্কিত করিতেছি, তুমি অদ্য মনোহর বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া থাক। পরে যখন নিশাকাল সমাগত হইবে, তৎকালে তুমি স্বয়ং সেই আবুলকাসেমের বাটীতে উপস্থিত হইয়া আবুলকাসেমের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ যে কোন কৌশলেই হউক না কেন তাহার গুপ্তধনাগারের সন্ধান বিদিত পূর্ব্বক আমাকে আসিয়া কহিবে। মন্ত্রীদুহিতা অতিশয় লজ্জাভীতা ছিল, সে স্বীয় পিতৃমুখে এরূপ গর্হিত বাক্য শ্রবণ করিয়াই কহিল, পিতঃ! এ কিরূপ বাক্য এ অধিনীর প্রতি নিয়োগ করা হইল? আমি একজন কুল ললনা, বিশেষ আমার পরিণয়ের কথা একজন রাজতনয়ের সহিত হইতেছে, আমি যদি এ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হই তাহা হইলে ইহাতে যে আপনারই গুরুতর অপবাদ সংঘটন হইবে, একার্য্য কি আমার দ্বারা সাধিত

করা আপনার 'কর্ত্তব্য' বিবেচনা হইতে পারে? তদ্বাক্যে মন্ত্রী অতিশয় বিরক্ত হইয়া কহিলেন, দেখ বালকেশী। তোর আর অত দূর হিতোপদেশ আমার প্রতি করিতে হইবে না? এক্ষণে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিস, তো আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সম্পাদনে তৎপর হ। বালকেশী পুনর্ব্বার কহিল, পিতঃ! আবুল কাসেম একজন অপরিচিত পুরুষ, কিরূপে আমি তাহার নিকট সহসা গমন করিতে পারি? আমি আপনার শ্রীচরণে মিনতি করিয়া বলিতেছি, ওরূপ নিন্দনীয় কার্য্যে আমাকে আদেশ করিবেন না, আমাদ্বারা ও কার্য্য কখনই সম্পাদিত হইবে না? আর দেখুন, আবুলকাসেম আপনাকে দৈনিক যেরূপ অর্থ প্রদান করিতেছে, ইহা যদি আপনি কিয়দ্দিন সহ্য করিয়া থাকেন, তবে তাহাতেই আপনার যথেষ্ট হইবে. কেন আপনি সেই নিরাপরাধি আবুলকাসেমের প্রতি অনর্থ পাতের কামনা করিতেছেন, আমার কথা রাখুন, আপনি ও বিষয়ে নিবৃত্ত হৌন, পরের ধনে লালসিত হওয়া সে নিতান্ত ঈশ্বর দ্রোহী কার্য্য, আপনি বুঝিয়া দেখুন। মন্ত্রী দুহিতার এইরূপ নীতিগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, যেন অগ্নিবৎ হইয়া কহিলেন, রে বালকেশী! তোর এতদূর সাহস? তুই কিনা আমার কথায় আমাকেই বাক্ ছলে লজ্জাদান করিস? আচ্ছা থাক, অদ্য নিশি বিগত হইলেই কল্য প্রভাতে স্বহস্তেই তোর মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিব। যখন বালকেশী স্বীয় জনকের মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিল, তখন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া নয়ননীরে বক্ষ প্লাবিত করিতে লাগিল। কিন্তু দুষ্টমন্ত্রী তৎপ্রতি একবার জন্যও দৃষ্টিপাত করিলেন না? তাঁহাতে বালকেশী নিতান্তই জানিতে পারিল, পিতার দেহ যে একবারেই বজ্রে নির্ম্মিত, ইহার শরীরে দয়ার লেশ মাত্রও নাই। তখন বালকেশী আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিল না, সেই অপরিচিত আবুলকাসেমের নিকট গমন জন্য নানারূপ বেশ ভূষা করিতে আরম্ভ করিল। পরে যেমন অধিক পরিমাণে নিশা হইয়া উঠিল, অমনই একাকী সেই আবুলকাসেমের ভবনাভিমুখে যাত্রা করিল।

যখন বালকেশী একেবারে আবুলকাসেমের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন অধিক পরিমাণে রাত্র হইয়াছিল বলিয়া, আবুলকাসেমের গৃহদ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল। কি করিবে, অবশেষে সেই আবুলকাসেমের দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল, দ্বারের রক্ষক প্রায়ই সতর্কিত ছিল, মন্ত্রীনন্দিনী দ্বারে আঘাত করিবামাত্রেই দ্বারবান গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া দিল। মন্ত্রীনন্দিনী তখন বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিল, রক্ষক! তুমি আমাকে আবুলকাসেমের নির্দ্দিষ্ট

গৃহ দেখাইয়া দেও, আমি তাঁহারই নিকট আগমন করিয়াছি। দ্বারবান আবুলকাসেমের নাম শ্রবণে আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিল না, তখনই সেই মন্ত্রীনন্দিনীকে লইয়া একবারে অবুলকাসেমেরই নির্দ্দিষ্ট বিলাস গৃহ দেখাইয়া দিল। মন্ত্রীনন্দিনীর মুখশশী প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায়, যেমন সেই গৃহে গমন করিয়া আবুলকাসেমের দর্শন লাভ করিল, অমনই আবুলকাসেম যথা যোগ্য সম্মানবর্দ্ধন করিয়া সম্মুখ ভাগেই দণ্ডায়মান রহিল। আবুলকাসেম তখন পর্য্যাঙ্কোপরি শয়ন করিয়া বিশ্রামলাভ করিতেছিলেন, তিনি সেই শরচ্চন্দ্র নিভাননা বালকেশীকে দেখিবা মাত্রেই গাত্রোত্থান করিয়া সাদরে তাহাকে সেই আপনার পর্য্যাঙ্কোপরিই বসাইলেন! তৎপরে মৃদুল বাক্যে কহিলেন, হে চন্দ্রাননে। তুমি এই গভীর যামিনী সময়ে আমার নিকট আগমন করিয়াছ ইহার হেতু কি? বালকেশী অতিশয় মধুর ভাষিণী ছিল, অমনই আপনার চন্দ্রাননের বসন উন্মোচন করিয়া মৃদুল হাস্য সহকারে কহিল, মহাশয়। আমার আসিবার আর অন্যকারণ কিছুই নহে, আপনার যশঃ সৌরভ নাকি সর্ব্বস্থানেই আমোদিত করিতেছে, সেই সৌরভ আঘ্রাণ অভিলাষেই একেবারে আপনার নিকটে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে হাস্য বদনে মিষ্টালাপে প্রবর্ত্ত হইলেই আমি কৃতার্থ জ্ঞান করি। যখন মন্ত্রী দুহিতা অনাবৃত বদনে সুধাসিক্ত হাস্য সহকারে এই কয়েকটী কথা নিঃসৃত করিল, তখন আবুলকাসেম যেন সেই চন্দ্রবদনের সুধা ভক্ষণ মানসে একবারেই মুগ্ধ হইয়া উঠিলেন। অনঙ্গদেব যেন তাঁহার হৃদয় পরে ঘন ঘন কামবাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, তিনি তাহাতে যেন একেবারে আহত প্রায় হইয়া কহিলেন, হে ভামিনী। অদ্য তোমার আগমনে আমার পুরী পবিত্র হইল, এবং তোমার ঐ অকলঙ্ক নিভানন দর্শনে আমি একবারেই কৃতার্থ হইলাম। অদ্য আমার বড়ই শুভদিন, নতুবা এরূপ সংঘটন হওয়া নিতান্ত দুরূহ। এইবলিয়া আবুল কাসেম আর থাকিতে পারিলেন না, তখনই সেই কামিনীর কমলকর স্বীয় করে ধারণ করিয়া একটী সুরম্যগৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় সুরা ও নানাবিধ উপাদেয় বস্তু সকল মণিময় পাত্রে সজ্জিত ছিল, এবং দাসীগণ তাহারই আগমনের অপেক্ষায় সেখানে উপবিষ্ট ছিল, আবুল কাসেম তথায় উপস্থিত হইয়াইয়াই দাসীগণকে প্রস্থানের আদেশ করিলেন। দাসীগণ প্রভু আজ্ঞা মাত্রেই প্রস্থান করিল, তখন আবুল-কাসেম সেই বালকেশীর প্রতি ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন। বালকেশী শ্রবণ মাত্রেই সম্মতা হইল, তদনন্তর উভয়েই সেই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে ভোজনাদিও চলিতে লাগিল? এবং তৎসঙ্গে নানারূপ রসালাপও হইতে লাগিল। বল-

কেশী অতিশয় মধুরভাষিণী ছিল, তাহার সেই সুধামুখের বাক্য শ্রবণ করিয়া আবুলকাসেম একেবারেই মুগ্ধ প্রায় হইয়া উঠিলেন, আর বাক্য বলিতে না পারিয়া সে কেবল সেই তাহারই চন্দ্রবদন ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর সুরা সেবনাদি ভোজন কার্য্য সম্পন্ন হইলে, আবুলকাসেম যেন একেবারেই বালকেশীর রূপ সাগরে মগ্ন প্রায় হইলেন, আর থাকিতে পারিলেন না, তখনই সেই বালকেশীর করকমল ধারণ করিয়া মহা প্রেমাস্তভরে একটী চুম্বন দান পূর্ব্বক কহিলেন, হে মধুর ভাষিণী ললনে! আর বৃথায় কেন আমার জীবনকে দাহন করিতেছ, আমি এক্ষণে তোমারই নিতান্ত অধীন, তুমি আমাব অভিলাষ সংপূর্ণ কর। তখন বালকেশী দেখিল, আর সতীত্ব রক্ষার কোনরূপই উপায় নাই, কি করিবে, সেই মর্ম্মকথা আর কাহাকে কহিবে, এই ভাবিয়া অমনই নয়ন জলে সিক্ত হইতে লাগিল এবং তখন তাহার সেই মুখশশী একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। আবুলকাসেম সহসা সেই ললনার সে ভাব দর্শনে যারপরনাই বিস্ময়ান্বিত হইলেন, পরে অতীব মৃদুলবাক্যে কহিলেন, হে প্রণয়িণি। ইতিমধ্যে আমি তোমায় কি এমন কটুবাক্য নিযোগ করিলাম, যে তজ্জন্য তুমি একেবারে বিষম শোক সাগরে মগ্ন প্রায় হইয়া নয়ন নীরে বক্ষ প্লাবিত করিতে লাগিলে? যাইহোক্, যদিও আমি অজ্ঞানতরূপে তোমার পক্ষে কোনরূপ অন্যায়াচরণ করিয়া থাকি, তবে তুমি আমাকে নিজগুণে সে দোষ মার্জ্জনা কর। তদ্বাক্যে ললনা কহিল, মহাশয়! আপনি একজন পরম সাধু ব্যক্তি, আপনি কি আমার প্রতি কোনরূপ অন্যায় ভাব প্রদর্শন করিতে পারেন? এ কথনই সম্ভব নহে. আমি যে কারণ সহসা এরূপ দুঃখিত হইয়াছি, সে দুঃখের কথা আর কি বলিব, আমি একজন ভদ্র মহিলা! আমি কেবল এক মাত্র পিতার দুরাশা সংপূর্ণ মানসেই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, আপনার একটী সংখ্যাতীত গুপ্ত ধন ভাণ্ডার আছে, কিন্তু তাহা তিনি কোনরূপেই বিদিত হইতে পারেন নাই, এক্ষণে স্বয়ং মনে মনে মন্তব্য করিয়া আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আমি যেরূপেই হউক, আপনার যাহাতে মনরঞ্জন করিয়া সেই গুপ্ত ধনাগার প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে পারি, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য আমি যদি তাহা কোনরূপে সাধিত করিতে না পারিয়া গৃহে পুনরাগমন করিব, তাহা হইলে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে আমার গমন মাত্রেই তিনি স্বহস্তে আমার মস্তক ছেদিত করিবেন। আমার আপনার নিকট আসা কেবল

মাত্র জীবনের আশঙ্কায়, কিন্তু এক্ষণে যেরূপ দেখিতেছি ইহাতে আমার জীবন নাশ করা সেও সহস্র গুণে শ্রেয়, তথাচ অমূল্য সতীত্ব রত্ন নাশ হওয়া মৃত্যু অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা। আমি এক্ষণে অবিবাহিতা সত্য, কিন্তু আমার সম্বন্ধ এক রাজনন্দনের সহিত স্থিরকৃত হইয়াছে আমি তাঁহাকেই এ সতীত্ব রত্ন সমর্পণ করিয়াছি। কি বলিব, এক্ষণে আমার এই চিন্তায় জীবন এতদূর ব্যাকুল হইয়াছে যে, আমি যদি অদ্য আপনার সহিত এই গর্হিতাচরণে প্রবর্ত্ত হই, তবে রাজপুত্রের নিকট আমি এ মুখ আর কিরূপে প্রদর্শন করাইব। আবুলকাসেম তদ্বাক্য শ্রবণে অতীব সন্তাপিত হইয়া কহিলেন, হে সতি! আমি যদিও তোমার মোহিনী মূর্ত্তিতে ও সুধাসিক্ত বচনে নিতান্ত অনঙ্গবাণে আহত হইয়াছি, তথাপি তোমার এরূপ অবস্থা শ্রবণে আমার মন কখনই তোমার প্রতি আর বিচলিত হইবে না। তুমি আর কোনরূপ আশঙ্কা করিও না। তোমার অমূল্য সতীত্ব রত্ন যথা নিয়মেই রক্ষা হইবে। এক্ষণে আমি তোমার জীবন রক্ষারও বিধান করিব, তোমার পিতা আর তোমার জীবন বিনাশ কিছুতেই করিতে পারিবেন না। তুমি নয়নাশ্রু নিবারণ করিয়া প্রফুল্ল হও, আমি তোমাকে আমার গুপ্ত ধনাগার প্রদর্শন করাইতেছি। যৎকালে বালকেশী সেই মহা প্রেমোম্মত্ত অবস্থাতেও সেই আবুলকাসেমের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিল, তখন অতীব হর্ষ সহকারে কহিল, হে মহাত্মন্ আবুলকাসেম! এক্ষণে আমি নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিলাম, আপনাকে লোকে এই নিমিত্তেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাবাদ করিয়া থাকে, আপনি যথার্থই সাধু! আমি যে ইতি পূর্ব্বে ধৈর্য্যগুণ বলিয়া শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যক্ষে আপনাতেই বর্ত্তমান দেখিলাম। আবুলকাসেম কহিল, সাধ্বি! আর তোমারি আমার প্রশংসাবাদ করিতে হইবে না, তুমি যে যথার্থ সতী, তাহা আমি নিরীক্ষণেই বিদিত হইয়াছি, এক্ষণে মৎসমভিব্যাহারি হইয়া গমনে বাধ্য হও, আমি তোমাকে যত্নের সহিত আমার গুপ্ত ধনাগার প্রদর্শন করাইয়া তোমার সকল সন্তাপ দূর করি।

এই বলিয়া আবুলকাসেম সেই বালকেশীর করকমল ধারণ পূর্ব্বক একেবারে ধনাগারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে কূপ সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, আবুলকাসেম বালকেশীর নেত্রদ্বয়ে বসন দ্বারা আবৃত করিয়া সুড়ঙ্গ পথে অবতরণান্তর একেবারে সেই ধনভাণ্ডারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। আবুলকাসেম যেমন সেই ধনভাণ্ডারে উপস্থিত হইলেন, অমনই বালকেশীর নেত্রের বসন উন্মোচন করিয়া দিলেন। বালকেশী যেমন নেত্র মিলিত পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিল, অমনই সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডারের স্তূপাকার রত্নরাশি সকল নিরীক্ষণ করিয়া চকিত

প্রায় হইয়া রহিল। পরে খট্ট পরি সেই মৃত রাজা ও রাণীকে দেখিয়া একেবারেই মোহ প্রাপ্ত হইল। সেই রাজা ও রাণীর গলদেশে কপোত ডিম্বের ন্যায় মুক্তামালা দোদুল্যমান হইতেছিল, বালকেশী তাহা নিরীক্ষণে আর থাকিতে পারিল না, অমনই বারম্বার মুক্তকণ্ঠে তাহারই প্রশংসা করিতে লাগিল। আবুলকাসেম দেখিলেন, বালকেশীর সেই মুক্তামালা নিরীক্ষণে অতিশয় সন্তোষলাভ হইয়াছে, তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না, তখনই সেই হার ছড়াটী মুক্ত করিয়া বালকেশীরই গলদেশে পরাইয়া দিলেন। তৎসঙ্গে আরও কতশত বহুমূল্যবান দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে সাধ্বি! তুমি তোমার পিতার নিকট বলিও, আমি যে সেই আবুলকাসেমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার দর্শন করিয়াছি, তাহারই অভিজ্ঞান স্বরূপ এই সকল দ্রব্য দর্শন করুন। ইহা দর্শনে তোমার পিতা অবশ্যই সংপূর্ণরূপ বিশ্বস্ত হইবেন, তাহা হইলে আর তোমার কোনরূপই আশঙ্কা থাকিবে না।

এদিকে নিশাদেবীও তৎকালে প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছিল, তাহা নিরীক্ষণে আবুলকাসেম আর সেই গুপ্ত ধনাগারে থাকিতে পারিলেন না, তখনই সেই বালকেশীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যথা নিয়মে সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করিয়া একেবারে নিজভবনে আগমন করিলেন। পরে নিশা বিগত না হইতে হইতেই আরও বিপুল অর্থ বালকেশীকে প্রদান করিয়া বিদায় দান করিলেন। বালকেশী অসংখ্য ধনলাভে অতিশয় প্রীতা হইয়াছিল, আর ক্ষণকাল নিমিত্তও অপেক্ষা করিল না, তখনই একেবারে স্বীয় পিতার নিকট আগমন করিয়া প্রত্যক্ষরূপে আবুলকাসেমের সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিল। মন্ত্রী যৎকালে কন্যামুখে স্বীয় শুভজনক সমস্ত সংবাদ বিদিত হইলেন, তখন তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না, তখনই তিনি সেই বালকেশীকে স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বারম্বার তাহার অধরদেশে চুম্বন দান করিতে লাগিলেন, তদনন্তর অতি মধুর বাক্যে কহিলেন, নন্দিনি! সেই আবুলকাসেমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার কিরূপ, তাহা আমাকে বিশেষরূপে বল। বালকেশী কহিল, জনক! সেই আবুলকাসেমের যে ধনভাণ্ডার এবং তাহাতে যে সকল ধন রত্নাদি আছে, তাহা কি আমার সাধ্য বর্ণনা করা। এ অবনী মধ্যে এমন কিছুই নাই, যে তাহা দিয়া তাহার উপমা করিব। তবে এই একমাত্র বলিতে পারি যে, ত্রৈলোক্যমধ্যে যত যত অমূল্যবান বস্তু সকল আছে তাহা সমস্তই সেই ধনভাণ্ডারে পূর্ণিত। যাইহোক্, পিতঃ! তাঁহার ধনভাণ্ডারের যত গৌরব হৌক আর না হৌক, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের গৌরব অধিক। বরং ধনভাণ্ডারের কোন কোন স্থলের উপমা হইতে পারে, তাঁহার চরিত্রের উপমা আর কোন

প্রাণীতেই হয় না। আপনি বিবেচনা করুন, আমি যখন ব্যাভিচারিণী বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম, তখনও তিনি যখন আমার সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, তখন তাঁহার স্বভাব কিরূপ বলুন দেখি? এই কথা বলিয়া আবুলকাসেমের ধনভাণ্ডারের বিষয় যথাযথ সমস্তই আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল, এদিকে যামিনীও প্রভাতা হইয়া গেল। যামিনী যেমন প্রভাত হইল, অমনই মন্ত্রীবর সসব্যস্ত হইয়া একেবারে রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই আবুলকাসেমের ধনভাণ্ডারের কথা সমস্ত একে একে বর্ণনা করিয়া মহারাজকে শ্রবণ করাইলেন। মহারাজ তাহা শ্রবণ করিয়া অতীব আহ্লাদিত হইলেন, পরে সেই ধন কিরূপে আত্মসাৎ করিবেন, তাহারই উপায় স্থির করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভূপাল হারুণ অলরসিদ মনে মনে সর্ব্বদাই চিন্তা করিত, যে আবুলকাসেম আমার একজন অধীনস্থ রাজার প্রজা হইয়া যে অতুল ঐশ্বর্য্য দানে আমাকে বাধিত করিয়াছে, আমি এই মহাসম্রাট বোকদাদপতি হইয়াও যদি তাহার প্রতিদানের কোনরূপ বিধান না করি, তবেত বড় লজ্জার বিষয় হইবে? আর যদি সে কোন গতিকেই নিশ্চয় জানিতে পারে যে আমি স্বয়ং বোকদাদপতি হইয়া ধন লোভে লুব্ধ হওত তাহারই নিকট গমন করিয়াছিলাম, তবে কি আর আমার এ বিশ্বে কলঙ্কের সীমা থাকিবে। তাহা হইলে যে আমার গর্ব্ব একেবারেই খর্ব্ব হইবে? আমি যে কোন গতিকেই হউক তাহার নিকট যে গমন করি নাই ইহা কদাচ স্বীকার করিতে পারিব না? যাহাই হোক, এক্ষণে যাহাতে তাহার অতুল দানের প্রতিদান করিতে পারি তাহারই বিধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে। মহীপতি এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বীয় মন্ত্রী প্রতি কহিলেন, মন্ত্রীবর। আমি যে আবুলকাসেমের প্রতিদানের বিষয় তোমাকে স্থির করিতে বলিয়াছিলাম, তুমি তাহার কিরূপ যুক্তি স্থির করিয়াছ, তাহা আমাকে শীঘ্র বল। মন্ত্রী কহিল নৃপাল। সে বিষয় আমি অনেক দিন স্থির করিয়া রাখিয়াছি, এক্ষণে শ্রীমুখের অনুজ্ঞা হইলেই ব্যক্ত করি। ভূপেন্দ্র কহিলেন, আমি তজ্জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছি, তুমি ইহার কিরূপ স্থিরতা করিয়াছ তাহা শীঘ্র ব্যক্ত করিয়া আমাকে বাধিত কর। মন্ত্রী কহিলেন, হে রাজন্! তবে শ্রবণ করুন, আমি মহারাজাধিরাজ বোকদাদস্বামী আপনার অধীনেই সেই বসোরা নগর, বসরারাজ্য সে আপনারই অধীন, এক্ষণে সেই বসোরার রাজছত্র উক্ত বসরারাজের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ আবুলকাসেমকেই প্রদান করুন, তাহা হইলে আপনার প্রতিদানের সংপূর্ণই উপযুক্ত হইবে। নতুবা রাজভাণ্ডারে

এমন কি পদার্থ আছে, যে তাহা দান করিয়া সেই আবুলকাসেমের প্রতিদানের যোগ্য হইতে পারিবে? মহীপাল মন্ত্রীবাক্যে অতীব হর্ষিত হইলেন এবং তখনই মত গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীপ্রতি তৎকারণ ভূয় ভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন, মন্ত্রি! তুমি যে কথা বলিয়াছ, ইহা না করিলে আমাকেও সংপূর্ণরূপে পাতকের ভাগী হইতে হইতেছে, আমি বিলক্ষণরূপে জানিয়া আসিয়াছি, সেই বসরাধিপ, অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তাহার শাসন বলে প্রজাগণ সর্ব্বদাই নেত্র বারি বরিষণ করিয়া থাকে, এক্ষণে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া সেই আবুলকাসেমকেই রাজদণ্ড প্রদান করিলে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলের বিষয়। যাইহোক, মন্ত্রীবর। আর বিলম্বের আবশ্যক নাই, অতি শীঘ্রই সেই কার্য্য সাধিত করিয়া আমার কামনা পূর্ণ ও বসরাধিপের অত্যাচার দমন করিয়া আইস। মন্ত্রী কহিলেন, রাজন! অগ্রে দূত দ্বারা এই সংবাদ বসরাধিপকে জ্ঞাত করান হোক, তৎপরে আমি স্বয়ং যাত্রা করিয়া আবুলকাসেমকে রাজা করিয়া আসিব। রাজা বলিলেন, তবে তোমার বাক্যই আমার শ্রেয় হইল, তুমি সত্বরেই এই কার্য্যে যত্নবান হও।

অনন্তর রাজমন্ত্রী মহারাজের অভিমতানুসারে তখনই একখানি পত্র লিখিয়া একজন দূত দ্বারা সেই বসরাধিপের নিকট প্রেরণ করিলেন। এখানে বসরাধিপ আপন মন্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নানারূপ সুমন্ত্রণা করিতেছিলেন, এমত সময়ে সেই মহারাজ হারুণ অলরসিদের দূত উপস্থিত, হইয়া রাজনিয়মানুসারে সেই বসরাধিপকে অভিবাদন পুরঃসর সেই পত্রখানি প্রদান করিল। বসরাধিপ বোকদাদ ঈশ্বরের দূত নিরীক্ষণেই অগ্রে মহারাজের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তদনন্তর সেই পত্রখানি মোচন করিয়া অতি যত্ন সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন কিন্তু পত্র মধ্যে যে কি সর্ব্বনাশের কথা লিখিত ছিল, তাহা তিনি পাঠ করিতে করিতেই একেবারে বিশীর্ণ প্রায় হইয়া উঠিলেন। অধিক কি তখন তিনি তাহার উপায় যে কি করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তদনন্তর সেই দূতকে সে দিনের জন্য তথায় অপেক্ষা করিতে কহিয়া আপনি স্বীয় ক্রূর মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিতে চলিয়া গেলেন। রাজা বলিলেন, হে সুহৃত মন্ত্রিবর! এক্ষণে তো সর্ব্বনাশ উপস্থিত বোকদাদপতি আজ্ঞা করিয়াছেন, যে আমার রাজছত্র গ্রহণ করিয়া দুষ্ট আবুলকাসেমকে প্রদান করিবেন, এক্ষণে ইহার কি সুমন্ত্রণা করা হয়, তাহা শীঘ্র বল। ক্রূর মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! তজ্জন্য আর কি চিন্তা আছে? যখন আমি স্বয়ং জীবিত আছি তখন তোমার রাজছত্র কে লইতে পারে।

এক্ষণে নিশ্চয় বুঝিলাম, ঐ আবুলকাসেমই আপনার মহা শত্রু হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে সেই আবুলকাসেমকে সংহার করা হয়, তাহারই মন্ত্রণা স্থির করুন, ইহা হইলেই আপনার সকল কণ্টক নিবারণ হইবে। রাজা বলিলেন, মন্ত্রীবর! তবে কি আবুলকাসেমকেই সংহার করা যুক্তি সিদ্ধ হইতেছে? মন্ত্রী বলিলেন, না মহারাজ! তাহাকে একেবারে সংহার করা যুক্তি সিদ্ধ নহে তাহাকে গোপনে রক্ষা করিতে হইবে? রাজন উত্তর করিলেন, মন্ত্রি! তবে এ বিষয় যাহা করা উচিত হয়, তাহা তুমি স্বয়ংই ব্যবস্থা কর, আমার এই মহাচিন্তার আর কোনরূপ বুদ্ধিই আসিতেছে না, এই বলিয়া তিনি তখনই তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর মন্ত্রী দেখিলেন, যখন আমাকে স্বয়ং ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তখন আর অপেক্ষা না করিয়া যৎকালে দিবা অবসান প্রায় হইয়া আসিল, তখনই কয়েকজন বন্ধু বান্ধব সহকারে সেই আবুলকাসেমের দ্বারের সম্মুখ দিয়াই পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে আবুলকাসেম স্বীয় সিংহদ্বারেই উপবিষ্ট ছিলেন যেমন রাজমন্ত্রী তাঁহার সিংহদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলেন, অমনই তাঁহার সহ সাক্ষাৎলাভ হইল। আবুলকাসেম মন্ত্রীর দর্শন প্রাপ্ত হইয়া অতীব আনন্দিত হইলেন, তখনই তাঁহার যথোচিত সম্মানবর্দ্ধন করিয়া একেবারে তাঁহাকে স্বীয় গৃহাভ্যন্তরে আনিয়া অতি যত্ন সহকারে একখানি সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। রাজমন্ত্রী সমাসীন হইলে, স্বয়ং আবুলকাসেম তাহার সহিত বিবিধ মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন, ক্রুর মন্ত্রীও তৎসঙ্গে মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু তাহার হৃদয় বিষে পূর্ণ ছিল, মৌখিকে ক্ষীর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আবুলকাসেম অতিশয় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি তাঁহার দুষ্টাভিসন্ধি কিছুতেই বুঝিলেন না, অবশেষে অতি যত্নসহকারে রাজমন্ত্রীকে ভোজনাদি করিতে দিলেন। মন্ত্রী ভোজনে উপবেশন করিলে, তিনিও তৎসঙ্গে ভোজন করিতে বসিলেন, উভয়েই উত্তমরূপে ভোজন করিতে লাগিলেন, ইতি মধ্যে দুষ্ট মন্ত্রী এক প্রকার কি বিষাক্ত চূর্ণময় পদার্থ লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাই কোন সুযোগ সেই আবুলকাসেমের পানিয় দ্রব্যে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। আবুলকাসেম তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই, যেমন ভোজন শেষে সেই পানিয় পান করিলেন, অমনই একেবারে মৃত প্রায় হইয়া ধরাসনে পতিত হইলেন। মন্ত্রীর সে বিষাক্ত চূর্ণ দ্রব্যের এইরূপই গুণ ছিল যে তাহা স্নিগ্ধ জলের সহিত পান করিলেই মৃত প্রায় হইতে হয়, কিন্তু উষ্ণজল তাহাতে পুনর্ব্বার পান করাইলেই সুস্থলাভ হইয়া থাকে। আবুলকাসেম চূর্ণ দ্রব্য প্রভাবেই ভূতলে মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন, এদিকে তাহার সমস্ত লোক এই সংবাদ

বিদিত হইয়া হাহাঁকার রবে রোদন করিতে লাগিল। সকলেই বলিতে লাগিল, হায়! কি হইল, হায়! কি হইল, এ বিনামেঘে বজ্রপাত কে করিল? এই বলিয়া সকলেই তাহার নিকট আসিয়া উত্তীর্ণ হইল, এবং তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিল। যখন কোনরূপেই আর তাহার চৈতন্য সম্পাদন হইল না, তখন সকলেই তাঁহাকে নিশ্চয় মৃতজ্ঞান করিয়া আরও বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। তৎসঙ্গে রাজমন্ত্রীও বাহ্যিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া কতরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, অলীক শোকে আপনার দাড়ী ও পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু সহসা কেন সেই আবুল-কাসেমের সেরূপ অবস্থা সংঘটন হইল, তাহার গূঢ় কারণ আর কেহই জানিতে পারিল না। যখন ক্রমে ক্রমে সেই সংবাদ সমস্ত নগর মধ্যে ব্যাপিয়া উঠিল, তখন নগরস্থ সমস্ত লোকই সেই আবুল-কাসেমের জন্য মহা শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। নগর মধ্যে কেবল হাহাকার রবেই পূর্ণ হইয়া উঠিল, আবাল, বৃদ্ধ সকলেই আবুলকাসেম আবুলকাসেম বলিয়া নেত্র নীরে ভাসিতে লাগিল। পরে নগরস্থ সমস্ত লোকই সেই আবুলকাসেমের মৃতকায় দেখিবার অভিলাষে সেই আবুলকাসেমেরই দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। আবুল-কাসেমের দ্বারে বহু সংখ্যক লোকের জনতা হওয়ায় একবারে বৃহৎ কোলাহল হইয়া উঠিল, সকলের উচ্চনাদে গগন পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে লাগিল।

সেই বৃহৎ শোচনীয় আর্ত্তনাদ যখন সকল স্থানেই ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, তখন তাহা স্বয়ং মহারাজও শ্রবণ করিলেন। তিনি তখন বোঁকদাদাধিপতি মহারাজ হারুণ অল্‌রসিদের প্রেরিত দূতের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না, তখনই সেই রাজদূতকে সমভিব্যাহারে লইয়া একেবারে আবুলকাসেমের দ্বারে যাইয়াই উপস্থিত হইলেন। যখন নৃপাল স্বয়ংই সেই আবুল-কাসেমের দুরাবস্থা দৃষ্ট করিলেন, তখন তিনিও অলীক শোক প্রকাশ করিয়া অধিকতর আবুলকাসেমের নিমিত্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর স্বীয় মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মন্ত্রীবর! সকলই ঈশ্বরের কার্য্য, আর বিলাপ করিলেই বা কি হইবে, এক্ষণে যাহাতে পরম বান্ধব আবুলকাসেমের সৎক্রিয়া সাধন হয়, তাহারই উপায় স্থির কর। কোনরূপে ক্রটী করিও না, আপনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে আবুলকাসেমের অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় তাহাই করিয়া আইস। আর আবুলকাসেমের এক্ষণে উত্তরাধিকারী কেহই নাই, যাহাতে আবুলকাসেমের ধন কোনরূপ অন্যায় না হয়, তৎকারণ রাজ সৈন্যগণ আনিয়া রক্ষিপদে নিযুক্ত করিয়া দেও। এক্ষণে ঐ ধন

রাজসরকারেই জব্দ থাকিবে, এই বলিয়া ভুপাল আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলেন না, তখনই তৎস্থান হইতে সেই বোকদাদাধিপতির দূতকে সঙ্গে লইয়া নানারূপ দুঃখ ও শোক প্রকাশ করিতে করিতে পুনর্ব্বার স্বধামে আগমন করিলেন, এদিকে মন্ত্রী সেই সুযোগ পাইয়া আবুলকাসেমের সর্ব্বস্ব হরণে যত্নবান হইলেন।

এইরূপে রাজমন্ত্রীর যখন ধন আশা একরকম সংপূর্ণ হইয়া আসিল, তখন তাঁহার আবুলকাসেমের সমাজ দিবার জন্য তাড়া পড়িয়া গেল, প্রথমতঃ তিনি সেই বসরানগরের যত যত ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ছিল, তাঁহাদের সকলেই আহ্বানিত করিলেন, পরে সেই আবুলকাসেমের মৃত দেহটী উত্তম রত্নখচিত একটী সিন্দুকে স্থাপিত করিয়া অতি মহৎসবের সহিত তাঁহাকে বহন করিয়া সমাজ স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তদনন্তর সমাজ স্থানে সকলেই উত্তীর্ণ হইলে, যেরূপে মহৎ লোকের সমাজ দান করা বিহিত ছিল, সেইরূপে তাঁহাকে সেই স্থানে সমাজ দান করিয়া সকলেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করিলেন। তথায় কেবল মাত্র রাজমন্ত্রী ও তাঁহারই একটী ভৃত্য বসিয়া রহিল, ক্রমে যখন ঘোর যামিনী হইয়া উঠিল, তখন আর কাহার কোনরূপ শব্দমাত্র রহিল না, তখনই সেই মন্ত্রী ও ভৃত্য উভয়ে গুরুতর শ্রম স্বীকার করিয়া সেই গোরস্থানের মৃত্তিকা সমস্ত উত্তোলিত করিয়া আবুলকাসেমকে তৎস্থান হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া লইলেন। পরে সেই অচৈতন্য আবুলকাসেমকে যেমন উষ্ণজল পান করাইয়া দিলেন, অমনই তাঁহার দিব্যরূপ চৈতন্যের উদয় ও দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া উঠিল এবং যখন তিনি মনুষ্যমাত্রকেই চিনিতে পারিলেন, তখন সেই রাজমন্ত্রীকে স্বীয় সম্মুখদেশে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে রাজসচি! আমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলুন, আমি এখন কোথায় রহিয়াছি এবং আমাকে এমন স্থানেই বা কে আনিত করিলেন? মন্ত্রী কহিলেন, তাহার কথা তখন তোমায় বলা হইবে, এখন আমি তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর দান শীঘ্র কর। তোমার স্মরণ আছে, আমি তোমাকে ইতি পূর্ব্বে কত বিনয় অনুনয় করিয়া বলিয়াছিলাম, হে আবুলকাসেম! তোমার গুপ্তধনাগার কোথায় আছে, আমাকে দেখাইয়া দেও, কিন্তু তখন তুমি গর্ব্বসহকারেই বলিয়াছিলে, আমি জিবীত থাকিতে তাহা তোমাকে দেখাইব না? কাজে কাজেই তোমার এখন সে গর্ব্বের খর্ব্ব করিয়াছি, এখনও জীবন রক্ষার উপায় আছে, আমায় বল, তোমার সে গুপ্তধনাগার কোথায়? তাহার সে উত্তর শুনিয়া আবুলকাসেম নয়ননীর বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনার কি আমার প্রতি এরূপ

ব্যবহার করা উচিত? আমাকে ক্ষমা করুন, আমি নিতান্তই আপনার অধীন। মন্ত্রী বলিলেন, এখন তুই ও সব কথা রাখিয়া দে, তোর ধনভাণ্ডার কোথায় বল, নতুবা এখনই তোকে শমন ভবন দর্শন করাই। আবুলকাসেম বলিলেন, এক্ষণে আপনারই অধীন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, কিন্তু আমার ধনভাণ্ডারের কথা কিছুতেই বলিব না। মন্ত্রী তদ্বাক্য শ্রবণে ক্রোধে কম্পবান হইলেন, তখনই ভৃত্যগণকে কহিলেন, ইহাকে বন্ধন কর। মন্ত্রীর আজ্ঞায় তখনই তাহাকে বন্ধন করিল, মন্ত্রী অমনই স্বহস্তে বেত্র ধারণ করিয়া, তাহাকে কষাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই নির্দ্দয় মন্ত্রীর প্রহারে আবুলকাসেম ক্ষণেককাল জন্য স্থির ছিলেন, তদনন্তর একেবারেই অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রী তখন তাঁহার নাসিকায় হস্ত দিয়া দেখিলেন, তাঁহার শ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়াছে, আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলেন না, তখনই তাহাকে আর একটী সিন্ধুক মধ্যে পূরিয়া ফেলিলেন। পরে পুনশ্চ তাহাকে সমাহিত করিয়া স্বীয় কিঙ্করগণ সহ একেবারেই স্বধামে যাত্রা করিলেন।

তৎপরদিন যেমন প্রভাত হইল, অমনই রাজমন্ত্রী রাজভবনে গমন করিয়া আবুলকাসেমের বিষয় যথাযথ বর্ণন করিয়া রাজাকে শ্রবণ করাইলেন, রাজাও তাহা শ্রবণ করিয়া অতীব হর্ষিত হইলেন, পরে কহিলেন, মন্ত্রীবর! আবুলকাসেমের যদি এরূপ অবস্থাই ঘটিয়া থাকে, তবে তাহার সংহারই বিবেচনা করিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমাকে এমন কোন সুউপায় প্রদান কর যে, আমি যাহাতে বোকদাদপতির লিপির যথার্থরূপ উত্তরদান করিতে পারি, আর আমি দূতকে রাখিতে পারিতেছি না, দূত গমন জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! এর জন্য আর চিন্তা কি আছে? আপনি এইরূপ উত্তর লিখুন, যে মহারাজ! আপনি যে আবুলকাসেমকে রাজছত্র প্রদানের আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই আবুলকাসেম এই সুসংবাদ অবগত মাত্রেই আনন্দভরে অধিক পরিমাণে সুরাসেবন করায় মানবলীলা একেবারেই সম্বরণ করিয়াছে। এক্ষণে মহারাজের যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহাই করিতে বাধা আছি। রাজা মন্ত্রীমুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং তখনই ঐ মর্ম্মের পত্র লিখিয়া সেই বোকদাদপতির দূতের করে প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে গমনের আদেশ করিলেন, দূত অবিলম্বেই বোকদাদাভিমুখে যাত্রা করিল।

এদিকে আবুলকাসেম সেই নিষ্ঠুর রাজমন্ত্রীর নির্ঘাত প্রহারে কবরস্থিত সিন্ধুক অভ্যন্তরে জীবন মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, ঈশ্বর অনুগ্রহে

যখন যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইল, অমনই তাঁহার যেন অনুভব হইল, আমাকে কে পুনর্ব্বার কবর হইতে বহির্গত করিয়াছে? নিশ্চয় অনুমান করিলেন, আর আমায় কে বাহির করিবে, তবে সেই দুষ্ট মন্ত্রীই বাহির করিয়াছে, এইবার দারুণ প্রহার দ্বারা আমার গুপ্ত ধনাগারের যাহাতে সন্ধান প্রাপ্ত হন, তাহাই করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি অতিশয় কাতর হইলেন, পরে নয়ন নীরে বক্ষ প্লাবিত করিতে করিতে কহিলেন, হে রাজসচিব! আপনি আর আমাকে প্রহার করিবেন না, আমি এখনই মানবলীলা সম্বরণ করিব, যদি আপনার এখনই বিনাশের অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে প্রহার দ্বারা সে অভিলাষ সংপূর্ণ করুন। তৎকালে এক ব্যক্তি উত্তর করিলেন, হে সাধো! আপনি ভীত হইবেন না, আমরা আপনার জীবন রক্ষার জন্যই আগমন করিয়াছি, এবং তজ্জন্যই আপনাকে এই কবর হইতে উত্তোলিত করিয়া মৃত্তিকায় রক্ষা করিতেছি। যৎকালে আবুলকাসেম সেই আসন্ন সময়ে এইরূপ সুধাময় বাক্য শ্রবণ করিলেন, তখনই নয়ন যুগল মিলিত করিয়া দেখিলেন, যে সম্মুখেই তিনি যে কামিনীকে স্বীয় গুপ্ত ধনভাণ্ডার দর্শন করাইয়াছিলেন, সেই কামিনীই বিরাজ করিতেছে, এবং তৎসঙ্গে আরও দেখিলেন, একটী রাজপরিচ্ছদ পরিধৃত যুবক রহিয়াছেন। তিনি তাহাতে আরও আশঙ্কান্বিত হইয়া কহিলেন, হে সাধ্বি! তুমি কি আমার জীবন রক্ষার কামনা করিয়াছ? অমনই যুবক উত্তর করিলেন, সাধো! তোমার ঐ পবিত্রময় নির্ম্মল জীবন বিনাশে কাহার অভিলাষ হয়। এক্ষণে তোমার পবিত্র জীবন যাহাতে রক্ষা করিতে পারি, তজ্জন্যই উভয়ে আগমন করিয়াছি। তদনন্তর যুবক দেখিলেন, যে তাঁহার রসনা একেবারেই শুষ্ক প্রায় হইয়াছে, তিনি তৎকারণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহাকে মিষ্ট ও সৌগন্ধযুক্ত পেয় পান করাইয়া দিলেন। সেই পেয় পানে মহাত্মা আবুলকাসেম যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুস্থলাভ করিলেন, তখন যেন তাঁহার পুনর্জীবনের আশা বলবৎ হইয়া উঠিল। অমনই তিনি সেই প্রাণদাতা যুবক ও যুবতীকে অতি ভক্তিভরে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন মহাশয়! এ অধম আবুলকাসেমের যে এমন মহা বিপদ সংঘটন হইয়াছে, তাহা আপনারা কিরূপে অবগত হইলেন। বালকেশী কহিলেন, সাধো! আপনাকে যে আমার পিতা কোনরূপে বিপদগ্রস্থ করিবেন, ইহা আমি পূর্ব্ব হইতেই বিদিত ছিলাম, এই হেতু যখন তোমার সহসাই মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিলাম, তখন আমার মনে অতীব সন্দেহ উপস্থিত হইল, এবং তোমার ঐ অকাল মৃত্যু শ্রবণে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না, তখন মনে মনে মন্ত্রণা করিয়া আমার পিতার

একজন ভৃত্য ছিল, তাহাকে অতি যত্নসহকারে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়াই এই বিষয় জিজ্ঞাসিত করিলাম। সেই ভৃত্য আমাকে শৈশব হইতেই অধিকতর ভাল বাসিত, তৎকারণ সে আমাকে আপনার সমস্ত বিষয় বিবৃত করিয়া কহিল। পরে আমি অতি বিনীতভাবে কহিলাম, ভৃত্য! তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া একবার আমাকে সেই সমাজমন্দিরের চাবিটী প্রদান করিতে পার, তবে আমি তোমার নিকট বড়ই বাধিত হই এবং অবিলম্বেই আবার তোমার চাবি তোমাকেই ফিরাইয়া দি। ভৃত্য অর্থলাভেই হউক, আর স্নেহভাবেই হউক, সমাজের চাবিটী আমাকে তখনই প্রদান করিল, পরে কহিল, তুমি আমাকে আবার সত্বরেই প্রদান করিও।

চাবি প্রাপ্তে আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না, তখনই এই আলি যুবরাজকে সেই শুভ সংবাদ প্রদান করিলাম। যুবরাজও আপনার জন্য অতিশয় কাতর ছিলেন, সংবাদ প্রাপ্তেই গাত্রোত্থান করিলেন। ক্রমে উভয়েই আসিয়া এই কবর স্থানে উপস্থিত হইলাম। তদনন্তর কবরের দ্বার মুক্ত করিয়া আপনাকে এই ঊর্দ্ধদেশে উত্তোলন করিয়াছি, মহাশয়। এই যুবরাজই আমার পতি, ইহাঁরই নাম আলি যুবরাজ, আমি আপনাক অগ্রেই ইহার কথা বলিয়াছিলাম। আবুল কাসেম কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! নির্দ্দয়ের দুহিতার এরূপ নির্ম্মল চরিত্র? যুবরাজ কহিলেন, মহাশয়। এখানে আর বিলম্বের সময় নাই, নিশা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, বোধ হয় এখনই মন্ত্রীর আগমন হইবে, যদি এই অবস্থায় আমাদের সকলকেই তিনি এখানে অবলোকন করেন, তবে আর কাহারই নিস্তার রাখিবেন না, এবং যদি তিনি আসিয়া কবর মধ্যেও না দেখেন, তাহা হইলেও তাঁহার পক্ষে মহা অনিষ্ট হইবে, তিনি যে ইহার জন্য কি পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবেন, তাহা আর বলা বাহুল্য মাত্র। যাইহোক, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আমারই আলয়ে আগমন করুন, আমি যথা নিয়মেই মহাশয়কে রক্ষা করিব, ইহাতে যদি আমার প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তথাচ আপনার পক্ষে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিতে দিব না। এই বলিয়া তিনি সেই আবুলকাসেমকে আপনার অনুচরের ন্যায় বেশ ভূষায় সজ্জিত করিয়া আপনারই গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বালকেশী তিনি স্বীয় পিতৃ মন্দিরে গমন করিয়া ভৃত্যের হস্তে সেই কবরের চাবিটী প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় মন্দিরে শয়ন করিয়া রহিলেন।

এদিকে রাজমন্ত্রী অতি আহ্লাদের সহিতই রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মনে করিলেন, আর কি? এবার যে সেই আবুলকাসেমের গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান লইব, তার আর অনুমাত্রও সন্দেহ

নাই। মন্ত্রীবর আর কোন স্থানেই অপেক্ষা করিলেন না, একগাছি বেত্রহস্তে লইয়া আবুলকাসেমকে প্রহার মানসে একেবারেই কবর স্থানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। চাবিরক্ষক ভৃত্য সঙ্গেই আসিয়া ছিল, তখনই সেই কবর তাহার দ্বারা মুক্ত করাইলেন, তদনন্তর স্বয়ং সেই আবুলকাসেমস্থিত সিন্দুকটী মুক্ত করিয়া ফেলিলেন, দেখিলেন যে তাহাতে সে আবুলকাসেম আর নাই। যখন মন্ত্রী এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলেন, তখন তাহার আর আশঙ্কার সীমা রহিল না, তখন তিনি আর কোনরূপ বুদ্ধিই স্থির করিতে না পারিয়া একেবারে তিনি রাজার নিকটেই যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পরে রাজাকে সেই সকল কথা ক্রমে ক্রমে সকলই বিদিত করিলেন, তাহা শ্রবণে রাজারও একেবারে পরমাত্মা উড়িয়া গেল। তিনি অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে কহিলেন, মন্ত্রি! তুমি আমার হিত করিতে যাইয়া মহা অহিতে পাতিত করিলে? যখন আবুলকাসেম সিন্দুক হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই পলায়ন করিয়াছে। যাহহোক, আমি নিশ্চয় জানি, সে পলায়ন করিয়া আর কোথায় যাইবে, সে একেবারে বোকদাদে যাইয়া বোকদাদেশ্বরকেই এই সমস্ত কথা ব্যক্ত করিবে। এক্ষণে আমার আর কিছুতেই নিস্তার নাই, আমি নিজ দোষেই জীবনে হত হইলাম। মন্ত্রী তদ্বাক্যের আর কোনরূপ উত্তর দানেই সমর্থ হইলেন না তখন তিনি আপনাকে ধিক্কার দিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, আমি যদি তাহাকে একেবারেই বিনাশ করিতাম, তাহা হইলে আর কোনরূপ বিপদেরই সম্ভব ছিল না, আমি আপনার দোষে আপনিই মজিলাম। এইরূপ অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া পরিশেষে কহিলেন, হে ভূপাল! আর ইহার জন্য চিন্তা করিলেই বা কি হইবে, এক্ষণে চলুন, যাহাতে সেই আবুলকাসেমের কোনরূপ অনুসন্ধান করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করি। আমার বেশ অনুমান হইতেছে, সে যদিও পলায়ন করিয়া থাকে, তবে আর এই সামান্য সময়ের মধ্যে অধিকদূর গমনে সামর্থ হয় নাই, চেষ্টা করিলে অবশ্যই তাহাকে পাইতে পারিব। রাজা তখন মন্ত্রীবাক্যই স্থিরতা করিলেন, তখনই বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া মহারাজ মন্ত্রীসহকারে আবুলকাসেমেরই অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

এদিকে বোকদাদের প্রেরিত দূতের বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং বোকদাদ পতি প্রধান অমাত্য জাফরকে সনন্দ সহকারে আবুলকাসেমকে রাজা করিবার জন্য প্রেরিত করিলেন। মন্ত্রীবর বহুসংখ্যক সৈন্য

লইয়া বসরাভিমুখেই আসিতে ছিলেন, পথি মধ্যেই তাঁহার বসরা প্রেরিত দূতের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তিনি তাহাকে আবুলকাসেমের কথা জিজ্ঞাসিত করিলেন। দূত মন্ত্রীকে অবলোকন মাত্রেই অভিবাদন পূর্ব্বক অবনত মস্তকে কহিল, হে অমাত্যবর। দাসের বাক্য শ্রবণ করুন। আর বসোবায় গমন করিবার আপনার আবশ্যক নাই, আজ কয়েক দিবশ হইল, সেই মহাত্মা আবুলকাসেমের মৃত্যু হইয়াছে, আমি স্বয়ং তাঁহাকে সমাজদান করিতে দেখিয়া আসিতেছি, এক্ষণে প্রত্যাগমন করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় হইতেছে। আর তথায় গমন করিলে কোন ফলই হইবে না, চলুন সদলেই সেই বোকদাদে পুনরাগমন করি। মন্ত্রী আবুলকাসেমকে রাজা করিলেন বলিয়া অতিশয় উৎসাহিত ছিলেন, যৎকালে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি একেবারে সে আশায় হতাস হইয়া অতি বিষণ্ণ বদনেই ... বোকদাদাভিমুখেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

... বোকদাদে প্রত্যাগত মাত্রেই রাজার সহিত সাক্ষাৎ ... তাঁহার আন্তরিক ভাবের বৈলক্ষণ্য নিরীক্ষণেই অতি ব্য... কহিলেন, মন্ত্রীবর! তুমি এত যে সামান্য সময়ের মধ্যে ... করিলে? তবে কি তুমি বসরা নগরে যাইবার সাবকাশ ... তোমার একরূপ চিন্তাভাবা ন্তর দেখিতেছি কেন? তোমা... অসুখ বোধ হইয়াছে? মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! আমার ... ছে, তাহা আর কি বলিব, আমি কোথা আবুলকাসেমকে ... লিয়া অতি উৎসাহের সহিত সেই বসরানগরে গমন করি... তোকালে পথি মধ্যেই প্রেরিত দূত প্রত্যাগমন করিতেছিল, ...র প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলাম যে সেই মহাত্মা আবুলকাসেম মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আমি তৎকারণই এত শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি, এবং তৎকারণই এত অসুখী হইয়াছি। রাজা আবুলকাসেমকে অতিশয় ভাল বাসিয়াছেন, যৎকালে মন্ত্রীমুখে এইরূপ অশুভ বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, তখনই তিনি যেন সংজ্ঞাহীন হইলেন। পরে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুস্থলাভ করিলেই, মহারাজ স্বয়ং সেই দূতকরস্থিত পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই পত্রে আবুলকাসেমের মৃত্যুর সংবাদ জ্ঞাত হইলেন সত্য কিন্তু তাঁহার সে বিষয়ে অধিকতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তদনন্তর সেই পত্রখানি মন্ত্রীকে বিরল স্থানে লইয়া পাঠ করাইলেন, এবং কহিলেন, মন্ত্রীবর! আমার এই পত্রপাঠে সংপূর্ণই অনুমান হইতেছে যে, সেই বসরারাজ কোন কৌশলেই সেই আবুলকাসেমের প্রাণ সংহার

কহিযাছে। মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! আমারও তাহা সংপূর্ণ রূপে অনুমান হইতেছে, যাইহোক, মহাবাজ! সেই দুষ্ট বসবারাজকে এ বন্ধন কবিয়া আনাই সর্ব্বতোভাবে উচিৎ হইতেছে। রাজা কহিলেন, মন্ত্রীবর! এক্ষণে তাহাই কর্ত্তব্য, তুমি সত্বরেই সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া সেই দুষ্টের দমনে চেষ্টিত হও। মন্ত্রী তখনই বিপুল সৈন্য সহকারে রাজাজ্ঞা পালনার্থ বসরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বসরাবাজ স্বীয় মন্ত্রীব সহিত সেই আবুলকাসেমের বহুরূপ অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাঁহাব আব কোনরূপে অনুসন্ধান করিতে পাবিলেন না, তখন নিতান্ত সন্তাপিত হৃদযে স্বীয় আলযেই আগমন কবিলেন। যুবরাজ আলি সদাসর্ব্বদাই তাহাব সুযোগ অনুসন্ধান কবিতে ছিলেন, যে কি প্রকাবে সেই আবুলকাসেমকে রক্ষা করিবেন, যখন এই সংবাদ তিনি প্রাপ্ত হইলেন,যে বাজা আবুল[illegible] মেব আশায় জলাঞ্জলি দিযা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, [illegible] যুবরাজ একটী শীঘ্রগামী তুবঙ্গ আবুলকাসেমকে [illegible] কহিলেন- সাধো আবুলকাসেম। এক্ষণে আপ[illegible] [illegible]হণে অপর স্থানে গমনেব জন্য বাধ্য হউন। এ[illegible] [illegible] একবকম আপনাব অন্বেষণ কার্য্যে বিরত [illegible] [illegible]যোগে আপনি অনাযাসেই গমন কবিতে পা[illegible] আপনার কোনরূপই আশঙ্কার বিষয় নাই। আপ[illegible] [illegible] স্থানেই রক্ষা করিতাম, কিন্তু দীর্ঘকাল থাকি[illegible] না কোন বিপদপাতের সম্ভব আছে। এতদ্বাকে [illegible] অতিশয় হর্ষিত হইলেন, আর ক্ষণ কাল জন্যও [illegible] না তখনই সেই যুবরাজকে শত শত ধন্যবা[illegible] অশ্বারোহণে তৎস্থান হইতে বোকদাদাভিমুখে যা[illegible]

[illegible] জীবনেব আশঙ্কায ক্রমাগতই অশ্ব চালনা করিতে আর[illegible] বলেন, কোনস্থানেই আব বিলম্ব কবিলেন না, অতি অল্প দিবসেব মধ্যেই একেবারে বোকদাদে আসিযা উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি তখন মনে মনে এই স্থিব কবিলেন, এই বোকদাদের যে বণিক আমার আলযে গমন করিযা আতিথ্য স্বীকাব কবিযাছিলেন, এক্ষণে যদি আমি তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করিযা এই সকল বিপদেব বার্ত্তা জ্ঞাত করি, তাহা হইলে তিনি এই সমযে আমার বিশেষ উপকাব করিতে পারেন। এই ভাবিযা তিনি সেই বোকদাদের বণিক পল্লিতে গমন করিলেন, এবং তিনি অনেক মতে তাঁহাব অন্বেষণে যত্নবান হইলেন- কিন্তু তাহার সে অভিলাষ আর কিছুতেই সংপূর্ণ হইল না, তিনি তখন সেই বোকদাদের রাজভবন সন্নিহিত স্থানে আসিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যৎকালে আবুলকাসেম সেই স্থানে পদ চালনা করিয়া বেড়াইতে

াছলেন, তৎকালে তিনি যে বালককে মহারাজ আতিথ্য কারণ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বালকটী রাজভবনের একটী গৃহের গবাক্ষে বসিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতেছিল, যেমন স্বীয় প্রভু আবুলকাসেমকেই নিরীক্ষণ করিল, অমনই আহ্লাদে পুলকিত হইযা সেই সংবাদ একেবারে স্বয়ং বোকদাদাধিশ্বরের নিকটেই জ্ঞাত করিল। বালক কহিল, মহারাজ! আমার যিনি ভূত পূর্ব্ব প্রভু ছিলেন, তাঁহাব এই বোকদাদে আগমন হইযাছে? আপনি যে, ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, সেই আবুলকাসেমেব মৃত্যু হইযাছে, সেই আপনাব কেবল মাত্র ভ্রম। রাজা কহিলেন, বৎস! মৃত্যু কি কথন কাহার অযথা হইয়া থাকে? ঢব তুমি অন্য কাহাকে তাহার ন্যায দেখিযাছ, তোমাব বালক বুদ্ধি, ... ক আবুলকাসেম বলিযা নির্দ্দেশ করিযাছ। তাহাতে ... মহারাজ। আমি কখনই আপনার সমক্ষে অলীক ... তিনি এখনও বিচরণ করিতেছেন, অভিলাষ করিলে এখন ... ন? মহারাজ তাহাব কথায সংপূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে ... এক অপর ভৃত্যকে তাহাব তথ্য জানিবার জন্য তাহা ... করিলেন, কিন্তু আবুলকাসেম ইতি পূর্ব্বেই উক্ত শিশুকে ... রিমাণে অনুমান করিযাছিলেন, সে কারণ শিশুব প্রত্য ... ও সেইখানে কাল ক্ষেপণ করিতেছিলেন। এমত কালে ... উভযেই তাহাব সম্মুখে সমাগত হইযা, গা ... অনুরাগের ... ণে পতিত হইলে, তিনি তাহাব নিরীক্ষণে অতীব ... হইলেন, পরে সেই বালককে সম্বোধন করিযা কহিলেন, হে শিশে! তুমি কিরূপে এই রাজধামে উত্তীর্ণ হইযাছ? শিশু কহিল প্রভু। আপনার কি স্মরণ নাই, যৎকালে মহারাজ স্বয়ং আপনার নিকট আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তৎকালেই যে আপনি আমাকে মহারাজকে উপহাররূপে প্রদান করিয়াছিলেন? আমি সেই অবধিই যে মহারাজেব সেবাও শুশ্রূষা করিযা এ রাজ ভবনে কালক্ষেপণ করিতেছি। এক্ষণে আপনি মহারাজকে দর্শনার্থ আগমন করিযাছেন, দর্শন করিবেন তো আমারই সমভিব্যাহারে আগমন করুন। মহারাজ আপনার কথা সর্ব্বক্ষণই বলিয়া থাকেন, এক্ষণে আপনাকে মহারাজ সহসা অবলোকন করিলেই, অতীব সন্তুষ্ট হইবেন। আবুলকাসেম মহাচিন্তায় চিন্তিত ছিলেন, যৎকালে বালকমুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তৎকালে তিনি হর্ষ ও বিস্ময়ে পরিপূরিত হইয়াই সেই বালকসঙ্গে গমন করিলেন। বোকদাদেশ্বর স্বয়ং সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন, যেমন আবুলকাসেম সেই বালক সমভিব্যাহারে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, অমনই মহারাজ স্বয়ং সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই

আবুলকাসেমকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তিনি তখন এরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, যে তাহার সেই আনন্দে বাক্য পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়াছিল। পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই আবুলকাসেমকে আলিঙ্গন অবস্থায় রাখিয়া, গদ্ গদ্ স্বরে কহিলেন, সাধো আবুলকাসেম! স্মরণ হয়, আমি সেই তোমারই অতিথি? তদ্বাক্যে আবুলকাসেম নেত্র নীর বরিষণ করিয়া কহিলেন, যাঁহার শাসনে জগৎ তৃপ্ত, তিনি এই অধমের গৃহে স্বয়ং অতিথি হইয়াছিলেন? এই বলিয়া তিনি তখনই মহারাজের চরণ তলে পতিত হইলেন। ভূপাল তাঁহাকে তখনই সেই ভূতল হইতে স্বয়ং উত্থিত করিলেন, এবং তাহাকে বসিবার জন্য একখানি অত্যুৎকৃষ্ট সিংহাসন আনিত করিয়া তাহাতে উপবিষ্ট করাইলেন। কহিলেন, আবুলকাসেম! তোমার যে ইতি পূর্ব্বে মৃত্যুর সংবা[illegible] করিয়াছিলাম, তাহার হেতু কি, তাহাই তুমি আমা[illegible] বিদিত কর।

যৎকালে মহারাজ আবুলকাসেমের [illegible] করিলেন তৎকালে আবুলকাসেম অতিশয় [illegible] হলেন, মহারাজ! সে দুঃখের কথা আর কি [illegible] নেক পরমায়ু বলিয়াই মহারাজের সহিত অদ্য [illegible] আসিয়াছি। এই বলিয়া আবুলকাসেম আপ[illegible] একে একে সমস্তই রাজসমীপে কীর্ত্তন করি[illegible] রাজ প্রত্যক্ষরূপেই তাঁহার সেই দারুণ দুর্দ্দশার [illegible] লেন, তখন অতীব দুঃখ সহকারে কহিলেন, আবু[illegible] এ দুঃখের মূলই আমি হইয়াছি, কারণ আমি যখন [illegible] বসোরার সেই ক্রূরমতি রাজাকে তাহার পরি[illegible] [illegible] কে রাজা করিবার সংবাদ জ্ঞাত করিয়াছিলাম, তখন তাহার আর দোষ কি, সে সেই পদচ্যুত আশঙ্কাতেই তোমার প্রতি এরূপ অত্যাচার প্রকাশ করিয়াছে? তাহার সেই আবুলফাতা মন্ত্রী অতিশয় দুর্জ্জন, সেই এই দুর্মতি প্রদান করিয়া তোমার এ দুর্দ্দশা করিয়াছে। যাইহোক, দুষ্টেরা অবশ্যই উহার উচিত কার্য্যের প্রতিফল অচিরেই প্রাপ্ত হইবে, তাহাদের ধৃতের জন্য স্বয়ং অমাত্যবর বসোরা গমন করিয়াছেন, তুমি যে পর্য্যন্ত না সেই দুষ্টেরা বন্ধন অবস্থায় নীত হয়, সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আমার নিকট অবস্থান কর, পরে তাহারা উপস্থিত হইলেই তোমার প্রত্যক্ষ তাহাদিগের উচিৎশাস্তি প্রদান করিব। এই বলিয়া মহারাজ বোকদাদধিপতি স্বয়ং সেই আবুলকাসেমের কর গ্রহণ করিয়া একেবারে তাঁহাকে লইয়া তাঁহারই প্রমোদ কাননে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ বোকদাদাধিপতির প্রমোদ কানন সে এরূপ ভাবে সজ্জিত যে তাহা

দেখিলে ইন্দ্রের নন্দন কাননকেও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। সেই কাননের নাম বসন্তগিরি, সেই বসন্তগিরি কানন মধ্যে একটী অত্যুৎকৃষ্ট সরোবর ছিল, তাহার জল অতিশয় স্বচ্ছ, মহারাজ সেই সরোবরে উক্ত আবুলকাসেমকেও লইয়া একত্রেই স্নানাদি করিলেন, কিঙ্করগণ যথাবিধানেই উভয়ের অঙ্গ মার্জ্জনাদি করিয়া দিল। পরে উভয়েই মনোহর পরিচ্ছদাদি পরিধৃত করিয়া ভোজন গৃহে গমন পূর্ব্বক ভোজন করিলেন, দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইয়া আসিল, মহারাজ তখন সেই আবুলকাসেমের হস্ত ধারণ করিয়া একেবারে স্বীয় বিলাস ভবন অন্তঃপুর অভিমুখেই যাত্রা করিলেন। এখানে সেই বিলাস ভবনে স্বয়ং রাজমহিষী সিংহাসনে উপবেশন করিয়া শত
রিচারিকাগণে পরিবেষ্টিত পূর্ব্বক মহা আমোদ প্রমোদে
সখীগণ সকলেই এক একটী বাদ্যযন্ত্র লইয়া বাদন
কটী সুন্দরী ললনা বীণাবাদন সহকারে যে
একটী ... িতেছিল, তাহা আবুলকাসেম দূর
হইতে শুনিয়াহ ... হইয়া উঠিলেন। সে গানের
ভাবার্থ এই,—

প্রেম কি অমূল্য নিধি ।
হইলে প্রেমের প্রেমি ভুলি।
যাবৎ রহে জীবন, তাবৎ হয় সু
দগধে হৃদয় মন, ভোলা নাহি যা
এ প্রেমের এই রীত, হলে সুজনে মি.
যত হয় দুঃখে নীত, তত বাড়ে সুখ রে।

এই গানটী একবার মাত্র গাহিয়া শেষ করিয়াছে, এমত সময় মহারাজ হারুণ অলরসিদ সেই আবুলকাসেমের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজমহিষী মহারাজকে নিরীক্ষণ মাত্রেই গাত্রোত্থান করিলেন, পরে যথানিয়মে অভ্যর্থনা করিয়া মহারাজকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহারাজ সেই আবুলকাসেমের সহিতই উপবেশন করিলেন, পরে রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহিষি! আমার এই সমভিব্যহারী পুরুষরত্নকে দেখিতেছ, ইনি কে, তাহা কি তুমি চিনিতে পারিয়াছ? আমি বসরানগরে গমন করিয়া ইহাঁরই গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলাম, ইহাঁরই অসাধারণ সৌজন্যে সমস্ত দেশ আপ্যায়িত, ইহাঁরই অসাধারণ দান প্রভাবে আমি স্বয়ং আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছিলাম। ইনিই দীনজনের জীবনস্বরূপ, ইনিই সেই অনাথ প্রতিপালক আবুলকাসেম, ইহাঁরই মৃত্যু

শ্রবণে আমি ততদূর পরিতাপ করিয়াছিলাম। রাজ্ঞী তখন সেই আবুলকাসেমের অধরদেশ দেখিয়া কহিলেন, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরই ধার্ম্মিকের জীবন, সে জীবন সংহার করা কি সামান্যের কার্য্য? রাজ্ঞী মহারাজের সহিত এইরূপ বাক্যালাপ করিতেছিলেন, এমত সময়েই আবুলকাসেম সেই মহামান্যা রাজ্ঞীর চরণতলে প্রপতিত হইলেন। স্নেহময়ী রাজ্ঞী তাহা নিরীক্ষণে অতিশয় স্নেহরসে আর্দ্র হইলেন, এবং তখনই সেই আবুলকাসেমকে স্বীয় কমলকরে ধারণ করিয়া যেমন উত্তোলনে যত্নবান হইলেন, এদিকে অমনই তাঁহার সেই বীণাবাদনকারিণী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ললনাও অকস্মাৎ ভূতলে পতিতা হইয়া একেবারে মূর্চ্ছিতা হইল। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া অন্যান্য সখীগণ সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল, তাহারা [illegible] সেই ললনাকে ধরা হইতে উত্তোলিত করিয়া নানা[illegible] করিতে লাগিল। এদিকে আবুলকাসেমও সেই [illegible] যেমন নিরীক্ষণ করিলেন, অমনি তিনি [illegible] ন্যায় ধরায় পতিত হইয়া একেবারে মূর্চ্ছি[illegible] [illegible]থ আবুলকাসেমের মূর্চ্ছায় অতিশয় ক[illegible] তখনই নানারূপ উপায়ে সেই আবুলকাসেমে[illegible] [illegible]নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পরে অনেক [illegible] [illegible]কাসেম চৈতন্য লাভ করিয়া যখন দিব্যরূপ [illegible] [illegible]বসিলেন, তখন আবুলকাসেমকে মহারাজ স্বয়ং [illegible] [illegible]করিলেন, আবুলকাসেম! তুমি সহসা এই বীণাধা[illegible] [illegible]নাকে দৃষ্টি করিয়াই যে একেবারে অচেতন হইয়া প[illegible] [illegible]র হেতু কি? আবুলকাসেম বলিলেন, হে নরনাথ! আপনাকে আর অধিক কি বলিব, ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট যে কেরোনগরে চিত্তহারিণী ললনার কথা বলিয়া অতিশয় পরিতাপ করিয়াছিলাম, যার প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া সিন্ধুনীরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম, যাহার প্রণয়সুখে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত সুখে নৈরাশ হইয়াছিলাম, আমি যাহার কারণ এত ঐশ্বর্য্য ভোগেও সুখী হইতে পারি নাই, সেই ঐ আপনার বীণাধারিণী ললনা, ঐ আমার সেই মন প্রাণ বিমোহনকারিণী দারদানী। এক্ষণে উহার ঐ চন্দ্রবিনিন্দিত বদন সুধাকর নিরীক্ষণে আমার যে কি পর্য্যন্ত আনন্দের প্রবল তরঙ্গ সমুত্থিত হইল, তাহা আর আমি বলিতে পারি না, আমি সেই প্রেম তরঙ্গের প্রবলতায় একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। রাজা তাহার এরূপ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, ধন্য তোমার অকৃত্রিম প্রেম! ধন্য তোমার প্রবল আশা! যাহাহোক্, আবুলকাসেম! এ জগতে প্রণয় যে কাহাকে বলে, তাহা তোমরা উভয়েই উত্তম শিক্ষা করিয়াছ। নতুবা এত বিপদেতেও কি এখনও এত প্রেমের অনুরাগ থাকিবার

সম্ভব? রাজ্ঞী বলিলেন, রাজন! এ দারদানীও ততোধিক, আমি এ দারদানীকে যখনই সঙ্গীতালাপ করিতে বলিতাম, তখনই ঐ দারদানী প্রণয়সূচক সঙ্গীত ভিন্ন আর অন্য সঙ্গীতালাপ করিত না। দারদানীর গাহনার ভাবার্থ এই যে, জীবন থাকিতে প্রণয় ভঙ্গ কখনই করিব না।

এদিকে দারদানী যখন সখীগণ দ্বারা বিশেষ সুস্থলাভ করিল, তৎকালে মহারাজ তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়া তাহারই মনোহর মূর্ত্তির অনেকরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কহিলেন, রূপ গৌর বিনী [illegible] দমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলে, তবে তুমি [illegible] প মুক্তিলাভ করিয়া আমার রাজ- [illegible] দানী উত্তর করিল, মহারাজ! সে দুঃখের কথা আর ক[illegible] কেতো পাষণ্ডেরা নির্দ্দয়-রূপে হস্ত পদ বন্ধন করিয়া অ[illegible] িক্ষিপ্ত করিল, আমি ক্রমাগত ভাসিয়া ভাসিয়া গমন [illegible] ন, এমত সময়ে কয়েকজন মৎস্যজীবি সমুদ্র মধ্যে মৎস্য ধ[illegible] ল নিক্ষিপ্ত করিয়া বসিয়াছিল, অবশেষে আমি তাহাদের [illegible] ইয়াই পতিত হইলাম। তাহারা যখন আমাকে প্রাপ্ত হই[illegible] বন্ধন খসাইয়া দিল, পরে আমার মোহন কান্তি নিরীক্ষণে [illegible] ষ সহকারে আমার বহুরূপ শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তদনন্তর আমি যখন দিব্যরূপ সুস্থলাভ করিলাম, তখন তাহারা আমাকে সেই নিক্ষিপ্তের বিষয় অতি যত্ন সহকারে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহাদের নিকট আর কিছুই গোপন করিলাম না, একে একে সমস্ত বিষয় তাহাদের নিকট বর্ণন করিয়া কহিলাম। ধীবরগণ তদ্বাক্য শ্রবণে অতিশয় ভীত হইল, তাহারা আর আমাকে রাখিতে সাহসিত হইল না।

তৎপরে তাহারা সকলেই একত্রিত হইয়া আমাকে একজন দাস বিক্রেতার নিকটে লইয়া গেল. সে দাস বিক্রেতা আমার অবয়ব দৃষ্টে অতি আগ্রহ সহকারে ক্রয় করিয়া লইল। পরে সে আমাকে উত্তম রূপে শুশ্রূষার দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া যখন আমার রূপের গৌরব আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, তৎকালে সে আমাকে সঙ্গে লইয়া দেশে দেশে বিক্রয় মানসে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু সে কোনখানেই আর আমার উচিৎ মূল্য অর্থাৎ তাহার মনোগত অর্থ প্রাপ্ত হইল না, পরিশেষে এই রাজমহিষীর নিকটেই আমাকে বিক্রয় করিয়া বহুল অর্থ লাভান্তর স্বদেশে চলিয়া গেল, আমি সেই অবধি এই রাজান্তঃপুরেতেই অবস্থান করিতেছি। তদ্বাক্য শ্রবণে রাজমহিষী কহিলেন, তোমার গূঢ় মর্ম্ম

আমি এতদিনে প্রকাশ পাইলাম, তুমি এই নিমিত্তই ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে ?

মহারাজ এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, পরে স্বীয় রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহিষি! আর দেখিতেছ কি, ইহাকেই যথার্থ প্রেম কহিয়া থাকে। যাইহোক্, এক্ষণে তুমি আমার অনুরোধে ঐ দারদানীর নিন্দনীয় দাসীত্ব পদ হইতে মুক্তি দান কর, এবং এই সর্ব্ব প্রশংসিত গুরুকষ্ট উভয়েই বহুদিন সহ্য করিয়াছে বলিয়া, এক্ষণে যাহাতে উভয়েরই সর্ব্ব কষ্ট দূর হয়, তৎবিধানে উভয়ের আমি পরিণয়ের কামনা করিয়াছি, এবং অবিলম্বেই সেই পরিণয় সম্পন্ন করিতে তৎপর হইয়াছি, এক্ষণে তোমার মন্তব্য কি প্রকাশ করিয়া বাধিত ক
এ কথা কি আবার দাসীকে জিজ্ঞা
দারদানীর দাসীত্বপদ মোচন করি
আশীর্ব্বাদ করিলাম, জগদীশ্বর যেন উভয়কেই দীর্ঘকাল জন্য আর এ সুখে বঞ্চিত না করেন। তদ্বাক্য শ্রবণে মহারাজ অতিশয় আনন্দিত হইলেন, তদনন্তর স্বয়ং ভূপতি সেই বিবাহের সমস্ত উৎযোগাদি করিয়া অতি সমাদরের সহিত তাঁহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিলেন। সেই বিবাহ যেরূপভাবে নিষ্পন্ন হইল, তাহা সামান্য রাজাগণের পক্ষেও ঘটিয়া উঠে না, নগর মধ্যে সপ্তাহকাল মঙ্গলসূচক নানাবিধ বাদ্যাদি বাজিতে লাগিল, ইহাতে রাজা ও রাণা অতিশয় প্রীত হইলেন।

এদিকে প্রধান অমাত্যবর বসরারাজকে ধৃত করিবার জন্য স্বয়ং বসরায় আগমন করিয়াছিলেন, সেই সারকাশে তিনিও আসিয়া বোকদাদে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ যেমন সেই দূত মুখে মন্ত্রী আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, অমনই আগ্রহ সহকারে মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎলাভ করিলেন। যখন মন্ত্রী কহিল, মহারাজ। বসরারাজের বিষ পানে মৃত্যু হইয়াছে, তখন তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন, কি? সে দুষ্টের মৃত্যু হইয়াছে? তাহার কর্ম্মোচিত ফল প্রদান করিতে পারিলাম না, ওঃ। এ আক্ষেপ আমার কখনই মোচন হইবে না? যাইহোক্, অমাত্যবর। এক্ষণে যথাস্থানেই এই দুষ্ট মন্ত্রীকে রক্ষা বিধানে যত্নবান হও, কল্য পূর্ণ সভাতেই ইহার বিচার কার্য্য শেষ করা হইবে। রাজাজ্ঞা প্রাপ্তেই অমাত্যবর চলিয়া গেলেন, এবং যথানিয়মে সেই মহা অপরাধি মন্ত্রীকে রাখিয়া দিলেন।

তদনন্তর যেমন পরদিনের দিবা প্রকাশিত হইল, অমনই অমাত্যগণ সকলেই রাজসভায় আসিয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগি-

লেন, সভা প্রাঙ্গণ অন্যান্য বহু বহু লোকের জনতায় একেবারেই পূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই সভায় বিবিধ শাণিত অস্ত্র শস্ত্রে চাকচক্যমান হইতেছিল, প্রতিহারীগণ সকলেই তীক্ষ্ণতলবার ধারণ করিয়া জনতা নিবারণ করিতেছিল, এমত সময়ে মহারাজ স্বয়ং আসিয়া সেই সভায় পদার্পণ করিলেন। সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আর সেই রাজসভার সোপান পর্য্যন্ত কত শত যোদ্ধাবেশ ধারী সৈন্যগণ সঅস্ত্রে তাঁহার শান্তি রক্ষা করিতে লাগিল, এমত সময়ে মহারাজ বোকদাদপতি সেই বোকদাদের সিংহাসনেই অধিরোহণ করিলেন। তখন সকলেই মহারাজের জয়নাদ উচ্চারিত করিতে লাগিল, দেখিলেন, সেই বসোরারাজের মন্ত্রী সম্মুখভাগেই অন্যান্য অপরাধিগণের সহিত লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কেহবা বিষন্ন বদনে রহিয়াছে, কাহার বা মস্তক অবনত, এমত সময় সেই সভায় আবুলকাসেম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপরাধি মন্ত্রী যেমন সেই আবুলকাসেমকে নিরীক্ষণ করিলেন, অমনই যেন জ্ঞান শূন্য হইয়া রহিলেন।

মহারাজ তখনই সেই সভাজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সভ্যগণ। তোমরা সকলেই শ্রবণ করিয়াছ, সেই বসরারাজের কতদুর অপরাধ, কিন্তু যদিও বসরারাজ বিষপানে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সে কেবল মাত্র এই দুষ্ট মন্ত্রীর মন্ত্রণা গুণেই। কারণ এ দুষ্টই এই আবুলকাসেমকে বিষদান করিয়া বিষম শোচনীয় ব্যাপার সংঘটন করায় ইহার সেই পাপের কারণই সেই বসরারাজ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। ইহার পাপে আজ বসরা নগরে প্রজাগণ আবুলকাসেমের শোকে হাহাকার করিতেছে, এর তাড়নায় বসরা নগর উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে। এ এই প্রকারে আরও যে কত কত ধনবান ব্যক্তির জীবন সংহার করিয়াছে, তাহা আর বলিতে পারি না, এক্ষণে এ দুষ্ট মন্ত্রীর কিরূপ দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য হয়, তাহাই তোমরা বল? সভাগণ উত্তর করিলেন, মহারাজ। ঐ বসরা রাজমন্ত্রী যেরূপ অপরাধে অপরাধি, উহার সেরূপ পাপের দণ্ড আর অপর কিছুই দেখিতেছি না? অগত্যা উহার জীবন সংহারই কিঞ্চিৎমাত্র দণ্ড। রাজা কহিলেন, যদি ইহার প্রাণ বিনা আর কোনরূপ দণ্ডই বিধান হইল না, তবে আমি আজ্ঞা করিলাম এখনই ঐ দুষ্ট মন্ত্রীর প্রাণ সংহার হোক। যখন মহারাজ স্বীয় মুখে এই আজ্ঞা প্রদান করিলেন; তখনই তাঁহাকে ঘাতক পুরুষেরা আসিয়া ধৃত করিল, এবং তাহার বধ্য স্থান সেই বিচার প্রাঙ্গণের সম্মুখ স্থানেই হইয়াছিল, তখনই তাহাকে সংহার উদ্দেশে সেই স্থানে উপস্থিত করিল। ঘাতক কুঠার লইয়া ঘাতনের উদ্‌যোগ করিতেছে, এমত সময়ে আবুল

কাসেম স্বয়ং দণ্ডায়মান পূর্ব্বক গলায় বসনাবৃত করিয়া যোড়হস্তে কহিলেন, হে ভূপেন্দ্র। আপনার যশসৌরভে জগত আমোদিত করিতেছে, আপনার গুণ গরীমার সীমা নাই, এক্ষণে নিজগুণে কৃপা করিয়া এই নির্দ্দয় রাজমন্ত্রীকে ক্ষমাদান করুন। আর ঐ ঘোর পাপিষ্ঠের রুধিরে এ ধরাকে কলুষিত করিবেন না? এক্ষণে যাহা হইয়াছে, এই ঐ দুষ্টের পক্ষে যথেষ্ট? কারণ উহার প্রাণ সংহার করিলেতো সকলই ঘুচিয়া গেল, জীবিত থাকিলে, সদতই উহার অন্তঃকরণ এই পরিতাপানলে দগ্ধ হইবে, এবং মর্ম্ম পীড়ায় উহার দেহ একেবারেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যের অনুতাপই গুরু পাপের প্রধান প্রায়শ্চিত্ত, অতএব উহাকে জীবিত রাখাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যখন পূর্ণ সভায় বসরা রাজমন্ত্রী ঐ আসন্নকালে সেই আবুল-কাসেম এইরূপ বাক্য নিয়োগ করিলেন, তখন সভাস্থ সকল লোকই আবুলকাসেমকে ধন্য ধন্য বলিয়া প্রসংসা করিতে লাগিল। মহী-পতিও তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া সম্বো-ধন করিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন, আবুলকাসেম। ধৈর্য্যগুণ বলিয়া যে কথাটী জগতে বাচা হইয়া থাকে, তাহা অদ্য তোমাতেই বর্ত্ত-মান দেখিলাম। তোমার সাধু ব্যবহারে আমি এবং এই সভাস্থ সকল লোকই সন্তুষ্ট হইয়াছে। তোমার এইরূপ ব্যবহারের পুরস্কার আর আমি কি দিব, এক্ষণে সেই বসরার সিংহাসন শূন্য রহিয়াছে, তুমিই তাহাতে বিরাজ করিয়া বসরার সিংহাসন সমুজ্জ্বল করগে। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবি করিয়া রাখুন, তুমি বসরার প্রজা পুঞ্জের যথা বিধানে হিত সাধন করিয়া কালহরণ করগে। এধরায় তুমিই যথার্থ ধর্ম্ম জ্ঞানী এবং তুমিই পাষণ্ড ও দুর্দ্দান্তগণকে যে কিরূপে শাসিত করিতে হয়, তাহা বিলক্ষণরূপে বিদিত। তদ্বাক্যে আবুলকাসেম কহিলেন, হে অনাথনাথ বোকদাদেশ্বর! এই বাক্যে আমি যথেষ্টই সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু এ পক্ষে আরও আপনাকে একটু অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে হইবে। আমার তো জীবন সংহারই হইয়াছি, আমি যাহাদের সহায়বলে আপনার নিকট এতদূর সম্মান প্রাপ্ত হইলাম, এক্ষণে আমার রাজ ছত্রের পরিবর্ত্তে সেই পরম ধার্ম্মিক আমি যুবরাজকেই সে সিংহাসন প্রদান করিলে, আমি প্রাকৃত যে সুখ তাহাই অনুভব করি। তাহা হইলে বালকেশী রাজ্ঞী হইবেন, আমি তাহা নিরীক্ষণে যে কতদূর সুখ অনুভব করিব, সে কথা আর এক মুখে বলিতে সমর্থ নহি। আমার রাজ্যের আবশ্যক নাই, এক্ষণে সেই জীবনদাতা ও জীবনদাত্রী উভয়ে রাজত্ব করিলেই আমি তাঁহাদের নিকট এ কৃতজ্ঞতায় বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতে পারিব, এই আমার একমাত্র আবেদন, এই হইলেই আমি আজীবন পর্য্যন্ত মহাসুখে কালযাপন করিতে পারিব।

এই বাক্য শ্রবণে মহারাজ হারুণ অলরসিদ আবুলকাসেমের প্রতি আরও সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার সেই সাধুবাদের যথোচিত প্রসংসা দান করিয়া কহিলেন, আবুলকাসেম। তুমি এই যে বাক্য নিয়োগ করিয়াছ, এরূপ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, নতুবা এমন কোন ধন নাই যে তোমার অমূল্য জীবন দানের প্রতিশোধ রূপ অন্য কোন পুরস্কার প্রদান করা হয়। আমি এখনই সেই বালকেশী ও আলি যুবরাজকে সেই সিংহাসন সমর্পণ করিলাম, ইহাতে আমার আর কোন মাত্রই দ্বিধা নাই। মহারাজ এই কথা বলিয়াই সেই আবুলকাসেমের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন চতুর্দ্দিক হইতে সাধু সাধু বলিয়া ধন্যবাদ হইতে লাগিল, এদিকে দামামার জয় জয় ধ্বনির সহিত সেই সভাভঙ্গ হইয়া গেল।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে পর, আবুলকাসেম একদিন আপনার গমন অভিলাষ স্বয়ং মহারাজকেই ব্যক্ত করিলেন, মহারাজ তাহাতে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া নানারূপ উপঢৌকন ও সেই দায়দানী সহকারে তাঁহাকে বিদায় দান করিলেন, এবং তাহার গমন সময়ে সেই বোকদাদ সহরের বড়ং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া রাখিয়া আসিলেন আবুলকাসেমও তাহাদিগকে বিসেষরূপে শান্তনা করিয়া স্বীয় আবাস ভূমি বসরায় যাত্রা করিলেন। বসরায় উপস্থিত হইয়া আবুলকাসেম সেই দায়দানীকে প্রাপ্ত হইয়া মহাসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন, বালকেশী ও আলি যুবরাজ ইহাঁরাও রাজ্যলাভে মহা আহ্লাদের সহিতই বসরার সিংহাসনে বিরাজ করিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন।

---

## রাজনন্দিনীর মন্তব্য।

ধাত্রী কহিলেন, হে রাজতনয়ে। এইতো আমি আপনার সমক্ষে এই উপন্যাসটী সংপূর্ণ করিলাম। আপনি স্পষ্টক্ষরে বলুন দেখি, এমন গল্প আর কি কখন কাহার মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন? পরিচারিকাগণ সকলেই স্বীকার করিল, না ধাত্রী মা! এমন গল্প আর আমরা কখনই শ্রবণ করি নাই, এ অপূর্ব্ব গল্প আপনি যেরূপ কীর্ত্তন করিলেন, ইহার সর্ব্বস্থানই উৎকৃষ্ট, ইহা শ্রবণে প্রসংশা ভিন্ন আর কখন মন্দ বলিবার যো নাই। ধাত্রী উত্তর করিলেন, ভাল। তোমরাতো সকলেই এই গল্প শ্রবণ করিলে, এক্ষণে বিশেষরূপে বল দেখি,

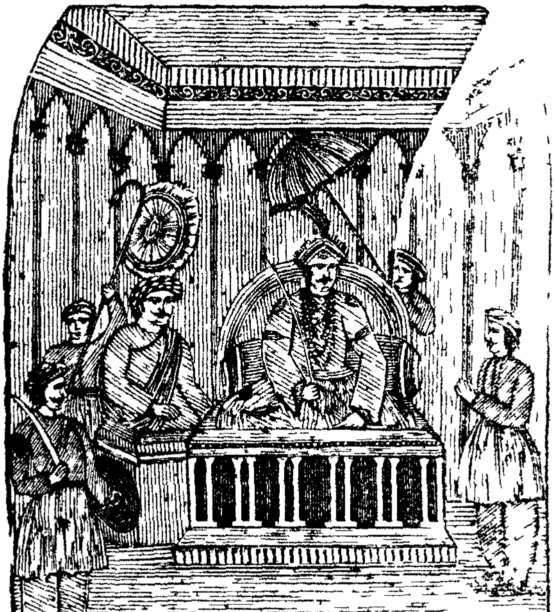
মহারাজ বোকদাদপতি, যুবরাজ আলি, ও বালকেশী, এবং দারদানী ও আবুলকাসেম ইহাদের মধ্যে কে অতিশয় প্রশংসনীয়। একজন সখী উত্তর করিল, ইহাতে আবুলকাসেমকেই প্রধান প্রসংসার পাত্র বলা যায়, কারণ তাহার যখন ধনসম্পত্তিতেও অহঙ্কারের লেশ মাত্র ছিল না, তখন তিনিও প্রসংসার পাত্র। আর একজন বলিল, হাঁ! আবুলকাসেম শিষ্টতায় ও ধৈর্য্যতায় সমধিক বটে, ইহা সহস্র গুণে স্বীকার করি। অপর সখী বলিল, কেন মহারাজ বোকদাদ ঈশ্বরের শেষ ব্যবহার কি নিন্দনীয়? তিনি তৎকালে আবুলকাসেমের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিযাছেন, তাহা সমস্তই প্রশংসনীয়। চতুর্থ সখী কহিল, তোমরা যতই যাহাকে শ্রেষ্ঠ অনুভব কর, কিন্তু আবুলকাসেমের প্রেমকে ধন্য বলিয়া মানিতে হয়, তিনি যে এত ঐশ্চর্য্য সুখেও সেই দারদানীর জন্য সুখী হইতে পারেন নাই, তাঁহার তখনও যখন সেই দারদানীর জন্য জীবন বিয়োগ হইতেছিল, তাহাতে তাঁহার প্রেমকে ধন্য বলিয়া প্রশংসা কেনই বা না করা যাইতে পারে? তাহাতে ধাত্রী কহিলেন সখি! তুমি ইহার সার মর্ম্ম যথার্থ অবগত হইয়াছ, জগতে পুরুষজাতী সহজেই অবিশ্বাসী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু এত ঐশ্বর্য্য ভোগেও যখন তাঁহার মনে সেই দারদানীর গাঢ় প্রেমের উদয় ছিল, তখন সেই আবুলকাসেমকে কেনই বা না প্রশংসনীয় বলা যাইতে পারে ইহাতে আবুলকাসেমই যথার্থ প্রশংসনীয়।

রাজকন্যা এ পর্য্যন্ত কোনরূপই উত্তর দান করেন নাই, যখন ধাত্রী ও সখীগণ পর্য্যন্ত সেই আবুলকাসেমেরই প্রশংসা করিতে লাগিল, তখন তিনি কহিলেন, সখীগণ; তোমরা কি প্রকারে সেই আবুলকাসেমেরই ভূয় ভূয়, প্রশংসাবাদ করিতেছ? তিনি যখন দারদানীকে হৃদয়ে রাখিয়াও সেই সামান্য রূপসী বালকেশীর জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাহার প্রশংসা আর কেমন করিয়া করিব? আমি তাঁহার সে প্রেমকে প্রসংশা করিতে পারি না, যথার্থ প্রেম কি পুরুষে রক্ষা করিতে পারে।

ধাত্রী বলিলেন, রাজবালা বলেন কি? পুরুষে যথার্থ প্রেমিক নাই? তবে আমি আর একটী উপন্যাস বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পুরুষ জাতি কতদূর প্রেমিক তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, এই বলিয়া ধাত্রী আর একটী গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।

# চীনরাজ ও চিরস্থানি রাজকন্যার কথা।

ভারতভূমির ঈশান প্রদেশে একটী চীন নামক মহা সাম্রাজ্য আছে, তথায় রাজবনসাহ নামে এক নৃপতি বাস করিতেন। তিনি যেমন সত্য ব্রত, তেমনই ধর্ম্মপরায়ণ ও তেমনই নির্ভিক ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহার রূপের পরিসীমা ছিল না, বিস্তৃ য় সর্ব্বদেশই পরাজয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই এক ব্রতসঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যে কখন স্ত্রীসংসর্গে কালযাপন করিবেন না। অর্থাৎ স্ত্রীলোক অতিশয় চঞ্চল-মতি ও নীচপ্রবৃত্তি, সেই স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ কখন করিব না। তিনি সর্ব্বদাই রম্য কাননে বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহার মৃগয়া বিষয়ে অতিশয় গাঢ় অনুরাগ ছিল।



চীনাধিপতি স্বীয় মন্ত্রীর সহিত মৃগয়া যাত্রার পরামর্শ করিতেছেন।

একদা তিনি মৃগহনন কামনা করিয়া স্বীয় অমাত্য ও অন্যান্য বহুসংখ্যক সেনা সমভিব্যাহারে ঘোর অরণ্য মধ্যে যাত্রা করিলেন এবং তথায় শিবিরাদি সংস্থাপন করিয়া যত্নসহকারে মৃগের অন্বেষণ করিতে

লাগিলেন, কিন্তু দৈববশতঃ আর কোনখানে একটীও মৃগের অন্বেষণ পাইলেন না, ক্রমে অতিশয় পর্য্যটন বশতঃ মহারাজ স্বয়ং ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মধ্যাহ্ণ রবির উত্তাপ আর তাঁহার সহ্য হইল না, তিনি নিতান্ত গমনে বিরত হইয়া একটী তরুতলে উপবেশন করিলেন। মন্ত্রীও তৎস্থানে উপবেশন করিলেন রাজা মন্ত্রীকে কহিলেন, মন্ত্রী-বর! এই এক আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিতেছি এমন গভীর কানন, এত অন্বেষণ করিলাম, তথাচ কি একটীমাত্র মৃগেরও সন্ধান প্রাপ্ত হইলাম না? এমন তো কখনই ঘটে নাই। মন্ত্রী বলিলেন, রাজন। এ কানন মধ্যে অধিক মৃগ থাকিবারই সম্ভব, কিন্তু আমাদের যে একটী মৃগও দৃষ্টিপথে পতিত হইল না, এ কেবল দৈব বিড়ম্বনাই বিবেচনা করিতে হইবে। চলুন, অদ্য শিবিরাভিমুখেই গমন করি, কল্য প্রত্যুষেই আবার মৃগের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। উভয়ে বসিয়া এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিতেছেন. এমত সময়ে মহারাজ স্বয়ং শ্রবণ করিলেন, যেন অতি নিকটস্থ কোনস্থানে সুস্বরধ্বনি নূপুর বাদন হইতেছে। তিনি সেই শব্দ শ্রবণে যেমন সহসা ইতঃস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনই দেখিলেন তাঁহারই পশ্চাৎদেশে অতি সামান্য দুরবর্ত্তি স্থানে একটী স্বর্ণবর্ণময়ী মৃগ নব নব তৃণদল ভক্ষণ করিতেছে, আর মহানন্দে নৃত্য করিতেছে। রাজা তাহা নিরীক্ষণে অতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং তখনই স্বীয় মন্ত্রী প্রতি কহিলেন, মন্ত্রীবর। দেখ দেখ ঐ কেমন একটী মনোহর মৃগ বিচরণ করিতেছে? হায়! এমন নয়নপ্রদ মৃগতো কখন দৃষ্টিগোচর করি নাই। মন্ত্রী নিরীক্ষণেই কহিলেন, মহারাজ। আপনি উতলা হইবেন না, ঐ মৃগীকে আমি যেরূপ নিরীক্ষণ করিতেছি, উহা যে কোন সামান্য মৃগী হইবে, এমন অনুভব হয় না। মহারাজ! বলুন দেখি, মৃগের আবার পৃষ্ঠদেশে কোনকালে হীরক খচিত রত্নাসন দৃষ্ট করিয়াছেন? আর কোন মৃগেরই বা চরণ প্রদেশে স্বর্ণমণ্ডিত নূপুর দেখিয়াছেন? এই ভয়ানক কানন প্রদেশ, এখানে কে ঐ মৃগকে ঐরূপে সজ্জিত করিয়া দিবে? মহীপাল কহিলেন, মন্ত্রীবর! আমার অনুমান হয়, ঐ মৃগটি কাহারো পালিত মৃগই হইবে, রক্ষকের অসাবধানতা প্রযুক্তই এই কাননে আসিয়াছে, সেই জন্যই ঐরূপ বেশ ভূষায় সজ্জিত দেখিতেছ। যাইহোক্, মন্ত্রি! কিন্তু আমি ঐ মৃগটীকে অবশ্যই ধৃত করিব। এই বলিয়া মহারাজ তখনই অশ্বারোহণে ধাবিত হইলেন, গমনকালে মন্ত্রীকে এই মাত্র বলিয়া গেলেন, দেখ মন্ত্রি। তুমি এই সীমা রক্ষা কর, আমি অগ্রগামী হইয়া সম্মুখদেশ রক্ষা করি, সৈন্যগণকে কহিয়া দেও যেন তাহারা দক্ষিণ ও বাম ভাগ রক্ষা করে। কিন্তু দেখিও ঐ মৃগকে কোনরূপ অস্ত্রাঘাত করিতে পারিবে না। উহাকে একেবারেই বন্ধি করিতে হইবে যদি মৃগীর কোনরূপ প্রাণঘাতন হয় তবে তোমারও

ঐ মৃগের সঙ্গে প্রাণঘাতন হইবে, আর যদি কোনরূপ কৌশলে বন্ধি করিয়া দিতে পার, তবে তৎকারণ তোমাকে বিশেষরূপ পুরস্কার দেওয়া যাইবে। এই বলিয়া মহারাজ অশ্বকে তখনই কষাঘাত পূর্ব্বক বেগে ধাবিত হইলেন। কুরঙ্গী যেমন দেখিল, মহারাজ অশ্বচালনা করিয়াছেন, অমনি সেও ক্রমে লম্ফে লম্ফে দূরস্থানে ধাবিত হইতে লাগিল। মহারাজ দেখিলেন, মৃগী ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল, তিনিও অশ্ববরকে কষাঘাত পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবিত হইতে লাগিলেন। মৃগী তাহা নিরীক্ষণে তখন এমনই দ্রুতবেগে ধাবিত হইল, যে তাঁহার গমনের অগ্রগামী হইয়া একেবারে তাঁহার নেত্র পথের অতীত হইয়া গেল। মহারাজ যখন মৃগীকে অদৃশ্য হইলেন, তখন তিনি সেই মৃগীকে ধরিবার আশা জলাঞ্জলি দিয়া অতিশয় সন্তাপিত হইলেন, এবং মনে মনে মহা আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি যার আশায় এত যত্নবান হইলাম, সে আশায় আমাকে একেবারেই বঞ্চিত হইতে হইল? আমি যার জন্য এত শ্রম স্বীকার করিলাম, তাহার কোন ফলই সফলিত করিতে পারিলাম না?

এদিকে রাজমন্ত্রীও স্থির দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, যখন দেখিলেন, মৃগী ক্রমে অগ্রসর করিতে লাগিল, এবং মহারাজও তাহার পশ্চাৎগামী হইতে লাগিল, তখন রাজমন্ত্রীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অশ্বারোহণে ক্রমাগতই গমন করিতে লাগিলেন, যখন বহুদূর অতিক্রম করিলেন, তখন দেখিলেন, মহারাজ অশ্ববেগ সম্বরণ করিয়া একস্থানে স্থিরচিত্তেই দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, কিন্তু মৃগ আর দৃশ্য হইতেছে না। মন্ত্রী তখনই তাঁহার সম্মুখভাগে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, মন্ত্রীকে অবলোকন মাত্রেই মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রীবর! তুমি দেখিয়াছ! মৃগী কোনদিকে পলায়ন করিয়াছে? মন্ত্রী কহিলেন, "রাজন! আমরা তো চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াই আসিতেছি, কিন্তু মৃগী যে কোন সীমায় লুক্কায়িত হইল, তাহার তো কোনরূপই স্থির করিতে পারিতেছি না। তদনন্তর উভয়েই গমন করিতে লাগিলেন, ক্রমে উভয়েই যাইয়া একটী নদীতটে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, সেই মৃগী সেই নদীর তটে একটী তরুতলে শয়ন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছে। যখন সহসাই উভয়ে সেই তরুতলে মৃগীকে বিশ্রাম করিতে দেখিলেন, তখন তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না, মহীপাল কহিলেন, মন্ত্রীবর! অনুমান করি, এই মৃগী যে আমরা সহসাই ধারণ করিব, এরূপ সম্ভব নয়? আর চিন্তা করিলেই বা কি হইবে, আইস এইখান হইতেই ঐ মৃগবধ উদ্দেশে শর সন্ধান করি। এই কথা বলিয়া রাজন আর অপেক্ষা করিলেন না, তখনই সেই মৃগী

বধ উদ্দেশে যেমন একটী শর ক্ষেপণ করিলেন, অমনই সেই মৃগী সেই তরুতল হইতে এমনই বেগে ধাবিত হইল, যে সে একেবারেই সেই স্রোতস্বতীর অগাধ সলিলে পতিত হইয়াই মিশাইয়া গেল। মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! এ উত্তম সুযোগ হইয়াছে, মৃগী ভয়ে ভীতা হইয়া এক্ষণে জলমধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে। আইসুন, এই বেলাই উহাকে ধৃত করা যাউক। এই বলিয়া উভয়েই সেই অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং উভয়েই সেই নদীতীরে অবতরণ করিয়া সেই মৃগীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বিধিমতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মৃগীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ আর কিছুতেই সেই মৃগীর অন্বেষণ পাইলেন না। কি করিবেন, অবশেষে উভয়েই নিরাশ হইয়া সেই নদী হইতে উত্থান করিয়া স্বীয় স্বীয় আর্দ্র বসন পরিবর্ত্তন করিলেন। তখন মন্ত্রী উত্তর করিলেন, মহারাজ! আমি তখনই বলিয়াছিলাম, যে এ মৃগ সামান্য বলিয়া জ্ঞান হইতেছে না, ইহাকে ধৃত করা নিতান্তই কষ্টকর হইবে। এখন নিশ্চয় অনুমান হইতেছে ওটী কখনই মৃগ নহে, ওটী কোন রাক্ষসীই হইবে, কেবলমাত্র আমাদিগকে প্রতারণা করিবার কারণই মৃগবেশ ধারণ করিয়া বনে বিচরণ করিতেছিল। মহীপাল কহিলেন, ইহা এখন আমারও সংপূর্ণই অনুভব হইতেছে, নতুবা মৃগ কি কখন জলমধ্যে লুক্কায়িত হয়? মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! যদি এখন আপনার এরূপ ভ্রম অপনিত হইয়া থাকে, তবে কেন আর ঐ মৃগের কারণ এখানে কালহরণ করিবেন। আইসুন, আমরা ঐ মৃগের প্রত্যাশা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া শিবিরাভিমুখে যাত্রা করি। কারণ ঐ দেখুন, বেলাও প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, যদি দেখিতে দেখিতেই এইখানে নিশা উপস্থিত হয়, তবে রাক্ষসী যে নিশাকালে কিরূপ অনিষ্ট উৎপাদন করিবে, তাহা আর বলিতে পারা যায় না। মহীপতি কহিলেন, মন্ত্রীবর! তুমি যে কথা বলিলে তাহা প্রত্যক্ষ রূপই বটে, কিন্তু তথাচ উহার আশা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কারণ মৃগী যখন জল মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছে তখন উহাকে অবশ্যই উত্থান করিতে হইবে অনুমান করি আমরা সেই কালেই উহাকে সামান্য পরিশ্রমেই ধারণ করিতে পারিব, এ জন্য আমি গমনে কিছুতেই বাধ্য হইতে পারিতেছি না। যদি বল বিপদ উপস্থিতের সম্ভব, তা মৃগ ঘাতন বিষয়ে ওরূপ আশঙ্কা করিতে গেলে, আর মৃগয়া করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ রজনী আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব, তুমি সৈন্যগণকে অনুজ্ঞা কর, উহারা শিবিরমধ্যে অবস্থান করিয়া অদ্য নিশি বঞ্চন করুক গে। মন্ত্রী কি করিবেন, অগত্যা রাজ বাক্যই পালন করিলেন, কিন্তু তিনিও

আর শিবিরে গমন করিতে পারিলেন না, সে রজনী তিনিও সেই মহীপতির সহিতে সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ক্রমেই দিবা অবসান হইয়া আসিলেন, উভয়েই সেই নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া নানারূপ মিষ্টালাপে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে দেখিতে দেখিতেই তপনদেব অস্তাচলে অস্তমিত হইলেন, ক্রমে বিকট হাসিনী যামিনী উদিত হইয়া, সমস্ত ভুবন তিমির জালে আচ্ছন্ন করিল। তখন মহীপাল কহিলেন, মন্ত্রীবর। আমি আজ সমস্ত দিবস গুরু পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর স্থির হইতে পারিতেছি না, তুমি স্বয়ং জাগ্রত থাকিয়া নদী নীরে নিরীক্ষণে যত্নবান হও, আমি ক্ষণেককাল জন্য শয়ন করিয়া বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করি। কিন্তু মন্ত্রীবর। অতি সাবধানের সহিতই লক্ষিত করিও, যেন মৃগ কোন গতিকে উত্থান করিয়া আর পলায়ন করিতে না পারে। বলিয়া রাজন তখনই মৃত্তিকাশয্যায় শয়ন করিয়া বিশ্রামলাভ করিতে লাগিলেন, অবিলম্বেই তিনি শ্রমবশতঃ ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। মন্ত্রী রাজাজ্ঞায় উপবেশন করিয়া সেই নদীনীর একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী অনেক্ষণ পর্য্যন্ত সেই নীর নিরীক্ষণেই অতীত করিলেন, কিন্তু তিনিও সেই মৃগের উদ্দেশে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, অবশেষে তিনিও সেই মহীপালের একপার্শ্বে শয়ন করিলেন। এইরূপে উভয়েই নিদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছেন, এমত সময়ে সহসা নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র, সেই স্থানে বাদন হইতে লাগিল। সেই বাদ্য শব্দে রাজা ও মন্ত্রী উভয়েরই নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল, উভয়েই নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখভাগেই একটী মনোহর অট্টালিকা শোভা পাইতেছে এবং সেই পুরীটী দিব্য আলোক মালায় রঞ্জিত রহিয়াছে ও সেই পুরীটির অভ্যন্তর হইতেই সেই সকল বাদ্যের মধুর শব্দ উত্থান হইতেছে। তখন নৃপাল অতিশয় বিস্ময় সহকারে কহিলেন, মন্ত্রি! আমরা যৎকালে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলাম, তৎকালে কৈ তো এ পুরী আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয় নাই? এখন সহসাই বা ঐ পুরী কোথায় হইতে দেখা যাইতেছে, এবং ঐ পুরী কেই বা মনোহর সাজে সজ্জিত করিল, কাহারই বা ঐ পুরী অভ্যন্তরে নানাবিধ শ্রুতি প্রদ গীতসমূহ কীর্ত্তন করিতেছে ইহার কিছুইতো অনুভব করিতে পারিতেছি না? ইহার গূঢ় কারণ কি তাহা কি তুমি বলিতে পার? আমার অনুভব হইতেছে দেব কি দানব, অথবা কোন গন্ধর্ব্ব, কি কোন মহাপুরুষ ঐ স্থানে যোগবলে ঐ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া আপনার অভিলাষ

পূর্ণ করিতেছেন? যাইহোক, তুমি যদি ইহার বিশেষ কারণ কোনরূপ অবগত থাক, তবে আমার সমক্ষে প্রত্যক্ষরূপে বর্ণিত করিয়া আমার এই দারুণ সংশয় অপনদন কর। তদ্বাক্যে মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! আমিতো কখনই এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করি নাই, অনুমান করি, কোন মায়াবিনীরাই আমাদিগকে প্রতারণা মানসে এইরূপ মায়াজাল বিস্তার করিতেছে। এইরূপ বলিয়া মন্ত্রী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির ভাবেই রহিলেন, পরে রাজা কহিলেন, মন্ত্রীবর। এ সময় নিশ্চিন্ত ভাবে থাকিবার সময় নহে। বিপদকালে মনুষ্যের পুরুষোচিত কার্য্য করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় হইয়া থাকে? আইস, আমরা সাহসে নির্ভর করিয়া ঐ পুরীর মধ্যে প্রবেশ করি, এবং ঐ অত্যদ্ভুত ঘটনার হেতু কি, তাহা জানিয়া আসি। তাহাতে কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা হয় তবে প্রথমতঃ তাহার বিশেষরূপ চেষ্টা করিব, তদনন্তর অদৃষ্টে যা থাকে, তাহাই ঘটিবে? তাহা বলিয়া যে, বিপদ ভাবি আশঙ্কা করিয়া এই স্থানেই থাকিব, ইহা কখনই হইবে না? প্রাণ যায় তাহাতেও কুণ্ঠিত নহি মন্ত্রী যখন দেখিলেন, মহারাজ একেবারেই স্থির প্রতিজ্ঞা হইয়াছেন, আর কিছুতেই বাধা মানিবেন না, তখন মন্ত্রীও তাঁহার অনুগমনে স্বীকৃত হইলেন। তদনন্তর উভয়েই সেই পুরী উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, যৎকালে পুরীর দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, সেই পুরীর দ্বার একেবারেই মুক্ত রহিয়াছে। তখন মহীপাল আর কোন মাত্রই আশঙ্কা করিলেন না, মহীপাল অসাধ্য সাহসেই সেই পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর একটী গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই গৃহেতে আলোকমালায় পূর্ণিত রহিয়াছে, এবং সেই গৃহের চতুঃসীমাতেই বিবিধ রত্নখচিত কয়েকখানি সিংহাসন বিরাজ করিতেছে কিন্তু আলোকের জ্যোতিতে সেই সিংহাসনস্থ রত্নসকল যে কিরূপ মনোহর দেখাইতেছে, তাহা আর বলিবার সাধ্য নাই। সহসা দেখিলেই বোধ হয়, যেন গগণস্থ তারাগণ গগণমার্গ ত্যাগ করিয়া সেইখানেই বিরাজ করিতেছে। গৃহটী অতি শীতলপ্রদ নানারূপ সৌগন্ধে আমোদ করিতেছে, গৃহ ভিত্তীর চতুঃসীমায় নানারূপ চিত্র বিচিত্র মূর্ত্তি সকল বিরাজ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে একটীমাত্রও প্রাণী নাই।

মহীপতি তাহা নিরীক্ষণে আর সে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন না, তাহারই পার্শ্বস্থ একটী গৃহ দেখিতে পাইলেন, তাহারও দ্বারদেশ মুক্ত ছিল, মহীপাল সেই গৃহেই প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় দেখিলেন, একখানি হীরক খচিত সিংহাসনোপরি একটী সংপূর্ণ যৌবনা ললনা উপবিষ্টা রহিয়াছেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ বহুমূল্যবান অলঙ্কার

সকল প্রদীপ্ত করিতেছে। তাহার চতুঃপার্শ্বে আর আর যে কত শত কামিনীই রহিয়াছে, সকলে পরমাসুন্দরী ও সুশ্রী, তাহাদের অঙ্গেও নানাবিধ অলঙ্কার বিরাজ করিতেছে, কিন্তু সকলেই সংপূর্ণ যৌবনা ললনা। ফলতঃ তাহারা প্রতি জনেই এক একটী বাদ্যযন্ত্র সহকারে অতি মনোহর স্বরে সঙ্গীতালাপে প্রমত্ত রহিয়াছে। মহীপতি যখন এই রূপে সেই সকল অলোকসামান্যা ললনাগণের বদন সুধাকর দৃষ্টি করিলেন, তখন রাজন একেবারে কন্দর্পবাণে আহত হইয়া তাহাদেরই দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার মনোমধ্যে এই চিন্তা বলবত হইয়া উঠিল, যে কেমন করিয়া তাহাদের সহ বাক্যালাপ করিবেন, কেমন করিয়াই বা তাহাদের সহ প্রেমালাপ করিবেন, কেমন করিয়াই বা তাহারা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবে। এইরূপ চিন্তায় মহীপতি স্থিরভাবেই দণ্ডায়মান রহিলেন। কন্যাগণ মহীপতিকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া যেরূপ সঙ্গীতাদি আলাপ করিতেছিল, তাহা একেবারেই বন্ধ করিয়া দিল। নরনাথ তখন থাকিতে পারিলেন না, একেবারেই সাহসে নির্ভর করিয়া সেই সিংহাসনস্থিত ললনাকেই কহিলেন, হে ত্রিভুবন বিমোহনকারী ললনে। তুমি যে এই জনশূন্য স্থানে এই গভীর যামিনী সময়ে একাকী সিংহাসনে বিরাজ করিতেছ, আর এই সখীগণ সহ পরিবৃত হইয়া, মনোহর সঙ্গীতাদি আলাপ করিতেছ, ইহার হেতু কি? তোমার কি এ পর্যান্ত পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন হয় নাই? সাহংশাক্, ইহার মর্ম্ম কি, তাহা আমাকে বলিতেই হইবে?

যখন মহীপতির এইরূপ অনুতাপসূচক বাক্য যুবতী শ্রবণ করিল, তখন সেই ললনা চন্দ্রবদনে সুধাষিক্ত অদ্ধ হাস্য প্রকাশ করিয়া কহিল, হে রাজন! আপনি যে ইতিপূর্ব্বে একটী স্বর্ণাকৃতি কুরঙ্গীকে কানন প্রদেশে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই কুরঙ্গী রূপে আমিই বিরাজ করিতেছিলাম, এই কানন আমারই বিচরণ স্থান, আমি ঐরূপ কুরঙ্গী বেশে সচরাচরই এই কাননে বিহার করিয়া থাকি। নরপতিগণ আমাকে দেখিলেই বন্ধনের আকাংক্ষা করেন, আপনিও যেমন আমাকে হরিণীবেশ অবলোকন করিলেন, অমনই ধরিবার জন্য বহুরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আপনাকে অদেখা হইয়াও পুনর্ব্বার দর্শন দিয়া একেবারে নদীজলমধ্যে নিক্ষিপ্ত পূর্ব্বক অন্তর্হিত হই, কিন্তু তাহাতেও আপনি নিরাশ হইলেন না, আমারই প্রত্যাশায় এই যামিনী কালেও এই বিজন কাননে বিরাজ করিতেছেন, বাস্তবিক আমি হরিণী নহি, আমি এক কামিনী। নরনাথ যখন এই সকল সুধানিন্দিত বাক্য গুলি সেই ললনার অধরচন্দ্রে শ্রবণ করিলেন, তখন

অতিব বিস্ময় সাগরে মগ্ন রহিলেন। পরে অতি মৃদু মধুর বাক্যে বলিলেন, হে সুহাসিনী ললনে। আর অধিক কি বলিব, এক্ষণে তোমার এই সুধাষিক্ত বাক্যগুলি শ্রবণে আমি অতিশয় বিস্ময় জ্ঞান করিতেছি। কারণ তোমার মায়া অতি চমৎকার, এক্ষণে স্পষ্টই অনুভব হইতেছে যে, এ যে সমস্ত কাণ্ড অবলোকন করিতেছি, এ সমস্ত মায়া দ্বারা হইয়াছে। তবে আমার যে মনে গূঢ় আশা ছিল, তাহা একেবারেই নৈরাশ হইল? আমি যাহা মনে করিয়া সততই আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিলাম, আমার সে আনন্দ নিরানন্দ হইল? ললনা হাস্য করিয়া কহিল, মহারাজ। অন্যান্য যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহা সমুদায়ই মায়াময় বটে, কিন্তু এক্ষণে যেরূপ আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, এইরূপই আমার প্রকৃত রূপ। অধিক কি বলিব, আমার এইরূপ রূপই সদাকাল থাকে, কিন্তু আমি জন্ম গ্রহণ সময়াবধি ঈশ্বরের নিকট এইরূপ বরলাভ করিয়াছি যে, আমি যখন যে রূপ ধারণ করিতে অভিলাষ করি, ইচ্ছানুসারে তখনই সেই রূপ ধরিতে পারি। এই কথা বলিয়া সেই দিব্যাঙ্গনা ললনা আর অপেক্ষা করিল না, তখনই সেই সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মহীপতির করপদ্ম স্বীয় করকমলে ধারণ করিয়া, আর একটী গৃহে লইয়া উপস্থিত করিল। রাজমন্ত্রীও মহীপতির অনুসরণ করিতেছিলেন, তখনই কামিনী সেই ঘরে উভয়কেই বসাইয়া নানারূপ খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিল। পরে অনেকরূপে ভোজনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু মহীপতি যদিও অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছিলেন, তথাচ নানাবিধ সেই পানীয় ও আহারীয় সামগ্রী সম্মুখে থাকিতেও তিনি কিঞ্চিৎমাত্র ভক্ষণ করিলেন না, কেবল মাত্র সেই ললনার অধরদেশ দর্শনেই মহা তৃপ্তজ্ঞান করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী সেই সকল ব্যাপার অবলোকনেই অতীব ভীত হইয়াছিলেন, তৎকারণ তিনিও তাহা কিঞ্চিৎমাত্রও আস্বাদনে সাহসীত হইলেন না। বিদ্যাধরী তাঁহাদের সে ভাব নিরীক্ষণে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে মহাত্মনদ্বয়। আপনারা ভোজন বিষয়ে কোনরূপ লজ্জা কি ভয় করিবেন না, আপনারা ইচ্ছানুযায়ী ভোজন করুন। আমি অপ্সরা জাতি, আমি আপনাদের সঙ্গে আর কি ভোজন করিব, আমার ভোজন উহারই ঘ্রাণে হইয়াছে। আমরা সর্ব্বকাল দ্রব্যের আস্বাদন ঘ্রাণ দ্বারাই করিয়া থাকি। যখন ললনা এইরূপ ভাবে উভয়কেই বুঝাইয়া দিলেন, তখন রাজা ও মন্ত্রী উভয়েই সকল দ্রব্য মনের সুখে ভোজন করিলেন। এদিকে যেমন ভোজন কার্য্য সমাপন হইয়া গেল, অমনই সেই যুবতীর একটী পরিচারিকা স্বর্ণপাত্র করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সুরা আনিয়া দিল, যুবতী তখনই সেই সুরা-

পাত্রের কেবলমাত্র ঘ্রাণ আঘ্রাণ লইল, এমন কি তাহাতেই সে ললনার মহা আনন্দ বর্দ্ধন হইয়া উঠিল, কামিনী অমনই সেই মহীপতির সহিত নানারূপ হাস্য পরিহাস্য করিতে আরম্ভ করিল। পরে নরনাথকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজন। আপনি যদিও নরজাতি, আমাদের অপেক্ষায় হীনর্ব, তথাচ আমি প্রণয় অনুরাগে এতদূর অনুরক্ত হইয়াছি, যে আপনাকে এক্ষণে একতিল নয়ন অতীত করিলেই আমার দারুণ কষ্ট হইয়া উঠিবে। যাইহোক, আপনি আজ মৃগ শিকার করিতে আসিয়া উত্তম মৃগকেই সুধাষিক্ত বাক্য বাণে একেবারেই স্বীকার করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! আমি বড় সামান্যা ললনা নহি, আমি যে কে তাহা আপনাকে এক্ষণে প্রকৃতরূপে পরিচয় প্রদান করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহাসমুদ্রতটসন্নিদ্ধ একটী চিরস্থান নামক সুপ্রসিদ্ধ দ্বীপ আছে, তথায় যাবতীয় দৈত্য অপ্সরা ও কিন্নরাদি জাতীরাই বসবাসাদি করিয়া থাকেন। তথায় মানবগণ কখনই গমন করিতে পারে না, সেখানে দৈত্য প্রভৃতি যে কয়েক জাতীর অধিবাস, তন্মধ্যে দৈত্যগণই প্রধান। দৈত্যগণই মহাপ্রতাপী, সেখানে দৈত্যগণেরই প্রভুত্ব অধিক। দৈত্যগণ যাহা মনে করেন, সেখানে তাহাই ধার্য্য হইয়া থাকে, অন্যান্য জাতিগণ সেই দৈত্যগণের অভিমত ব্যতীত আর স্বীয় মত চালাইতে সক্ষম নহেন। মহারাজ। বলিব কি? আমি সেই দ্বীপাধিপতি দৈত্যরাজেরই দুহিতা, আমার নাম চিরস্থানী। আমি একে ভূপাল তনয়া, তাহাতে পিতার আমি একমাত্র কন্যা, সে জন্য পিতা আমাকে কিরূপ স্নেহ করিতেন, তাহা আর বলা বাহুল্য মাত্র। যখন আমি সমস্ত বিদ্যাদিতে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিলাম, তৎকালে আমি মানবগণের ইতিবৃত্তপাঠে মানব দ্বীপ দেখিবার জন্য অতিশয় অভিলাষি হইলাম, কিন্তু আমি কোনরূপেই আর অভিলাষ পূর্ণ করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হই নাই। অতি অল্প দিন হইল, সেই আশা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত এই মানবদ্বীপে আসিয়া সমস্ত মানব নগর ভ্রমণ করিতেছি। প্রায় আমি নগর গ্রাম, অরণ্য মানবদ্বীপের সমস্তই নিরীক্ষণ করিয়াছি, নদনদী পর্ব্বত আর দেখিতে কিছুই বাকী নাই, সংপ্রতি প্রত্যাগমন মানসে এই কাননটী অতিক্রম করিতেছিলাম, ইতি মধ্যেই আপনাকে অশ্বারোহণে অবলোকিত করিলাম। আপনি মৃগোদ্দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, আমি আপনার ঐ মনোহর কান্তি দেখিয়া একেবারেই বিমোহিত হইলাম! একবার চিন্তা করিলাম, আমরা অপ্সরাজাতী, মনুষ্য জাতীর প্রণয়ে আবদ্ধা হইলে, অনেক বিষয়ে

নিন্দার কারণ হইবে, কিন্তু আপনার রূপ সাগরে এমনই নিমগ্ন হইয়াছিলাম, যে আমার লজ্জা একেবারেই দূর হইয়া গেল। আমার মন ক্রমেই আপনার উপর আকৃষ্ট হইয়া উঠিল শেষে আপনাকে যে কিরূপে মুগ্ধ করিব, এই ভাবিয়া আমার প্রত্যাগমন আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আপনারই সম্মুখ ভাগে যাইয়া সেই স্বর্ণ মৃগরূপে অবতীর্ণা হইলাম। আপনি আমার সেই আশ্চর্য্য মৃগীরূপ দেখে একেবারেই মুগ্ধ হইয়া উঠিলেন, পরে আমাকে ধৃত করিবার জন্য আমারই পশ্চাৎদেশে ধাবিত হইলেন, আমি আপনার মন বুঝিবার জন্য একেবারেই নদী নীরে নিমগ্ন হইলাম। আপনি আমাকে জলমধ্যেও অনেক অনুসন্ধান করিলেন, শেষে তাহাতেও যখন কোনরূপ সন্ধান করিতে পারিলেন না, অগত্যা আমাকে ধৃতের অভিলাষে সেই নদীতীরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাশয়! বলিব কি? আপনি যখন আমার জন্য এতদূর কষ্ট স্বীকারে প্রবর্ত্ত হইলেন, তখন আমি নিশ্চয় জ্ঞান করিলাম, আমার আশা যে অচিরেই সংপূর্ণ হইবে, ইহাত আর অনুমাত্র সংশয় নাই। যখন যামিনীকাল আগত হইল, তখন মনে চিন্তা করিলাম, আপনি স্বয়ং গমন করিয়া আপনার নিকট মনোভাব প্রকাশ করিব, তদনন্তর মনে করিলাম, সহসাই যে গমন করিব, যদি কোনরূপ ইহাতে বিঘ্ন উৎপাদন হয়, না তাহা কখনই সম্ভব নয়? এই ভাবিয়া তখনই স্বীয় অপ্সরা পরিচারিকাগণকে কহিলাম, সখীগণ! তোমার এ সময় আমার একটু উপকার কর, ঐ যে রাজপুত্র ভূম্যাসনে বসিয়া এক দৃষ্টে নদীনীর নিরীক্ষণ করিতেছেন, তৎসন্নিধানে রাজমন্ত্রীও উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তোমরা সকলে মিলিয়া উহাঁদের অঙ্গে শান্তিকর বসন্তানীল বরিষণ করগে। তাহারা মদ্বাক্যে তখনই সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিল, আপনারা উভয়েই সেই সৌগন্ধ বসন্তানীল সংস্পর্শে একেবারেই নিদ্রাতুর হইয়া সেই ভূশয্যায় শয়ন করিয়াই নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। আমি সেই সাবকাশে এই আশ্চর্য্য পুরি নির্ম্মিত করিলাম এবং আপনার মন হরণ কারণে সেই কালেই এই মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐ অপ্সরা পরিচারিকাগণকে সঙ্গীত আলাপনে আজ্ঞাদান করিলাম। যাইহোক রাজকুমার! আমার প্রকৃত রূপই এই, ইহাতে আর কোনরূপ কৃত্রিম নাই, কিন্তু যুবক! আমি যতই কেন সুন্দরী হই না, আপনার ঐ রূপের এক অংশও হইব না। অধিক কি কহিব, আপনার ঐ সুমোহনরূপ নিরীক্ষণ করিয়া আমার জাতী গরিমা ও সৌন্দর্য্য গরিমা আর কিছুই রহিল না। সুনবীন যৌবনভরে ভারাক্রান্ত হইয়া নিতান্তই আপনার করে আত্মজীবন অর্পণ করিয়াছি।

এইরূপে দৈত্যবালা ও চীনপতি উভয়েই কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে সহসা বিমান হইতে অপর এক দৈত্যবালা তথায় আসিয়া উপস্থিতা হইল। সেই দৈত্যবালার বদন নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায়, কিন্তু হৃদয় যেন সতত্ই দগ্ধীভূত হইতেছে। চিরস্থানী রাজনন্দিনী তাহাকে নিরীক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রীবালে! তোমাকে এরূপ বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? ইতিমধ্যে তোমার কি এমন মতবিকার উপস্থিত হইয়াছে, যে তর্জ্জন্যই তুমি এতদূর বিষণ্ণাকার হইয়াছ? মন্ত্রীদুহিতা মলিন বদনে কহিল, রাজকুমারি! সে কথা আর বলিব কি? মহা অনর্থই সংঘটন হইয়াছে। অদ্য আজ চারিদিবস হইল আপনার পিতা দৈত্যবালা সম্বরণ করিয়াছেন, সমস্ত রাজ্যের প্রজাগণ কেবল হাহাকার করিতেছে। এক্ষণে সকলে মিলিত হইয়া এই যুক্তিই স্থির করিয়াছেন, যে সেই দৈত্যরাজ সিংহাসন আপনাকেই অর্পণ করিবেন, আপনিই রাজা হইবেন, এই কারণ আমি তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, পিতা আপনার মুখ অপেক্ষা করিতেছেন, যদি বিলম্ব করেন, তাহা হইলে রাজ্য মধ্যে যে কি অনিষ্ট সংঘটন হইবে তাহা আর বলিতে পারি না, আপনি অতি সত্বরেই গমনে যত্নবান হউন।

রাজদুহিতা চিরস্থানি মন্ত্রীনন্দিনী কর্ত্তৃক এই পিতৃবিয়োগ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার নেত্র হইতে অবিরলধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল, আমাকে এত শৈশবকালেই পিতৃহীন করিলে। এইরূপে রাজনন্দিনী নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, তাহা নিরীক্ষণে চীনাধিপতি ও অন্যান্য পরিচারিকাগণও বিলাপ করিতে লাগিল। পরে সকলে মিলিয়া সেই রাজকন্যাকে নানারূপ বুঝাইতে আরম্ভ করিল, তাহাতে রাজবালা কিঞ্চিৎমাত্র ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া এই উত্তর করিলেন, হে যুবরাজ! আমি এতদিন যে কোনরূপই ভারৎ-গ্রহণ করি নাই, আমি যেমন লোকে শীতল বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া মহাতাপ হইলেও জানিতে পারে না, সেইরূপ সেই পিতৃ আশ্রয়ে থাকিয়া কিছুই জানিতে পারে না, সেইরূপ সেই পিতৃ আশ্রয়ে থাকিয়া কিছুই জানিতে পারি নাই, অদৃষ্ট বশতঃ আজ কিনা সেই মহাবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইল। আমি আরত্তো স্থিত থাকিতে পারিলাম না, পিতৃবিয়োগে প্রজাগণ সতত হাহাকার করিতেছে, অবিলম্বে রাজ্য মধ্যে মহা বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভব। এক্ষণে আমাকে ইচ্ছাসুখেই আপনি বিদায়দান করুন, আমি স্বদেশে যাত্রা করি। এই বলিয়া দৈত্যরাজদুহিতা চীনপতির হস্তধারণ পূর্ব্বক অতিশয়

বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে অতি মধুর বাক্যে কহিলেন, হে চীনাধিশ্বর! আপনি যদি আমার সহিত অকৃত্রিম প্রেম স্থাপিত করিয়া থাকেন, তবে অবিলম্বেই আবার পুনরাগমন করিয়া আপনার সহিত রসালাপে প্রবৃত্ত হইব. নতুবা এই পর্য্যন্তই শেষ দেখা। যাইহোক্, আপনার বদনচন্দ্র নিরীক্ষণ জন্য আমার মন সর্ব্বদাই পিপাসি, কিন্তু কি করিব, দৈববিড়ম্বনাতেই সে আশায় বৈমুখ হইতে হইতেছে, একারণ আপনার নিকট এ দাসীর যে অপরাধ হইতেছে, তাহা নিজগুণে ক্ষমা করুন। আমি এক্ষণে আপনার প্রণয়পাশে যেরূপ আবদ্ধ হইয়াছি, এ প্রণয় জীবনান্তেও ভুলিতে পারিব না, যদি জীবনে জীবিত থাকি. তবে যে আপনার সহ পুনর্ম্মিলন করিব, ইহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বলিয়া দৈত্যবালা আর ক্ষণকাল জন্যও অপেক্ষা করিলেন না। তখনই. চীনপতির চরণে প্রণত হইয় স্বীয় দৈত্য নগরাভিমুখেই ধাবিত হইলেন। এদিকে সেই দৈত্যবালা বিহনে সেই যে পরম সুন্দর অট্টালিকা শোভিত হইতেছিল, তাহা পূর্ব্বের ন্যায়ই অনাবৃত হইয়া গেল, তরুলতা আচ্ছন্নতায় সেই স্থানে ঘোর অন্ধকারময় দৃশ্য হইতে লাগিল। মহারাজ আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না, অগত্যা মন্ত্রী ও রাজা যে নদীতটে ইতিপূর্ব্বে অবস্থান করিয়া কালক্ষেপ করিতে ছিলেন. সেই স্থানে আসিয়াই উপস্থিত হইলেন। তদনন্তরে উভয়েই যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পূর্ব্বে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে বসিয়া উভয়ে নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, মন্ত্রি! আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত নিন্দনীয়, নতুবা কি একপ আমোদের সময় একেবারেই সেই স্বর্ণ প্রতিমা রাজকন্যা ধনে বঞ্চিত হইতে হয়? যেমন বিনা মেঘে বজ্র নিঃস্বন হইয়া, দারুণ দুর্দ্দৈব সংঘটন করে, তদ্রূপ কোথা হইতে সেই দৈত কন্যা সহসা আসিয়া আমাদের মনবিমোহনকারিণী ললনাকে লইয়া গেল? মন্ত্রী উত্তর করিলেন, রাজন! আমার বিবেচনায় এ কার্য্য হইয়া অতিশয় ভালই হইয়াছে, কারণ সে যেরূপ মায়াবী কন্যা, পরিণামে আমাদের যে কি করিত, তাহা সংপূর্ণই সন্দেহের স্থল। রাজা বলিলেন, মন্ত্রি! তুমি এ কথা নির্ব্বোধের ন্যায় বলিতেছ, কারণ তাহার যদি সেই অভিলাষই থাকিত, তবেতো যে সময় মৃগীরূপে দর্শন দিয়াছিল, সেই সময়েই করিতে পারিত? বাস্তবিক তাহা কখনই নহে, রাজকন্যা অতিশয় সরল প্রকৃতির রমণী, রাজকন্যা যে যে কথা বলিয়াছে, তাহা সমস্তই বিশ্বাসের যোগ্য। বরং এ এ কথায় সর্ব্বদা সন্তাপেরই উদয় হইতেছে, তুমি কন্যা ভ্রমে পতিত হইয়া সেই সরলা রাজবালাকে নিন্দা করিতেছ? উঃ! কি

আক্ষেপের বিষয়। আমার অদৃষ্ট অতিশয় মন্দ, নতুবা তেমন রত্ন আমি হস্তে লাভ করিয়াও বঞ্চিত হইলাম? অহো মন্ত্রি। আমার আর যে সহ্য হয় না। আমার যে তাহার সেই রূপ, আমার যে তাহার সেই চন্দ্রবদন, আমার যে তাহার সেই সুধাষিক্ত বাক্য সর্ব্বদাই মনে পড়িতেছে, আমার যে তাহার জন্য জীবন সংশয় হইতেছে, রাজকন্যা বলিয়া গিয়াছে, আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, যদি আমি সেই শশাঙ্কবদনা মৃগনয়নার পুনঃ দর্শন পাই তবেই এ জীবন সার্থক হইবে, নতুবা আমার এ আক্ষেপ চিরকালের জন্যই রহিয়া গেল। হায়। তখন যদি সেই রাজকন্যার সহিতই গমন করিতাম তাহা হইলে আর আমার তাহার অদর্শনে এতদূর কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। মন্ত্রী বলিলেন, রাজন। আপনি ইহাতেই বিবেচনা করুন, যাহার মন আজন্মকাল সেবন করিয়াও অপরে আকৃষ্ট করিতে পারে না, সেই ললনা কি না সামান্য কালের মধ্যেই আপনার মন প্রাণ সমস্ত হরণ করিয়াছে, ইহাতে সেই ললনা মায়াবিনী কি না তাহা আপনিই বিবেচনা করুন। আপনি স্থির হন, আর সেই মায়াবিনীর জন্য মুহূর্ত্ত নিমিত্তও সন্তাপ করিবেন না। রাজা মন্ত্রীবাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না, কেবল ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সেই কামিনী যখন একেবারেই অদর্শন হইয়া গেল। তখন মহারাজ আর সেই স্থানে মুহূর্ত্তকাল জন্যও অপেক্ষা করিলেন না একেবারে আপনার সেনা সামন্ত সমস্তকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় রাজপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি রাজপুরীতে আগমন করিলেন সত্য, কিন্তু যিনি রাজকার্য্য করিতে এক মুহূর্ত্ত জন্যও বিরত হইতেন না, তিনি কি না সেই রাজকার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল অনন্যমনস্কভাবে সেই চিরস্থানী রাজবালার জন্যই বিয়োগ হইতে লাগিলেন। তাঁহার সেই চিন্তাই তখন বলবত হইয়া উঠিল, কবে আবার সেই রাজকন্যার পুনরাগমন হইবে, কবে আবার সেই রাজকন্যার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিব, কবে আবার তাহার সেই সুধাষিক্ত বচন শ্রবণ করে সকল সন্তাপ দূর করিব, এইরূপ ভাবিয়া রাজা একেবারেই মহা বিমনা হইয়া উঠিলেন মন্ত্রী মহারাজকে কতদূর বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাজের আর কিছুতেই চিত্ত সুস্থ করিতে পারিলেন না। মহারাজ সদতই আঁখিনীর বরিষণ করিয়া মর্মে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। কেবল মুখে হায়। আমি এমন অমূল রত্ন হস্তে পাইয়াও বঞ্চিত হইলাম আমি আবার সেই কানন প্রদেশে গমন করিব, আবার সেই মৃগ

যাতে রত হইব, আবার সেই ললনার সুধাবদন দেখিতে পাইব। এই বলিয়া প্রায়ই মহীপতি পুনর্ব্বার কাননে কাননে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কত গিরি কত প্রান্তর কত গুহা ক্রমান্বয়েই পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি মৃগী নিরীক্ষণ করিলে আর তাহার অনুগমনে কিছুতেই বিরত হইতেন না। এই রূপে একবর্ষ কাল পর্য্যন্ত মহারাজ সেই কাননে কাননেই পরিভ্রমণ করিলেন, তখনও যখন আর সেই দৈত্যদুহিতা চিরস্থানির সন্ধান পাইলেন না, তখন তিনি নিশ্চয় মনে করিলেন, আর আমার সকলই অসার। আর আমার রাজ্যেরই বা ফল কি, আর আমার ধনেরই বা ফল কি? আমি এইরূপে কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়াই এ জীবন অন্ত করিব যদি আবার কখন সেই রাজনন্দিনীর সহ আবার সাক্ষাৎ হয়, তবেই আমার রাজভবনের আশা সফল হইবে, তবেই আমি আবার স্বকীয় রাজ্যে গমন করিব। এই বলিয়া মহারাজ এক দিন স্বীয় রাজপুরে গমন করিলেন, এবং মন্ত্রীকে ডাকাইয়া বিরলে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অমাত্য। আমার যে, সেই দৈত্যরাজ কুমারীর দর্শন অভাবেই মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, আমি যে এ অবস্থায় স্বচ্ছন্দসুখে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিব, ইহা কদাচই সম্ভব নয়। যাহাহোক, এক্ষণে আমি এই এক কৃত সঙ্কল্প করিয়াছি, এক্ষণে কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়াই দিনাতিত করিব, যৎকালে আমি সেই রাজনন্দিনীর বিরহ সন্তাপ দূর করিয়া সুস্থতা লাভ যত্নবান হইব, তৎকালেই স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজকার্য্যাদি যথানিয়মে প্রতিপালন করিব। আর ইহাও সম্ভব, সন্তাপিত হৃদয়ে, যদি সুরম্য কানন মধ্যে গমন করিয়া নানারূপ নব নব বস্তু সকল সন্দর্শন করা যায়, তবে অবিলম্বেই যে সে সন্তাপ দূর হইবার সম্ভব, ইহা কখনই বিচিত্র নহে? এক্ষণে তুমিই যথানিয়মে এই আমার মহা সাম্রাজ্য সুশাসনে যত্নবান হও আমি অবিলম্বেই গমনে সচেষ্টিত হইলাম।

এই বলিয়া মহারাজ যেমন তৎপরদিনের দিবা প্রকাশিত হইল, অমনই তিনি স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া একেবারে হিমালয় শিখর প্রদেশেই যাত্রা করিলেন। রাজমন্ত্রী তাঁহার রক্ষাবিধানে কত২ রক্ষক প্রেরিত করিতে চাহিলেন, রাজা তাহাতে কিছুতেই স্বীকার না করিয়া একেবারে একাই প্রস্থান করিলেন। ক্রমে চিনরাজ ঘোটকারোহণে কত কত নগর কত কত গ্রাম কত কত পর্ব্বত অতিত করিলেন, পরে কিছু দিন গমন করিলে পর, তিনি একটী দুর্জ্জয় অরণ্যে যাইয়া পতিত হইলেন। সেই কাননটী তাঁহ্মত রাজ্যেরই অন্তঃবর্ত্তি স্থান, রাজন সেই কাননই ব্যতিক্রম করিতে লাগিলেন। যখন কতকদূর

অতিক্রম করিয়াছেন, এমত সময়ে তাঁহার কর্ণকুহরে যেন বামাকণ্ঠস্বর নিনাদিত হইল। সে স্বর নিতান্তই পরিতাপ সূচক, মহারাজ সে স্বর শ্রবণে আর গমনে বাধ্য হইলেন না, তখনই তিনি স্বীয় অশ্ববেগ সম্বরণ করিয়া, সেই কাননের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি যদিও কোনরূপ দেখিতে পাইলেন না, তথাচ তিনি সন্নিহিত স্থান হইতেই যে সে শব্দ আসিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি স্বইচ্ছাতেই সেই অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন

তদনন্তর তিনি তখনই সেই অশ্ববরকে একটী বৃক্ষমূলে বন্ধন করিয়া সেই ক্রন্দন শব্দ লক্ষ করিয়াই ইচ্ছানুসারে গমন করিতে লাগিলেন। সামান্য দূর অতিক্রম করিলেই, মহীপাল দেখিলেন, একটী যোড়শ বর্ষীয় ললনা স্থির যৌবনা, একটী তরুতলে বসিয়া অজস্র নেত্রনীর বরিষণ করিতেছে, আর উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে কন্যার আর কোনদিকেই দৃষ্টি নাই, কেবল নিম্নশিরেই বসিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। মহীপতি তাহা দেখিয়া, অতি মৃদুগতিতেই গমন করিতে লাগিলেন, যখন তাহার অতি নিকট স্থানে যাইয়াই উপস্থিত হইলেন, তৎকালে তিনি একটী বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া সেই কন্যার রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কামিনী যে এত মনের দুঃখে সন্তাপিত ছিল, এবং তাহার অঙ্গে ছিন্ন বসন ভিন্ন অলঙ্কারের লেশ মাত্র ছিলনা, তথাপি তাহার সেই মনোহর রূপের জ্যোতিতে সেই বনস্থান আলোকিত করিতেছিল মহারাজ যখন তাহার সেই রূপ রূপরাশি প্রত্যক্ষরূপেই অবলোকন করিলেন, তখন রাজন মনে মনে অনুমান করিতে লাগিলেন, এ যেরূপ অলোক সামান্য ললনা নিরীক্ষণ করিতেছি, এ রমণী যে কোন মনস্বিনী হইবে এতে আমার কিছুতেই অনুভব হয় না, এ বোধ হয়, কোন মায়াবিনী কামিনী কোন ছল করিয়া বসিয়া আছে পরিণামে কোন মহা নিষ্ঠ সংঘটন করিবে এই এর সম্পূর্ণ অভিলাষ, যাহাহোক, ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা আমার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় হইতেছে, এই ভাবিয়া মহারাজ তখনই তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, এবং অতি মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। ওহি ত্রিভুবন গরিষ্ঠা সুন্দরী ললনে। তুমি কে? আর কেনইবা এই জনশূন্য অরণ্যে বসিয়া একরূপ আর্ত্তনাদ করিতেছ, আমাকে শীঘ্র বল। রমণী সহসা সেই মহারণ্যে মহীপতিকে নিরীক্ষণ করিয়া দারুণ বিস্ময়ান্বিত হইল এবং অতিশয় ভয়াক্রান্তা হইয়া তাঁহারই দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মহীপাল তাহার ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, যে কন্যা অত্যন্ত ত্রাসিতা হইয়াছে, অমনই কহিলেন, আশঙ্কা করিও

না, আমার দ্বারা তোমার ভয় নিবারণ বৈ আর কোনরূপ ভয় হইবার সম্ভব নাই। তদ্বাক্যে রমণী সাহসীতা হইয়া কহিল, মহাশয়! আপনি যেই হন, আমি আপনার চরণে প্রণীপাত করিতেছি, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। কি বলিব, আমি রাজমহিষী এবং রাজকন্যা, বিধাতা আমার প্রতি সংপূর্ণ নিদয়, তজ্জন্যই আমি এই অনাথিনীর প্রায় হইয়া অরণ্য বাসিনী হয়েছি। এক্ষণে কোথায় যাইব, কি করিব, তাহাই চিন্তা করিতেছি আর নয়ন জলে হৃদয় সিক্ত করিতেছি। এই কথা বলিতে বলিতে যুবতীর আরও শোক দ্বিগুণীকৃত হইয়া উঠিল, সেই শোক বশতঃ যুবতী একেবারেই মূচ্ছিতা হইয়া পড়িল।

তখন নরপতি অতি মধুর বাক্যে কহিলেন, হে নবেশ কামিনী? রোদন সম্বরণ কর, আর রোদন করিও না, সুখ ও দুঃখ এ চিরকালই হইয়া থাকে, সুখ দুঃখ এই দুইটী সদত চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, যখন উর্দ্ধরেখায় গমন করে তখন উর্দ্ধগামীই হইয়া থাকে, যৎকালে নিম্নরেখায় পরিণত হয়, তখনই নিম্নদেশেই পতিত হইতে হয়, এ সমস্তই দৈবের কার্য্য, ইহা আর কাহার কর্ত্তৃক সংঘটন হয় না। যাইহেক, তোমার একপ অবস্থা কিরূপে সংঘটন হইল, তাহা আমার সমক্ষে প্রত ক্ষ রূপেই বর্ণন কর। আমি তোমার সেই সংঘটন বিষয় শুনিবার জন্য অতিশয় উৎসুখী হইয়াছি। যুবতী কহিল, মহাশয়? আমার অদৃষ্ট অতিশয় মন্দ, যদি আপনি তাহা শ্রবণ করিতে একান্তই অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে একে একে সমস্তই কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহাশয়। অবশ্যই শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, নৈমান নামে এক রকম জাতি আছে, আমার যিনি পিতা তিনি সেই জাতিরই অধিপতি। তাঁহার সন্তান সন্ততি কিছুই না থাকায় তিনি আমাকে পুত্রীরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, ক্রমে যখন আমার একটুমাত্র বয়ঃক্রম হইয়া উঠিল, তখন আমার সেই দত্তক পিতা আমার বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত কয়েকজন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আমি দিব্য সুখে লেখা পড়া শিখিতে লাগিলাম, যখন আমি একটু আধটুকু পড়িতে ও লিখিতে শিখিলাম, তখন পিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না, সেই থেকেই তিনি বলিতে লাগিলেন, আমার যখন পুত্র পৌত্র কিছুই নাই, তখন আমার এই কন্যাই পুত্র। আমার অবর্ত্তমানে এই কন্যাই রাজত্ব করিবে, যাইহোক, মহাশয়! অদৃষ্টে কষ্ট থাকিলে কখনই আর সুখী হইবার উপায় নাই, আমার পিতা অতি সামান্য দিন মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন

আমার সেই শৈশব কালেই দুঃখের উদয় হইয়া আসিল। পিতৃ বিয়োগে আমিই সেই সিংহাসন প্রাপ্তা হইলাম, সকলে মিলিয়া আমাকেই সেই সিংহাসনে অভিষিক্তা করিয়া দিল।

আমি তখন অতি শৈশবা, আমার তখন এমন কি সাধ্য যে সেই দুরূহ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করি, কাজে কাজেই আমার যিনি ধাত্রিজনক ছিলেন, তিনিই সেই রাজ্যের প্রতিনিধি হইয়া উত্তমরূপে রাজকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। আমি তখন তাঁহারই অনুগত হইয়া সেই সকল রাজকার্য্য ও রাজরীতি নীতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে লাগিলাম। মহাশয়! বলিতে কি, আমি সেইকালে অতি মনের সুখেই কালযাপন করিতে লাগিলাম ইতি মধ্যে আবার আমার মহাদুঃখের উদয় হইয়া আসিল। আমার যিনি পিতৃব্য ছিলেন, তিনি শুনিয়াছিলাম ইহার দশবৎসর পূর্ব্বে যে আমার পিতার সহ একদল প্রবল জাতির সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতেই তিনি হত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে কোথায় হইতে বহু-সংখ্যক সেনা সহায়ে উপস্থিত হইয়াই আমার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইহার গূঢ় মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, মৃত ব্যক্তি আবার কিরূপে পুনরাগমন করিল, ইহারই চিন্তা করিতে লাগি-লাম, কিন্তু তৎকালে আমার যুদ্ধাদির কিছুই প্রস্তুত ছিলনা, তিনি অনায়াসেই আমার সিংহাসন গ্রহণ করিয়া বসিলেন। তাহা নিরীক্ষণে আমার ধাত্রিজনক যিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তখনই তিনি আগ্রহসহকারে বিংশতিসহস্র সৈন্যসহদলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহ ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তৎকালেই বিদিত হওয়া গেল, রাজ্যের অনেক লোকই শত্রুপক্ষের সাপক্ষের সাপক্ষ হইয়াছে। তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, তিনি এমনই রণদক্ষ ছিলেন, যে দুই দিবস সংগ্রাম করিয়াই তাঁহাকে সেই সিংহাসন চ্যুত করিয়া ফেলি লেন। পিতৃব্য তাহাতে আরও রাগাক্রান্ত হইলেন, প্রথম হইতেই একাধিক্রমে সপ্তম দিবস অনবরতই যুদ্ধ হইতে লাগিল, যুদ্ধান্তে অদৃষ্ট বশতঃ আমারই পরাজয় হইল, পিতৃব্য একেবারেই জয়ী হইয়া সর্ব্বস্বই গ্রহণ করিয়া বসিলেন।

পিতৃব্য যখন সেই সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তৎকালে তাহার আমার প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ হইয়া উঠিল, তিনি মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন যদি আমি জীবিত থাকি, তাহা হইলে পরিণামে আমা কর্তৃকই কোন না কোন বিদ্রহ ঘটিবার সংপূর্ণ সম্ভব। এই ভাবিয়া তিনি আমার জীবন বধের জন্য নানারূপ কৌশল করিতে

লাগিলেন, ক্রমে সে কৌশল আমার ধাত্রীজনক জানিতে পারিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য নানারূপ উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমার ধাত্রীজনক ও ধাত্রীমাতা একদিন নিশিথ সময়ে আমাকে তৎস্থান হইতে সমভিব্যাহারে লইয়া একেবারেই প্রস্থান করিলেন। আমরা নির্ব্বিবাদেই অনেক প্রদেশ অতিক্রম করিলাম, পরে কোথায় যাইয়া অবস্থান করিব, এই চিন্তা করিয়া অতি গুপ্ত ভাবে একেবারে তীর্ব্বতদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা সেই তীর্ব্বতের রাজধানী সন্নিদ্ধ স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলাম, কিন্তু অতি শঙ্কিতরূপেই কালযাপন কবিতে লাগিলাম। ধাত্রীজনক তথায় কিছুদিন অতীত করিলেই ভারতবর্ষীয় চিত্রকর বলিয়াই পরিচিত হইলেন, আমি তখন তাঁহার কন্যা এই বলিয়াই বিদিত হইলাম। ধাত্রীজনক প্রথম বয়সেই সেই চিত্র কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার সেই চিত্র কার্য্যের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া সকলেই তাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এমন কি তাঁহার প্রভাবে তিনি একজন সেখানকার পরিচিত লোক বলিয়াই সকলে জানিতে লাগিল। আমাদেরও সেখানে সেরূপ কষ্ট হইত না, আমরা পলায়ন সময়ে যে সকল হীরকাদি মূল্যবান বস্তু সমভিব্যাহারে লইয়া ছিলাম, তদ্দ্বারাই বিলক্ষণরূপে চলিতে পারিত, কিন্তু পাছে সেই সকল প্রকাশ কবিলে, আমাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অতি দরিদ্রের ন্যায়ই কালযাপন করিতেছিলাম। আমরা নিশ্চয় জানিয়াছিলাম, আমাদের অন্বেষণার্থে সেখানেও পিতৃব্য গুপ্তচর প্রেরণ কবিয়াছিলেন, পাছে কোন গতিকে তাহা অবগত হন।

এই প্রকারে আমরা সেই তীর্ব্বত রাজ্যে প্রায় দুইবর্ষ কাল অতীত কবিলাম, তখন আমরা সুখ যে কেমন তাহা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম, কেবল দুঃখের উপর নির্ভর করিয়াই কালযাপন করিতে লাগিলাম। সকলই অভ্যাসের কার্য্য, দুঃখ ভোগ করিতে করিতে ক্রমে তাহাই সুখ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলাম। আমি যে রাজকন্যা ও রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠাত্রী ছিলাম, ইহা আর ভ্রমেও ভাবিতাম না, আমি সামান্য লোকের আত্মজা এই নিশ্চয় করিতাম। আমার প্রায়ই পূর্ব্ব সুখ সকলই স্মৃতি পথের অতীত হইয়া গেল, যদিও ভ্রমে কখন সেই কথা উদিত হইত, তবে মনে করিতাম তাহা অপেক্ষা আমি অধিক সুখে কালহরণ করিতেছি, কারণ রাজ্য ভোগে নানারূপ আশঙ্কা, শেষে জীবন পর্যন্ত সেই বিনাশের সম্ভব। ঈশ্বর আমার প্রতি সংপূর্ণ সদয়, তাই আমি সেই

সুখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি, নতুবা যে আরও অদৃষ্টে কি কষ্ট ঘটিত তাহা আর বলিতে পারি না। যদি জীবনান্ত করিত তাহাতে, বড় কষ্টকর বিবেচনা করি না, হয়তো জীবিতদশাতেই আমাকে মৃতের ন্যায় কষ্ট সহ্য করিতে হইল। যাইহোক, আমি সে সুখ অপেক্ষা এ দুঃখ করিয়া যে কালযাপন করিতেছি, ইহাতেও পরম সুখ।

এদিকে ধাত্রীপিতার চিত্র লেখার ক্রমেই প্রসংশা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সকলেই তাঁহার সে লেখার নানারূপ গৌরব করিতে লাগিল, এক দিবস ভাগ্যবশতঃ সেই তীর্কতদেশীয় মহীপাল স্বয়ং তাঁহার সেই চিত্র লেখার প্রশংসা বাদের কথা শ্রবণ করিলেন। তিনি তাহ শ্রবণ করিয়া, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন বাসনায় এক দিবস স্বয়ং সেই রাজন, আমাদেরই সেই সামান্য আলয়ে আসিয়া পদার্পণ করিলেন। পরে রাজন, আমার সেই ধাত্রীজনকের নিকট সেই চিত্র লেখা দর্শন অভিলাষ প্রকাশ করিলেই ধাত্রীজনক একে একে তাঁহাকে বহু বহু চিত্র লেখা প্রদর্শন করাইলেন। রাজন তাঁহার সেই সুচিত্র চিত্রপট অবলোকনে অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন।

যৎকালে ধাত্রীজনক ও নরনাথ উভয়েই পরম প্রীত হইয়া মিষ্টালাপ করিতেছিলেন, তৎকালে আমার সেই তীর্কতরাজকে দর্শন করিতে এত অভিলাষ প্রবল হইল, যে একেবারে আগ্রসহকারে সেই তীর্কতরাজেরই সম্মুখীন হইয়া তাঁহারই রূপ রাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমার তখন মনে এইরূপ ধারণা ছিল, আমি এক জন সামান্য চিত্রকরের কন্যা, আমার প্রতি কি আর মহারাজ কটাক্ষ পাত করিবেন? হয়তো ঘৃণা করিয়াই বৈমুখ হইবেন, কিন্তু ক্ষণকাল তৎস্থানে উপস্থিত থাকিলেই আমার সে ধারণা আর থাকিল না, মহারাজ আমার সেই সৌন্দর্য্য গরিমা নিরীক্ষণে আর থাকিতে পারিলেন না, একেবারে তিনি আমার প্রতি পিপাসিতের ন্যায় স্থির চিত্তেই চাহিয়া রহিলেন। আমি তাঁহার সেই নয়নভাবেই জানিতে পারিলাম রাজন আমাকে প্রণয়ানুরাগেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। আর সেস্থানে ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিলাম না, তখনই তৎস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলাম। তখন তিনি পিতার সহ আরও যে দুই একটী আলাপন করিলেন, সে কেবল তাঁহার সেই ভাব গোপন করিবার জন্য, কিন্তু তিনি সেই সময় এতই চাঞ্চল্য হইয়াছিলেন, যে তিনি আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে সামর্থ হইলেন না, তৎস্থান হইতে অবিলম্বেই প্রস্থান করিলেন। আবার পরদিনের দিবা যেমন প্রকাশিত হইল, অমনই মহারাজ সেইরূপ ভাবে সে দিনও আমাদের সেই আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আবার পূর্ব্বের

ন্যায় পিতার সহ অনেক বাক্যালাপ করিলেন। এইরূপে প্রায় তিনি প্রতিদিবসই আমাদের নিকেতনে যাতায়াত করিতে লাগিলেন, কিন্তু যদিও তিনি মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন না, ফলতঃ তাঁহার হৃদয়ে যে গাঢ় অনুরাগের প্রবল স্রোত বহিতেছিল, তাহা তাঁহার বদন নিরীক্ষণেই জানিতে লাগিলাম।

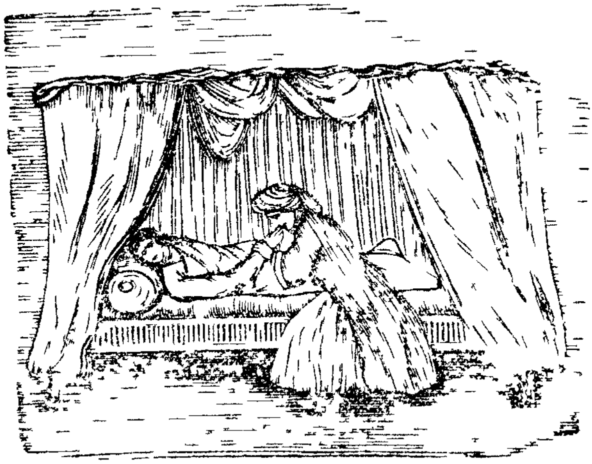
এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, এক দিবস মহারাজ স্বয়ং আমার সেই ধাত্রীজনককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুশ্রাব্য চিত্রলেখক! আমি তোমার চিত্র নৈপুণ্য নিরীক্ষণে অতীব প্রফুল্লিত হইয়াছি, সংপ্রতি আমার এইরূপ চিত্রলেখক অপর আর একজনার অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে, যদি তুমি সেই কার্য্যের ভার নিজেই গ্রহণ করিতে পার, তবে আমি অতিশয় আনন্দানুভব করি, এবং তৎকারণ তোমাকে আমি যথোচিত পুরস্কার দানের সহিত একেবারে তোমাকে আমি স্বীয় বাটিতেই ব্যবস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দি। ধাত্রীজনক অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁহার সেইরূপ বাক্য শ্রবণেই তাঁহার কারণ অনুভব করিলেন, তদনন্তর তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজবালে। আমি ভাব গতিকেই অনুমান করিতেছি, এই তীর্তিবাজ তোমার রূপ সাগরে একেবারেই নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনি তৎকারণ অন্য উপায় আর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, যাহাতে তোমার মনরঞ্জন হয়, এই আশায় অদ্য এই ভাব প্রকাশ করিলেন। আমার আর একজন চিত্রলেখকের অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে, যদি স্বয়ংই সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পার, তবে আমি তোমার ব্যবস্থান আমারই রাজপুরীর একাংশে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দি। আমি এক্ষণে ইহার বিশেষ কারণ এই অনুমান করিতেছি, আমরা যদি তাঁহারই স্বধামে অবস্থান করি, তবে তিনি যাহাতে তাঁহার সেই মনোভিলাষ সংপূর্ণ করিতে পারেন, তাহারই বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন। যাইহোক, আমি তোমাকে এই কালেই সতর্ক্তা করিতেছি, যেন রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজার প্রযত্নে তুমি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় তাহার সহ বেশ্যা বৃত্তিতে প্রবর্ত্ত হইও না। যদি একান্ত তুমিও তাঁহার প্রেমের অধীনা হইয়া থাক, তবে তোমাকে এইরূপ বলিতেছি, যদি তাহার এই প্রণয়ানুরাগের সময় তাহার অর্দ্ধেক রাজ্য আক্রমণ করিতে পার, তবেই করিও। আর যদি তাঁহার অন্য কোন ভাব হয়, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের সুউপায় করিয়া দিব।" যাইহোক, আমি যে বাক্যগুলি তোমাকে প্রত্যাখিত করিলাম, এই বাক্যগুলি অতি দৃঢ় রূপেই স্মরণ করিয়া রাখিও, পরিণামে ইহা

হইতে অনেকরূপ যে ফল লক্ষিত হইবে, তাহা তখন নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে। আমি তখন তাঁহার বাক্যেই স্বীকৃত হইলাম সত্য, কিন্তু আমার মন সেই রাজপুরুষের রূপে একেবারেই আক্লিষ্ট হইয়াছিল।

তদনন্তর ধাত্রী পিতা আমাকে এবং আমার ধাত্রী মাতাকে সমভি-ব্যাহারে লইয়াই একেবারে রাজপুরীতে বসবাস করিতে লাগিলেন। আমি যদিও সেই রাজার রূপে একেবারেই ব্যাকুল হইয়াছিলাম, তথাচ সতীত্ব রত্ন নষ্ট করা মহাপাপ, সেই ভয়ে একেবারে অতি-সাবধানেই সেই রাজপুরীতে অবস্থান করিতে লাগিলাম। ঈশ্বর ইচ্ছায় অতি অল্প দিন মধ্যে, আমার সে আশঙ্কা দূর হইয়া গেল। মহারাজ একদিন আমাকে স্বয়ং সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মন প্রাণ বিমোহনকারিণী ললনে। আমি তোমাকে যেই দিন হইতে নিরীক্ষণ করিয়াছি, সেই দিন হইতে আমি তোমার ঐ রূপ সাগরে একেবারেই মগ্ন হইয়া আছি। যাহহোক, আমি এত অধর্ম্মি রাজা নহি, যে তোমার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার প্রদর্শন করিয়া তোমার সতীত্ব রত্নে জলাঞ্জলি দিব। আমি তোমার প্রণয়ে নিতান্তই অভিলাষী, আমি তোমাকে পূর্ব্বেই মন প্রাণ সমস্তই অর্পণ করি-য়াছি, এখন তোমাকে একতিল নয়নাতীত করিলে, আমার যদিও জীবন বিনাশের সম্ভব, তা বলে অনিষ্ট আচরণ দ্বারা তোমার কোন মর্ম্মে আঘাত করিব যে, ইহা আমা দ্বারা কখনই হইবে না? তুমি যদি স্বইচ্ছায় আমার প্রণয়ানুরাগিণী হইতে অভিলাষী হও, তবে তোমাকে আমি যথানিয়মেই রক্ষা করিব এবং আমার যেমন চীন-রাজনন্দিনী প্রধান মহিষী আছেন, তোমাকেও সেই ভাবে রাখিয়া দিব।

আমি যৎকালে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করি-লাম, তখন আমার আনন্দ স্রোত একেবারেই প্রবলবেগে চলিতে লাগিল, তখনই আমি সেই মহারাজকে অভিবাদন করিয়া নয়নাশ্রু বিগলিত করিতে করিতে, আমার যাহা গুপ্ত বিবরণ একে একে তাহা সমস্তই বিদিত করিলাম। তৎশ্রবণে মহীপতি অতিশয় বিস্ময় জ্ঞান করিলেন; তদন্তর মধুর সম্ভাষণে আমাকে কহিলেন, সুন্দরী! তোমার বাক্যানুসারে আমার স্পষ্টই এই অনুভব হইতেছে, যে আমি তোমার রাজ্যোপহারী সেই দারুণ শত্রুর দমন করিয়া হৃত রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিব। যদি তোমার ইহাই একমাত্র কামনা হইয়া থাকে, তজ্জন্য আর বাধাই বা কি আছে, আমি তাহাকে দমনে মনস্থ করিলে, সে কি আর সেই রাজসিংহাসনে ক্ষণকাল জন্য আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে? যাইহোক, অদ্য তুমি আমার

দগ্ধ হৃদয়কে প্রেমরূপ বারি সিঞ্চনে সুশীতল কর, কল্য আমি তাহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তথ্যাতথ্য সকলই অবগত হইব। যখন দেখিব সে সহজে সিংহাসন পরিত্যাগ করিবে না, তখন তাহার সহিত যদি যুদ্ধাদি করিয়াও দমন করিতে হয়, তাহাও করিয়া তোমার সেই হৃত রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিব। আমি তখন তাঁহার সেই বাক্যে আরও আনন্দিতা হইলাম, তদনন্তর তাঁহাকে পুনর্ব্বার বন্দনা করিয়া কহিলাম, হে নৃপাল! আপনাকে বলিব কি, আপনিও যেমন আমার প্রেমের অনুরাগী হইয়া অসংখ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, তদনুরূপ এ অধিনীও আপনার প্রণয় সুখ অভিলাষ করিয়া নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। এক্ষণে আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইলেই এ অধিনীর অভিলাষ পূর্ণ হয়। তদ্বাক্য শ্রবণে মহীপাল আরও আহ্লাদিত হইলেন, আমার প্রতি একেবারেই আশক্ত হইয়া আমার সুকোমল কর চুম্বন করিতে লাগিলেন, সেই দিন অবধিই আমাদের মিলনাশা সংপূর্ণ হইল।



নৈমান রাজ্ঞীর করকমল তীর্থরাজ চুম্বন করিতেছেন।

তদনন্তর পরদিনের দিবা যেমন প্রকাশিত হইল, অমনি নরনাথ স্বীয় দূতকে আহ্বান করিয়া নৈমান রাজ্যে নৈমানেশ্বরের নিকট প্রেরণ করিলেন, এবং সেই দূত দ্বারাই আদ্যপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া একখানি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। দূত যথাসময়েই সেই নৈমান রাজ্যে উপস্থিত হইল, পরে নৈমানেশ্বরের সম্মুখে

সমাগত হইয়া রাজব্যবহারোচিত বন্দনাদি করিয়া তীর্ব্বত রাজার সেই লিখিত পত্রখানি তাঁহার করে প্রদান করিল। নৈমনরাজ সেই পত্রখানি প্রাপ্তমাত্রেই পাঠ করিলেন, যখন পত্রের সমস্ত মর্ম্ম অবগত হইলেন, তখনই জানিতে পারিলেন, ভ্রাতৃতনয়া পলায়ন করিয়াছে, এবং সেই তীর্ব্বত রাজের সহিতই তাহার পরিণয় হইয়াছে, এক্ষণে সেই তীর্ব্বতরাজই পত্র লিখিয়াছেন যে, তাহার রাজ্য তাহাকে যদি পুনরায় প্রত্যর্পণ না কর, তবে সমরানল অচিরেই প্রজ্বলিত হইবে। রাজা এই কথায় যদিও সেই তীর্ব্বত রাজের সহ পরাক্রমে সমকক্ষ নহেন, তথাচ দারুণ ক্রোধে ক্রোধিত হইয়া এই কহিলেন, দূত! তীর্ব্বতেশ্বর যে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, সে সংবাদে আমি কখনই ভীত নহি, সমরানল প্রজ্বলিত করিতে আমিও প্রস্তুত, যাও সত্বরে সেই তীর্ব্বতরাজকে বিজ্ঞাপিত করগে যে, তাঁহার যথা সাধ্য যেন সত্বরেই আসিয়া তাহাই করেন। রাজবাক্যে দূত সত্বরেই তীর্ব্বতে পুনরাগমন করিল, এবং যথাসময়ে তীর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া নৈমানেশ্বরের যে সংবাদ তাহা একে একে সেই তীর্ব্বতেশ্বরকে সমস্তই বিদিত করিল। নরনাথ এই সংবাদ শ্রবণেই দারুণ ক্রোধাক্রান্ত হইলেন, তখনই তাহাকে উচিত শাস্তি প্রদান করিবার জন্য চতুঃসীমা হইতে বহুতর সৈন্যাদি সংগ্রহ করিতে যত্নবান হইলেন। তীর্ব্বতরাজ স্বভাবতঃ অতিশয় সমরপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার সৈন্যেরাও তদনুরূপ, যৎকালে এই সংবাদ চতুঃসীমায় বিবৃত হইয়া উঠিল, তৎকালেই তাহার অন্তর্গত সমস্ত প্রদেশ হইতে বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্যগণ সমাগত হইয়া মহারাজকে সেই সমরে প্রবৃত্ত হইবার জন্য বারম্বার উত্তেজিত করিতে লাগিল। মহারাজের যখন যুদ্ধ সজ্জা সকলই সুসজ্জিত হইয়া গেল, তখনই নৈমান রাজ্যে গমনের জন্য একটী দিন স্থির করিলেন। নিশি প্রভাত হইলেই যে দিবস নৈমান রাজ্যে তীর্ব্বতরাজ সদলে যাত্রা করিবেন, সেই নিশাকালেই কতকগুলি প্রতিনিধি সেই নৈমান রাজ্য হইতে সমাগত হইয়া তীর্ব্বতরাজকে এই সংবাদ বিদিত করিল, মহারাজ! সেই নৈমানরাজের মৃত্যু হইয়াছে, এক্ষণে প্রজাগণ আপনারই অধীনতা স্বীকার করিতেছে, আমরা সেই প্রজাগণের সম্মতি অনুসারে প্রতিনিধি স্বরূপে আগমন করিয়াছি, একমাত্র প্রার্থনা, আমাদের আর রক্ষা কর্ত্তা কেহই নাই, আপনিই আমাদের সুপ্রণালীতে প্রতিপালন করিয়া স্বীয় [illegible] অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করুন। নরনাথ যৎকালে এ[illegible]ত হইলেন, তৎকালে আর তাঁহার আনন্দের সীমা [illegible] তখন সেই স্বীয় সৈন্য সামন্তগণকে নৈমান রাজ্যে [illegible] বাধাদান

করিলেন। সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া যে যার স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, মহারাজ তখনই সেই নৈমান রাজ্য সুশাসিতের জন্য স্বীয় অমাত্যবরকে নৈমান রাজ্যে গমন জন্য প্রস্তাবিত করিলেন। রাজমন্ত্রী গমন জন্য শত উৎযোগী হইলেন, প্রভাতেই গমন করিবেন, এমত সময়ে তাঁহার একটী গুরুতর বিপদ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি কাজেকাজেই সে যাত্রা গমন রহিত করিলেন।

তদনন্তর এক দিবস আমি সন্ধ্যাকালে স্বীয় আলয়ে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম, যৎকালে আমি পাঠ শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম, তৎকালে মনে করিলাম, হয়তো মহীপাল নিদ্রালাভ করিতেছেন। এই ভাবিয়া আমি যেমন তাঁহার অন্বেষণে পদক্ষেপ করিলাম, অমনই সম্মুখে যেন একটী ভয়ঙ্কর অপছায়া আমার নয়ন পথে পতিত হইল। সহসা তাহা নিরীক্ষণে আমার অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল, কিন্তু দেখিতে দেখিতেই পুনঃ সেই মূর্ত্তিটী বিলোপ হইয়া গেল। যাইহোক্, আমি সেই মূর্ত্তিটী অবলোকন করিয়া এমনই শঙ্কিত হইয়াছিলাম, যে সেই সময় এত ভীষণ স্বরে রোদন করিয়াছিলাম, যে সেই স্বর শ্রবণে নরনাথেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি সেই ভীষণ শঙ্কিত স্বর শ্রবণ করিয়া একেবারে আমারই নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমি যে সেরূপ শঙ্কিত হইয়া চিৎকার করিয়াছিলাম, তাহার হেতু কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহার দর্শন লাভেই সাহসিত হইয়াছিলাম, তখন তাঁহার সমক্ষে যেরূপ সংঘটন হইয়াছিল, তৎসমস্তই কীর্ত্তন করিলাম।

মহারাজ মদ্বৃত্তান্ত সমস্তই শ্রবণ করিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আমাকে সাহস প্রদান করা দূরে থাক, তিনি যেন সেই কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যানুভব করিতে লাগিলেন। তিনি কতক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিয়া আমাকে কহিলেন, ললনা! তুমি এ কিরূপ বাক্য নিঃসৃত করিলে? এই কথায় আমার যে বড় সংশয় জ্ঞান হইতেছে, কারণ এইমাত্র তোমায় আমি অবলোকন করিলাম, তুমি আমারই শয্যা পরে আমারই বামাকে শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিলে এবং এখনও দেখিতেছ শয়ন করিয়াই রহিয়াছে, তবে তুমি একক এই দুই স্থানে কিরূপে বিরাজ করিতেছ? একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এর তো আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি তাহার গুপ্তসন্ধি কিছুই জানিতাম না, আমি বলিলাম, মহারাজ! আপনি কি বলিতেছেন, ইহার কিছুই তো ভাব বুঝিলাম না। মহারাজ বলিলেন, তোমাকে সে কথা আর বলিয়া কি বুঝাইব, তুমি

আমারই সমভিব্যাহারে আমারই শয্যার নিকট আইস, অবলোকন করিলেই এই কথা স্পষ্টাক্ষরে বুঝিতে পারিবে। আমি তদ্বাক্যে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলাম না, তথনই রাজশয্যার নিকটস্থ হইলাম এবং দেখিলাম, আমি যে স্থানে মহারাজের বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করিয়া থাকি, সেই স্থানে আমারই প্রতিরূপ একটী ললনা শয়ন করিয়া রহিয়াছে। বস্ত্র অলঙ্কার আমারও যেরূপ, তাহারও তদনুরূপ। আমি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলাম না, একেবারে বাক্হারা হইয়া তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তদনন্তর আমি তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলাম, হে ঈশ্বর! আপনার কি অপূর্ব্ব কৌশল? আপনি যাহার প্রতি বাম হন, তাহাকে এইরূপেই প্রতারণা করিয়া থাকেন। মহাশয়! বলিব কি, আমি সবে মাত্র এই কথাটী বলিয়াছি তৎকালেই সেই কামিনী মহারাজকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজন! এ আবার কে? একে যে দেখিতেছি আমারই ন্যায় আকৃতি প্রকৃতি, এ অবশ্যই কোন মায়াবিনী হইবে, ইহাকে দেখিয়া আমার অতিশয় ত্রাস হইতেছে, আপনি শীঘ্র ইহাকে বিদায় করুন। আমি তো তাহার বাক্চাতুর্ব্বতা শ্রবণেই অবাক হইয়া রহিলাম, কি করিব, আমি তথন নেত্রনীর বরিষণ করিতে করিতে কহিলাম, মহারাজ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই যে কন্যা শয্যায় নিরীক্ষণ করিতেছেন, এ অবশ্যই মায়াবিনী হইবে, এ কেবলমাত্র আমার সর্ব্বনাশের জন্যই এইরূপ মায়া প্রকাশ করিয়া শয্যাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এখন সংপূর্ণই অনুমান হইতেছে, এই আমাকে সেই ভয়ানক বিকটাকার দর্শন করাইয়া এতদূর আতঙ্কিত করিয়াছিল। চীনপতি কহিলেন, সুন্দরি! আমারও তাই অনুমান হইতেছে, ও কখনই মানবী না হইতে পারে, যাইহোক্, এখনই ও মায়ারূপের প্রতিফল প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া রাজন যেমন কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিতেছিলেন, ইত্যবসরে মায়াবিনী আপন স্থানে আমাকে উপবেশন করাইয়া আপনি সেই আমারই স্থানে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, মহারাজ! শীঘ্র করিয়া ঐ মায়াবিনীর মস্তক ছেদিত করুন, নতুবা আপনার আরও যে কত অশুভ ঘটনা করিবে, তাহা আর বলিতে পারি না? তদ্বাক্যে মহীপাল আমাকেই সেই অসি ঘাতনের উপক্রম করিলেন, আমি তথন উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, মহারাজ! করেন কি? আমিই সেই নৈমানদেশীয় রাজদুহিতা, আপনি যে সাবকাশে কোষ হইতে অসি

নিক্ষেপিত করিতেছিলেন, সেই অবকাশে আপন স্থানে আমাকে উপবেশন করাইয়া আমার স্থানে ঐ মায়াবিনী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং যাহাতে আমার বিনাশ সাধন হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেছে। মহারাজ তখন অসি বেগ সম্বরণ করিলেন, এবং কতক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, কি সঙ্কট। এ যে কে প্রকৃত কে অপ্রকৃত তাহারতো কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই সময় সেই মায়াবিনী বলিয়া উঠিল, দুষ্টা মায়াবিনি! তোর আমি এমন কি অনিষ্ট করিয়াছি, যে আমাকে বঞ্চিতা করিয়া তুই ঐ মায়াদ্বারা আমার মহারাজের রাজ্ঞীপদে অধিষ্ঠাত্রী হইবি? রাক্ষসি! তুই এমন মনে ভাবিস্ না, যে মহারাজ ভ্রমে পড়ে আমাকে বিনাশিত করিয়া তোমাকে রাজ্ঞী করিবেন। যদি জীবনের সাধ থাকে, তবে এখনই তুই ঐ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করে স্বীয় মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক স্বধামে প্রস্থান কর। নতুবা মহারাজের কাছে আজ তোর আর কিছুতেই নিস্তার নাই। আমি তাহার এইরূপ প্রতারিত বাক্য শ্রবণে মহা দুঃখিত হইলাম, আর কোনরূপ উত্তর দান করিতে না পারিয়া অনর্থক প্রাণ সংহার হইবে এই ভাবিয়া কেবলমাত্র নেত্রজলেই বক্ষ আর্দ্র করিতে লাগিলাম। পরে অশ্রুনয়নে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, নাথ! আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমিই আপনার ধর্ম্ম-পত্নী সেই নৈমান রাজকন্যা! আমার মনে কখনই পাপের সঞ্চার নাই, এক্ষণে বুঝিতেছি, এ ঘটনা কেবলমাত্র আমারই গ্রহদোষে সংঘটন হইয়াছে। আপনি মহারাজাধিরাজ সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, আপনিই ইহার যথার্থ বিচার যাহা হয়, তাহাই করুন। মহাশয়! বলিতে কি, আমি যেইমাত্র সেই কথাগুলি বলিয়া নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম, অমনই সেই নির্দ্দয় পাপীয়সী বলিয়া উঠিল, মহারাজ! দেখুন, দেখুন, মায়াবিনীর কি অপূর্ব্ব মায়ার কৌশল! এমনই মায়া কান্না আরম্ভ করিয়াছে, যে সেই মায়া প্রভাবে নেত্রজলে মেদিনী পর্য্যন্ত সিক্ত হইতেছে! যাহহোক মহারাজ! ঐ মায়াবিনীর মায়ায় আপনি কদাচই ভুলিবেন না, ত্বরায় উহাকে সংহার করিয়া আমার ভয় নিবারণ করুন।

মহারাজ উভয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণে অতিশয় চিন্তার্ণবে মগ্ন হইলেন, তৎকালে তাহার আর কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া উভয়কেই এই কহিলেন, দেখ! তোমরা উভয়েই এক বেশ, আমি যে ইহার কি বিচার করিব, তাহা আমারই বিবেচনা-নুসারে হইবে, তোমরা মিছা কেন পরস্পর বাদানুবাদে প্রবর্ত্ত হও, অদ্য যামিনী এই ভাবে উভয়ে অবস্থান কর, পরে কল্য বিচারালয়ে

উহাঁর প্রকৃতরূপেই বিচার হইবে। বিচারে যিনি যথার্থই রাজ্ঞী হইবে, তাঁহাকেই আমি গ্রহণ করিব, আর যিনি প্রতারক হইয়া এইরূপ আচরণ করিয়াছে, তাহার প্রাণান্ত করিয়া তাহার এই প্রতারক কার্য্যের উচিত শাস্তি প্রদান করিব। এই বলিয়া মহারাজ তখন উভয়কেই কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

এদিকে যেমন পর দিনের দিবা প্রকাশিত হইল, অমনই রাজ সভায় অমাত্যাদি মন্ত্রীগণ সকলেই যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মহারাজ সেই সময় সেই পূর্ণ সভায় উপস্থিত হইয়া আমাদের গত রাত্রের বিষয় একে একে তাঁহাদের নিকট সমস্তই কীর্ত্তন করিলেন। এই আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া সকলেই মহা বিস্ময় জ্ঞান করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ। এরূপ আশ্চর্য্য কথাতো আমরা কখন শ্রবণ করি নাই। এক রাজ্ঞীর মূর্ত্তি কিনা দুই জনা? মহীপাল কহিলেন, সত্য কি মিথ্যা তাহা আমি তোমাদের প্রত্যক্ষেই দেখাইতেছি; কল্য আমি উভয়কেই কারাগারে রাখিয়াছি, এখনই সভাস্থ করিতেছি। এই বলিয়া রাজন আমাদের উভয়কেই লইয়া সেই সভাস্থানে উপস্থিত করিলেন, সভার লোক আমাদের উভয়কেই এক মুর্ত্তি অবলোকন করিয়া একেবার যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। তদনন্তর সকলেই আমাদের উভয়কে একভাবে দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনরূপ উভয়ের অঙ্গের একটী তিল পর্য্যন্তও বিভিন্ন দেখিতে পাইলেন না। সভ্যগণ আমাদের বিচার করিবেন বলিয়া কর্তরূ। উপায় স্থির করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই আমরা যে কে অপ্রকৃত, তাহার আর কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সেই সভায় আমার ধাত্রীজনক উপস্থিত ছিলেন তিনি আমার গুপ্ত বিষয় অনেকরূপ বিদিত ছিলেন, তিনি তাহার দ্বারা পরীক্ষা করিবেন বলিয়া ক্রমে ক্রমে উভয়কে লইয়াই গোপন স্থানে সেই সকল কথা জিজ্ঞাসিত করিলেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত উত্তর দান আমিও যাহা কহিলাম সে দুষ্টা মায়বিনীও তাহাই কহিল। তাহাতে ধাত্রীজনক একেবারেই বিস্ময় হইলেন, তৎকালে যে আর কি করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। নরনাথ কহিলেন, আমি এক্ষণে মহাসঙ্কটেই পতিত হইলাম, উভয়ের মধ্যে কাহাকে যে স্বীয় রাজ্ঞী নির্দ্দেশ করিয়া লইব, তাহার আর কোন উপায়ই দেখিতেছি না, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন যে মায়াবিনী, তাঁহার আর অণুমাত্র সংশয় নাই। যদি মায়াবিনীকেই প্রকত রাজ্ঞী বলিয়া গ্রহণ করি, তবে আমার অনিষ্ঠের যে কত বড় সম্ভব, তাহা আর বলিতে পারি না, অথচ পতিপ্রাণা ললনা জন্মের মতনই বঞ্চিত হইবে।

যৎকালে মহারাজ এইরূপ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, তৎকালে ঐ মায়াবিনী স্বীয় মায়া বিস্তার করিয়া এইরূপ ক্রন্দন আরম্ভ করিল, যে তাহার সেই মায়া ক্রন্দনে সকলেই তাহাকে প্রকৃত রাজ্ঞী করিয়া আমাকে মায়াবিনী জ্ঞানে আমারই উপর হেনস্থা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার ধাত্রীজনক সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাকেই প্রকৃত রাজ্ঞী বিবেচনা করিয়া মহারাজকে অনেকরূপ বুঝাইলেন, ফলতঃ তাহাতে তাঁহার সে বাক্যের কোনরূপই ফল লক্ষিত হইল না? অবশেষে সভাস্থগণ আমাকেই প্রকৃত মায়াবিনী জ্ঞানে আমাকে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিবার মত প্রকাশ করিলেন। আমি তখন নিতান্তই নিরুপায় হইলাম, কি করিব, অগত্যা সেই তীর্থভবাজের চরণতলে লুণ্ঠিত হই যাই নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলাম, হে হৃদয়েশ। অকারণে কেন দাসীর জীবন নিধনের ব্যবস্থা করিতেছেন, আমি কখনই মায়াবিনী নহি, আমি ধর্ম্ম সাক্ষ করিয়া বলিতেছি, আমিই আপনার ধর্ম্মপত্নী, আমাকে রক্ষা করুন। মহারাজ সে কথা আমার কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না, আমার সকল প্রয়াসই ক্রমে বিফল হইয়া গেল, কিন্তু যৎকালে সভাপতিগণ আমাকে অগ্নিতে ফেলিবার উপক্রম করিলেন, তৎকালে রাজন এই উত্তর করিলেন, সভাস্থগণ। তোমাদের যাহা ব্যবস্থা ইহা আমারও স্বীকার বটে, কিন্তু কি জানি যদি খলের উচিত শাস্তি প্রদান করিতে যাইয়া প্রকৃত রাজ্ঞীর জীবন সংহার হয়, তাহা হইলে আমাকে চিরকালের জন্য সন্তাপানলে দাহন হইতে হইবে এ বিষয়ে উহাকে প্রাণে না নষ্ট করিয়া উহাকে চিরকালের জন্য বনবাসের আদেশ দিলাম।

যৎকালে রাজমুখ হইতেই এই বাক্যটী নিষ্পন্ন হইল, তৎকালে কেহই আর আমার প্রতীক্ষা করিল না, তখনই আমার নেত্রদ্বয়ে বনবাসাবৃত করিয়া একেবারে ঘোর অরণ্যে রাখিয়া গেল। আমি সেই হইতে এই মহা কাননে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, কোথায় যাইব, কি করিব, এই ভাবনাই আমার সতত উদয় হইতেছিল অবশেষে কোনরূপ উপায় না দেখিয়া এই বৃক্ষতলে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছি। আর আমার দুঃখের কথা অধিক কি কহিব, আমার নয়ননীর এক মুহূর্ত্ত জন্যও বিরাম নাই, জগদীশ্বর আমাকে এইরূপ কষ্টেই ফেলিয়াছেন। কামিনী এই বলিয়া আরও নয়ননীরে সিক্ত হইতে লাগিল, ক্রমে তাহার শোক সাগর আরও উথলিত হইয়া বাক্শক্তি পর্য্যন্ত রহিত হইয়া গেল। চীনপতি তাহার এরূপ অবস্থা নিরীক্ষণে অতীব কাতর হইলেন, আর থাকিতে পারিলেন না,

তখনই তাহার প্রতি মিষ্ট বাক্যে কহিলেন, সুন্দরি! আর ক্রন্দন করিও না, ক্রন্দন করিলে আর কি হইবে, যাহা তোমার ভাগ্যে ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। অদৃষ্ট লিপি খণ্ডন করিতে কাহার সামর্থ্য নাই; সুখ ও দুঃখ সতত‍ই চক্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে, জন্ম পরিগ্রহ করিলে যথা সময়েই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাইহোক্, তুমি যেরূপ দুঃখ ভোগ করিয়াছ, অচিরেই যে তোমার পরম সুখ সম্ভোগ হইবে, একথা আমি প্রকৃতরূপে বলিতে পারি। তোমার অতি শীঘ্রই আবার সুখ সূর্য্য সমুদিত হইয়া এই ঘোর দুঃখ দূর হইবে, এ সকলই বিধাতার কার্য্য, তুমি আর চিন্তা করিও না, তৎকারণ তোমাকে আমি একটী ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর।

কোন এক নগরে ধীশক্তি সম্পন্ন একটী রাজা ছিলেন, তাহার এক সুপ্রসিদ্ধ বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী ছিলেন, সেই মন্ত্রীর প্রভাবে সেই রাজার অন্যান্য যে সকল কর্ম্মচারীগণ ছিলেন, তাঁহারা আপন আপন আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সে সুখে অচিরে সকলকেই বঞ্চিত হইতে হইত। এই ভাবিয়া তাঁহারা সকলেই সেই রাজমন্ত্রীর মহা শত্রু হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহারা এই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যে যাহাতে সেই মন্ত্রীর কোনরূপ দোষ দর্শাইয়া মন্ত্রীর মন্ত্রীত্ব পদ চ্যুত করিতে পারি, তাহাই করিব। এই ভাবিয়া যাহাতে সেই মন্ত্রীর অনিষ্ট ঘটে এইরূপ কাজ করিতে আরম্ভ করিল, এক দিবস সেই রাজমন্ত্রী স্নান জন্য একটী নদীনীরে অবগাহনান্তর গাত্রাদি মার্জ্জন করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহার অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরীটী খসিয়া সেই অগাধ সলিলে পতিত হইল। কিন্তু এই এক আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই অঙ্গুরীটী বহু মূল্য প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল, জলে ডুবিবারই সংপূর্ণ সম্ভব, ফলতঃ তাহা না ডুবিয়া সেই অঙ্গুরীটী জলে পতিত হইয়াই ভাসিতে লাগিল। মন্ত্রী এইরূপ আশ্চর্য্য নিরীক্ষণে অতীব বিস্মিত হইলেন, তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এখন আমার সংপূর্ণ সুখের সময়, তজ্জন্যই এইরূপ ঘটিয়াছে, কিন্তু এ প্রস্তর নির্ম্মিত অঙ্গুরী যে জলে ভাসিল, ইহা নিরীক্ষণে আমার সংপূর্ণ অনুমান হইতেছে, এখন আমার সুখ সূর্য্য একেবারেই মস্তকে উদিত হইয়াছেন, কিন্তু এইবারেই যে এই সুখ সূর্য্য অস্তমিত হইয়া দুঃখ রবি উদিত হইবে, তাহার আর ভুল নাই। যাইহোক্, আমি যে পরিমাণে সুখ ভোগ করিলাম, অচিরেই আবার এই পরিমাণে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। মন্ত্রীবর তখন এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আপনার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তৎসমস্ত স্থানান্তরিত করিয়া কখন সেই দুঃখ রবির উদয়ে আবার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতেই প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

এদিকে তাঁহার সেই বিপক্ষ কর্ম্মচারীগণ অনবরতই তাঁহার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিলেনন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারেন নাই, সেই সময়ে তাঁহারা এমনই এক সুযোগ পাইলেন, যে তাঁহাদের সেই কথা মহারাজ শ্রবণ মাত্রেই আর কোনরূপ বিচার না করিয়া একেবারে সেই মন্ত্রীর যথাসর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠিত পূর্ব্বক তাঁহাকে কারাগারে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু মন্ত্রী ইহার কোন পাপের পাপী ছিলেন না, যখন তাঁহার পক্ষে এইরূপ সংঘটন হইল, তখন তিনি তাহাই সহ্য করিলেন। ফলতঃ সেই সময় তিনি মহারাজের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া এত চেষ্টা করিলেন, তাঁহার সে প্রয়াস আর কিছুতেই সম্পন্ন হইল না। তিনি তাহা অগ্রেই জানিয়াছিলেন, যে আমার অচিরেই দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, তৎকারণ তাঁহাকে যতই কষ্ট ভোগ করিতে হইল, ততই অদৃষ্টের ভোগ বিবেচনা করিয়া আর এক মুহূর্ত্তজন্য দুঃখিত না হইয়া তাহাকেই সুখ বলিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। যতই দেখ সকলই অভ্যাসের বাধ্য, ক্রমে সকলেই সহ্য হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার সেই সময় একটী আনারস খাইবার জন্য অত্যন্ত অভিলাষ হইল। তজ্জন্য অনেক প্রকার কৌশল করিলেন, ফলতঃ তাঁহার সে অভিলাষ আর কিছুতেই সম্পন্ন হইতে না দেখিয়া, তিনি মনে মনে মনকে কতরূপ বুঝাইলেন, তথাচ তাঁহার মন যখন সে অভিলাষ আর কিছুতেই ত্যাগ করিল না, তখন তিনি মনে মনে মন্ত্রণা করিয়া সেই কথা যাহারা কারাগারের রক্ষক ছিল তাঁহাদের নিকটেই ব্যক্ত করিলেন। কারারক্ষকগণ তাহার সে কথা শ্রবণে ব্যবস্থা করা দূরে থাক, বরং বিদ্রূপভাবে এই উত্তর করিল, এ তোমার বিলাস ভবন নহে, যে যাহা অভিলাষ করিবে তাহাই খাইতে পাইবে, এ কারাগার, কারাগারোচিতই থাকিতে হইবে। মন্ত্রী আর সে কথার কোনরূপই পোষকতা করিতে পারিলেন না, অগত্যা নিরব হইয়াই রহিলেন, পরে কিছুদিন অতীত হইলে, সেই কথা একদিন কারাধ্যক্ষের নিকটেই নিবেদিত করিলেন। কারাধ্যক্ষ তাঁহার নিতান্ত অভিলাষ দেখিয়া একটী মাত্র আনারস আনিয়া দিলেন সত্য, কিন্তু সেই ফলটী প্রাপ্তে মন্ত্রীবর যেমন তাহারই দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অমনই কোথায় হইতে একটা মূষিক আসিয়া সেই ফলটি এমনই আক্রমণ করিল, যে তাঁহার অভ্যন্তরের যে সার বস্তু ছিল, তাহা সকলই নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল। মন্ত্রী তাহা নিরীক্ষণে যে কত বড় দুঃখিত হইলেন, তাহা আর বলিতে পারি না, মনে করিলেন, যদিও এত কষ্টে আমার অভিলষিত দ্রব্য লাভ করিলাম তাহাতেও কিনা দৈবকর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইলাম, হায়! যখন দুঃখের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন এইরূপই ঘটিয়া থাকে?

যাইহোক্, যখন আমার এরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তখন অচিরেই যে দুঃখ সূর্য্য অস্তমিত হইয়া যে পুনরায় সুখ সূর্য্য উদিত হইবে তাহা স্পষ্টই বুঝিতেছি। মন্ত্রী এরূপ মনে মনে স্থির করিয়া তখনই স্বীয় কিঙ্করগণকে এই আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে আমার ধন সম্পত্তি যত যেখানে আছে, তাহা তোমরা সকলেই আনিত করিয়া আমার স্বগৃহেই রক্ষা কর। আমার কারাদণ্ডের অতি অল্প দিন বাকি আছে, ইহা আমি স্পষ্টই জানিয়াছি।

মন্ত্রী যৎকালে এইরূপ সংবাদ ভৃত্যগণকে প্রদান করিলেন ঈশ্বর ইচ্ছায় তাহার অল্পদিন মধ্যেই সংবাদ আসিল রাজমন্ত্রীকে কারামোচন করিয়া দেও। তাহার হেতু মহারাজ অগ্রে মন্ত্রীরই অপরাধ বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদিন অতীত হইলেই জানিতে পারিলেন, যে কর্মচারীগণের ষড়যন্ত্রেই মন্ত্রীকে গুরুদণ্ড প্রদান করা হইয়াছে, এ বিষয়ে মন্ত্রীর কিছুমাত্রই অপরাধ নাই। তদনন্তর নরনাথ রাজমন্ত্রীর কারামোচনের অনুজ্ঞা করিয়া, সেই হিংস্রক কর্ম্মচারীগণের জীবন বধের আদেশ করিলেন। যৎকালে রাজমন্ত্রী কারামোচন হইয়া নরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তৎকালে নরনাথ মন্ত্রীর কাছে বিশেষরূপে লজ্জিত হইলেন, পরে বিধিমতে আত্মদোষ স্বীকার করিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, মন্ত্রি। ইহাতে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই, এ কেবলমাত্র তোমার ভাগ্যদোষে এই সকল দুষ্ট কর্মচারীগণ এইরূপ ঘটাইয়াছিল। যাইহোক্, তজ্জন্য আর কোনরূপ মনে করিও না, আমি তাহাদের সকলকেই এ গুরু পাপের বিলক্ষণ দণ্ড প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে আমিও যে তোমার নিকট অপরাধি হইয়াছি, তাহার কারণ তোমাকে আমি বিশেষরূপ পুরস্কার প্রদান করিয়া বাধিত করিব, এক্ষণে তুমি স্বীয় পদ গ্রহণ করিয়া যেরূপ নিয়মে রাজকার্য্যাদি করিতেছিলে, সেইরূপেই কর। আমি এক্ষণে বিলক্ষণরূপেই অবগত হইলাম যে, যে ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে কার্য্যাদি না করে, পরিণামে তাহাকে অশেষ দোষে দোষী হইতে হয়। রাজমন্ত্রী তখন হাস্য করিয়া কহিলেন, নরনাথ! ইহাতে আপনার কি কর্ম্মচারীগণের কোন মাত্রই অপরাধ নাই? এ কেবলমাত্র আমারই অদৃষ্টের ভোগ। আমি ইহার পূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম, আমার সুখ সূর্য্য অস্তমিতের কাল সমাগত অচিরেই আমাকে দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত হইতে হইবে। রাজা বলিলেন, মন্ত্রি! তোমার যে অচিরেই সংঘটিত হইবে, ইহা তুমি কিরূপে অবগত হইয়াছিলে? মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! তবে শ্রবণ করুন। আমি একদিন নদীজলে স্নান করিতেছিলাম, কিন্তু দৈবকর্ত্তৃক

আমার যে অঙ্গুলে হীরকের অঙ্গুরীয়ক ছিল, সেই অঙ্গুরীটী সেই অগাধ সলিলেই পতিত হইল। প্রস্তর নির্ম্মিত অঙ্গুরী জলে পতিত হইলে কখনই ভাসিবার সম্ভব নয়, কিন্তু সেই অঙ্গুরীটী তখন জলে পতিত হইয়াই ভাসিতে লাগিল। যৎকালে অসম্ভব কার্য্য নিরীক্ষণ করিলাম, তখনই অনুমান করিলাম, আমার সুখ ভোগের কাল সংপূর্ণ হইয়াছে, এইবারেই আমার সুখসূর্য্য অস্তমিত হইয়া দুঃখ রবি উদিত হইবেন। মহারাজ! এইরূপ স্থির করিয়াই গৃহে আসিলাম, কিন্তু যখন অবিলম্বেই আমার এই দশা সংঘটিত হইল, তখন আর কিরূপে না স্বীয় অদৃষ্ট বলিয়া জানিতে পারিব? তদনন্তর যখন সেই দুঃখের অবসান কাল হইয়া আসিল, তাহাও জানিয়াছিলাম, সে কথাও আপনাকে বিদিত করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমিতো মহারাজের আজ্ঞা ক্রমেই কারাগারে অবস্থান করিতে লাগিলাম, কিন্তু বহুদিবস অতীতের পর আমার একদিবস একটী আনারস ফল খাইবার জন্য অতিশয় ইচ্ছা হইল। কি করিব, মনকে অনেকরূপে বুঝাইলাম, যখন মন কিছুতেই প্রতি নিবর্ত্ত হইল না, তখন সেই কথা কারারক্ষকগণের নিকটেই প্রকাশ করিলাম। মহারাজ! কারারক্ষকগণ আমার সেই কথা শুনিয়া যে কতরূপ ভৎসনা করিল, তাহা আর বলিতে পারি না। কিন্তু তথাচ আমার সেই আনারস ফল খাইবার অভিলাষ আর কিছুতেই দূর হইল না। অবশেষে সেই কথা একদিন আমি কারাধ্যক্ষের গোচরেই বিদিত করিলাম, কারাধ্যক্ষ অনেক বিবেচনার পর আমাকে একটী আনারস ফল আনিয়া দিলেন। আমি অনেক দিনের অভিলাষিত সেই ফলটী প্রাপ্ত হইয়া, অগ্রেই সেই ফলটীকে মনের সাধে এক দৃষ্টিতেই দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু মহাশয়! যখন দৈব কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইতে হয়, তখন এইরূপই ঘটিয়া থাকে, আমি যেমন সেই ফলটী একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, অমনই কোথা হইতে একটী মূষিক আসিয়া সেই ফলটীকে এমনই দন্তদ্বারা আঘাত করিতে লাগিল, যে তাহার অভ্যন্তরের সমুদায় সার বস্তুই ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। আমি তখন অতীব দুঃখিত হইলাম, কিন্তু তখনই অনুমান করিলাম, যখন আমার এতদূর দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তখন আমার এ দুঃখ রবি অচিরেই অস্তমিত হইবেন। মহারাজ! এইরূপ স্থির করিয়া কিছুদিন থাকিতে থাকিতেই যখন আমার কারামোচনের অনুজ্ঞা করিলেন, তখন আমি কেনই বা না তাহা অনুমান করিব? রাজা তখন সেই মন্ত্রীর এরূপ বাক্য শ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বলিলেন, অমাত্যবর! তুমি যে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাহা

আমি বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিয়াছি। যাইহোক, তুমি এক্ষণে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার যথা নিয়মে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর, আর আমার তোমার প্রতি কোন অবিশ্বাস নাই। এই বলিয়া নরনাথ সেই তখনই রাজমন্ত্রীকে মন্ত্রীত্বপদ প্রদান করিলেন, মন্ত্রীও যথা নিয়মে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অতএব সুখ ও দুঃখ সকলই স্বীয় স্বীয় অদৃষ্ট ক্রমে ঘটিয়া থাকে, আমার কথা শুন, তুমি আর বিলাপ করিও না। আরও বলি তোমার যখন এত দূর দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তোমার অচিরেই যে সুখসূর্য্য উদিত হইবেন, ইহা স্পষ্টরূপেই জানিতেছি। যাইহোক তুমি এক্ষণে অচিরেই যে সুখী হইব, এইরূপ চিন্তা কর, তাহা হইলে তোমার যত কেনই দুঃখ হউক না, তাহা আর কখন দুঃখ বোধ হইবে না, এই রূপ নিয়মেই সংসার চলিতেছে, তুমিও তাহাই চিন্তা কর। এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে নৈমান রাজকুমারী ক্রন্দন সম্বরণ পূর্ব্বক সেই চীনাধীশ্বরকে কহিলেন, হে মহাজন! আপনার পিযুষ বাক্য শ্রবণে আমি অনেক প্রকারে জ্ঞানলাভ করিলাম, এবং আমার অন্তর যে সদত পরিতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল, তাহাও অনেক পরিমাণে শীতল হইয়া আসিল। যাইহেক এক্ষণে এ দাসীর এই একমাত্র প্রার্থনা, প্রকৃতরূপে আপনি যে কে, তাহার যথার্থরূপ পরিচয় দানে আমাকে বাধিত করুন। চীনপতি কহিলেন, সুন্দরী। যদি তুমি একান্তই আমার পরিচয় জানিবার বাসনা করিয়াছ, তবে আমি প্রকৃতরূপেই বলিতেছি শ্রবণ কর। এই কথা বলিয়া চীনাধীশ্বর স্বীয় বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন, প্রায় তিনি আত্ম বৃত্তান্ত বলিয়া সমাধান করিয়াছেন, এমত সময় তাঁহার এইরূপ বিবেচনা হইল, অশ্বারোহণে কে যেন সেই কাননাভ্যন্তরেই আসিতেছেন। তিনি তখনই পশ্চাৎদিকে অবলোকন করিলেন, দেখিলেন একটী পরম লাবণ্যময় যুবা পুরুষ একটী প্রকাণ্ড অশ্বারোহণ করিয়া দ্রুতগতিতে তাঁহাদের সহিত স্থানেই আসিতেছে। চীনপতি দূর হইতেই তাহার পরিচ্ছদাদি দেখিয়া অনুমান করিলেন, সেই অশ্বারোহী পুরুষ কোন রাজপুরুষই হইবেন, ফলতঃ তাঁহার বসন ভূষণ যে প্রকার বিশৃঙ্খল রহিয়াছে, তাহাতে সংপূর্ণ অনুমান করিলেন, তিনি মহা বিপদগ্রস্থ হইয়াই পলায়ন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতেই সেই পুরুষ নিকটদেশে আসিয়াই উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার অশ্ব এরূপ দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছিল, যে চক্ষের পলক না ফেলিতে ফেলিতেই সেই পুরুষ সেই সীমা অতীত করিয়া একেবারে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িলেন। রাণী তাঁহাকে প্রত্যক্ষে অবলোকন করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, হে চীনাধীশ্বর! আপনি এই যাঁহাকে অশ্বারোহণে গমন

করিতে দেখিলেন, ইনিই আমার পতি এবং ইনিই সেই তীর্থিত স্বামী। এই বলিয়া সেই ললনা সেই অশ্বারোহণ পুরুষকেই পতি সম্বোধন করিয়া বারম্বার উচ্চনাদে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই অশ্বারোহী পুরুষ তাঁহার প্রতি একবার জন্যও কটাক্ষপাত না করিয়া সেইরূপ বেগেই চলিয়া গেলেন। এমতকালে পুনর্ব্বার দেখিলেন, সেইরূপ আকার প্রকার বিশিষ্ট আর একটী পরম লাবণ্যময় যুবক সেইরূপ অশ্বারোহণে নিষ্কোষিত অসি সঞ্চালিত করিতে করিতে ধাবিত হইতেছেন, ক্রমে চীনপতির সন্নিকট স্থানে আসিয়াই উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দূর হইতেই তিনি সেই চীনপতিকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, বলিয়া সেই স্থানে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অশ্ববেগ সম্বরণ পূর্ব্বক সেই চীনপতিকে কহিলেন, মহাশয়। দেখিয়াছেন? আমারই ন্যায় আকার বিশিষ্ট কোন একটী মনুষ্য অশ্বোপরে এই দিকে আসিয়াছে? চীনেশ্বর উত্তর করিলেন হাঁ। দেখিয়াছি, অতি সামান্য ক্ষণ হইল, অতি প্রবলবেগে এই মহারণ্য মধ্যে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন, সেই ঘোটকারোহী পুরুষ এই কথা শ্রবণ মাত্রেই গুরু বেগে অশ্ব চালনা করিলেন, এবং দেখিতে দেখিতেই তিনি দৃষ্টির অতীত হইয়া পড়িলেন নৈমান রাজদুহিতা তিনি সেই বৃক্ষতলেই বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রতি আর একবারও কটাক্ষ করিলেন না, কিন্তু রাণী আবার সেই প্রথম অশ্বারোহীর ন্যায় তাঁহার অবয়ব দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকেও পতি পতি বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। অশ্ব অতি গুরুবেগেই ধাবিত হইতেছিল, তিনি যদিও শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পশ্চাৎভাগে দৃষ্টি করিবার আর তাঁহার সাবকাশ হইল না, দেখিতে দেখিতেই তিনি ঘোর কানন ভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। চীনপতি দুইজনারই একরূপ অবয়ব দৃষ্টে অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন, তখনই সেই কামিনীকে কহিলেন, সুন্দরি। তুমিতো দুইজন পুরুষকেই পতি পতি বলিয়া সম্বোধন করিলে এবং উভয়েরই আকার প্রকার একরূপ নিরীক্ষণ করিলাম, ইহারা উভয়ে যে কে তাহা বলিতে পার?

যৎকালে চীনপতি এইরূপ প্রকারে সেই নৈমান রাজদুহিতাকে বলিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, আর একটী অশ্বারোহী পুরুষ বিমুক্ত অসি হস্তে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সেই দিকেই আসিতেছেন। রাজ্ঞী তাঁহাকে দূর হইতে অবলোকন করিয়াই কহিলেন, চীনেশ্বর! দেখুন, এইবার যে পুরুষ ঘোটকারোহণে আসিতেছেন, উনিই আমার স্বামীর রাজমন্ত্রী। এই কথা বলিতে বলিতেই সেই স্থানে সেই ঘোটকারোহী পুরুষ আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু

তিনি ঐ নৈমান রাজদুহিতাকে অবলোকিত মাত্রেই মহা আনন্দমনা হইলেন, এবং তখনই সেই অশ্বের মহা বেগ সম্বরণ করিয়া সেই স্থানেই অবতরণ করিলেন। রাণী তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখ স্থানেই দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি তখনই সেই রাণীকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন. মাতঃ তীর্থবতেশ্বরী। আপনি এখানে বিরাজ করিতেছেন? মা! আমাদের ভাগ গুণে আপনাকে আজ এখানে জীবিত দেখে আমি যে কি পর্যান্ত হর্ষিত হইলাম তাহা আর বলিতে পারি না। যাইহোক, মাতঃ! পুনর্ব্বার যে আপনার শ্রীচরণ এ অধম মন্ত্রী দর্শন করিবে, তাহা স্বপ্নেও মনে করে নাই, আপনার ঐ শ্রীচরণ দরশন পাইব বলিয়া আমি যে কত স্থান অন্বেষণ করিয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না। যাইহোক, আমার ভাগ্যগুণে যে আপনাকে স্বজীবনে এই স্থানে দর্শনলাভ করিলাম. ইহাতেই কৃত কৃতার্থ জ্ঞান করিলাম। মাতঃ। বলিতে কি, সেই মায়াবিনী আপনার প্রতিরূপ ধারণ করিয়া আপনাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছিল. যার প্রতারণায় আপনাকে এরূপ দুর্দ্দশা গ্রস্থ হইতে হইয়াছে, তাহার সেই অপরাধের এক্ষণে বিশেষরূপ দণ্ড হইয়াছে? তাহার মস্তক মহারাজ স্বহস্তে ছেদন করিয়া তাহার সেই মায়াদেহ একেবারেই অগ্নিতে দগ্ধীভূত করিবার আজ্ঞা করিয়াছেন। মাতঃ। আর আপনার এ বনবাস কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না, আপনি এই অশ্বোপরে ত্বরায় আরোহণ করুন, আমি আপনাকে লইয়া একেবারে মহারাজের বামাসনে বসাইয়া দিইগে। মহারাজ এক্ষণে স্পষ্টরূপে আপনার নির্দ্দোষের প্রমাণ পাইয়া, আপনাকে যে বিনাপরাধে অসংখ্য বনবাস কষ্ট প্রদান করিয়াছেন, এই ভাবিয়া তিনি যে কতবড় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, তাহা আর বলিতে পারি না। তদ্বাক্যে রাজ্ঞী কহিলেন, মন্ত্রীবর! এক্ষণে যে মহারাজ আমাকে প্রকৃত রাজ্ঞী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন. ইহাতেই আমি বড় আনন্দিত হইলাম, যতই কেন কষ্ট হউক না, সে কষ্ট এক্ষণে আমার সফলিত হইল। আমি যদি মায়াবিনী না হইয়াও মায়াবিনীর ন্যায় দণ্ড ভোগ করিয়া আজন্মকাল দুঃখ ভোগ করিতাম, সে কষ্ট যে কতই কষ্টকর হইতো তাহা আর বলিতে পারি না। যাইহোক, মন্ত্রীবর! এক্ষণে যে আমি আবার এক মহা আশ্চর্য্য কাণ্ড নিরীক্ষণ করিলাম, ইহার হেতু কি? যেমন আমার অবয়ব মায়াবিনীকে দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ মহারাজেরও অবয়ব আর একজনকে দেখিতেছি? অগ্রেও যিনি অশ্বারোহণে গমন করিলেন তিনিও মহারাজের অভিন্নরূপ. পশ্চাতেও যিনি গমন করিলেন, তিনিও সেইরূপ? মন্ত্রী কহিলেন, রাজ্ঞী! সে সকল বলিবার আমার সময় নাই,

আমি মহারাজের পশ্চাদ্দেশেই আসিতেছিলাম, বোধ হয় মহারাজ এতক্ষণ বহুদূরেই যাইয়া পড়িলেন, কি করিব, তবে আপনার অনুরোধে কিঞ্চিৎ আভাষমাত্র বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মাতঃ। আপনি সেই মায়াবিনীর কৌশলে কানন বাসিনী হইলে, আর একজন মায়াবী সেই মায়াবিনীর সহ ষড়যন্ত্র করিয়া মহারাজের সাম্রাজ্য গ্রহণের অভিলাষ করিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বর অনুগ্রহে সেই ষড়যন্ত্র ঠিক না হইতে হইতেই মহারাজ তাহার সেই কৌশল জানিতে পারিয়া সেই মায়াবিনীকে একেবারেই সংহার করিয়াছেন, এক্ষণে ঐ দুষ্ট মায়াবীর প্রাণসংহার কামনা করিয়াই তাহার পশ্চাদ্দেশে ধাবিত হইতেছেন, আমিও সেই হেতু গমন করিতেছি, আপনি শীঘ্র এই ঘোটকোপরে আরোহণ করুন, আমি আর থাকিতে পারিতেছি না। আর আর বিবরণ যাহা, তাহা আপনাকে সময়ক্রমে বিদিতা করিব।

চীনাধীশ্বর ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথাই নিষ্পন্ন করেন নাই, সেখানেই উপস্থিত ছিলেন; তখনই কহিলেন, হে রাজসচিব? রাজমহিষী নিতান্ত সুখভাগিনী, কখনই দুঃখ স্বীকার করেন নাই, ফলতঃ এক্ষণে যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, এ অবস্থায় যে অশ্বারোহণে দ্রুতগতিতে গমন করিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নয়? অশ্বারোহণ করা নিতান্ত দুর্ব্বলের কার্য্য নহে। আর আপনাকেও যেরূপ ক্লান্তকায় নিরীক্ষণ করিতেছি, এ বিষয়ে আপনাকে ক্ষণকাল বিশ্রাম করা সর্ব্বোতভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে। এ কারণ আমি বলি কি, আপনি যদি এই রাজমহিষীকে লইয়া এই স্থানে বিশ্রাম করেন, তবে আমিই আপনার অনুরূপ হইয়া আপনার প্রভুর অনুসরণে প্রস্তুত হই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যথাসাধ্যক্রমে তোমার মহারাজকে রক্ষা করিতে কখনই অবজ্ঞা করিব না? মন্ত্রী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যদি স্বইচ্ছায় এরূপ স্বীকৃত হইল, তবে আমার ইহাতে কিছুমাত্র অমত নাই, কিন্তু বিলম্ব করিলে চলিবে না? তদ্বাক্যে চীনপতি কহিলেন, আমি গমনে প্রস্তুত হইয়াছি, আপনি স্পষ্টরূপে অনুজ্ঞা করিলেই অশ্ব রজ্জুশূণ্য করি। মন্ত্রী তদ্বাক্যে তখনই স্বীকৃত হইলেন, চীনপতি তখনই অশ্বরজ্জু শূণ্য করিয়া তীর্থেতেশ্বরের অনুগমন করিলেন।

অনন্তর চীনপতি তীর্থেতেশ্বরের অনুগমন করিলেন, নৈমানরাজ দুহিতা সেই চীনপতির যেরূপ পরিচয় জ্ঞাত ছিলেন, তৎসমুদায় সেই মন্ত্রীর নিকট বিদিত করিয়া কহিলেন, মন্ত্রীবর! আমার সেই

মায়াবিনীর কথা শ্রবণ করিবার জন্য মন অত্যন্ত উৎসুক হইতেছে, তুমি আমাকে স্পষ্টরূপে বল, সেই পাপিনীর মহামায়া মহারাজ কিরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, রাজ্ঞী! মায়াবিনীর মায়া আর কতক্ষণ গোপন থাকে বলুন, আমরা আপনাকে নির্ব্বাসন করিয়া মনে মনে সকলেই আনন্দানুভব করিতে লাগিলাম, জ্ঞান করিয়াছিলাম আপনিই মায়াবিনী, আর সেই দুষ্টা মায়াবিনীই প্রাকৃত রাজ্ঞী। আমাদের ঐকামতে মহারাজও তাঁহাকে রাণী জ্ঞানে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না, আমরা সকলেই সেই মায়াবিনীকে রাজ্ঞী জ্ঞানে মহাপূজা করিতে লাগিলাম, কিছুদিন অতীত হইলে মহারাজ এক দিন স্বীয় বিলাস ভবনে রাজ্ঞার নিকট গমনের অভিলাষ প্রদান করিলেন, আমরা সকলেই তাঁহার সহ সেই বিলাস ভবনে গমন করিলাম, প্রায় দুই চারি দিবস অতীব সুখেই তথায় কাল অতিবাহিত হইয়া গেল, তদনন্তর গত কল্য মহারাজ মৃগ হনন উদ্দেশে বহির্দ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহার অনুসঙ্গীক ছিলাম, কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই মহারাজ আমাকে কহিলেন, মন্ত্রি। আমি একটী কথা রাজ্ঞীকে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, তোমরা কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, আমি রাজ্ঞীকে সেই কথাটী বলিয়া আসি। এই বলিয়া মহারাজ অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন, আমিও সকল লোক জনকে সতর্কিত করিয়া মহারাজের অনুগমন করিলাম। রাজন যৎকালে অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠেই গমন করিলেন, আমি গৃহপ্রবেশ দ্বারদেশেই দণ্ডায়মান রহিলাম। এইরূপে কিছুমাত্র সময় অতীত হইয়াছে, ইতিমধ্যেই মহারাজের অনুরূপ একজন উলঙ্গবেশে সেই পুরীর অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইল। আমি তাহাকেই প্রকৃত স্বীয় প্রভু অনুমান করিয়া কহিলাম, রাজন! একি? আপনার এরূপ বিচ্ছিন্ন বেশ দেখিতেছি কেন? সে আর আমার কথার কোনরূপ উত্তর করিল না, অবিলম্বেই সে একটা ঘোটক আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবিত হইল। তখন আমি স্পষ্টই জ্ঞান করিলাম, মহারাজ হয়তো সহসাই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন, আর থাকিতে পারিলাম না, আমিও ভ্রমে পড়িয়া তাহারই অনুস্মরণ করিতে লাগিলাম। সামান্য দূর অতিক্রম করিয়াছি, ইত্যবসরে স্বয়ং তীর্থেশ্বর আমার পশ্চাৎ হইতে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মন্ত্রীবর! তুমি স্থির হও, তোমার আর ঐ পাপিষ্ঠের অনুগমন করিতে হইবে না, আমি স্বয়ংই উহার জীবন সংহার করিয়া উহার কার্য্যোচিত প্রতিফল প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া রাজন রক্তাক্ত উলঙ্গ অসি ধারণ পূর্ব্বক সেই উলঙ্গ রাজবেশধারীরই পশ্চাৎদেশে

ধাবিত হইলেন। আমি তৎকালে তাঁহার কোন মর্ম্মই বিদিত হইতে পারিলাম না। কি করিব তুরঙ্গারোহণে তাঁহারই অনুশরণ করিতে লাগিলাম। রাজন পশ্চাৎ অবলোকনে এই মাত্র কহিলেন, মন্ত্রী। আমি রাক্ষসীর মায়ায় পতিত হইয়া কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি, আমি প্রতারণায় সেই জীবন স্বরূপ প্রিয়তমাকে নির্ব্বাসন দিয়া সুধা ভ্রমে গরল ভক্ষণে অভিলাষ করিয়াছিলাম। দেখ, যেখানে পাও আমার অর্দ্ধ অঙ্গ স্বরূপা রাজ্ঞীর অন্বেষণে তৎপর হও, আমার এক্ষণে রাজ্ঞীর অভাবেই এই দারুণ দুর্দ্দশা সংঘটন হইয়াছে। কি বলিব মায়াবিনী যেমন মায়া প্রকাশ করিয়া আমার প্রাণে ব্যথা প্রদান করিয়াছিল, তাহার উচিত প্রতিফল প্রদান করিয়াছি, আর যে ঐ দুরাত্মা আমারই অনুরূপ হইয়া পলায়ন করিতেছে, ঐ দুরাত্মাও সেই মায়াবিনীর অনুসঙ্গীক, এক্ষণে উহাকেও সেই মায়াবিনীর পাশে প্রেরণ করিতে পারিলেই, সকল দুঃখের অবসান করি। এই কথা বলিতে বলিতে মহারাজ এমনই অশ্ব বেগে চালিত করিলেন যে, আমি আর তাঁহার কোনরূপই অনুগমনে সামর্থ হইলাম না। অবশেষে আপনারই অনুসন্ধানার্থ এই ঘোর কানন দিয়া তাঁহারই পশ্চাতানুগামী হইতেছি। ভাবিয়াছিলাম, আর আপনার ঐ চরণকমল আমার প্রদর্শন হইবে না। ঈশ্বর ইচ্ছায় এইখানে আপনার দর্শনলাভে আমি অতীব আনন্দিত হইয়াছি। রক্ষাকর্ত্তা ধর্ম্মই প্রধান। তিনিই আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন। রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, মন্ত্রী। ধর্ম্মের জয় ইহা সর্ব্বত্রেই ব্যক্ত রহিয়াছে, কিন্তু অধর্ম্মে যদিও সুখ সমৃদ্ধ হয়, সে কেবল মাত্র জলের লিখনবৎ, সমূলে অচীরকাল মধ্যেই ধ্বংশের সম্ভাবনা।

এদিকে তীর্ব্বত পতি নক্ষত্রবেগে ধাবমান হইতেছিলেন, সামান্যকাল মধ্যেই সেই অরণ্যের প্রান্তভাগে উক্ত ছদ্মবেশধারী মায়াবীকে আক্রমণ করিলেন। দূর হইতেই তিনি সেই মায়াবীর পরে এমনই অসি চালিত করিলেন, যে সেই অসি আঘাতে মায়াবী একেবারে অশ্ব হইতে ধরায় পতিত হইল। মহারাজ আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলেন না, তখনই স্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই মায়াবীর মস্তকদেশ বিচ্ছিন্ন মানসে স্বীয় করাস্থিত তরবারি উত্তোলিত করিলেন। মায়াবী দেখিল, আর আমার জীবন রক্ষার কোন উপায় নাই, তখন সেই মায়াবী একেবারে তীর্ব্বতেশ্বরের চরণতলে পতিত হইয়া উচ্চনাদে এই বলিতে লাগিল, হে মহাত্মন্ তীর্ব্বতাধীশ্বর! আমাকে জীবনে হত করিবেন না, আমি নিতান্তই আপনার

শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন। তীর্থিতনাথ শরণাগতের জীবন কদাচই নষ্ট করিতেন না, তিনি তখনই অসিবেগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, দুষ্ট! আমি যদিও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, শরণাগতের প্রাণ কদাচই বিনাশ করি না, কিন্তু তুই যেরূপ অত্যাচারি তোর জীবন রক্ষা করিলে সংপূর্ণরূপে পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করা হইবে, একারণ তোর জীবন আমি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিব না। তখন সেই মায়াবী দারুণ ক্রন্দন সহকারে কহিল, হে নৃপাল! আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি প্রকৃতই তাই, কিন্তু আমি যখন আপনার শরণাগত, তখন আপনি শরণাগতের জীবন সংহার করিয়া আর স্বীয় যশঃ সৌরভে বাধা দিবেন না। তদ্বাক্যে রাজা কহিলেন, হাঁ! আমার ইচ্ছা তাই, যে তোর রুধির আগু ধরায় নিক্ষিপ্ত করিয়া ধরাকে কলুষিত করিব না, কিন্তু তুই যেরূপ অত্যাচারী তোকে রক্ষা করিতে আমার এক মূহর্ত্তও বাসনা নাই, এক্ষণে তুই যদি একান্তই আমার হস্তে জীবন রক্ষার প্রার্থনা করিস্, তবে তুই স্পষ্টাক্ষরে বল, কি দুষ্ট অভিলাষে তুই এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলি। মায়াবী কহিল, নরনাথ! আপনি আমার জীবনদাতা, আপনি যখন আমার জীবন রক্ষা করিলেন, তখন আর আমি কিছুই গোপন করিব না, আপনি শ্রবণ করুন, আমার যথার্থরূপ যাহা পরিচয় তৎসমুদয় বলিতেছি। এই বলিয়া সেই মায়াবী আপনার করাঙ্গুষ্ঠে যে একটী অঙ্গরীয়ক ছিল, সেইটী উন্মোচন করিয়া কহিল, মহাশয়! দেখিতেছেন কি, আমার এই অঙ্গুরীয়কটীই সমস্ত গুণের আধার। এই অঙ্গুরী হইতেই আমি আপনার রূপ ধারণ করিয়াছিলাম, এখনও আমি এই অঙ্গুরী প্রভাবে যেরূপ হইতে ইচ্ছা করিব সেইরূপই হইতে পারি, মহারাজ! বলিব কি, আমি এই আশ্চর্য্য অঙ্গুরী ধারণ করি বলিয়া, সকলে আমাকে ইচ্ছারূপী কহিয়া থাকেন। যতক্ষণ এই অঙ্গুরী আমি ধারণ করিয়া থাকিব, ততক্ষণ নানারূপই ধারণ করিতে সামর্থ হইব, কিন্তু ইহা বিহীন হইলে আর আমার কোনরূপ হইবারই সামর্থ নাই। আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, আমি আপনার তুল্য রূপ ও বয়স এবং সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার যে স্বাভাবিক রূপ তাহা আমি কদাচই কাহাকে দেখাইতে বাধ্য নহি। আমি এই অঙ্গুরীর প্রভাবেই নানারূপ ধারণ করিয়া থাকি, যদি আপনার আমার প্রকৃত রূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে দেখাইতেছি, আপনি অবলোকন করুন। এই বলিয়া সেই মায়াবী যেমন সেই অঙ্গুরিটী ভূমিতে নিক্ষেপ করিল, অমনই পক্বশুশ্রুধারী গলিত মাংস বিশিষ্ট এক মহাবৃদ্ধরূপ হইল। তীর্থিতরাজ তাহা নিরীক্ষণে যারপর নাই

বিস্মিত হইলেন, মায়াবী বলিল, মহারাজ! এই আমার যথার্থ রূপ রাজা বলিলেন, ভাল। তোমার যদি এই প্রকৃতরূপ, তবে তুমি ঐ যে আশ্চর্য্যরূপ অঙ্গুরীটী কিরূপে কোথায় পাইয়াছিলে, সেই কথাটী আমাকে বলিতে হইবে। আমি ইহার তদন্ত শুনিবার জন্য অতিশয় উৎসুখ হইয়াছি, ইহার তথ্য কথা শুনিলে আর আমি তোমাকে কদাচই ছাড়িব না? মায়াবী কহিল, মহারাজ! ইহার তথ্য কথা অতিশয় চমৎকার এ কথা আমি কাহারই নিকট বিদিত করি নাই, যদি আপনি একান্তই ইহা শ্রবণে অভিলাষ করেন, তবে আমি প্রকৃতরূপেই বলিতেছি শ্রবণ করুন।

---

## ইচ্ছারূপী ও বিশ্বমোহিনীর কথা।

মায়াবী বলিল, মহারাজ! আমি এই অঙ্গুরীর বিশেষ কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমার নিবাস ডামস্কস্‌নগরে, আমি এক তন্তুবায়ের অপত্য। আমার পিতা তন্তুবায় ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি সেই জাতীয় ব্যবসায় এতাদৃশ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, যে তিনি একজন ডামস্কসের প্রধান লোক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। প্রথম বয়সে আমার জননীর মৃতবৎসা ভয়ানক পীড়া ছিল, তৎকারণ তিনি যত সন্তান প্রসবিত হইয়াছিলেন, ততই বিনষ্ট হইয়াছিল, তদনন্তর তাঁহার শেষ অবস্থাতেই আমি ভূমিষ্ঠ হই। তাঁহারা আমাকে সেই প্রবীণ অবস্থাতে প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই সুখী হন। কি বলিব, আমার নিতান্তই দুরদৃষ্ট, আমার সামান্য বয়ঃক্রম হইলেই জনক জননী তাঁহারা আমাকে রাখিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিলেন। পিতৃ বিয়োগে আমিই সেই পিতার অতুল ধনের অধীশ্বর হইলাম, আমার ক্রমে বয়ঃক্রমও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনই আমার কুচরিত্রেরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিতে লাগিল। আমার বাটীর সন্নিদ্ধ স্থানে একটী ফিরজকুমারী নাম্নী বেশ্যা বাস করিত, আমি প্রথমে তাহারই প্রেমে একেবারে আবদ্ধ হইয়া পড়িলাম। ক্রমে তাহার প্রেমে আমি এমনই উন্মত্ত হইলাম, যে মন প্রাণ ধন জীবন যৌবন সমুদায়ই সেই ললনার রূপে অর্পণ করিলাম। সে ললনার রূপের সীমা ছিল না, সে কামিনীর রূপ দেখিলে পুরুষমাত্রেই মুগ্ধ হইত, সে কারণ সকলে মিলিয়া তাহার যে ফিরজকুমারী নাম ছিল, সে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার নাম বিশ্ববিমোহিনী নাম খ্যাতি করিয়া দিল; কিন্তু মহারাজ! চরিত্র দোষ বশতঃ যে আমিই তাহার

...রে অনুরাগী হইয়াছিলাম, এরূপ বিবেচনা করিবেন না, ...রে সেই আশ্চর্য্যরূপে পুরুষ মাত্রেই মন প্রাণ অর্পণ করিয়া তাহার ...হ প্রেমালাপ করিতে কামনা করিত। যাইহোক, মহারাজ! আমিই ...সই কামিনীর হৃদয়বল্লভ হইয়াছিলাম, আমিই সেই কামিনীকে যথাসর্ব্বস্ব দানে বাধিত করিয়াছিলাম বলিয়া, লোকে আমাকে সর্ব্বদা বলিত, আমিই যথার্থ সুখী! মহারাজ! কি বলিব, এইরূপ সুখে কিছুদিন অতীত হইলেই, সেই বিশ্বমোহিনী কামিনী একদিন আমাকে মধুর বাক্যে কহিল, প্রাণনাথ! তুমি আমার প্রেমে সর্ব্বস্ব চ্যুত হইয়াছ বলিয়া একমুহূর্ত্ত জন্য দুঃখিত হইও না। যদিও আমি সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া অতুল ধনের ঈশ্বরী হইয়াছি, কিন্তু সে ধন হইতে যাহাতে তোমার পরিণামে বিশেষ উপকার হয়, তাহাই করিব। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি যত যত উপপতি করিয়াছি, সর্ব্বাপেক্ষা তোমাকেই আমি বিশেষ ভাল বাসিয়া থাকি, এমন কি তোমাকে আমি যদি এক মুহূর্ত্তকাল নয়নাতীত করি, তবেই যেন এ ভুবন শূন্য দেখি। সে যাইহোক, নাথ! এই কারণ আমার নিকট যে এক আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক মহাবিদ্যা আছে, যে বিদ্যা হইতে যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যাইতে পারে, এক্ষণে সেই বিদ্যা আমি তোমাকেই অর্পণ করিব। তুমিই আমার একমাত্র প্রাণেশ্বর! তুমিই সেই আশ্চর্য্য বিদ্যা লাভ করিলে আমি সর্ব্বসুখেই সুখী হইব। মহাশয়! বলিব কি, এই কথা আমি সেই তাহার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলাম, এবং উভয়ে যেন এক প্রাণ, এই ভাবে তাহাকে লইয়া অতি সুখেই কাল হরণ করিতে লাগিলাম।

কিন্তু সময়ের অবস্থা কখনই খণ্ডন হইবার নহে, যৎকালে উভয়েরই যৌবনাবস্থা গত হইয়া আসিল তৎকালে উভয়েরই সেই মনোহর রূপ ও কান্তি ক্রমেই শ্রীহীন হইয়া আসিতে লাগিল। ললনার আর সে সৌন্দর্য্যের আদর কিছুই রহিল না, নব্যগণ তাহাকে দেখিয়া তখন সকলেই ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহা নিরীক্ষণে সেই কামিনী অতীব দুঃখিত হইয়া একদিন আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, প্রাণনাথ! তোমায় কি বলিব, আমার অতুল ধনের প্রভাবে যদিও কোন সুখের অভাব নাই, কিন্তু আমি যে যৌবন রত্ন বিহীন হইয়া যুবক সমাজে ঘৃণার পাত্রী হইতেছি, ইহাতে আমার যে কত বড় দুঃখ হইয়াছে, তাহা আর বলিতে পারি না। আমি চিরকাল যুবকগণের সহবাসে কালহরণ করিয়াছি, এখন যখন সেই যুবকগণ আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া ঘৃণা বই আর আদর করে না, তখন আমার

এ জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই সহস্রগুণে শ্রেয় বোধ হইতে যাইহোক্, আমি এ দুঃখের এই এক স্থির নিশ্চয় করিয়াছি, হয় .. জীবন ত্যাগ, নতুবা জনশূন্য স্থানে বাস ছাড়িয়া অরণ্য বাসিনী হইয়া থাকিব। তদ্বাক্য আমি কহিলাম, সুন্দরি! তুমি যাহা বলিতেছ, ইহা প্রকৃতরূপই বটে, কিন্তু আমি যখন তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, তখন তুমি যদি অরণ্যবাসিনী হও, তবে আমি আর এদেশে থাকিয়া কি করিব, আমিও তোমার সহিত কাননবাসী হইয়া তোমারই প্রেমের বৈরাগী হইব। তদ্বাক্যে কামিনী আরও আমার প্রতি প্রসন্না হইল, পরে অতি মধুর বাক্যে বলিল, নাথ! তবে আর কোথায় যাইয়া অবস্থান করিব, আমি জানি ফেরনা নামে একটী মনোহর কানন আছে, সেই কাননের মধ্যস্থলেই একটী সুরম্য পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতের গুহার অভ্যন্তরে একটী বনাট নামে বৃদ্ধ পরী বাস করে, চল সেইখানেই থাকিয়া এ জীবনের শেষ অংশ উভয়ে অতীত করিব। কিন্তু নাথ! কি বলিব, সেই বৃদ্ধ বনাট পরীর যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, তাহা আর আমি একমুখে বলিতে পারি না। সে ইচ্ছা করিলে, সুমেরু পর্ব্বতকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া অতল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিতে পারে, তাহার সে আশ্চর্য্য ক্ষমতার কেহই ইয়ত্তা করিতে পারে না, সে মনে করিলে, চন্দ্র সূর্য্যের পর্য্যন্ত গতিরোধ করিতে পারে। তাহার অসীম ক্ষমতা, সে সেই ক্ষমতাবলে বৃদ্ধকেও যুবা করিতে পারে, এবং সংপূর্ণা যৌবনীকেও গলিতা বৃদ্ধা করিতে পারে। সে ইচ্ছা করিলে সকলই করিতে পারে, তাহার অসাধ্য আর কিছুই নাই। যাইহোক্, নাথ! এক্ষণে আমি এই নিশ্চয় করিয়াছি, যে সেই স্থানেই অবস্থান করিব, এবং যে কোন উপায়েই হউক, তাহাকে প্রসন্ন করিয়া তাহার নিকট হইতে ইচ্ছানত বর গ্রহণ পূর্ব্বক এ দুঃখ সন্তপ্ত হৃদয় যাহাতে শীতল করিতে পারি তাহাই করিব। তাহার দয়া প্রভাবে আমি আবার পুনঃ যৌবন লাভ করিতে পারিব, আবার আমি যুবকবৃন্দের মন হরণ করিয়া যুবক দলের প্রণয়ের পাত্রী হইব। নাথ! কি বলিব, স্ত্রীলোকের যৌবন তুল্য আর গৌরব কিছুই নাই, যদি সেই যৌবন রত্ন পুনর্ব্বার লাভ করিতে পারি, তবে যতই কষ্ট হউক না কেন, সকল কষ্টই সেই যৌবন হইতে বিস্মিত হইয়া যাইব। আমি বলিলাম প্রিয়ে! আমি তোমার নিতান্ত অধীন, আমি আর তোমা ভিন্ন কিছুই জানিনা, তুমি যেখানে যাইবে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকেও সেইখানে অনুসঙ্গী করিও।

মহারাজ বলিব কি, আমি যখন সেই ললনা.ক এইরূপ ভাবে বিশেষ স্বস্থবোধ করিলাম, তখন সেই কামিনী আমাকে সমভিব্যাহারী করিবে বলিয়াই স্বীকার করিল। তদনন্তর গমনের দিন স্থিরতা হইলে, উভয়েই সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে হীরকাদি মহা মহা মূল্যবান বস্তু সকল উপহার রূপে গ্রহণ করিয়া সেই বিশ্বমোহিনীর উদ্দেশেই যাত্রা করিলাম। তৎপরে কয়েক দিবস অতীত হইলেই আমরা উভয়ে যখন সেই কানন মধ্যে উপস্থিত হইলাম, তখন দূর হইতে সেই ললনা আমাকে কহিল, নাথ! দেখিতেছেন ঐ যে সম্মুখভাগেই মনোহর গিরিশৃঙ্গ অবলোকন হইতেছে, ঐ গিরির গহ্বর মধ্যেই সেই বিশ্বমোহিনী বনাটপরী অধিষ্ঠান করে, তিনি ঐ খানেই বসবাস করিয়া থাকেন, কিন্তু শুনিয়াছি দিবাভাগে তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এখনতো দেখিতেছি সংপূর্ণ দিবাভাগ, এখন আর ঐ স্থানে গমন করিলে কি হইবে, আসুন আমরা এই দিবাভাগ এইখানেই অতীত করি। তদনন্তর যখন সূর্য্যদেব অস্তাচল গমনে উৎযোগী হইবেন, সেইকালে উভয়েই তাঁহার উদ্দেশে ঐ স্থানে গমন করিব। আমি তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম, পরে যেমন নিশাকাল সমাগত হইল, অমনই উভয়ে গমন করিয়া সেই বিশ্বমোহিনী কামিনীকে দর্শন করিবার অভিলাষে সেই পর্ব্বত উদ্দেশেই যাত্রা করিলাম। ক্রমে আমরা যখন সেই পর্ব্বত সন্নিদ্ধ স্থানেই উপস্থিত হইলাম, তখন দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম, সেই গুহাভ্যন্তরে প্রকাণ্ড অগ্নিরাশি প্রজ্বলিত হইতেছে, সেই অগ্নিরাশির চতুঃপার্শেই দেবপূজোচিত নানাবিধ উপাদেয় বস্তু সকল সজ্জিত রহিয়াছে, এবং সেই বিশ্বমোহিনী কামিনী সেইস্থানে উপবিষ্টা হইয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন, আর সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিতেছেন। ক্রমে আমরা তাঁহারই সন্নিদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইলাম, এবং তাঁহার সম্মানার্থে যে সকল বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছিলাম, তৎসমস্ত তাঁহার সম্মুখে রক্ষা করিয়া স্থিরভাবে তাঁহারই একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলাম। যৎকালে তাঁহার সেই হোমাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল, তৎকালে তিনি হস্তাদি প্রক্ষালন করিয়া আমাদেরই উপর একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আমরা উভয়েই সেই সাবকাশে গললগ্নীকৃত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলাম, হে বিশ্বমোহিনী দেবি! আমরা কেবলমাত্র আপনার ঐ দুল্লভ পদ দর্শন কামনা করিয়াই এই দুরূহ স্থানে আগমন করিয়াছি, আপনাকে আর অধিক কি কহিব, আমাদের যাহা মন্তব্য ভাব তাহা আপনি সকলই বিদিত আছেন। এক্ষণে যাহাতে আমাদের সে আশা সংপূর্ণ হয়, তাহাই করুন। তিনি আমাদের সেইরূপ ভক্তিতে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন

পরে উত্তর করিলেন, হঁা! যাহা তোমাদের মনোভাব তাহা আমি সমস্তই বিদিত হইয়াছি, চিন্তা নাই অচিরেই তোমাদের সে আশা সংপূর্ণ হইবে। এই কথা বলিয়া সেই বিশ্বমোহিনী কামিনী আমাদিগকে সেইখানেই দণ্ডায়মান থাকিতে কহিলেন, পরে সেই ললনা নিজ করস্থিত অঙ্গুলী হইতে দুইটী অঙ্গুরী প্রসারিত করিয়া বলিলেন, তোমরা উভয়েই এর এক একটী অঙ্গুরী গ্রহণ কর। যৎকালে তোমাদের যে অভিলাষ পূর্ণ করিবার বাসনা হইবে, তৎকালে কেবলমাত্র বনাট পুরীর ধ্যান করিলেই সেই আশা সফলিত করিতে পারিবে। এই অঙ্গুরী প্রভাবে সকল প্রকার মূর্ত্তিই ধারণ করা যায়, যখন যে রূপ ধারণ করিতে অভিলাষ করিবে তখন সেইরূপই হইতে পারিবে, এমন কি যাহাদের তুল্য রূপ ধারণ করিবে, তাহাদের একগাছি লোম পর্য্যন্ত বিভিন্ন থাকিবে না। কিন্তু এই দুইটী অঙ্গুরী দুইরূপ, একটীতে যেরূপ রমণী হইতে ইচ্ছা করিবে, সেইরূপ রমণীই হইতে পারিবে, আর একটীতে যেরূপ পুরুষ হইতে ইচ্ছা করিবে, সেইরূপ পুরুষই হইতে পারিবে। এই বলিয়া তিনি সেই অঙ্গুরীযকে নানারূপ মন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া, পরে উভয়কেই এক একটা সেই বনাট পরীর শরণ মন্ত্র প্রদান করিয়া, আমাকে পুরুষ রূপী অঙ্গুরীটী প্রদান করিলেন, এবং আমার সেই প্রিয়তমাকে রমণীরূপী অঙ্গুরীটী দিলেন। তদনন্তর সেই কামিনী আর কোন কথাই বলিলেন না, কেবলমাত্র ইঙ্গিতে আমাদের উভয়কেই গমনের অনুজ্ঞা করিয়া যেরূপ পূর্ব্বে আহ্নিক কার্য্যে নিমগ্ন ছিলেন, পুনর্ব্বার তাহাতেই নিমগ্ন হইলেন। আমরা আর ক্ষণকালও সেখানে রহিলাম না, তখনই তাঁহাকে ভক্তিভাবে বন্দনা করিয়া স্বধামে যাত্রা করিলাম।

মহাশয়! বলিব কি, যৎকালে আমরা উভয়েই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, তৎকালে উভয়েই সেই অঙ্গুরীদ্বয়ের পরীক্ষা করিব বলিয়া উভয়েই যত্নবান হইলাম। কামিনী সেই কামিনী অঙ্গুরীর প্রভাবে নিত্য নিত নব নব কামিনীরূপ ধারণ করিতে লাগিল, এবং সেই ভুবনমোহিনী রূপে কত কত যুবকের মন মুগ্ধ করিয়া নানারূপ ধনের বৃদ্ধি করিতে লাগিল। মহাশয়! বলিব কি, সেই কামিনীর রূপ সাগরে পতিত হইয়া কত যুবা যে সর্ব্বশান্ত হইয়া গেল, আর কত কামিনী যে স্বীয় পতি ধনে বঞ্চিতা হইয়া কতরূপ দুঃখ সহ্য করিতে লাগিল, তাহা আর বলিতে পারি না। কিন্তু মহাশয়! আমিও অত্যাচারের সীমা রাখি নাই, আমিও সেই পুরুষ অঙ্গুরী প্রভাবে নিত্য নিত্য যুবা পুরুষের রূপ ধারণ করিতে লাগিলাম, যখন যে

রমণীর প্রেম অভিলাষ করিতাম, তখনই তাহার পতির বেশ ধারণ করিয়া সেই রমণীর প্রণয় সুখ সম্ভোগ করিতে পারিতাম, এইরূপে কত রমণীর সতীত্ব নাশ করিয়াছি, এবং কত যে পুরুষের ধন অপহরণ করিয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না, তদনন্তর যখন আমার ঐ ধন আশা ও কামিনীর প্রণয় আশা এক প্রকার সংপূর্ণ হইয়া আসিল, তখনই তখনই ভাবিলাম, আর এ স্থানে থাকিব। পরে উভয়েই আমরা স্বদেশ পরিত্যাগের কামনা করিয়া পরদেশ গমনের অভিলাষ করিলাম।

অনন্তর আমরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া নানাদেশ পর্য্যটন করিতে লাগিলাম, কত স্থানে কত কৌতুক করিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না, পরে আমরা একেবারে নৈমানদেশে আসিয়াই উপস্থিত হইলাম। তথায় আগমন করিয়া শুনিলাম, নৈমান ঈশ্বর মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাঁহার এক অতি অল্পবয়স্কা কন্যা রাজেশ্বরী হইয়াছেন তিনি নিতান্ত রাজকার্য্যের অসমর্থ, তৎকারণ তাঁহার এক ধাত্রীজনক ছিল সেই সেবাপুজের প্রতিনিধি হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছে, কিন্তু সেই রাজ্যের প্রজাগণ রাজকুমারীর ধাত্রীজনক প্রতিনিধি হওয়ায়, সেই রাজ্য যাহাতে হস্তান্তরিত হয়, তাহারই উপায় করিতেছে তাহাতে প্রজাগণ একতিল মাত্রও সুখী নাই। আমরা সেই অনুসন্ধানেই ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, পরে শুনিলাম সেই নৈমান ঈশ্বরের ফগ্নাফের নামে একটী কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন, কিন্তু তিনি বহুদিন অতীত হইল, এক প্রবল জাতি শত্রুর সহ সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায় তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মরিয়াছেন ইহাই সত্য, কিন্তু সেই রাজ্যের প্রজাগণ সর্ব্বদাই মনে করিত যে, তিনি জীবিত আছেন। তিনি যদি এই সময়ে উপস্থিত হন, তবে আমরা তাঁহাকেই রাজ্যেশ্বর করিয়া নৈমান রাজদুহিতার পদচ্যুত করিব। আমরা যৎকালে এইরূপ নিগূঢ় তত্ত্ব বিদিত হইলাম, তৎকালে আমি সেই কামিনীকে কহিলাম, দেখ প্রিয়ে! আমরা কেবলমাত্র কত কত প্রজার রূপ ধারণ করিয়াই সুখ সম্ভোগ করিয়াছি, কিন্তু কখন রাজা হইয়া রাজাসুখ সম্ভোগ করিতে পারি নাই? একারণ এখানে যেরূপ সুযোগ দেখিতেছি, যদি আমি মৃত সেই রাজ সহোদরের রূপ ধারণ করিয়া প্রজাগণের নিকট উপস্থিত হই, তবে প্রজাগণ যে আমাকেই রাজ্যেশ্বর করিবেন, তাহার আর অণুমাত্র সংশয় নাই। একারণ আমি সেই রূপ ধারণ করিয়াই প্রজাগণের নিকট উপস্থিত হইব, পরে যখন আমিই সেই সিংহাসনে অধিরোহণ করিব, তৎকালে তুমিও আমার

রাজ্যেশ্বরীর রূপ ধারণ করিয়া আমারই রাজ্ঞী হইও, তদনন্তর উভয়ে যে কত সুখ সম্ভোগ করিব তাহা আর বলিতে পারি না।

কামিনী আমার সেই কথা শুনিয়া তখন অতিশয়ই আনন্দিতা হইল, আমি তখনই সেই নৈমানশ্বরের সহোদরের বেশ ধারণ করিয়া একেবারে যাহারা বড় বড় সম্ভ্রান্ত প্রজা ছিল, তাহাদের নিকটেই উপস্থিত হইলাম। তাহারা আমাকে দেখিয়াই যেন গগণের চন্দ্রকে হস্ততলে লাভ করিল, তখনই তাহারা আমার সেই রাজ্যলাভ প্রত্যাশায় নানাস্থান হইতে নানারূপ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া একেবারে সদলে উপস্থিত হইয়া সেই নৈমান সিংহাসন আক্রমণ করিল। তখন ধাত্রীজনকের কোনরূপই যুদ্ধের আয়োজন ছিল না, অনায়াসেই সিংহাসন হইতে তাহাকে চ্যুত করিয়া আমাকেই সেই সিংহাসন প্রদান করিল। আমিই সেই সিংহাসনে বিরাজ করিতে লাগিলাম, পরে সেই ধাত্রীজনক বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আমার সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল সত্য, ফলে আমার জয়পতাকা আর গ্রহনে কিছুতেই সামর্থ হইল না, অবশেষে সেই ধাত্রীজনক পরাস্ত মানিয়া আমারই সেই রাজ্য মধ্যে নৈমান রাজদুহিতাকে লইয়া সামান্যের ন্যায় বসবাস করিতে লাগিল। আমি সেই প্রজাগণের সাহায্য বলে রাজ্যাদির অতুল ধনরাশি লাভ করিয়া পরমসুখে প্রজাগণকে লইয়া কালহরণ করিতে লাগিলাম। তৎকালে আমার সেই কামিনীও আমারই রাজ্ঞীর রূপে আমারই অর্দ্ধাসনের ভাগী হইয়া কালহরণ করিতে লাগিল।

এইরূপ কিছুদিন থাকিতে থাকিতে মনে মনে চিন্তা করিলাম, নৈমান রাজদুহিতা এখনও জীবিতা রহিয়াছেন, কিন্তু উহাঁরই পিতৃ রাজ্য, যদি ব্যবসায়স্থ য কোন না কোন সুযোগে,আমার বিদ্রোহ হইয়া উঠেন, তবে সংপূর্ণ অমঙ্গলের সম্ভাবনা। যাহাহোক, ঐ রাজকন্যাই আমার পরিনামের এক শত্রু বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, যাহাতে পারি ঐ রাজদুহিতার প্রাণ বিনাশ ব্যতিত আর আমার কিছুতেই নিশঙ্ক হইবার উপায় নাই। এই ভাবিয়া ঐ রাজনন্দিনীর বিনাশের উপায় নানারূপে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু ঐ প্রতিনিধি ধাত্রীজনক অতিশয় বুদ্ধিমান ছিল, ইহার মর্ম্ম যেমন কিঞ্চিৎমাত্র বিদিত হইল অমনই সেই নৈমান রাজদুহিতাকে লইয়া তৎস্থান হইতে একেবারেই প্রস্থান করিল। আমি তখন একেবারেই নিরাতঙ্ক হইলাম, তদনন্তর যাহাদের সাহায্য বলে সেই মহারাজনৃপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই সেই ব্যক্তিগণকে এক একটী রাজসরকারের উচ্চ

পদ প্রদান করিলাম। তাহারা তাহাতে আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইল, এবং তাহারা সেই বিশাল রাজকার্য্যাদি এমনরূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিল, যে আমি তাহাতে একেবারেই নিশ্চিন্ত হইলাম। আর আমার কোনরূপ কার্য্য রহিল না, তখন আমি কেবল সেই প্রেমিকা কামিনীর সহ বিলাসভবনে বিলাস করিতে লাগিলাম। মহাশয়! বলিব কি, ভাগ্যলক্ষ্মী কখনই চিরস্থায়ী নহেন, যৎকালে প্রায় এক বৎসর সময় এইরূপ সুখে অতীত হইয়াছে, এমত সময়েই আপনার প্রেরিত দূত উপস্থিত হইয়া আমাকে সেই অশুভ সংবাদের কথা বিদিত করিল। সে সংবাদ শ্রবণেইতো আমার অন্তরাত্মা শুখাইয়া গেল। তখন কি করিব, আর কোনরূপ উপায় না দেখিয়া মনে মনে এইরূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলাম, হায়! তখন যদি আমি সেই রাজকন্যাকে একেবারে বিনাশ করিতাম, তাহা হইলে আর আমাকে এরূপ বিপদগ্রস্থ হইতে হইত না।

মহারাজ! বলিব কি, আমার যদি সেই সময় মহারাজের সহিত সংগ্রাম করিবার তাদৃশ ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আর আমি সেরূপ চিন্তাবান হইতাম না। আমি বেশ জানিতাম, আমি নিতান্ত দুর্ব্বল, আমি কখনই আপনার সহ সংগ্রাম করিয়া সেই রাজ্য রক্ষা করিতে সামর্থ হইব না? কি করিব, আমি তখনই মনে মনে করিলাম এ রাজসিংহাসন এখনই পরিত্যাগ করি, কিন্তু মনে করিলাম, যদি সহসাই সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করি, তবে সকলেই আমাকে কাপুরুষ ভিন্ন আর কিছুই বলিবে না? কাজেই আমি প্রজাগণের হেনস্থা ভয়ে আর তাহা করিলাম না, হৃদয়ে মহাভয়াতুর হইয়া মৌখিকে সেই দূত প্রমুখাৎ আপনাকে সেরূপ দুরূহবাক্য বলিয়া পাঠাইলাম, কিন্তু দূত প্রত্যাগমন করিলেই নিশ্চয় জানিতে লাগিলাম, আর অধিক বিলম্ব নাই, অচিরেই আপনি সদলে আগমন করিয়া আমার যতদূর অবস্থা করিতে হয় করিবেন, তখন কাজে কাজেই আমি সেই ভয়ে সেই সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মহাশয়ের গমনের অগ্রেই পলায়নের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তখন মনে মনে এই করিলাম, যদি সহসাই পলায়ন করি, তবে প্রজাগণ আমাকে নিতান্তই অকর্ম্মণ্য ও হেয় জ্ঞান করিবে; এই ভাবিয়া তখন আমার সেই কামপত্নীকে কহিলাম, প্রিয়ে! আমি সেই অঙ্গুরীয় প্রভাবে মৃতদেহ ধারণ করি, তুমি নগর মধ্যে জনরব করিও যে, আমার সহসাই মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু বলিয়া রাখি, যৎকালে প্রজাগণ আমাকে মৃতজ্ঞানে সমাহিত করিবে, তৎকালেই তুমি যামিনীযোগে আমাকে উত্তোলন করিয়া লইও। কামিনী তাহাতে স্বীকৃতা হইল, আমি তখনই সেই

অঙ্গুরী প্রভাবে মৃতদেহ ধারণ করিলাম, পরে যখন সকলেই আমার মৃত সংবাদ প্রাপ্ত হইল, তৎকালে সকলেই প্রজাগণ আগমন করিয়া আমাকে মৃতকায় দেখিয়া বহুক্ষণ বিলাপ করিতে লাগিল। পুরজন বর্গের আরতে দুঃখের অবধি রহিল না, কি হইবে অবশেষে সকলেই একত্রিত হইয়া আমাকে সমাহিত করিয়া আসিল। পরে যখন গভীর যামিনী উপস্থিত হইল, তৎকালে সেই আমার কামপত্নী যেরূপ ভাবে উত্তোলন করিবার কথা বলিয়াছিলাম, সেইরূপ ভাবেই উত্তোলিত করিল। আমি আর সেইখানে ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা করিলাম না, তখনই সেই প্রিয়ার সহ একেবারে তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। আসিতে আসিতে মনে করিলাম কোথায় যাইব, কি হইবে, তদনন্তর নিশ্চয় হইরিলাম আপনিই আমাদের সেই পরম সুখে বাধা দান করিয়াছেন, যে উপায়ে পারি আপনার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া আপনাকে যাহাতে মহা বিপদে পতিত করিতে পারি তাহাই করিব। এই ভাবিয়া আপনার রাজ্যাভিমুখেই আমরা অভিগমন করিলাম।

যৎকালে নিশা অবসান প্রায় হইয়াছে, এমত সময়ে মহাশয়ের এই তীর্ত্তিত রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, কিন্তু কোথায় থাকিব কি উপায়ে মহাশয়ের রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে পারিব, এই ভাবিয়া তৎকালে একটা বৃক্ষতলে বসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম, এদিকে দেখিতে দেখিতে যামিনী অবসান হইয়া দিবারূপ আলোকময় হইয়া উঠিল। দেখিলাম মহাশয়ের পরিচারিকাগণ অনবরতই যাতায়াত করিতেছে, সেই সাবকাশে আমরাও মহাশয়ের কিঙ্করীর রূপ ধারণ করিয়া আপনার সেই রাজান্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। সারাদিন সেই ভাবেই অতীত হইয়া গেল, যৎকালে নিশা আসিয়া উপস্থিত হইল, তৎকালে আপনার শয়ন মন্দিরে আমিই প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মহাশয় রাজশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রালাভ করিতেছেন, এবং রাজ্ঞীর অপর একটী গৃহে বসিয়া একখানি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেছেন। ক্ষণকাল অতীত না হইতে হইতেই দেখিলাম, রাজ্ঞীর পুস্তক পাঠ সমাধান হইয়া গেল, যেমন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া মহাশয়ের রাজশয্যায় শয়ন করিতে আগমন করিতেছিলেন, তৎকালেই আমি এমন এক প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলাম, যে তিনি সেই ভীমকায় দর্শনে একেবারেই সম্বিতভাবে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহাতে আপনার পর্য্যন্ত নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, আপনি রাজ্ঞীর ভীষণনাদ শ্রবণ করিয়া তখনই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাজ্ঞীর নিকটে আগমন করিলেন। সেই সাবকাশে আমার

কামপত্নী সেই অঙ্গুরীর প্রভাবে আপনারই রাজ্ঞীর অনুরূপ হইয়া সেই শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল। আমি সেই সুযোগেই তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম, তদনন্তর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আপনি প্রত্যক্ষরূপেই দেখিয়াছেন, সে কথা আর আমি কি কহিব।

অনন্তর আমার সেই কামপত্নীর মায়া প্রভাবে যখন আপনি প্রকৃত রাজ্ঞীকে বনবাসে প্রেরিত করিলেন, তৎকালে আমার সেই কামপত্নীই আপনার রাজ্ঞীর ন্যায় হইয়া পরমসুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিল। কিন্তু মহারাজ! যদিও রাজমহিষীকে কৌশলক্রমে আমরা নির্ব্বাসিত করিলাম, তথাচ তখনও আমাদের যে গূঢ় অভিলাষ তাহা সিদ্ধ করিতে পারি নাই। আমাদের অভিলাষ ছিল, আপনাকে সংহার করিয়া আমিই সেই সিংহাসনে অধিরোহণ করিব, আমার সেই কামপত্নীই আমার রাজ্ঞী হইবে, এবং আপনি যেমন আমাদের রাজ্যসুখে বঞ্চিৎ করিয়াছিলেন, তাহার উচিত প্রতিফলই প্রদান করিয়া পরিণামে মহাসুখী হইব। ফলতঃ মহারাজ! আমি সে সুযোগ আর কিছুতেই প্রাপ্ত হইতে পারি নাই? যেই দিন আপনি মৃগ হনন বাসনা করিয়া মন্ত্রী সহ কানন প্রদেশে যাত্রা করিলেন, সেই দিনই উত্তম সুযোগ পাইয়া আমার উক্ত কামপত্নী আমার সহ সাক্ষাৎ করিয়া কহিল প্রাণনাথ। আর দেখিতেছেন কি? অদ্য উত্তম শুভযোগ হইয়াছে এবং অদ্যই আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধি করিবার একদিন। তুমি এখনই তীর্দ্ধত রাজের অনুরূপ ধারণ করিয়া রাজভবনে অবস্থান কর, পরে মহারাজ সমাগত হইলেই আমি তাঁহাকে প্রতারিত মহারাজ বলিয়াই নিষ্ক্রান্ত করিব, তার জন্য আর চিন্তা কি আছে? আমি যেরূপ ভাবে প্রকৃত রাজ্ঞীকে প্রতারিত করিয়াছি, সেরূপ ভাবে তুমিও সেই মহারাজকে প্রতারিত করিবে। আমি তদ্বাক্যে তখনই আপনার অনুরূপ ধারণ করিলাম, এবং আপনাকে প্রতারণা করিবার অভিলাষে আপনারই বিলাষ ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলাম। তদনন্তর যৎকালে উভয়ে মিলিয়া সেই বিষয়েরই নানারূপ পরামর্শ করিতেছিলাম, এমত সময়ে মহারাজ আপনি স্বয়ং যাইয়া সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। আমাদের নিশ্চয় জ্ঞান ছিল, আপনি তেমন সময়ে আর কদাচই সেই রাজভবনে গমন করিবেন না, কিন্তু দৈবের কার্য্য আমাদের সেই দুষ্টাভিসন্ধির পরামর্শ উত্তমরূপে নিশ্চয় না হইতে হইতেই তৎস্থানে আপনি যাইয়া উত্তীর্ণ হইলেন। আমার তো আপনাকে নিরীক্ষণেই অন্তঃরাত্মা শুখাইয়া গেল, আপনি যেমন অসি উত্তোলনের চেষ্টা করিলেন, আমি সেই সাবকাশেই প্রস্থান করিলাম। কিন্তু মহারাজ! তখন আমি নিশ্চয় মনে

করিয়াছিলাম, যে আর আমার কোনরূপ বিপদই সংঘটন হইবে না। মনুষ্যের পূর্ণরূপ পাতক হইলে এই রূপই ঘটিয়া থাকে, এই দেখুন, আবার আমি আপনার যমসদৃশ হস্তে পতিত হইয়াছি। যাইহোক, এখনও ঈশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন আছেন বলিতে হইবে, নতুবা এখনও কেন আপনার হস্তে আমার জীবন রহিয়াছে। অধিক কি বলিব, মহারাজ! এই আমার আত্মবিবরণ সমুদায়ই বর্ণন করিলাম, এক্ষণে যাহাতে আমার জীবন রক্ষা হয় তাহাই আপনি করুন।

যৎকালে সেই মায়াবী তীর্ব্বতনাথের নিকট এইরূপে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিল তৎকালে মহারাজ তীর্ব্বতনাথ যেন সেই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে ক্রোধে কম্পবান হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, দুষ্ট! তুই যেরূপ পাতকরাশি উপার্জ্জন করিয়াছিস, তোর সে পাপে এ পৃথিবী পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়াছে, তোর জীবন রক্ষা করিলে সংপ্রতি আমাকে যে পর্য্যন্তও কলুষিত হইতে হইবে। যাইহোক, কি করিব, তোকে একবার যখন ক্ষমাদান করিয়াছি, আবার তোর ঐ মস্তক ছেদন করিতে হইলে এখন উভয়দিকেই আমার পাতক অর্জ্জিত হইবে, এই কারণ তোকে আমি ক্ষমা দানই করিলাম, কিন্তু আমার মনের ক্রোধ কিছুতেই নিবর্ত্ত হইল না? এই কথা বলিয়া মহীপতি সেই মায়াবীর সেই অঙ্গুরীটী যে যত অনর্থের মূল বিবেচনা করিয়া, তখনই সবলে সেই অঙ্গুরীটী কাড়িয়া লইলেন, এবং তাহাকে পুনর্ব্বার নানারূপ ভৎসনা করিলেন, দুষ্ট তুই এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূরহ দুই যেরূপ পাতকী, তোর ঐ মুখ দেখিলেও আমার মহাপাতকের সম্ভাবনা? তোর মায়ায় পতিত হইয়া আমি যে কার্য্য করিয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না, তোর মায়ায় আমি প্রাণাধিকা প্রিয়সীকে পর্য্যন্ত একেবারে জন্মের মতন হারা হইয়াছি। এখন আমার জীবন ও মরণ, তুল্যই হইয়াছে, কারণ জীবন ধারণের যা সুখ তাহাতে আমি একেবারেই বঞ্চিত হইয়াছি।

তীর্ব্বতপতি যৎকালে এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিতেছিলেন, এমত সময়েই সেই চীনাধীশ্বর তৎস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভূপতে! আমি আপনাকে একটি অতি শুভ সংবাদ প্রদানার্থ আগমন করিয়াছি, আপনি সেই সংবাদটী যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। আপনি যে প্রিয়তমা রাজ্ঞীকে নির্ব্বাসিত করিয়া চিন্তার্ণবে মগ্ন রহিয়াছেন সেই মহারাজ্ঞী এখনও জীবিতা আছেন এবং তাঁহাকে আমি এই কানন মধ্যেই প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার সচীবরও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আমি তাঁহাকেই তাঁহার সমীপে রাখিয়া আপনাকে সুসংবাদ জ্ঞাত করিতে আসিয়াছি, আপনি তৎস্থানে শীঘ্র শুভাগমন করুন। রাজ্ঞী

এক্ষণে আপনার দর্শন কামনা করিয়াই উপবিষ্ট রহিয়াছেন, আপনি যত শীঘ্র পাবেন তথায় গমন করিয়া তাঁহার দগ্ধ হৃদয়কে শীতল করুন, আমি আপনার বিশেষ বৃত্তান্ত আপনার শচীব প্রমুখাৎই শ্রবণ করিয়াছি, আমাকে আব কিছুই বলিতে হইবে না?

তীর্বতাধিপতি সেই চীনেশ্বরের অমুখাৎ এইরূপ বাক্য শুনিয়াই যেন একেবারে আনন্দার্ণবে সন্তরণ করিতে লাগিলেন, আর অপেক্ষা করিলেন না, তখনই স্বীয বাহু বিস্তার কবিযা সেই চীনপতিকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাত্মন্। আমি যদিও আপনাকে কস্মিন্‌কালে নিবীক্ষণ করি নাই, এবং আপনি কে ও আপনাব নিবাস কোথায় ও আপনাব নাম কি, যদি তাহাও কদাপি শ্রবণ কবি নাই, কিন্তু আপনি এক্ষণে আমাকে যে সংবাদ প্রদান কবিলেন, এ সংবাদ শ্রবণে আপনাকে এখন হৃদয়ে ভিন্ন আব কোথাও বাখিতে ইচ্ছা হইতেছে না। যাইহোত, আপনিই আমাব একজন পবম বান্ধব, আপনি যে আমাব সেই প্রাণসমা প্রিযতমাকে পুনর্ব্বাব দর্শন কহাইবেন বলিলেন, ইহাতেই আমি চরিতার্থতা জ্ঞান কবিলাম। এই কথা বলিযা সেই তীর্বতপতি আব ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলেন না, তখনই স্বীয অশ্বে আবোহণ পূর্ব্বক সেই চীনপতিব সহ একেবারে স্বীয বাজীব উদ্দেশেই যাত্রা কবিলেন।

যৎকালে উভযেই পথি মধ্যে গমন কবিতে ছিলেন, তৎকালেই তীর্বতপতি সেই চীনপতিকে সম্বোধন করিযা কহিলেন, হে অপবিচিত বান্ধব। আপনি আমাকে বিশেষরূপে সম্মানীত কবিযাছেন সত্য, কিন্তু আমি আপনাব পবিচযাভাবে আপনাব যে প্রকৃত সম্মান তাহা রক্ষা কবিতে নিতান্তই অনভিজ্ঞ হইতেছি, অতএব মহাশয স্বীয গুণে আপনাব পবিচয কি তাহা প্রদান কবিযা আমাকে বাধিত করুন। তদ্বাক্যে চীনপতি কহিলেন, মহাশয। আমি একজন সামান্য পথিক মাত্র, আমাব আব পরিচয কি আছে যে, তাহা আপনাকে বলিয বাধিত করিব, তবে যদি একান্তই আপনি আমাব পবিচয শ্রবণে অভিলাষ করিযা থাকেন, তবে তাহা আপনাকে আমি সময়ান্তরে বিদিত কবিব। তীর্বতনাথ কহিলেন, ভাল। সে পবিচয না হয পশ্চাতেই বলিবেন, কিন্তু সংপ্রতি আপনি বলুন, কি অভিলাষে এই ঘোব অবণ্যেইবা আগমন কবিযাছিলেন, আব কিরূপেই বা আমার সেই প্রিযতমাকে নিবীক্ষণ করিযাছিলেন? চীনেশ্বর কহিলেন, মহাশয। বলিব কি আমি কোন কারণ বশতই কোনস্থানে গমন করিতেছিলাম, মধ্যে অদ্য এই কানন দিযাই যাইতেছিলাম, যৎকালে কাননের মধ্যস্থলে আসিয়াছি, এমত সময শ্রবণ কবিলাম, এই কাননের অভ্যন্তরে কে যেন অতি করুণ স্বরেহ ক্রন্দন করিতেছে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, সেই

স্বর লক্ষ্য করিয়াই সেইদিকে গমন করিতে লাগিলাম, ক্ষণদূর অতি-ক্রম করিলেই দেখিতে পাইলাম, সেই আপনার রাজমহিষী একটী বৃক্ষতলে বসিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার সেই ক্রন্দন শ্রবণে আমি নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইলাম, আর থাকিতে পারিলাম না, তখনই তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তখনই অকপট হৃদয়ে আপনার আমূলক বৃত্তান্ত আমাকে সকলই কহিলেন। আমি তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া অতি দুঃখসহকারে কহিলাম, হে রাজমহিষী! সকলই ঈশ্বর কার্য্য, সুখ দুঃখ সমস্তই স্বীয় অদৃষ্ট ক্রমে ঘটিয়া থাকে, কিছুদিন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকুন। হয়তো অচিরেই আবার আপনার দুঃখ সূর্য্য অস্তমিত হইয়া সুখের উদয় হইবে। মহারাজ! বলিব কি, যৎকালে আমি সেই মহারাজ্ঞীকে এইরূপ ভাবেই বুঝাইতে ছিলাম, এমত সময়েই দেখিলাম, আপনার সমকায় একব্যক্তি উলঙ্গ বেশে আমাদেরই নিকট দিয়া অশ্বারোহণে ধাবিত হইতেছে। তাহাকে নিরীক্ষণেই রাজ্ঞীতো স্বীয় পতি বলিয়া কতরূপে সম্বোধন করিলেন, কিন্তু সে একবার জন্যও কটাক্ষ না করিয়া সেইরূপ ব্যস্তভাবেই চলিয়া গেল। তদনন্তরেই দেখিলাম, আপনিও তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহণে ধাবিত হইতেছেন, রাজমহিষী আপনাকেও পতি বলিয়া কতরূপ সম্বোধন করিলেন, কিন্তু আপনার অশ্ব এতই বেগে গমন করিতেছিল, যে তাঁহার কোন বাক্যই আপনি আর কর্ণগোচর না করিয়া যেরূপ বেগে গমন করিতেছিলেন সেইরূপ বেগেই চলিয়া গেলেন। তদনন্তর আপনার রাজমন্ত্রীও তৎস্থানে অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তিনি রাজ্ঞীকে নিরীক্ষণেই আর অশ্বচালনা করিয়া সেই স্থানেই দণ্ডায়মান হইলেন, তদনন্তর তাঁহার প্রমুখাৎই আপনার আমূল বৃত্তান্ত সমস্ত বিদিত হইয়াছি। যৎকালে চীনমহারাজের এইরূপ কয়টী কথা বলা হইয়াছে, এমন সময়েই উভয়ে আসিয়া একেবারে সেই নৈমানরাজদুহিতার সন্নিদ্ধ হয়েনই উত্তীর্ণ হইলেন। দূর হইতেই তীর্থিত-নাথ স্বীয় মহিষীকে যেমন অবলোকন করিলেন, অমনই তিনি স্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ধপূর্ণ পিপাসিতের ন্যায় তখনই ধাবিত হইয়া সেই রাজমহিষীকে গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন পূর্ব্বক একেবারেই বাহুলতায় আচ্ছন্ন করিয়া রহিলেন। তদনন্তর মহারাজ স্বীয় নেত্রনীর বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন, হে নৈমান রাজদুহিতা! আমার এরূপ আর কখনই আশা ছিল না, যে আবার আমি তোমাকে নিরীক্ষণ করিব, আবার আমি তোমার চন্দ্রবদন দেখিয়া এ দুঃখ সন্তপ্তদেহ শীতল করিব। যাহাহোক, আমি ঈশ্বর ইচ্ছায় এক্ষণে তোমার পুনঃ দর্শনলাভে সকল কষ্টকেই দূরিভূত করিলাম, কিন্তু হে রাজবালে! আমি এক্ষণে তোমার নিকট শত শত অপরাধে অপরাধি হইয়াছি, এমন কি তোমাকে

আমার এ বদন এখন দেখাতেও দারুণ লজ্জায় উদয় হইতেছে। রাজ্ঞী কহিলেন, হে রাজন! তজ্জন্য আপনার আবার অপরাধ কি আছে, সুখ ও দুঃখ ইহা আপনা হতেই আপনি ভোগ করিতে হয়, ইহা কি আর কাহার কর্ত্তৃক ঘটিয়া থাকে, তা আপনি অপরাধি বলিয়া আমার নিকট স্বীকার করিতেছেন? রাজা বলিলেন, মহিষী! ইহাই সত্য. নতুবা তোমার শত্রুকে নির্ব্বাসিত করিতে যাইয়া কেন আমি তোমাকেই নির্ব্বাসিত করিব, ইহ সকলই বিধি বিড়ম্বিত কার্য্য!

তদনন্তর তীর্ব্বিতনাথ সেই চীনপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্!• আপনার ন্যায় বন্ধু আর আমার এ ধরায় কেহই নাই. আপনার দয়াগুণেই আমি এই আমার প্রাণ প্রিয়তমাকে পুনঃ লাভ করিলাম, আপনি যদ্যপি না তৎকালে সান্ত্বনা বাক্যে প্রিয়াকে প্রবোধিত করিতেন, তাহা হইলে প্রিয়া মনের দুঃখে তখনই জীবন বিসর্জ্জন করিত, তাহা হইলে আর কি আমি এই প্রাণপ্রিয়াকে লাভ করিতে পারিতাম? হে মহাত্মন! অধিক কি বলিব, আপনিই আমার প্রাণাধিক বন্ধু। তৎকালে রাজ্ঞী বলিয়া উঠিলেন, নাথ! আপনি কেবলমাত্র উহাঁকে বন্ধু বন্ধু বলিয়াই সম্বোধন করিতেছেন, কিন্তু আপনি উহাঁকে বিদিত নহেন, উনি একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন, উনি স্বয়ং চীনাধিপতি। রাজা যৎকালে তাঁহাকে চীনাধিপতি বলিয়া শ্রবণ করিলেন, অমনই তিনি চকিত প্রায় হইয়া অতি বিনয় নম্র বচনে কহিলেন, হে রাজন। আপনি যে চীনপতি, ইহা আমি কখনই জানিতে পারি নাই, তৎকারণ আপনার সম্মান আমি বিশেষ রূপে রক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়া যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা আপনি নিজগুণে আমায় ক্ষমা করুন। আপনি এরূপ মহৎ ব্যক্তি না হইলেই বা একপ মহৎকার্য্য করিবেন কেন? হে রাজন তৎকারণ আমি আপনাকে এই হেতু সহস্র সহস্র অভিবাদন করিতেছি, আমাকে অনুগ্রহদানে বাধিত করুন। এই বলিয়া তীর্ব্বিতনাথ চীনপতিকে প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গন দান করিলেন, চীনপতিও তাহাতে মহাসন্তুষ্ট হইলেন। তৎকালে নৈমান রাজদুহিতা বলিয়া উঠিলেন, হে প্রাণনাথ! আমি এই কালে আপনার নিকট একটী কথা জানিতে অতিশয় উৎসুখী হইয়াছি; আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই কথাটী বলুন, সেই যে মহা মায়াবিনী রাক্ষসী, তাহার মায়া কৌশল আপনি কিরূপে বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা তাহাকে বিশেষরূপ শাস্তি দান করিয়া বিনাশিত করিয়াছেন? রাজা বলিলেন, মহিষী! বলিব কি,- তুমি কাননে গমন করিলে পর, একদিন দেখিলাম আমারই রাজশয্যাপরে সেই দুষ্টা মায়াবিনী আমারই অবয়ব একজন মায়া-

স্ত্রীকে লইয়া নানারূপ হাস্য পরিহাস্য করিতেছে। আমি তাহা নিরীক্ষণে আর সহ্য করিতে পারিলাম না, তখনই যেমন কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া সেই মায়াবিনীকে আঘাত করিলাম, অমনই মায়াবিনীর সঙ্গে যে মায়াবী ছিল, সে অতিবেগেই প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। আমি দারুণবেগে অসি আঘাত করিয়াছিলাম, সেই অসি আঘাতেই সেই মায়াবিনীরতো একেবারেই বাম হস্ত ছিন্ন হইয়া গেল, মায়াবিনী তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তখনই শয্যা হইতে একেবারে ধরায় পতিতা হইল, কিন্তু তৎকালেই দেখিলাম, তাহার সে আকার প্রকার আর সেরূপ নাই, সে এক অতি জঘন্য বৃদ্ধার ন্যায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। সেই বৃদ্ধাবেশেই আমাকে বলিতে লাগিল, হে মহারাজ! আমাকে রক্ষা করুন, আমি এমন কার্য্য কখনই করিব না, আমাকে আর প্রাণে মারিবেন না। আমার তাহার বাক্যে যদিও কিঞ্চিৎমাত্র দয়ার উদয় হইল, কিন্তু তাহার প্রতারণায় যে আমি তোমাকে বনগামী করিয়াছি, এই দারুণ শোক আমার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হওয়ায়, আমি আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিলাম না, তখনই সেই নিষ্কোসিত অসি দ্বারা তাহাকে একেবারেই খণ্ড খণ্ড করিয়া বিনাশিত করিলাম। তদনন্তর পাছে ঐ দুষ্ট মায়াবী আবার কোনরূপ অনিষ্ট উৎপাদন করে, এই আশঙ্কায় আবার ঐ দুষ্টের প্রাণ বিনাশ কামনা করিয়া উহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। তৎপরে যখন তাহাকে ধৃত করিয়া তাহার প্রাণবধে উদ্যত হইলাম, তৎকালে সে অতিশয় কাতর হইয়া আমাকে কহিল, হে মহারাজ! নিজগুণে আমার জীবন রক্ষা করুন, আমি নিতান্তই আপনার অনুগত। আমি বলিলাম, তাহা কখনই হইবে না, তবে যদি একান্তই জীবনের আশা রাখিস্, তবে তুই আমার প্রত্যক্ষেই বল, তোরা উভয়ে কে এবং কি অভিলাষেই বা এরূপ কার্য্য করিয়াছিলি। সে তখনই কাতর হইয়া আমার নিকট সমস্তই কীর্ত্তন করিল, কিন্তু এক্ষণে সে সব বৃত্তান্ত বলিবার আর সময় নাই, তাহা তোমাকে সময়ান্তরেই শুনাইব, ফলতঃ তাহার যত অনর্থের মূল এই অঙ্গুরীটী তজ্জন্য এই অঙ্গুরীটী তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাহাকে একেবারেই তাড়াইয়া দিলাম। ভূপাল, এই বলিয়া সেই অঙ্গুরীটী সকলকার সমক্ষেই বাহির করিয়া দেখাইলেন, তদনন্তর চীনপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পরম দয়াল নৃপশার্দ্দূল! আপনার উপকার আমি জীবনধারণে কখনই ভুলিব না। অদ্য হইতে আপনি আমার একজন পরম বান্ধব হইলেন। এক্ষণে অভিলাষ করি আপনাকে লইয়া স্বীয় রাজপুরীতেই গমন করি, এবং তথায় মহাশয়ের সহিত দুই একটা আন্তরীক কথা প্রকাশ করিয়া, আমার মনের সন্তাপ সকলই

দূর করি। চীনপতি তাহাতেই সম্মত হইলেন, তদনন্তর সকলেই স্বীয়২ অশ্বে গমন করিয়া তীর্ব্বিতনাথ আলয়েই আগমন করিলেন।

চীনাধিপতি কিছুদিন সেই তীর্ব্বিত নগরে যাইয়াই অবস্থান করিলেন, তবনন্তর সেই তীর্ব্বিতনাথের সহ পরম সখ্যতা সংস্থাপন করিয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর তিনি সেই মায়াবিনী ও মায়াবীর কথা সকলই শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হয়তো আমিও যে সেই চিত্তহারিণী ললনাকে দেখিয়া এরূপ ব্যাকুল হইয়াছি, সেও সেইরূপ কোন না কোন মায়াবিনীই হইবে? আমি তাহার মায়াদ্বারাই এত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি, এক্ষণে আমার এ বিষয়ে সাবধান হওয়াই উচিত হইতেছে, নতুবা তাহার চক্রে আমারও জীবন অন্ত করিতে হইবে। আমি না জানিয়াই তাহার প্রত্যাশায় নানারূপে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছি, মনে করিতেছি তাহার সহ মিলন হইলে আমার মহাসুখের উদয় হইবে, কিন্তু সে আশা আমার কেবলমাত্র দুরাশাই হইতেছে। না, আর আমি কোন স্থানেই গমন করিব না, এই বলিয়া তিনি একেবারে স্বীয় রাজ্যাভিমুখেই যাত্রা করিলেন। তদনন্তর তিনি স্বরাজ্যে উপস্থিত হইয়াই আপনার মনভাব সকলই স্বীয় মন্ত্রীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। মন্ত্রী শ্রবণ করিয়াই কহিলেন, মহারাজ! আমারও সর্ব্বদা ঐরূপ চিন্তার উদয় হইয়া থাকে, আপনি যে সেই মায়াবিনী চিরস্থানীর জন্য এরূপ ব্যাকুল হইয়াছেন, পরিণামে আপনারও সংপূর্ণ বিপদের আশঙ্কা ঐরূপ হইতে পারে। আমি সংপূর্ণই বুঝিয়াছি, সেই চিরস্থানী কখনই স্বাভাবিক কন্যা নহে, সেও ঘোর মায়াবিনী হইবে। রাজা বলিলেন, আমারও তাহাই নিশ্চয় জ্ঞান হইয়াছে।

## চিরস্থানীর পরিশেষ কথন।

চীনপতি এদিকে এইরূপে প্রতিনিবর্ত্তন হইলেন, ওদিকে সেই দৈত্য রাজবালা চিরস্থানী চীনপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয়রাজ্যেই গমন করিয়াছিলেন, যৎকালে তিনি স্বীয় পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া সকল বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন, তৎকালে তাঁহার সেই হৃদয় ক্ষেত্রে চীনাধিপের প্রণয় বৃক্ষ একেবারেই মহা বলবৎ হইয়া উঠিল। তিনি তখন সর্ব্বদাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে সেই চীনপতির সহ সাক্ষাৎ করিব, কি উপায়েই বা তাঁহার সহিত প্রেমালাপ করিয়া এ সন্দিগ্ধ হৃদয় শীতল করিব, কি করিব, কি হইবে, এইরূপ ভাবিয়া তিনি একেবারেই সেই চীনপতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মনে মনে করিতে লাগিলেন, না হয় স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়াই সেই চীনপতির সহ মিলন করিব, আবার ভাবিলেন

যদি আমি স্বরাজ্যে উপস্থিত না থাকয়ে, পুনর্ব্বার রাজ্য মধ্যে মহা বিশৃঙ্খলা হইয়া উঠে, এই ভাবিয়া তিনি তাহাতেও বিরতা হইলেন। পরে কত কত উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, কিন্তু আর কিছুতেই কিছু না স্থির করিতে পারিয়া অবশেষে এই এক স্থির যুক্তি করিলেন, যে একেবারে চীনপতিকে লইয়া আপন রাজ্যেই রক্ষা করিব, তাহা হইলে আমিও পরমসুখে কালযাপন করিব, এবং রাজ্যেও কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটীবে না। যখন তাঁহার এইরূপই মনের মধ্যে নিশ্চয় ধারণা হইয়া গেল, তখন তিনি একটী বিশ্বস্ত প্রাণাধীকা সহচরীকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ সখি। আমি সেই চীনপতির নিমিত্ত একেবারেই অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছি, তোমরা যে কোন উপায়ে পার, তাঁহাকে আমাকে আনিয়া দেও, আমার তাঁহার বিহনে জীবন দাহন হইতেছে, কিন্তু সাবধান যেন ইহা অন্যে আর বিদিত না হয়।

দৈত্যেশ্বরীর পরিচারিকাগণ আজ্ঞা মাত্রেই প্রস্তুতা হইল, যৎকালে দেখিল ঘোর নিশা উপস্থিত হইয়াছে, তৎকালেই সকলে বিমানে আরোহণ করিয়া একেবারে চীনরাজ্যে আসিয়াই উপস্থিত হইল। তদনন্তর রাজমন্দিরে সকলেই প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিল, মহারাজ রাজ শয্যায় শয়ন করিয়াই মনের সুখে নিদ্রালাভ করিতেছেন, তাঁহার আর কোনরূপই চৈতন্য নাই। তখন তাহারা আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিল না, তখনই তাহার ঘোরতর মায়া প্রকাশ করিয়া সেই নিদ্রাবস্থাতেই মহারাজকে একেবারে লইয়া আকাশমার্গে উত্থানপূর্ব্বক বায়ু গতিতে গমন করিতে লাগিল।



চীনরাজকে দৈত্য ও পরী শূন্যমার্গে লইয়া যাইতেছে।

যৎকালে নিশাবসান প্রায় হইয়া আসিল, তৎকালেই চীনপতিকে লইয়া তাহারা সেই চিরস্থানীর নিকটে উত্তীর্ণ হইল। চীনরাজ সেখানেও যেমন নিদ্রা যাইতেছিলেন, এখানেও সেইরূপ ভাবে নিদ্রিত রহিলেন। ওখানে চীননগরে সহসা প্রভাতকালে চীনরাজকে না দেখিতে পাইয়া সকলেই মহাচিন্তায় চিন্তাবান হইল, এবং তাঁহার কারণ সমস্ত রাজ্য শুদ্ধ মহা হুল স্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল। তদনন্তর কত দেশ দেশান্তর পর্য্যন্ত তাঁহার অন্বেষণ করিল কিন্তু যখন কিছুতেই আর সেই চীনেশ্বরের কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইল না, তখন সকলেই ম্লান করিতে লাগিল. মহারাজ এখনও সেই চিরস্থানীর মায়া ভুলিতে পারেন নাই, সহসা চিরস্থানীকে শরণ হওয়ায় আবার তিনি সেই চিরস্থানীর অনুসন্ধানেই বহির্গত হইয়াছেন।

এদিকে রজনী শেষেই চীনমহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, তিনি যেমন নেত্র মিলন পূর্ব্বক দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, অমনই দেখিলেন, সকলই বিভিন্ন আকার। তাহার সে রাজপুরীই বা কোথায়, আর তাঁহার সে সব দাসদাসীই বা কোথায়। তিনি দেখিলেন দিব্য একটী সুশোভিত গৃহেই শয়ন করিয়া রহিয়াছি, কিন্তু সকলই আশ্চর্য্যময়! মহারাজ এই সকল অবলোকন করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং কাহাকে কিছু না বলিতে পারিয়া কেবল মাত্র এক ভাবেই তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন. যৎকালে মহারাজ এইরূপ চিন্তায় চিন্তাবান হইলেন, এমত সময়ে সহসা সেই চিরস্থানী রাজকন্যা তাঁহার সমীপে সমাগতা হইয়া সেই চীন মহারাজকে গাঢ় অনুরাগের সহিত আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার করকমল চুম্বনান্তর কহিলেন, হে প্রণয় বল্লভ চীনরাজ! আমি অবলা কামিনী. আমাকে কি এইরূপ প্রণয় সূত্রেই আপনাকে আবদ্ধা করিতে হয়? আমি যে আপনার দর্শন অভাবে একেবারেই জীবনে মৃত প্রায় হইয়া আছি। আমি যখন আর কিছুতেই আপনার বিরহ সহ করিতে পারিলাম না, তৎকালেই আমি স্বয়ং আপনাকে এই ভাবে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছি, যাহাহোক, ইহাতে আমার আপনার নিকট যতহ কেন অপরাধ হউক না, তাহা আপনি নিজগুণেই এ দাসীর মার্জ্জনা করিবেন। মহারাজ! অধিক বলিব কি, এ রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য যাহা দেখিতেছেন, উহাও আপনার জ্ঞান করিতে হইবে।

চীনপতি তখন সেই চিরস্থানীর বদন নিরীক্ষণেই একেবারে আহ্লাদে মগ্ন হইলেন, কতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির নেত্রে থাকিয়া এই

উত্তর করিলেন, হে দৈত্যরাজবালে! আমি যে তোমার জন্য কতদূর কাতর, তাহা আর বাক্যের দ্বারা বলিতে পারি না। তোমার বিহনে আমার স্বর্ণপুরীতে বাস করিয়াও একমুহূর্ত্ত জন্য সুখ নাই, তোমাকে লইয়া যদি আমি পর্ব্বত কন্দরেও থাকি, সেই স্থানই আমার আনন্দ পুরী জ্ঞান হইবে। যাইহোক, প্রিয়ে! তজ্জন্য আমার কিছুমাত্র কষ্ট নাই, আমি যে আবার তোমার ঐ প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় বদন সুধাকর, আমি যে আবার তোমার ঐ কাঞ্চন প্রতিমাবৎ কান্তি, আমি যে আবার তোমার ঐ সুধাষিক্ত বচন শ্রবণ করিলাম, ইহাতেই একেবারে কৃত কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি। প্রিয়ে! বলিব কি, আমি কেবল মাত্র তোমার ঐ চিত্তহারিণী মূর্ত্তিই হৃদয়ে ধারণ করিয়া এতাবৎকাল জীবিত ছিলাম, কিন্তু যৎকালে তোমার মিলনের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তৎকালে আমি যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না। আমি তোমার মিলন আশায় রাজ্য ধন্য সকলই পরিহার করিয়া ছিলাম, আমি তোমার বিরহে কেবলমাত্র কাননে কাননেই ভ্রমণ করিয়াছিলাম, যৎকালে দেখিলাম আর তোমার দর্শন লাভ আমার পক্ষে ঘটনা হওয়া নিতান্ত দুরূহ, তৎকালেই স্বজীবনে মৃতের ন্যায় হইয়াই স্বরাজ্যে আসিয়া ছিলাম। রাজকুমারী! আর আমার দুঃখের কথা কি কহিব। তখন দৈত্যরাজকুমারী বলিয়া উঠিলেন, নরনাথ! আপনি যতই কেন বলুন না, কিন্তু মনুষ্য অপেক্ষা দৈত্যজাতীর প্রণয়ানুরাগ অধিক, দৈত্য মহিলাগণ যাহার প্রণয়ে একবার আবদ্ধা হয়, তাহা আর কখনই বিচ্ছিন্ন হইবার নয়। প্রণয়ের যতদূর মধুরতা ও গাঢ়তা এ কেবল দৈত্যগণ বিশেষরূপেই জানে। ভূপাল কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার বাক্য আমি কখনই অমান্য করি না, কিন্তু মনুষ্য জাতি যথার্থ প্রণয় জানে কি না জানে তাহা আর অন্যের দ্বারা কি প্রমাণিত করিব, এক্ষণে আমার সহ প্রণয় পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবে? চিরস্থানী কহিলেন, মহারাজ! আমি বলি, ইহাতে রুষ্ট হইবেন না? আপনার সহ যদি আমার সেইরূপ ভাব প্রণয়ই হয়, তবে যে এই প্রণয় কতদূর সুখকর হইবে, তাহা পশ্চাতেই জানিতে পারিবেন। ভূপাল কহিলেন, আমারও তাহাই সংপূর্ণ ইচ্ছা, ঈশ্বর যেন তাহাই করেন।

চিরস্থানী রাজকন্যা সেই চীনমহারাজের এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইলেন, এবং তখনই তাঁহাকে গাঢ় অনুরাগের সহিত পুনর্ব্বার আলিঙ্গন প্রদান করিয়া বলিলেন, হে ভূপাল! তবে আমাদের যাহাতে পরিণয় কার্য্য অতি সত্বরেই সম্পন্ন হয়

তাহাই করা কর্ত্তব্য হইতেছে। এই বলিয়া রাজকন্যা তখনই তাঁহার যত যত প্রধান প্রধান পাত্র মিত্র ছিল, সকলকেই আহ্বানিত করিয়া কহিলেন, হে দৈত্য প্রবরগণ! তোমরা ইচ্ছাসুখেই আমাকে পিতৃসিংহাসন প্রদান করিয়া অঙ্গিকারাবদ্ধ হইয়াছ যে তুমি যে আজ্ঞা করিবে, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য। আমি এক্ষণে তৎ কারণ এই একটী আজ্ঞা প্রদান করিতেছি, তাহা সকলেই যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। আমি এক্ষণে সংপূর্ণ বয়প্রাপ্তা, আমার আর পরিণয় ব্যতিত কখন শোভা পায় না, এ কারণ আমি পরিণয় করিব বলিয়া এক্ষণে স্বয়ং চীনরাজকেই মনস্থ করিয়াছি, অদ্য আমি তাঁহারই গলে বরমাল্য প্রদান করিব, কিন্তু অদ্য হইতে তিনি এই দৈত্যরাজের অধীশ্বর হইবেন, দেখিও যেন তোমরা তাঁহাকে কেহই রাজ সম্মানে ক্রুটী করিও না। সভ্যগণ তদ্বাক্যে কেহই আর অস্বীকার করিলেন না, সকলেই স্বীকার করিলেন, এবং তখনই তাহারা সেই রাজ তনয়ার বিবাহ বিষয়ে মনন হইয়াছে জানিয়া শত উদ্‌যোগী হইয়া নানারূপ দ্রব্যের আযোজন করিতে লাগিলেন, যৎকালে দিব্যরূপ একটী সভা সুসজ্জিত হইয়া গেল, তৎকালে সেই চিরস্থানি রাজদুহিতা স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পতি সেই চীনেশ্বরকে লইয়াই সেই সভায় উপবশন করাইয়া দিলেন। যৎকালে স্বয়ং চীনেশ্বর সেই সিংহাসন মধ্যে বিরাজমান হইলেন, তৎকালে সেই চীনেশ্বরের সৌন্দর্য্যের আর সীমা ছিল না, তৎকালেই তাঁহার সেই মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া সমস্ত দৈত্যগণ একেবারেই বিমোহিত হইলেন। তাহাদের যদিও ইতিপূর্ব্বে চীনেশ্বরকে মনুষ্য জ্ঞানে কিছুমাত্র মনের মধ্যে দ্বিধা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সেই সুমোহন মূর্ত্তি দেখিয়া তৎকালে তাঁহারা সকলেই প্রসন্ন হইল। আর ক্ষণক লও অপেক্ষা করিল না, তখনই তাঁহারা সেই দৈত্যরাজের চিহ্নিত রাজমুকুট সেই চীনরাজের মস্তকে পরাইয়া দিল। তদনন্তর সকলেই সেই বিবাহ উপলক্ষে মহা আমোদ প্রমোদে রত হইল, কত কত নৃত্যকীগণ নৃত্য করিতে লাগিল, নগর ধ্বজ ও পতাকায় একেবারেই আনন্দ নগর বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। যৎকালে বিবাহের ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময় হইয়া উঠিল, তৎকালে সেই দৈত্যরাজকুমারী, চীন মহারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে চীনাধীশ্বর! আমাদের দৈত্য জাতীর প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই একটী মাঙ্গলীক কার্য্য করিতে হয়, এক্ষণে উভয়কেই তৎকারণ একটী অঙ্গীকার স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে যদ্যপি আমি কি আপনি সেই অঙ্গীকার করিতে অস্বীকৃত হই, তাহা হইলে আমাদের উভয়কেই যে পরিণামে কতরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে তাহা আর বলিতে পারি না, ইহা আমাদের দৈত্য জাতীর এক

মাত্র ধর্ম। চীনরাজ কহিলেন, তোমার বাক্য আমি কখনই তুচ্ছ জ্ঞান করি না, এক্ষণে কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করিতে হইবে, তাহা তুমিই প্রকাশ করিয়া বল। চিরস্থানি কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন, আমি দৈত্য জাতী, আপনি মানব, আমাদের উভয় জাতীর অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন রীতি নীতি আছে, একারণ বলিতেছি, আমি যে কার্য্য করিব, তাহার কারণ আপনি কদাচই জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না, কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই আমাদের যে এত প্রণয়, তাহা একেবারেই ভঙ্গ হইয়া যাইবে, আর যদি তাহাতে একেবারেই বিরত থাকিতে পারেন, তবে আমাদের এ প্রণয় আর কদাচই ভঙ্গ হইবে না।

চীনপতি তাহার গূঢ় মর্ম্ম কিছুই জানিতেন না, তিনি এই কথা শ্রবণে অতি সামান্য জ্ঞান করিয়াই হাস্য করিতে লাগিলেন, তদনন্তর কহিলেন, দৈত্যবালে! তুমি এই সামান্য কথার জন্য আমার নিকট এতদূর কুণ্ঠিত হইতেছিলে! আমি নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি যে কার্য্য করিবে, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত হইলেও তাহার কারণ আমি কদাচই জিজ্ঞাসা করিব না, সর্ব্বদাই আমি তোমার এই বাক্য স্বীকার করিয়া তোমার প্রেমের পিপাসিত থাকিব। চিরস্থানী কহিলেন, রাজন! দাসীর অনুরোধে আপনাকে আর একটী অঙ্গীকার করিতে হইবে? চীনরাজ বলিলেন, সেটীও প্রকাশ করিয়া বল। চিরস্থানী কহিলেন, মহারাজ। আমি যদি কখন না কখন আপনার অসহনীয় কার্য্যও করি, তাহা নিরীক্ষণেও আপনি আমাকে ভৎসনা বা তিরস্কৃত করিতে পারিবেন না, যদি তাহা আপনার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত বিবেচনা হয়, তাহা আপনাকে সঙ্গত বলিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইবে। চীনরাজ কহিলেন, রাজবালে! আমি নিতান্তই তোমার প্রেমের অধীন, আমি এই ধর্ম্মসাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, তুমি যে কার্য্য ইচ্ছাসুখে করিবে, তাহা অসঙ্গত হইলেও সঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করিব, তাহা কখনই দ্বিরুক্তি করিয়া তোমার প্রণয় ভঙ্গ করিব না? দৈত্যবালা বলিলেন, মহারাজ! আপনাকে পুনর্ব্বার বলিতেছি, আমরা দৈত্য জাতী যদিও কখন কোন কার্য্য করি, তাহা যদি আপনার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় বিবেচনা হয়, তাহার ন্যায় রূপই মনে করিবেন, আমরা কখনই মঙ্গল কার্য্য ভিন্ন, অমঙ্গল পন্থায় গমন করি না। রাজা বলিলেন, প্রণয়িনী! তুমি আমাকে অধিক কি বলিতেছ, তুমি যতই কেন অন্যায় করনা, আমি তোমার প্রণয়ে একেবারেই আবদ্ধ আছি, আমার অঙ্গ তোমার প্রণয়ে একেবারেই গলিয়া গেছে, আমি কি সেই প্রণয় ভঙ্গ করিতে আর সে কথায় কোন উত্তর

করিতে পারিব? যদিও তাহার কারণ জানিতে নিতান্ত ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যে সে কথার কোন উত্তর করিলেই তোমার প্রণয় ভঙ্গ হইবে, সে ভয়ে কখনই আর সে কথার উত্তর করিতে সমর্থ হইব না? রাজকুমারী কহিলেন, মহারাজ। ইহা মনে থাকিলেই যথেষ্ট।

এইরূপে যৎকালে উভয়েই এক প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নিয়ম সমাধা হইয়া গেল, তখনই দৈত্যগণ অপর একখানি হীরকময় সিংহাসন আনিত করিল, এবং যৎকালে বিবাহের ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময় হইয়া আসিল, তখনই সেই রাজবালা চিরস্থানী ও মহারাজ চীনেশ্বরকে সেই এক সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া দিল। তদনন্তর দেশীয় প্রথানুসারে বিবাহ কার্য্য যেরূপ নিয়মে সম্পন্ন হওয়া উচিত, তাহাই সম্পন্ন করিয়া সেই বিবাহ-কার্য্য একেবারেই সমাধা করিয়া দিল। বিবাহ শেষে সেই দেশীয় রণীগণ তাহাদের কুলব্যবহারক্রমে সকলেই সেই স্থানে আগমন করিল, কেহবা কতরূপ উপহার প্রদান করিল, কেহবা তাঁহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়-মান থাকিয়া কতরূপ স্তব করিতে লাগিল, কেহ বা তাঁহাদের চরণ ধারণ করিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল।



চীনরাজ ও চিরস্থানী এক সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন।
একটী পরিচারিকা রাজ্ঞীর পার্শ্বে আর একটী পরিচারিকা রাজার
চরণতলে পতিত হইয়া স্তুতিবাদ করিতেছে।

এইরূপে তাঁহাদের যৎকালে দেশীয় নিয়ম সমস্ত সমাধা হইয়া গেল, তৎকালে সকলেই একেবারে সেই বিবাহ উপলক্ষে মহানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। বিবাহের পর তিন দিবস পর্যন্তও কতরূপ দান ও ভোজন হইতে লাগিল, তাহাতে নগরের দীনগণ একেবারেই ধনী হইয়া উঠিল। সকলেই আনন্দময় হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল, চীনপতিও সেইরূপ আনন্দে মগ্ন হইয়া একেবারে আপনার রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য সমুদায়ই বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

তদনন্তর বিবাহের পর হইতে একবৎসর কাল পর্য্যন্তও নানারূপ নব নব প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন, ক্রমে উভয়ের প্রেমে উভয়ে একেবারে মগ্ন হইয়া পড়িলেন, ইতিমধ্যেই সেই দৈত্যরাজকুমারীর গর্ভ লক্ষণ স্পষ্টরূপেই প্রকাশ হইয়া উঠিল। চীনরাজ তাহা নিরীক্ষণে আরও আনন্দে মগ্ন হইলেন, তিনি সর্ব্বদা মনে করিতে লাগিলেন, হায়। কবে এই গর্ভে পুত্র কি কন্যা সমদ্ভুত হইবে, কবে তাহাদের মুখারবৃন্দ অবলোকন করিব, কবে আমি তাহা নিরীক্ষণে একেবারেই আনন্দে পূর্ণ হইব। তাঁহার একপ চিন্তা করিতে করিতেই এদিকে প্রায় রাজ্ঞীর প্রসবকাল সমাগত হইয়া আসিল, তদনন্তর যথাসময়েই সেই দৈত্যবালা চিরস্থানী একটী অভিনবকাম সদৃশ পুত্র প্রসবিত করিলেন। মহারাজের সে সংবাদ শ্রবণে আর আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি তখনই সেই অভিনব পুত্রমুখ দেখিবেন বলিয়া একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, পূর্ণিমার শশী-সদৃশই সেই পুত্ররত্ন রাজ্ঞীর ক্রোড়দেশে শোভা পাইতেছে। তিনি সেই অভিনব পুত্রমুখ নিরীক্ষণে আর থাকিতে পারিলেন না, তখনই আনন্দভরে সেই পুত্ররত্নকে একেবারে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। পরে কতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পুত্ররত্নকে স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন, তদনন্তর লক্ষ লক্ষ চুম্বন সহকারে সেই পুত্ররত্ন সেই চিরস্থানীকেই প্রদান করিলেন, কিন্তু চিরস্থানীও পুনঃ প্রাপ্তে সেই পুত্রমুখে শত সহস্র চুম্বন প্রদান করিলেন, কিন্তু চিরস্থানী তখনই সেই নবপ্রসূত পুত্রকে লইয়া একেবারে তাঁহার সম্মুখে যে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইতেছিল, তাহাতেই নিক্ষেপ করিলেন। যাইহোক, এই এক আশ্চর্য্য! সেই অগ্নিকুণ্ডও সেই পুত্র প্রাপ্তে তখনই তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া একেবারেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল।

নরনাথ ইহা প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়া যে কি পর্য্যন্ত সন্তাপিত হইলেন, তাহা আর বলিতে পারি না; কিন্তু কি করিবেন, তিনি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, তৎকারণ আর কোন কথাই বলিতে না পারিয়া হৃদয়ের দুঃখ হৃদয়েই রাখিয়া তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

যৎকালে তিনি আপন মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন, তৎকালে তিনি নির্জ্জন প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! আমি অগ্রে না জানিয়া এমনই প্রণয়িনীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছি যে, এমন দুর্লভ পুত্ররত্নলাভ করিয়াও আমার কোন আশাও সফলিত হইল না? সে এমনই নির্দ্দয়া রাজ্ঞী, যে আপন গর্ভজাত রত্ন সদৃশ পুত্রকেও কিনা, আপনি একেবারে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া ভস্মীভূত করিল, তথাচ তাহার নেত্রে একবিন্দু অশ্রুপাত হইল না? যাইহোক, আমিই বা কম নিষ্ঠুর কি, আমি যখন স্বচক্ষে তাহা নিরীক্ষণ করিয়াও এখন জীবিত রহিয়াছি, তখন আমিও যে ঘোর নিষ্ঠুর, ইহাও সহস্রবার বলিতে হইবে? আমার হৃদয় প্রস্তরবত, আমিও কাপুরুষ, নতুবা একজন সামান্য স্ত্রীলোকের প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া এতদূর অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকিব কেন? যাইহোক, কামিনী কি নিষ্ঠুর? সে কেমন করিয়া স্বীয় গর্ভজাত সন্তানকে অগ্নিতে নিক্ষেপিত করিল? এরূপ কার্য্য তো কেহই করিতে পারে না। তবে কি ও রাক্ষসী? না ইহাতে কোনরূপ গূঢ় কারণ আছে? কিন্তু সে আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল, আমরা দৈত্যজাতী, আমরা যে কার্য্য করি, পরিণামে তাহাতে শুভ বই আর অশুভ সংঘটন হয় না, তুমি যদিও আমাকে কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে দেখ, তাহা অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করিও না, বোধ হয় তাহাই বা করিতেছে? হয়তো ইহাতে কোনরূপ শুভ বই আর আমার অশুভ হইবে না। এইরূপে মহারাজ চীনপতি অশুভকে শুভ জ্ঞান করিয়াই সে যাত্রা সে শোক সম্বরণ করিলেন, কিন্তু পরিশেষে আবার সেই চিরস্থানীর সহ প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন। আবার তাঁহার নবপ্রেমের অনুরাগী হইয়া কতরূপ আমোদ প্রমোদে মত্ত হইলেন, তদনন্তর সেইরূপ পুনর্ব্বার এক বৎসরকাল অতীত হইলেই, আবার সেই চিরস্থানী গর্ভবতী হইলেন। কিন্তু এবারেও সেই দৈত্যরাজদুহিতা যথা নিয়মে একটী কন্যারত্ন প্রসবিত করিলেন। সে কন্যার রূপের কথা আর কি কহিব, কন্যা ভূমিষ্ঠ মাত্রেই সূতিকাঘর আলোকময় হইয়া উঠিল, এবং তাহা নিরীক্ষণে দৈত্যগণ যে কতই আনন্দিত হইল, তাহা আর বলিতে পারি না, তাহারা তৎকারণ নানারূপ মহোৎসবে প্রবর্ত্ত হইল। চীনরাজও সেই কন্যারত্ন যত্নের সহিত দর্শন করিলেন, কিন্তু দর্শনে তাঁহার এত আনন্দের উদয় হইল যে, তাহাতে তাঁহার যে পূর্ব্বের অপত্য জন্য দারুণ শোক ছিল, তাহাও দূর হইয়া গেল। তৎকালে তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, দৈত্য দুহিতার যেরূপ ব্যবহার, ওর যখন পুত্ররত্নকেই জ্বলন্ত অনলে নিক্ষিপ্ত

করিতে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হয় নাই, তখন এ কন্যা যে তাঁহার শ্রদ্ধার পাত্রী হইবে, এ কখনই সম্ভব নয়? হয়তো কখন কি সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিবে, তাহা আর বলিতে পারি না?

মহারাজ এইরূপ চিন্তা করিয়াই কালহরণ করিতে লাগিলেন, যৎকালে কিয়ৎপরিমাণে কন্যা বর্দ্ধীয়মান হইয়া উঠিল, তৎকালে একদিন রাজা ও দৈত্য রাজকুমারী একস্থানেই উপবিষ্ট হইয়া নানারূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, কন্যাটী দৈত্যবালার ক্রোড়েই শোভিতমানা হইতেছিল, এমত সময়ে তৎস্থানে একটী শ্বেতকায় কুক্কুরী আসিয়া উপস্থিত হইল। দৈত্যবালা সেই কুক্কুরীকে দেখিবা মাত্রেই যেন অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, আর বিলম্ব করিলেন না, তখনই কন্যাটিকে লইয়া নাচাইতে নাচাইতে একেবারে সেই কুক্কুরীর সম্মুখেই ফেলিয়া দিলেন। কুক্কুরী যেমন সেই কন্যাটিকে সম্মুখে পাইল, অমনই সে সেই কন্যাটিকে দন্তের দ্বারা ধারণ করিয়া তখনই পলায়ন করিল। মহারাজ তাহা প্রত্যক্ষেই দর্শন করিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার যে কি পর্য্যন্ত সন্তাপের উদয় হইল, তাহা আর বলিতে পারি না, কিন্তু কি করিবেন, তিনি নিতন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তৎকারণ তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, একেবারে শোকে অভিভূত হইয়া স্থির ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি সে ভাবে আর তৎস্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, তখনই নেত্রজল নেত্রে রাখিয়া একেবারে স্বীয় মন্দিরে আসিয়াই উপস্থিত হইলেন। পাছে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলে মহিষী জানিতে পারে, সেই ভয়ে তিনি তখন ঘরে আসিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই দৈত্যবালার উদ্দেশে এই কথা বলিতে লাগিলে, রে পাপীয়সি। তুই এই জন্য পূর্ব্বে বলিয়াছিলি, আমরা দৈত্যজাতী আমরা কখনই অন্যায় কার্য্য আচরণ করি না, আমরা মনুষ্যজাতী সত্য, কিন্তু কখন মনুষ্যেরা স্বীয় আত্মজাকে অনলে দাহন করিতে পারে না? এখন বুঝিতে পারিলাম, তুই এই জন্যই আত্মগরিমা করিয়াছিলি, তোরা দৈত্যজাতী, তোরা যতদূর নির্ম্মমতার কার্য্য করিতে পারিস্, ততদূর আর মনুষ্যেরা পারে না।

রাজা যদিও চিরস্থানীকে গোপনভাবে এইরূপ তিরস্কার করিয়া আত্ম বিলাপ করিলেন, কিন্তু তিনি সেই বাক্য আর চিরস্থানীর সম্মুখে বলিতে কখনই সাহসিত হইলেন না। ক্রমে মহারাজ সেইরূপ মৌনভাবে থাকিয়া যেন বিশীর্ণ প্রায় হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার পক্ষে সেই দ্বীপ অতিশয় মন্দ স্থান বলিয়াই জ্ঞান হইতে

লাগিল। তখন তাঁহার সর্ব্বদাই স্বীয় চীনরাজ্য গমন আশাই বলবত হইয়া উঠিল, তিনি একদিন তৎকারণ সেই চিরস্থানী রাজ-নন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি আজ বহু দিবস হইল স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া তোমারই প্রেমে আবদ্ধ রহিয়াছি. কিন্তু আমার অভাবে যে রাজ্য মধ্যে কিরূপ সংঘটন হইতেছে, তাহার আর কিছুমাত্র জ্ঞাত নহি। একারণ ইচ্ছা করিতেছি, একবার আমি স্বরাজ্যে গমন করিব, এবং তথাকার কিরূপ অবস্থা সংঘটন হইয়াছে, তাহাই বিদিত হইয়া আার অচিরকাল মধ্যেই এই রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইব। দৈত্যবালা কহিলেন, মহারাজ! যদি আপনার এইরূপই অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তাহাতে আমারও সংপূর্ণ ইচ্ছা। কারণ আমি ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছি, মোগল সম্রাট আপনার রাজ্য আক্রমণ করিবেন বলিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন, কিন্তু কি যে ঘটিয়াছে তাহা আর বলিতে পারি ন? যাইহোক্, এ সময় আপনার স্বরাজ্যে গমন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে, কারণ যদিও বিগ্রহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সৈন্য গণ আপনাকে দেখিলেও অনেকরূপে উৎসাহিত হইতে পারিবে। আমি শুনিয়াছি, আপনার প্রজাগণ সকলেই রণভিজ্ঞ, আপনি তৎ-স্থানে উপস্থিত থাকিলে, পরিশেষে তাঁহারও সমরবিষয়ে উত্তেজিত হইতে পারিবে। যাইহোক্, আপনি গমন করুন, পশ্চাতে আমিও তথায় গমন করিতেছি, তজ্জন্য আপনার আর কোনরূপ চিন্তা নাই। এই বলিয়া সেই চিরস্থানী রাজদুহিতা তখনই স্বীয় পরিচারিকাগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা সত্বরেই এই চীনরাজকে স্বরাজ্যে রাখিয়া আইস। পরীগণ ও দৈত্যগণ যেমন সেই রাজদুহিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইল, অমনই সেই চীনরাজকে লইয়া একেবারে সেই চীনরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিল। তদনন্তর যেস্থান হইতে তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিল, তৎস্থানেই তাঁহাকে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

চীন মহারাজকে যামিনী সময়েই মহামায়াবলে দৈত্য ও পরীতে সেই চীনরাজ্যে রাখিয়া গেল। মহারাজ সারা নিশাই গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন, নিশাবসানেই তাঁহার সে নিদ্রাবেগ সম্বরণ হইয়া গেলে, তিনি নেত্র মিলিত পূর্ব্বক দেখিলেন যে গৃহে তিনি যে আজ তিন বৎসর নিদ্রা যান নাই, সেই গৃহেই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সেই আশ্চর্য্যরূপ কাণ্ড নিরীক্ষণেই বলিতে লাগিলেন, হায়! দৈত্যদিগের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! আমি আজ তিন বৎসর পূর্ব্বে যে গৃহে যেভাবে শয়ন করিয়াছিলাম, অদ্য আগমন করিয়া সেই গৃহে সেই ভাবেই শয়ন করিয়া রহিয়াছি। এইরূপ ভাবে তিনি নানারূপ আশ্চর্য্য

জ্ঞান করিতে লাগিলেন, এদিকে তাঁহার আগমন বার্ত্তা ক্রমেই নগর মধ্যে জনরব হইয়া উঠিল, নগরের লোক রাজাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নানারূপ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা তাঁহাকে নিরীক্ষণ জন্য সতত উৎযোগী হইল। রাজমন্ত্রীতো শ্রবণ মাত্রেই রাজসমীপে আগমন করিলেন, তদনন্তর তাঁহার চরণে সমস্ত রাজ্যের সুসংবাদ বিদিত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার এতদিন নিরুদ্দেশ হইবার কারণ কি? তদ্বাক্য শুনিয়া মহারাজ যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহা সমুদায়ই একে একে সেই মন্ত্রীর কাছে বিদিত করিলেন, মন্ত্রী তাহা শ্রবণে একেবারেই বিস্মিত হইলেন। তদনন্তর মোগলদিগের হস্ত হইতে কিরূপে, রাজ্য রক্ষা হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

*

এদিকে কিছুদিন অতীত না হইতে হইতেই, সে প্রবল শত্রু মোগলেরা সসৈন্যে আগমন করিয়া, সেই চীনরাজের চীনরাজ্য আক্রমণ করিল। চীনরাও তদ্বিষয়ে উৎযোগী ছিলেন, তিনি তখনই সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া তাহাদের দমনে প্রবর্ত্ত হইলেন। তদনন্তর সেই চীন নগরের প্রান্তঃসীমায় কোন একটী প্রান্তরে যুদ্ধস্থান অবধারিত হইল, কিন্তু মোগলেরা সম্মুখ সংগ্রামে সেই চীনরাজকে পরাজয় করা নিতান্ত কঠিন বিবেচনা করিয়া তাহারা গুপ্তকৌশলেই যে রাজ্য আক্রমণ করিবে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে কেহই যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইল না, কেবল সেই চীন নগরের চতুঃসীমায় বহু বহু সৈন্যে সমাকীর্ণ হইয়া সেই চীনরাজ্যের সমস্ত লোকের গতি রোধ করিয়া রহিল।

তখন চীনপতি সেই মোগলদিগের আচরণেই জানিতে পারিলেন যে মোগলেরা কখনই সহজে নিবৃত্ত হইবে না তদ্ধেতুক তিনি তখনই এই আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, যাবৎকাল মোগলেরা এইরূপভাবেই এই স্থানে অবস্থান করিবে, ততদিন আমার সৈন্যগণকে আদেশ কর, যেন তাহারা সেই প্রান্তর স্থানেই শিবিরাদি সংস্থাপন করিয়া যথা নিয়মে সতর্কিত থাকে। মহারাজ যৎকালে এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন, তৎকালে প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ এবলিস্ সহস্র সহস্র বলদোপরি নানারূপ আহারীয় দ্রব্যাদি লইয়া সেই সৈন্যগণ মধ্যেই গমন করিতে লাগিল। কতদূর গমন করিয়াছে, ইত্যবসরেই সেই চিরস্থানী রাজনন্দিনীর কতগুলা দৈত্য আসিয়াই সেই ইবলিসের নিকট হইতে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী সবলে গ্রহণ পূর্ব্বক একেবারে সমুদ্র গর্ভে ফেলিয়া দিল, তাহার আর কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না, কেবল যাহা

কিছু ভূমিতে পড়িয়াছিল, তাহাই অবশিষ্ট রহিয়া গেল। যৎকালে আহারীয় দ্রব্য সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল, তৎকালেই সেই ইবলিস্ কর্ম্মাধ্যক্ষ একেবারে হতাশ হইয়া সেই চিরস্থানীকেই জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? এবং কেনই বা তুমি এইরূপ কার্য্য করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশের উৎযোগী হইলে, ইহার হেতুই বা কি? তুমি কি আমাদের চীন মহারাজকে বিদিতা নহ? এখনই যে তোমার এই অপরাধে জীবন পর্যন্ত বিনাশ করিতে হইবে। চিরস্থানী কহিলেন, আমি তোমার চীনরাজকে এত আশঙ্কা করি না, তুমি যত শীঘ্র পার যাইয়া তাঁহাকে এই সংবাদ বিদিত করগে, কিন্তু এই কথা বলিও যে, মহারাজ! আপনার সেই দৈত্যমহিষীই কতগুলা দৈত্যের সহ আগমন করিয়া আপনার সেই সৈন্যগণের সমস্ত আহারীয় দ্রব্য নষ্ট করিয়াছে? ইবলিস্ তাহা শুনিয়া আর কোনরূপই উত্তর করিল না, তখনই সেই সকল কথা একেবারে আসিয়া চীনরাজকেই বিদিত করিল।

যৎকালে চীনাধীপ সেই দৈত্যবালার এবম্বিধ অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিলেন, তৎকালে তিনি মনে মনে অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন। মনে করিলেন, এইবারেই সৈন্যগণ অনাহারে জীবন পরিত্যাগ করিবে, এইবারেই মোগলেরা সদলে আসিয়া আমার রাজ্য অনায়াসেই গ্রহণ করিবে। এবারে আর আমি কিছুতেই মোগলের হাতে পরিত্রাণ পাইব না। যাইহোক্, আমি যে রাক্ষসীর অত্যাচারে একান্ত পরিতাপিত হইযা তাহার সে নগব পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম, সে রাক্ষসী কি না এখানেও আসিয়া আমাব সর্ব্বনাশে উদ্যত হইল। আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহার সহ আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না, আর আমি তাহার অত্যাচার দর্শন করিব না, তাহার সঙ্গে আমার এই পর্য্যন্তই এইরূপ থাকিবে। কিন্তু সে যখন এখান পর্য্যন্ত আসিয়া আমার উপর এতদূর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল, তখন আমার এই পর্য্যন্তই তাহার সঙ্গে প্রেমব্রত উদ্যাপন হইল। মহারাজ যখন এইরূপ ভাবেই চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়েই সেই চিরস্থানি রাজদুহিতা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, কেমন মহারাজ! ভাল আছেন তো? রাজা তাহারই অত্যাচারে তৎকালে অতিশয় সন্তাপিত ছিলেন, তিনি অমনই বলিয়া উঠিলেন, হে দৈত্যবালে! এই কি তোমার আমার হিতের কার্য্য হইয়াছে? তুমি কি না এই বিপদ সময়ে এইরূপ সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছ? স্ত্রী স্বামীর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকে, তুমি কিনা আমার সহধর্ম্মিণী হইয়া আমার যাহাতে সর্ব্বনাশ হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেছ? ছি! ছি! তোমার অত্যাচারে আমি

অতিশয় ঘৃণিত হইয়াছি। অগ্রে যদি আমি জানিতাম যে দৈত্যজাতীর এরূপ ব্যবহার, তাহা হইলে আমি কদাচই তোমার ঐ পাণিগ্রহণ করিতাম না, এক্ষণে তোমার সহ আমার এই পরিণয় হওয়াতেই আমি এরূপ মহাবিপদে পতিত হইলাম। অধিক কি বলিব, দেখ দেখি, আমি তোমার অত্যাচারে জীবনসম পুত্র কন্যাধনে বঞ্চিৎ হইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আবার কি না আমি তোমার অত্যাচারে রাজ্য পর্য্যন্ত হারাইবার উৎযোগী হইলাম। এই সময় সমূহ শত্রু আমার রাজ্য আক্রমণ করিবার হয়াছে, তুমি কি না এমন সময় আমার সৈনগণের আহারীয় বস্তু সমুদায় নষ্ট করিয়া দিলে? বিবেচনা কর দেখি, এই উপস্থিত বিপদে সৈন্যগণ আহার বিহনে কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবে, আর কেমন করিয়াই বা এ শত্রু দমন করিতে পারিবে? যাইহোক্, আমি অঙ্গীকার ভয়ে এতদিন পর্য্যন্ত তোমাকে কোন কথাই বলি নাই, কিন্তু এখন আমি আর তোমার অত্যাচার কোনরূপেই সহ্য করিতে পারিলাম না, আমার অদৃষ্টে যাই হয়, তাহাই হইবে, কিন্তু আজ পর্য্যন্তই আমি তোমার প্রণয়ে জলাঞ্জলি দিলাম।

দৈত্যবালা যৎকালে চিনাধীপ কর্ত্তৃক এইরূপ নানাপ্রকার গঞ্জনা বাক্য শ্রবণ করিলেন, তৎকালে দৈত্যবালা কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া সবে মাত্র এই কথাটী বলিলেন, মহারাজ! করিলেন কি? আপনি কিছুমাত্র হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া একেবারেই আমাদের দারুণ প্রতিজ্ঞাকে ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন? আমি আপনাকে পূর্ব্বে থাকিয়াই বলিয়া রাখিয়াছিলাম, হে রাজন। আমি যদিও আপনার কোন অসহনীয় কার্য্য করি, তাহাতে আপনি ক্রোধিত হইবেন না, আমরা যে কার্য্যই করি না কেন, নিশ্চয় জানিবেন, তাহার কোন বিশেষ কারণ আছে। আপনি যদি তাহার কারণ অবগত হইয়া এরূপ কার্য্য করিতেন, তবে বড় সুখের বিষয়ই হইত, আপনি যে ইহার বিশেষ কারণ বিদিত না হইয়াই এরূপ নির্ম্মমভাব কার্য্য করিলেন, ইহাতেই আমার সংপূর্ণ দুঃখ রহিয়া গেল। মহারাজ বলিলেন, তোমার কার্য্যের কারণ আর আমার জানিবার আবশ্যক নাই, তোমার কার্য্যের কারণ জানিতে জানিতেই আমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গেল, আর আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলাম না। দৈত্যবালা কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতিশয় চঞ্চলমতি, তজ্জন্য আপনি হিতকে অহিত জ্ঞান করিয়া এরূপ বলিতেছেন, কিন্তু আমি যে আপনার কতদূর হিত করিয়াছি, তাহা আমিই জানি। আপনি পূসংর্ণরূপে জানিয়াছেন, আমিই আপনার রাজ্যনাশের একমাত্র

হেতু, কিন্তু তাহা নহে, আমার সংপূর্ণই অভিলাষ যাহাতে আপনার রাজ্য বজায় থাকে তাহাই করিব। এমন কি কহিব, যদ্যপি আপনার রাজ্য রক্ষা করিতে যাইয়া আমাকে সর্ব্বস্বান্তও হইতে হইত, তথাচ আমি আপনার রাজ্য কখন বিনষ্ট হইতে দিতাম না। আমার অভিলাষ ছিল, আপনি যাহাতে অচিরে সমস্ত পৃথিবীর পতি হইতেন, তাহাই দৈত্যগণ সাহায্যে করিয়া দিতাম কিন্তু নাথ! সে আশায় আপনি স্বইচ্ছাতেই বাধা দান করিলেন। মহারাজ! এক্ষণে আপনার আমি সে ভ্রম অপনীত করিতেছি শ্রবণ করুন। রাজন আপনার যে মহাবিশ্বস্ত ব্যক্তি ইবলিস্ সৈন্যগণের আহারীয় দ্রব্য লইয়া যাইতেছিল, তাহার সদৃশ বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী আপনার কর্ম্মচারীর মধ্যেই নাই। সেই দুরাচার যে সমস্ত আহারীয় দ্রব্য লইয়া যাইতেছিল সেই সমস্ত সামগ্রীতেই বিষে পূর্ণ ছিল। আপনার সৈন্যগণ তাহা ভক্ষণ করিলে আর কি ক্ষণকালমাত্র জীবিত থাকিত? সেই দুরাচার অগ্রে থাকিয়াই মোগলদের নিকট এক লক্ষ মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে বিনা সংগ্রামে আপনার সমূহ সৈন্যের প্রাণ সংহার করিয়া দিবে। যদি আপনার এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ হয়, তবে অবশিষ্ট যাহা কিছু দ্রব্য সামগ্রী আছে, তাহা পরীক্ষা করিলেই বিদিত হইবেন। মহারাজ! এক্ষণে বলুন দেখি, সেই দ্রব্য সামগ্রী যদি আপনার সৈন্যগণ ভক্ষণ করিত, তবে এক্ষণে কিরূপ অবস্থা সংঘটন হইত? আমি বিবেচনা করি, যে কালাবধি আপনার সহ তর্ক বিতর্ক হইতেছে, এই সময়ের মধ্যেই মোগলেরা আপনার রাজ্য আক্রমণ করিয়া লইত। আমি সেই দুষ্ট অভিসন্ধি অগ্রে থাকিয়া বিদিত ছিলাম বলিয়াই এইরূপ কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আমার হিত করিতে যাইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। মহারাজ তখন এই বাক্য শুনিয়া অতীব বিস্ময় হইলেন, তদনন্তর কহিলেন, প্রিয়ে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি এখনই ইহার পরীক্ষা করিতেছি এই বলিয়া মহারাজ তখনই সেই ইবলিস কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং সেই সকল আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে যে সকল কিঞ্চিৎমাত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহাই তাহাকে ভক্ষণ করিতে কহিলেন। সে তাহাতে নানারূপ ছল করিতে লাগিল, যখন কিছুতেই সে আর ভক্ষণ করিতে চাহিল না, তখন মহারাজ তাহাকে কোপিত হইয়া কহিলেন, দেখ! তুমি যদি স্বইচ্ছায় ইহা ভক্ষণ করিতে না চাহ তবে তোমার এখনই প্রাণদণ্ড করিব। যৎকালে মহারাজ তাহার প্রতি এইরূপ কঠিন আজ্ঞা প্রদান করিলেন, তৎকালে সেই ইবলিস কর্ম্মচারী মনে মনে করিতে লাগিল, মহারাজ যখন ইহার গূঢ় মর্ম্মই বিদিত হইয়াছেন, তখন আমার

আর কোন দিকেই নিস্তার নাই। আমার মৃত্যু উভয় দিকেই সংঘটন হইবে, তবে কেন অপরের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিব, এক্ষণে এই বিষ মিশ্রিত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য হই-তেছে। এই ভাবিয়া যেমন সে সেই দ্রব্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভক্ষণ করিল, অমনই তাহার পঞ্চত্ব হইল। সে মৃত্যুকালে এই মাত্র কহিল, হায়! আমি যেমন কার্য্য করিয়াছিলাম, সেইরূপ প্রতিফলই প্রাপ্ত হইলাম। তৎকালেই চিরস্থানী বলিয়া উঠিলেন, মহারাজ! আমার কার্য্যের কারণ কিরূপ তাহা কি আপনি এখন বুঝিতে পারিলেন? তদ্বাক্যে রাজা একেবারেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, সভাজন সকলেই তাহাতে মহা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন।

চিরস্থানী কহিলেন, মহারাজ! আর আর যে সকল কার্য্য অন্যায় করিয়াছি, তাহারাও যে সকল কারণ তাহাও এক্ষণে আপনাকে বিদিত করিতেছি, শ্রবণ করুন! আপনি প্রত্যক্ষ যাহা দেখিয়া অতিশয় সন্তাপিত হইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, জননী হইয়া স্বীয় গর্ভজাত সন্তানকে কেমন করিয়া জলন্ত অনলে নিক্ষিপ্ত করিল, দৈত্যজাতীতে অতিশয় নির্ম্মমত, ও নির্দ্দয়ের কার্য্যই করিয়া থাকে। মহারাজ! আপনি যে আমাকে পুত্রধনকে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিতে দেখিয়াছিলেন, সে বাস্তবিক অগ্নি নহে; তিনিই সার বিদ্যাবিশারদ অগ্নিরূপা পরম পণ্ডিত। আমি তাঁহার স্থানে পুত্রকে বিদ্যাদি অভ্যাসের জন্য নিয়োগ করিয়াছি, তিনি সেই পুত্রকে সর্ব্বশাস্ত্রে সুবিজ্ঞ করিতেছেন। আর আপনি যে কুক্কুরী মুখে কন্যারত্নকে প্রদান করিতে দেখিয়াছেন, তিনিও যথার্থ কুক্কুরী নহেন, তিনি কুক্কুরীবেশ ধারণী সাক্ষাৎ স্বর্গ বিদ্যাধরী। কন্যারত্ন যাহাতে সঙ্গীত বিদ্যা ও নীতি বিদ্যা সমুহ উত্তমরূপে শিখিতে পারে, তন্নিমিত্তই আমি তাঁহার স্থানে সেই কন্যাকে প্রদান করিয়াছি। তাহারা মনের সুখেই তৎ-স্থানে বিরাজ করিতেছে, তাহাদের কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে নাই, তাহাদিগকে আনিয়া আমি আপনাকে এখনই প্রদর্শন করাইতেছি। এই বলিয়া দৈত্য বালা তখনই একজন দৈত্য ভৃত্যকে তাহাদের আনি-বার জন্য আদেশ করিলেন, সে তখনই সেই কন্যারত্ন ও পুত্রধনকে আনিয়া সেই সভায় উপস্থিত করিয়া দিল।

রাজা সেই অমূল্য পুত্রনিধি হারা হওয়া বধিই যতদূর সন্তাপিত হইতে হয় হইয়াছিলেন, যৎকালে পুনর্ব্বার সেই পুত্র ও কন্যারত্নের মুখার-বিন্দ দর্শন করিলেন, তৎকালে তাঁহার সেই নেত্রদ্বয় হইতে অবিরল ধারায় আনন্দ বারি বরিষণ হইতে লাগিল, তিনি আর ক্ষণমাত্রও

অপেক্ষা করিলেন না, তখনই স্বীয় বাহু বিস্তার করিয়া সেই পুত্র কন্যাকে আপনার ক্রোড়ে স্থাপিত করিলেন। তদনন্তর ঘন ঘন উভয়ের মুখে চুম্বন দান করিয়া একেবারে অপলক নেত্রেই সেই উভয়ের দিকেই চাহিয়া রহিলেন। যখন দেখিলেন, আপনার এবং সেই মহিষীর অবয়বের সঙ্গে তাহাদের অবয়বের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তখন তাঁহারাই যে তাহার প্রকৃত কন্যা পুত্র তাহ৷ বিশেষরূপে জানিতে পারিয়া কহিলেন, হে রাজ্ঞী। এখন সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিলাম, তুমি যে অগ্রে কহিয়াছিলে, আমরা কারণ না থাকিলে কোন কার্য্যই করি না, এবং আমাদের দৈত্যজাতীর সঙ্গে মনুষ্য জাতীর অনেকরূপ প্রভেদ আছে, তাহা সকলই সত্য? এক্ষণে আমি যে তোমার কার্য্যের কোন কারণ না জানিয়া তোমাকে তিরস্কার ও নিন্দা করিয়াছি, তাহাতে আমার তোমার নিকট যে গুরুতর অপরাধ হইয়াছে তাহা তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আরও বলি, এক্ষণে আমার সৈন্যগণ যে আহারাভাবে প্রায় মৃত্যুর লক্ষণই ঘটিয়াছে, তাহারা যাহাতে কোন উপায়ে জীবন ধারণ করিতে পারে, তাহারও উপায় করিয়া দেও। তুমি যদি ইহাতে বৈমুখ হও, তবে আমি নিশ্চয় জানিতেছি, এ যুদ্ধে কখনই জয়লাভ করিতে পারিব না, অবশেষে আমাকে মোগলদিগের করেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। দৈত্যবালা কহিলেন, মহারাজ! তাহার আবার চিন্তা কি আছে? আমি যতক্ষণ জীবিত আছি, ততক্ষণ তোমার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল, আমি কি তাহার উপায় এখনও করিতে বাকী রাখিয়াছি। ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন এখনই সংবাদ আসিবে যে শত্রুগণ সমূলে সবলেই ধ্বংশ হইয়াছে মহারাজ! আমি আপনার সেই বিষ মিশ্রিত ভোজন দ্রব্য অপচয় করি নাই, আমি সেই বিষ মিশ্রিত ভোজন দ্রব্য শত্রুর ভাণ্ডারে তুলিয়া দিয়া শত্রু পক্ষের উত্তম খাদ্য আনয়ন করিয়াছি, এবং আপনার সৈন্যগণ তাহাই ভক্ষণ করিয়া সকলে জীবিত রহিয়াছে। বিপক্ষ দল সকলেই সেই বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণে জীবন ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহারা অনুভব করিতে পারে নাই, যে কি জন্য তাহাদের এরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। আপনার যদি তাহা প্রত্যক্ষে দৃষ্ট করিবার ইচ্ছা হয়, তবে আমারই সঙ্গে অনুগমন করুন, আমি প্রত্যক্ষেই দেখাইতেছি। তদ্বাক্য শুনিয়া মহীপতি অতি আশ্চর্য্য অনুভবই করিলেন, এবং তখনই একজন দূত দ্বারা বিদিত হইলেন যে, রাজনন্দিনী যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য, মোগলগণ একেবারেই জীবন ত্যাগ করিয়াছে। তখন চিরস্থানী উত্তর করিলেন, কেমন মহারাজ। এখন আমার বাক্য সকলইতো প্রমাণিত হইল? আর কেন, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।

ভূপাল কহিলেন, মহিষী! এ তোমার কিরূপ বাক্য প্রয়োগ করা হইল, আমি কি তোমার জীবন থাকিতে বিদায়দান করিতে পারি? বিশেষ তোমার সাহায্যবলেই আমি রাজ্য, ধন, পুত্র, কন্যা সকলই লাভ করিলাম, এমন সময় কি তোমাকে বিদায় দিতে পারি? আমি যদিও তোমার নিকট অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া সহস্র অপরাধে অপরাধি হইয়াছি, তুমি সে সকল নিজগুণে মার্জ্জনা কর। আমি যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি, সে কেবল অগ্রে তোমার কার্য্যের কারণ জানিতে পারি নাই বলিয়া করিয়াছি, নতুবা আমি কি তোমাকে এরূপ বাক্য বলিতে পারি? যাহাহোক, রাজ্ঞী! আমি তোমার নিকট যতই কেন অপরাধী হই না, সে সকল তোমার ঐ মহত্বগুণেই আমায় ক্ষমা কর। আমরা মনুষ্যজাতী, আমরা কি দৈত্যগণের রীতি নীতি বুঝিতে পারি? এখন আমি তোমাকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। দৈত্যবালা কহিলেন, মহারাজ! আপনি আর আমার প্রত্যাসা করিবেন না, আমি অসুর জাতী, আমাকে অসুরজাতিরই নিয়মানুসারে চলিতে হইবে। আমি যদি অসুররাজনন্দিনী হইয়া অসুর নিয়ম লঙ্ঘন করি, তবে কি আর আমি অসুর ধর্ম্ম রাখিতে পারিব। সকল অসুরগণই আমার পথের পথিক হইয়া একেবারে অসুরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবে, এবং তাহাদের প্রতিপদেই আমি একমাত্র উপমার স্থল হইয়া পড়িব, তাহা কদচই হইবে না? মহারাজ! অধিক বলিব কি, আর আমি থাকিতে পারি না, আর আমার সময় নাই, এক্ষণে প্রসন্ন মনেই দাসীকে বিদায় দান করুন! মহারাজ তদ্বাক্যে আর কোনরূপই উত্তর দানে বাধ্য হইলেন না, রাজ্ঞী তখনই স্বীয় সঙ্গী দৈত্যগণকে লইয়া একেবারে তৎস্থান হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা তাহা নিরীক্ষণে কেবলমাত্র কোথায় যাও? কোথায় যাও? এই বলিয়া সিংহাসন হইতে ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তাহা নিরীক্ষণে অমাত্যগণ সকলেই মহারাজের চৈতন্য সম্পাদনে যত্নবান হইলেন।

বহু শুশ্রূষার পর যৎকালে মহারাজের কিঞ্চিৎমাত্র চৈতন্যের উদয় হইয়া আসিল, তখনই মহারাজ সেই ধুলাপরি লুণ্ঠিত হইয়া সেই দৈত্যকুমারীর জন্য দারুণ ব্যাকুলিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীবর্গ তাঁহার সেই শোক নিবারণের জন্য কতরূপ বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই আর তাঁহার সে শোক নিবারণ করিতে পারিলেন না, পরিশেষে তাঁহার সেই শোকেই শরীর একেবারে দুর্ব্বল হইয়া উঠিল, স্বর্ণ বর্ণ একেবারেই মলিন হইয়া

গেল, তিনি ক্রমে রাজকার্য্যাদি আমোদ প্রমোদ সকলই পরিত্যাগ করিয়া বিরলস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক কেবলমাত্র সেই দৈত্য রাজবালারই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি থাকিতেন, আর সবেমাত্র এই কথাটী বলিয়া উঠিতেন, হায়। আমি হারানিধি প্রাপ্ত হইয়াও অদৃষ্টক্রমে বঞ্চিত হইলাম। এইরূপ প্রকারে যখন দশবৎসর কাল অতীত হইয়া গেল, তখন তাঁহার সেই চিন্তাজ্বরে শরীর এরূপ দুর্ব্বল হইয়া উঠিল যে, কেবলমাত্র তাঁহার মহাপ্রাণীটী বাহির হইবার অপেক্ষা রহিল। যৎকালে তাঁহার এ সংবাদ প্রজাপুঞ্জ সকলেই শ্রবণ করিল, তখন সকলেই তাঁহার সেই প্রজাবাৎসল্য গুণে তাঁহার জন্য বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিল। অমাত্যগণ সকলেই তাঁহার শোকে কাতর হইয়া উঠিলেন, এমত সময়ে সেই অসুর রাজনন্দিনী স্বীয় পুত্র ও কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সহসাই সেই চীন মহারাজের সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, হে রাজন! আর আপনি বৃথা শোকে কাতর হইবেন না, এই দেখুন, আমি আপনার কন্যা পুত্র সহ পুনর্ব্বারই আগমন করিয়াছি, এক্ষণে আপনি প্রসন্ন চিত্তে নিরীক্ষণ করুন। মহারাজ একেবারেই মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, যৎকালে তাঁহার কর্ণবিবরে এইরূপ সুধাসিক্ত কয়েকটী বাক্য প্রবেশ করিল, অমনই তিনি যেন মৃতদেহে জীবন লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, তিনি আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলেন না, তখনই সেই দৈত্যরাজবালাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করত স্বীয় পুত্র কন্যাকে একেবারে স্বীয় অঙ্কদেশেই তুলিয়া লইলেন। তদনন্তর তাহাদের বদনচন্দ্রে শত শত চুম্বনদান করত কেবলমাত্র একদৃষ্টেই তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন, নয়ননীর তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল ধারাতেই পতিত হইতে লাগিল। তৎকালেই চিরস্থানী বলিয়া উঠিলেন, মহারাজ। আর আপনি সন্তাপিত হইবেন না, আমি আপনার অচঞ্চল প্রণয় দেখিয়া অত্যন্তই সুখী হইয়াছি। আর আমার আপনার সহ বিচ্ছেদ কখনই ঘটিবে না, আমি শুনিয়াছিলাম, মনুষ্যের চঞ্চল প্রেম কখনও চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু এক্ষণে তোমার এই অটল প্রণয় দেখিয়া আমি সে কথা একেবারেই বিসর্জ্জন করিয়াছি। মহারাজ যেই স্ত্রীর স্বামী স্বীয় পত্নীর কারণ প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে উৎযোগী হন, সে রমণীর সৌভাগ্যের অপেক্ষা আর কি কোন রমণীর সৌভাগ্য অধিক আছে? এক্ষণে বুঝিলাম, আপনারই প্রেমানুরাগ যথার্থ, আর আমিও যখন সেই অকৃত্রিম প্রেমের অনুরাগীণী, তখন এর অপেক্ষা রমণীর সোহাগ্য আর স্বামীর কাছে কোথায় আছে? এক্ষণে আমি দৃঢ়রূপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর আপনাকে কদাচই পরিত্যাগ করিব না।

মহারাজ বলিব কি, আমি স্বরাজ্য হইতে আপনার প্রত্যহই তত্ত্বাবধান করিতাম, এবং শুনিতাম, যে আপনি আমার কারণ সর্ব্বসুখেই জলাঞ্জলি দিয়া দুরূহ কষ্ট সহ্য করিতেছেন। যদি বলেন, তুমি তবে এত দিন প্রত্যক্ষরূপে আমার নিকট আস নাই কেন? মহারাজ। সে কেবলমাত্র দৈত্যদিগের এক পরম ধর্ম্ম বলিয়াই অপেক্ষা করিয়াছিলাম। দৈত্য ধর্ম্মে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, যে কোন পুরুষ রমণীর সহ যদি প্রথমে কোনরূপে বিরত হইতে চাহে, তবে তাহার কারণ দশ বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া থাকিবে, যৎকালে দেখিবে সেই পুরুষ দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত আর কাহারও প্রেমের বশবর্ত্তি হইল না, এবং তাহার জন্যই জীবন সমর্পণ করিয়া আছে, তবে সেই পতিকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবে, তাহাতে দৈত্যদিগের ধর্ম্মে কোনরূপেই হানি হইবে না। তৎকারণই আমি এতাবৎকাল অপেক্ষা করিয়াছিলাম, যৎকালে দেখিলাম দশ বৎসরকাল আপনার সেইরূপ ভাবেই অতীত হইয়া গেল, অদ্য যেমন একাদশ বৎসরের প্রথম দিন হইয়াছে, অমনই স্বীয় পুত্র ও কন্যাকে লইয়া মহারাজের সহর্ম্মিলন করিতে আসিয়াছি, আপনি আর এখন এমন মনে করিবেন না, যে আবার আপনার সহ আমার কখন বিচ্ছেদ ঘটিবে। মহীপাল কহিলেন, দৈত্যবালা। যদি অগ্রে জানিতাম, যে তোমার দৈত্যধর্ম্মের একরূপ নিয়ম, তবে তাহা ভালরূপ শিক্ষা করিয়াই এ প্রণয় ইচ্ছা করিতাম। যাইহোক্, উত্তমরূপ প্রতিফল হইয়াছে, আর অধিক কথা বলিব না। এই বলিয়া নরনাথ তখনই স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও স্বীয় পুত্র কন্যাকে লইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং যৎকালে তাঁহার বার্দ্ধক্যকাল সমাগত হইল তৎকালেই তিনি স্বীয় পুত্রকে রাজ্যাদি প্রদান করিয়া স্বর্গলোকে যাত্রা করিলেন। ধাত্রী তখন কহিলেন, রাজনন্দিনি। এই আমার গল্প সমাধান হইল, এক্ষণে বিবেচনা করুন, পুরুষ জাতি কতদূর প্রশংসার পাত্র।

সহচরীগণ সকলেই শুনিতেছিল তন্মধ্যে একজন উত্তর করিল, ধাত্রী মা! এ গল্পটা আবুলকাসেমের গল্প অপেক্ষাও শ্রুতিসুখকর। আর এক সখী বলিল, লোকে যে পুরুষ জাতিকে নিতন্ত অপ্রেমিক বলিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ স্বরূপই এই চীনপতি। আর একজন বলিল, চীনপতি যথার্থরূপেই জানিতেন, যে প্রেম ব্রত কিরূপে পালন করিতে হয়, কিন্তু চিরস্থানীর নিতান্তই কঠিন হৃদয়, তাই তাঁহাকে এতদ্রূপ কষ্ট প্রদান করিয়াছিলেন।

অমনই রাজকুমারী বলিয়া উঠিলেন, সখীগণ! তোমরা কেমন বাক্য বলিতেছ, আমার মতে চিরস্থানীর এ বিষয়ে কোনরূপই দোষ

নাই। চিরস্থানী যখন অগ্রেই বলিয়া রাখিয়াছিল, যে আমরা দৈত্যজাতী, যে কার্য্য করি, তাহার অবশ্যই কোন কারণ আছে, যদি আপনার কোন বিষয় অসঙ্গত বোধ হয়, তাহাকে সঙ্গত বিবেচনা করিয়াই থাকিবেন, তবে সেই চীনপতির কি সেই চিরস্থানীর উপর এতদূর ভৎসনা বাক্য বলা উচিত হইয়াছিল? আমি বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছি, পুরুষজাতি আপনার প্রতিজ্ঞা একবারও মনে করে না, কেবলমাত্র আপনার কার্য্যসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত সমস্ত হয়, পুরুষগণ অতিশয় আত্মসুখী। আমি এই কারণই পুরুষজাতির প্রতি এত দ্বেষ করিয়া থাকি, আমি এই কারণই পুরুষকে প্রাণ সমর্পণ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। তৎকালে ধাত্রী বলিয়া উঠিলেন, রাজবালা! তুমি কেমন কথা বলিতেছ? এমন কত শত পুরুষ আছে যে, যদি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনে জীবনকেও বিসর্জ্জন করিতে হয়, তথাচ তাহা কখনই ভঙ্গ করেন না। আপনি শ্রবণ করুন, আমি আর একটী উপন্যাস বলিতেছি।

---

## যুবরাজ কালেফের কথা।

ধাত্রী কহিলেন, হে নৃপালবালা! তবে আর একটী ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আস্ত্রাকান নামে একটী সুসৌন্দর্য্য নগরী আছে, তথার পুরাকালে প্রভূত সৈন্যবলশালী একজন তৈমুজ নামে নৃপতি ছিলেন। তিনি দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের একমাত্র আধার ছিলেন, তাঁহার সেই গুণে প্রজাদি অধীনস্থ ভূপতিগণ সকলেই বাধ্য ও অনুরক্ত ছিল। তাঁহার রাজ্যে কখনই বিগ্রহ উপস্থিত হয় নাই, তিনি নিজগুণে সকলকে বাধ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রূপের কথা কি কহিব, তিনি এত যে প্রবীণ হইয়াছিলেন, তথাচ তাঁহার সেইরূপ দেখিলে কেহই তাহাকে প্রবীণ বলিয়া অনুভব করিতে পারিত না। বরঞ্চ চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, কিন্তু তাঁহার সে রূপ একেবারেই নিষ্কলঙ্ক ছিল। সেই অমিততেজা নৃপশার্দ্দূলের একটী আত্মজ ছিল, তাঁহার নাম কালেফ্। তিনি অতি অল্প বয়সেই সর্ব্ব বিদ্যায় নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু যুবাকালে তাঁহার বাহুবলে ও রণদক্ষতায় সকল নৃপতিগণই শঙ্কিত হইয়া থাকিত, তৎকালে আর সেরূপ সর্ব্বগুণাধার রাজপুত্র ছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। তিনি সেই অল্পবয়সেই সমস্ত কোরাণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, আর আর সকল শাস্ত্রই জানিতেন, কিন্তু তিনি সেই মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন বলিয়া, সেই মহম্মদীয় ধর্ম্ম ভালরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যেমন তিনি স্বীয়

সর্ব্বশাস্ত্র উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাজনীতি ও শাস্ত্র বিলক্ষণরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যখন কোন বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন, তখন তাঁহার সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীগণও বিস্ময়রূপ জ্ঞান করিতেন। প্রজাগণ তাঁহার সেই গুণে সকলেই সন্তুষ্ট অন্তঃকরণ তাঁহার বাধ্য হইয়া উঠিল, বৃদ্ধ মহীপাল তাহা নিরীক্ষণে তৎকালে যাহা কিছু করিতে লাগিলেন, তখন সেই রাজকুমারের অভিমতেই করিতে লাগিলেন। ক্রমে যুবরাজ কালেফ রণদক্ষতাগুণে অনেক দেশ জয় করিয়া লইলেন, তাঁহার সেই প্রবল বাহুবল নিরীক্ষণে নৃপতিগণ স্বইচ্ছাতেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিতে লাগিলেন।

যৎকালে তৈমুজ ভূপালের জয়পতাকা সর্ব্বদেশেই উড্ডীন হইতে লাগিল, যৎকালে তৈমুজ নৃপালেরই সর্ব্বপ্রদেশে আধিপত্য সংস্থাপিত হইল, তৎকালে কাজ্জেম দেশীয় ভূপালের এক দূত সেই আস্ত্রাকান রাজ্যে উপস্থিত হইয়া সেই তৈমুজ ভূপালের সম্মুখে এই সংবাদ কহিল, হে নরনাথ! আমি কাজ্জেমদেশীয় ভূপালের দূত। তিনি আমাকে আপনার নিকট বার্ষিক কর নির্দ্ধারণের হেতুই প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার কি আজ্ঞা হয় তাহাই বলুন, তিনি কহিয়াছেন, আমি আস্ত্রাকান ভূপতির অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তৈমুজ ভুপাল যে আমাকে কর প্রদান না করিয়া, এতাবৎকাল নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া আছেন, ইহার হেতু কি? তাঁহাকে বলিও যদি এখনও তিনি ইচ্ছাসুখে কর প্রদান করেন, তবেই মঙ্গল, নতুবা আমি অবিলম্বেই তাঁহার রাজ্যে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিব এবং অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া সপরিবারের সহিত তাহার জীবনান্ত করিব। তৈমুজ ভূপাল অগ্রে ইহার কিছুমাত্রই বিদিত ছিলেন না যৎকালে সহসাই দূত মুখে এইরূপ অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তৎকালে অতিশয় চিন্তিত হইলেন, এবং তৎকালেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াই তিনি অমাত্যাদি স্বীয় পুত্রের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীগণ এবং রাজকুমার, কিছুতেই অধীনতা স্বীকারে মত প্রদান করিলেন না, অগত্যা মহারাজ স্বয়ং সমাগতা হইয়া সেই বিপক্ষের দূতকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, দেখ দূত! তুমি তোমার প্রভুকে এই কথা বলিও যে আস্ত্রাকান ভূপতি এই কথা বলিয়াছেন, যে আমি যেমন ভাবে চিরকাল কাটাইতেছি, সেইরূপ ভাবেই কাটাইব। আমি কখন জীবন স্বত্বে কাহাকেও কর দান করিয়া অধীনতা স্বীকার করিব না? যদি তিনি সমর করিতেই অভিলাষ করিয়া থাকেন,

তাহাতে আমিও পরাঙ্মুখ নহি, যত শীঘ্র পারেন তাহাই করুন। দূত এইরূপ বাক্য শ্রবণ মাত্রেই প্রস্থান করিল।

যৎকালে কার্জ্জেম মহারাজের দূত কার্জ্জেম অভিমুখেই যাত্রা করিল, তৎকালে তৈমুজ মহারাজ আপনার অধীনস্থ সমস্ত প্রজাবর্গকে ডাকাইয়া কহিলেন, হে রাজবৎসল প্রজাগণ! আমি এক্ষণে মহা বিপদ সাগরেই পতিত হইয়াছি, তোমাদের ইহাতে মত কি? সংপ্রতি কার্জ্জেম মহারাজ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাহাতে আমার নিকট কর গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু আমি তাহাতে অস্বীকার হইয়াই সেই দূতকে বিমুখ করিয়াছি, যদি এই কোপে সেই কার্জ্জেম মহারাজ সসৈন্যে সংগ্রাম করিতে উপস্থিত হন, তবে তোমরা এক্ষণে তৎকারণ কিরূপ উপায় অবলম্বন করিবে? তদ্বাক্যে প্রজাগণ উত্তর করিল, মহারাজ! এত আমাদেরই মঙ্গল করিয়াছেন, তিনি যখন আপনার নিকটেই কর গ্রহণের অভিলাষি হইয়াছেন, তখন অচিরে আমাদেরও সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিবেন। আপনি সেই দূতকে যে বিমুখ করিয়াছেন, ইহা উত্তমই করিয়াছেন, যদি তিনি সংগ্রাম স্থানেই আগমন করেন, তবে আমরাই বা কি নিমিত্ত আছি? আমরা সদলে সজ্জিত হইয়া যাহাতে তাহাকে পরাস্ত করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিব, ইহাতে মহাশয়ের চিন্তা কি?

মহারাজ তৈমুজ যৎকালে স্বীয় প্রজাগণের প্রমুখাৎ এইরূপ আশ্বস্ত্য বাক্য শ্রবণ করিলেন, তৎকালে তিনি সেই সংবাদ স্বীয় অধীনস্থ রাজাগণকেও বিজ্ঞাত করিলেন। তৎপক্ষে প্রজাগণও যেমন ভাবে সেই মহারাজকে সমর বিষয়ে উত্তেজিত করিয়াছিল, অধীনস্থ রাজাগণও সেইরূপ ভাবে তাঁহাকে সমর বিষয়ে উত্তেজিত করিয়া স্বীয় স্বীয় মতামত জানাইলেন। তৎসঙ্গে আরও একটী শুভ সংবাদ পাইলেন, সেই শত্রুদলের একজন প্রধান জমীদার তিনিও সেই সংগ্রামে তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিবেন বলিয়া লিখিয়াছেন। মহারাজ তৈমুজ যৎকালে সকলেরই এইরূপ একমত জানিতে পারিলেন, তৎকালে তিনি আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলেন না, তখনই স্বীয় পুত্র কালেফের সহিত বিপুল পরিমাণে খাদ্যাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজদূত অবিলম্বেই কার্জ্জেমরাজ সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল, এবং তৈমুজ ভূপাল কর প্রদান বিষয়ে যেরূপ যেরূপ কর্কশ বাক্য বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই কহিল। যৎকালে সেই মহা

তেজস্বিন্ কার্জ্জেম রাজা সেই তৈমুজ রাজের এবম্বিধ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিলেন, তখনই তিনি যেন ক্রোধে অধীর হইযা উঠিলেন, আর বিলম্ব করিলেন না, অবিলম্বেই দুই লক্ষ সেনা সমভিব্যাহারে লইয়া সেই তৈমুজ ভূপালকে দমন জন্যই অগ্রসর হইলেন।

এদিকে তৈমুজ রাজও বহুসংখ্যক সৈন্য ও অধীনস্থ রাজা প্রজাগণ লইযা যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতেছিলেন, যৎকালে জঙ্গি দেশে উপস্থিত হইলেন, তৎকালেই শ্রবণ করিলেন, কার্জ্জেম রাজ নিকটদেশেই সসৈন্যে আসিযা উপস্থিত হইযাছেন। বুদ্ধিমান তৈমুজ রাজ আর অগ্রসর হইলেন না, তিনি সেই স্থানেই শিবিরাদি স্থাপিত করিযা আপনার মেঘবর্ণ জযপতাকা উড্ডীন করাইয়া দিলেন। সেই সংগ্রামে কালেফ যুবরাজই সৈন্যাধ্যক্ষ হইযাছিলেন, তিনি স্বয় ভূয স্বীয় সৈন্যগণকে সেই সমযে উৎসাহ দানে উত্তেজিত করিযা হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বহুবিধ যুদ্ধ সজ্জা সহকারে অগ্রসর হইযা সেই কার্জ্জেম রাজেরই আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। যেমন কার্জ্জেমরাজ সসৈন্যে তৎস্থানে আসিযা উপস্থিত হইলেন, অমনই কালেফ যুবরাজ স্বীয় সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিযা ঘোরতর যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলেন। কার্জ্জেম ভূপালেরও সৈন্যগণ যুদ্ধ বিষয়ে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত ছিল, তখনই দুই দলেরই ঘোরতর সংগ্রাম বাধিযা গেল। সমস্ত দিবস যুদ্ধকার্য্য ঘোরতর রূপেই চলিতে লাগিল, কিন্তু সে দিবস আর কোন দলেরই জয পরাজয হইল না, ক্রমে যখন দিবা ভাগ শেষ হইযা যামিনীকাল উপস্থিত হইল, তৎকালেই সমর স্থান একেবারেই অন্ধকারময হইযা উঠিল সেই অন্ধকারে উভয দলেই পক্ষাপক্ষকে আর চিনিতে না পারিযা সে দিনের জন্য সমর কার্য্য বন্ধ রাখিযা যার যেই শিবিরাভিমুখেই যাত্রা করিলেন।

যৎকালে উভয দলই স্বীয় স্বীয শিবিরে যাইযা বিশ্রামলাভে প্রবর্ত্ত হইল, তৎকালে সারকেশীয়া দেশের চতুর রাজা আপনার অভিষ্ট সিদ্ধির উত্তম সুযোগ বুঝিযা প্রচ্ছন্ন ভাবে একেবারে কার্জ্জেমরাজ সন্নিধানেই যাইযা উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর অতি বিনীত বাক্যে কহিলেন, হে কার্জ্জেম ভূপাল! আপনি দেখিতেছেন কি? যুবরাজ কালেফ যে এরূপ সংগ্রাম করিতেছেন, সে কেবল মাত্র আমারই সাহায্য বলে। সমরাঙ্গণে যত সুশিক্ষিত সৈন্য দেখিতেছেন, উহারা সকলেই আমার সুশিক্ষিত সৈন্য। কিন্তু আমি যে মহা-

শয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করি, ইহা কদাচই মনস্থ নহে। যাহৌক্, এই সময় যদি আপনি লিখিয়া দেন, যে আমার রাজ্য নিস্কর ও কখনই আর আমার নিকট কর গ্রহণ করিবেন না, তাহা হইলে আমি অবিলম্বেই আপন সৈন্যগণ লইয়া স্বরাজ্যে গমন করি কিন্তু মহারাজ! ইহা নিশ্চয় জানিবেন, যদি আমি স্বসৈন্য লইয়া স্বরাজ্যে অভিগমন করি, তবে অবিলম্বেই আপনার জয়লাভ হইবে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

কার্জ্জেমরাজও তৎকালে কালেফের রণদক্ষতায় অতিশয় চিন্তা করিতেছিলেন, যৎকালে সেই সময় সেই সারকেশীয়া রাজার এরূপ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তৎকালে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলেন না, তখনই তাহার অভিমত একখানি অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষরিত করিয়া দিলেন, এবং তখনই তাঁহাকে বহুমত সম্মানীত করিয়া প্রত্যাগমন জন্য আদেশ করিলেন। সারকেশীয়া পতির তো তাহা প্রাপ্তে আর আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি সে যামিনী বিশ্রাম জন্য সেই সমর স্থানেই কালেফের সৈন্য শিবিরে আসিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। এদিকে যেমন প্রভাত হইয়া গেল, অমনই পুনর্ব্বার উভয় দলের সংগ্রাম আরম্ভ হইল, কিন্তু উক্ত সারকেশীয়া রাজা সেই সময়েই আপন সৈন্যগণ লইয়া স্বীয় রাজ্যাভিমুখেই যাত্রা করিলেন। কালেফ রাজকুমার তাহা নিরীক্ষণে অতিশয় বিস্মিত হইলেন, তিনি তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা দর্শনে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখন তিনি যুদ্ধ বিষয়ে একেবারে হতাশ হইয়া সেই যুদ্ধ ভঙ্গ দিবারই উপক্রম করিলেন। কিন্তু তিনি সে যুদ্ধে ভঙ্গ দিবার কামনা করিলে কি হইবে, বিপক্ষদল তখন শতগুণে বর্দ্ধীয়মান হইয়া তাঁহাকে আক্রমণের চেষ্টাই করিতে লাগিল। কালেফ তিনি স্বভাবতঃই বীর পুরুষ ছিলেন, যখন দেখিলেন আর যুদ্ধ ব্যতীত কোনই উপায় নাই, তখন তিনি এরূপ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, যে সেই কার্জ্জেম রাজের সৈন্যগণ তাঁহার বাহুবলে সকলেই অস্থির হইয়া উঠিল। ফলতঃ তাঁহার উপস্থিত সংগ্রামে সৈন্যভাগ নিতান্ত ন্যূন হওয়ায়, তাঁহার সে বিক্রম আর অধিকক্ষণ খাটিল না, তাঁহার অধীনস্থ সহকারী রাজগণ একেবারেই হীন বীর্য্য হইয়া উঠিল। তিনি তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সে যুদ্ধ জয়ের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া আপনার জীবন লইয়াই পলায়ন করিলেন। কার্জ্জেমরাজ যৎকালে কালেফকে পলায়ন করিতে দেখিলেন, তৎকালেই দশ সহস্র সৈন্যদিগকে সেই রাজকুমারকে ধরিবার

জন্য অনুজ্ঞা করিলেন। সৈন্যগণ নক্ষত্রবেগেই তাঁহার পশ্চাৎগামী হইল, কিন্তু কালেক রাজকুমার এমনই দ্রুতগামী ছিলেন, যে একেবারে তাহাদের অদৃশ্য হইয়া স্বরাজ্যেই প্রত্যাগমন করিলেন।

বৃদ্ধ ভূপতি যৎকালে পুত্র প্রমুখাৎ আপনারই অমঙ্গলের কথা শ্রবণ করিলেন এবং কার্জ্জেনরাজ তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন জন্যই আগমন করিতেছেন, বিদিত হইলেন, তৎকালে তিনি যারপরনাই দুঃখিত হইয়া নানারূপ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি করিবেন, আর অনুতাপ করিবার সময় নাই, তখনই সাহসে নির্ভর করিয়া আপনার পরিবার সহ স্বরাজ্য ত্যাগে উৎযোগী হইলেন। পথের সম্বল নিমিত্ত আর কিছুই লইতে পারিলেন না, যাহা কিছু অল্প ভার বহুমূল্য দ্রব্য ছিল, তাহাই লইয়া স্বীয় অনুরক্ত কয়েকজন সৈন্য সহ তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তিনি প্রথমতঃ বলগেরিয়া অভিমুখেই যাত্রা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সংপূর্ণ অভিলাষ এই যে, এমত সময় যদি কোন রাজা আমাকে সাহায্য করেন, তাহারই চেষ্টা করিব। এইরূপে প্রায় দশ দিবস কাল অতীত করিয়া আসিয়াছেন, যৎকালে তিনি ককেশস পর্ব্বত সন্নিধানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, তৎকালে সেই পর্ব্বতে কতকগুলি দস্যু জাতিরা বসবাস করিত, তাহারা তাঁহাকে সসৈন্যে সমাগত দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন জন্য সম্মুখীন হইল। তাহারা সংখ্যায় নিতান্ত কম ছিল না, প্রায় চারি সহস্র দস্যুগণ আসিয়া সসৈন্যে সেই সকলকেই আক্রমণ করিল। ক্ষণকাল জন্য রাজসৈন্য ও দস্যুগণ সহ ঘোরতরই সংগ্রাম উপস্থিত হইল, কিন্তু অবশেষে রাজ সৈন্যগণ নিতান্ত হীনবল হইয়া সেই দস্যুগণ হস্তেই জীবন বিসর্জ্জন করিল। তৎকালে দস্যুগণ সুযোগ প্রাপ্তে আর বিলম্ব করিল না, সেই তৈমুজ রাজের যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহাই সকলে লুণ্ঠন করিয়া লইল, কিন্তু রাজা এবং রাণী ও যুবরাজের প্রতি আর কোনরূপই অত্যাচার করিল না।

সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তিনি কখন কাহাকে সুখী করিতেছেন, কখন কাহাকে আবার দুঃখের সাগরে ফেলিতেছেন, যৎকালে তাঁহারা সেই মহাবিপদে পতিত হইলেন, তৎকালে সেই বৃদ্ধ ভূপতি আর এক মুহূর্ত্তকাল জন্যও জীবন ধারণ করিতে বাসনা না করিয়া তিনি

স্বহস্তে স্বীয় জীবন বিসর্জ্জনে উদ্‌যোগী হইলেন। তাঁহার মনে তখন এইরূপ ভাবের উদয় হইল, যে আমি যখন শত শত রাজ্যেশ্বরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া চিরকাল সাম্রাজ্য সুখে কালহরণ করিয়াছি, তখন আমার মানহীন ও ধনহীন হইয়া অনাথার ন্যায় স্ত্রী পুত্রের সহিত কাননে কাননে ও বৃক্ষতলে কি গিরী গুহায় অবস্থান করা অপেক্ষা একেবারে প্রাণান্ত হওয়াই সর্ব্ব প্রকারে সুখকর। এই ভাবিয়াই তিনি আত্মজীবন নিধনেই কৃতসংকল্প হইলেন, এবং তখন তিনি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া এই প্রকার কথা বলিতে লাগিলেন, হায়! এত লোকের মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে আমার মৃত্যু এখনও হইল না কেন? ওরে মৃত্যু! তুমি কোথায়? তুই শীঘ্র আসিয়া আমায় গ্রাস কর, আমি তোকে আলিঙ্গন করিয়া এ দুঃখ সন্তপ্ত দেহ একেবারেই শীতল করি। মহারাজ যৎকালে এইরূপ প্রকারে স্বীয় মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বৃদ্ধ রাজ্ঞীও অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রাজকুমার অতুল পুরুষ ছিলেন, তিনি সুখ দুঃখ কিছুতেই কাতর হইতেন না, যদিও তিনি সমূহ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, তথাচ ধৈর্য্য ডোরেই হিয়াকে বন্ধন করিয়া সে সমস্ত দুঃখই সহ্য করিয়া রহিলেন। যদিও কখন দুঃখাগ্নিতে তাঁহার হৃদয়কে দাহন করিত, তিনি তাহা তখনই স্বীয়জ্ঞানরূপ বারিতেই নির্ব্বাণ করিয়া দিতেন। যৎকালে তিনি স্বীয় জনক বৃদ্ধ মহারাজের সেইরূপ অবস্থা অবলোকন করিলেন, তৎকালে তিনি তাঁহার প্রতি এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে পিতঃ! সুখ ও দুঃখ চিরকালই ঘটিয়া থাকে, ভাগ্যলক্ষ্মী কখনই এক ভাবে কাহার ভাগ্যে প্রসন্না থাকেন না? সেই সম্পদদায়িণী লক্ষ্মী হইতেই লোকের সুখ দুঃখ ঘটিয়া থাকে, ইহাতে কি কাহার সাধ্য আছে যে ইচ্ছা করিয়া আমাদের এরূপ কষ্ট প্রদান করিয়াছে? পিতঃ! আপনি রাজা এবং আমি রাজপুত্র হইয়াই যে এরূপ বিপদে পতিত হইয়াছি ইহা নহে, আমাদের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ এমন কত শত মহীপালগণও দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া অরণ্য বাসে কাল যাপন করিয়াছেন। অতএব হে পিতঃ! ইহা নিশ্চয় জানিবেন, আমাদের এ দুঃখ কেবল ঈশ্বরই ঘটাইয়াছেন, সময়ে আবার তিনি মোচন করিয়া দিবেন। ইহার জন্য যে এতদূর কাতর হওয়া তাহা বিজ্ঞজনের পক্ষে কদাচই সম্ভব নয়। আমার কথা শুনুন! আর পরিতাপ করিবেন না, এক্ষণে যিনি সুখ দুঃখের কর্ত্তা সেই ঈশ্বরকেই শরণ করুন! তিনি যদি নিজ দয়াগুণে একবার মাত্র আমাদের উপর শুভ দৃষ্টি করেন, তবে অচিরেই আবার সকল দুঃখ দূর হইবে। রাজা ও রাণী যৎকালে রাজকুমারের এইরূপ সার নীতিগর্ভ কয়েকটী বাক্যে শ্রবণ করিলেন, তৎকালেই তাঁহাদের

যেন শোক অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল, তৎকালেই তাহারা সেই পুত্র প্রতি কহিলেন, হে রাজকুমার! তুমি আমাদের এ সময় যে কয়েকটী নীতি বাক্য কহিলে, এতেই যেন আমরা সকল দুঃখকেই দূরিভূত করিলাম। যাইহোক, পুত্র! ঈশ্বরকে আরাধনা করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। তিনি যে প্রসন্ন হইলে, আর আমাদের কখনই একরূপ কষ্ট থাকিবে না, ইহাতে আর অন্যথা কি আছে? যৎকালে তাঁহাদের এইরূপ জ্ঞান হইল, তৎকালেই তাঁহারা তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু সেই স্থানে সকল পর্ব্বত ও কাননেই সমাচ্ছন্ন ছিল, তথায় পদব্রজে গমন করা নিতান্ত দুরূহ হইল। কি করিবেন, তাহাদের অশ্বাদি কিছুই ছিল না, অগত্যা সেই কঠিন ভূমিতে পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কিয়দ্দূর গমন করিলেই কণ্টক ও প্রস্তরে তাঁহাদের পদতল একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল, পদতল হইতে ক্রমাগত রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। পিপাসায় একেবারেই কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। তথায় জল পাইবার আর কোনরূপই সম্ভাবনা ছিল না। শুদ্ধ নব নব প্রসূন সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহাই রসনায় রক্ষা করিয়া গমন করিতে লাগিলেন রাজমহিষী নিতান্ত সুখী ছিলেন, তিনি কখনই সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করেন নাই, তিনি সেই ভাবে কিয়দ্দূর আসিয়াই একেবারে গমনে বিরতা হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন, যদিও তাঁহার পদে অনবরত ঝর্ঝর ধারে নির্গত হইতেছিল, এবং পদ বাড়াইতে পারিতেছিলেন না, তথাচ আর অন্য কোনরূপ উপায় না দেখিয়া আবার গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা কিছুদিন দিবা যামিনী ভ্রমণ করিতে করিতেই ভ্রমবশতঃ এমনই এক জঘন্য স্থানে যাইয়া পড়িলেন, যে সে স্থানটী কেবলমাত্র মরুভূম! তথায় কোন মাত্র ফল কি জলের সম্পর্কও ছিল না, কেবলমাত্র সূর্য্যের উত্তপ্ত কিরণে বালুকা সকল অগ্নিবত হইয়াছিল। একে রাজা ও রাণীর বৃদ্ধদশা, তদুপরে অনাহারে অনাহারে শরীর একেবারেই শীর্ণ হইয়াছিল, যৎকালে এইরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইলেন, তৎকালে আর একটী পদমাত্রও বাড়াইতে না পারিয়া এই কথা বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন, হে পুত্র! আমাদের প্রাণ যায়, আর আমরা এ কষ্ট সহ্য করিতে পারি না, সূর্য্য উত্তাপে শরীর দগ্ধ হইতেছে। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, আর চলিতে পারি না। এই বলিয়া তাঁহারা তৎস্থানেই বসিয়া পড়িলেন, রাজকুমার তাহাদের অবস্থা দেখিয়া একেবারেই কাতর হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন, তখন আর কোনরূপ উপায় না দেখিয়া তিনি কেবলমাত্র একভাবে সেই বিপদত্রাতা ঈশ্বরকেই স্মরণ করিতে লাগিলেন। তখন তাহারও শরীর সেইরূপ পিপাসায়

ও ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়াছিল, কিন্তু কি করিবেন, তাহা সহ্য করিয়াও সেই বৃদ্ধ পিতা মাতাকে স্কন্ধে করিয়াই গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বহুদুরই অতীত করিয়া আসিলেন, কিন্তু অদৃষ্ট বশতঃ আর কোন স্থানেই বিশ্রামের স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। অবশেষে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে একটা গিরিশৃঙ্গের তলদেশে আসিয়াই উত্তীর্ণ হইলেন, দেখিলেন তৎস্থান হইতে আর কোন দিকেই গমনের উপায় নাই, অগত্যা সেই স্থানেই যুবরাজ স্বীয় পিতা মাতাকে স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়াই নানারূপে শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

যৎকালে রাজকুমারী স্বীয় পিতা মাতার সহিত তৎস্থানে কিঞ্চিৎ মাত্র সুস্থতা লাভ করিলেন, তৎকালেই তিনি পুনর্ব্বার গমন জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সেই পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ, তাঁহার চুড়াদেশ যে কতই বিস্তৃত তাহা আর তৎস্থান হইতে অনুমান করা যায় না, মধ্যে মধ্যে যে একটা গহ্বর রহিয়াছে, তাহা একেবারেই অন্ধকার। রাজকুমার তাহা দেখিয়া যদিও শঙ্কিত হইয়াছিলেন, তথাচ তিনি অতিশয় সাহসী ছিলেন বলিয়া, সেই সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সেই পর্ব্বতদেশেই আরোহণ করিতে লাগিলেন। যৎকালে তিনি সেই পর্ব্বতের কিয়দ্দূরে উঠিয়াছেন, এমত সময়েই সম্মুখভাগে এমনই একটা কূপ নিরীক্ষণ করিলেন যে সেই কূপ কতদূর যে গভীর তাহার ঈয়ত্তা করা যায় না, কিন্তু একেবারেই অন্ধকার। আবার দেখিলেন, সেই কূপ ব্যতীত আর কোন দিকেই গমনের উপায় নাই, অন্য অন্যদিকে কেবলমাত্র কন্টকলতাতেই সমাকীর্ণ। একে তাহাদের শোকে ও দুঃখে শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছিল, যৎকালে দেখিলেন সেই ভয়ঙ্কর স্থান দিয়া গমন না করিলে আর কোন মাত্র উপায় নাই, যৎকালে বৃদ্ধ রাণীর ও বৃদ্ধ রাজা একেবারে হতাশ হইয়া ক্রন্দন স্বরে বলিতে লাগিলেন, হে পুত্র! আর কি আমরা এ বিপদ হইতে পরিত্রাণলাভে সামর্থ হইব? এখন জানিতে পারিলাম, ঈশ্বর আমাদের প্রতি নিতান্তই বৈমুখ হইয়াছেন, নতুবা এক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই আবার বিপদে পতিত হইতে হয়। বৎস! আর আমাদের কষ্ট সহ্য হইতেছে না, এত কষ্ট সহ্য করা অপেক্ষা এ জীবন বিসর্জ্জন করাই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল। বোধ করি বিধাতা আমাদের মৃত্যু এই স্থানেই অবধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তজ্জন্যই আমরা এই স্থানেই আসিয়াছি। আর আক্ষেপের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে এই নিশ্চয় করিলাম, এই গিরী গহ্বরে পতিত হইয়াই এ জীবন ত্যাগ করিব। এই বলিয়া যৎকালে উভয়েই সেই গিরী গহ্বরে

ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিলেন, তৎকালেই কালেফ রাজকুমার তাঁহাদের যুগল হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে জনক জননী! আপনারা উভয়েই মহাজ্ঞানী, আপনাদের কি এই আত্মহত্যা করা মহাপাপে মগ্ন হওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে? পিতঃ! আপনি তো সকলই জানেন, কাহারও কর্ত্তৃক কাহার দুঃখ সমুদ্ভূত হয় না, সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্ম্মভোগ ভুগিয়া থাকে, তবে কেন আপনি সেই কর্ম্মভোগ ভোগ করিতে এতদূর কাতর হইতেছেন? পিতঃ! তাহা হইলে ঈশ্বর আরও আমাদের উপর কুপিত হইবেন, অচিরে আরও আমাদের উপর যন্ত্রণা প্রদান করিবেন। যতই কেন কষ্ট হউক না, সহ্য করিয়া থাকুন, তিনি আবার প্রসন্ন হইবেন, এ সকলই তাঁহার কার্য্য। রাজা কহিলেন, কুমার! তুমি যতই কেন বল না, কিন্তু আর আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না, এক্ষণে আমরা যে সঙ্কট স্থানে আসিয়াছি, যদি এই স্থান হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তবেইতো পুনর্ব্বার জীবনাশা বলবত হইবে, নতুবা আর কেমন করিয়া কি হইবে বল? এ যে দুর্গম স্থান, এ স্থান হইতে যে পরিত্রাণ লাভ করা সে আর আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। পরিণামে এই হইবে, হয় ক্ষুধা না হয় পিপাসাতেই জীবন ত্যাগ করিতে হইবে, না হয় অন্য কোন হিংস্রক জন্তুগণ দ্বারাই হত হইতে হইবে, বৎস! এ বিষয়ে আমার অগ্রে মৃত্যু হওয়াই মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে, নতুবা আমি কি স্বচক্ষে তোমাদের মৃত্যু দেখিতে সামর্থ হইব? রাজকুমার বলিলেন, পিতঃ! ইহা সত্য বলিয়াই স্বীকার করি, কিন্তু আমরা এমন স্থানে আরতো কখন আসি নাই, ইহার আর কোনরূপ পথ আছে কি না আছে তাহাওতো জানি না, একারণ বলিতেছি কি, আপনারা ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান করুন, আমি একবার ইহার অন্য কোন পথ আছে কি না তাহাই দেখিয়া আসি। আপনারা এ বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না, আমি অবিলম্বেই আবার আসিতেছি। এই বলিয়া রাজকুমার তখনই পথান্বেষণে প্রবর্ত্ত হইলেন, ক্রমে তিনি সেই পর্ব্বতের যত স্থান সাধ্যমতে অন্বেষণ করিতে পারিলেন, তত স্থানই অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু যখন কোনস্থানেই আর কোনরূপ পথ নিরীক্ষণ করিলেন না, তখন সেই মহাজ্ঞানী রাজকুমার নিতান্তই হতাশ হইয়া একেবারে ভূলুণ্ঠিত পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, আর হে ঈশ্বর বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি আবার গাত্রোত্থান করিলেন, আবার সেই পর্ব্বত দেশের চতুঃসীমায় ভ্রমণ করিয়া পথান্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভক্তাধীন ভগবান, তিনি এক মনে ডাকিলে আর কখনই স্থির থাকিতে পারেন না, রাজকুমার সেবার ভ্রমণ করিতে করিতেই দেখিতে

পাইলেন, সম্মুখেই একটী দিব্যরূপ সুড়ঙ্গ পথ রহিয়াছে। তাহা নিরীক্ষণে রাজকুমারের আর আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি তখন সকলই ঈশ্বর মায়া জানিতে পারিয়া স্থির চিত্তে সেই ঈশ্বরের মহিমা গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলেই দেখিতে পাইলেন, একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ একেবারে ফলভরে নত হইয়া রহিয়াছে, এবং সেই বৃক্ষের তলদেশেই একটী উৎকৃষ্ট সরোবরে উত্তম বারিতে পূর্ণ রহিয়াছে। রাজকুমার প্রথমতঃ সেই বৃক্ষের তলদেশেই উপবেশন করিলেন, তদনন্তর ইতঃস্তত দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, তথায় আরও অনেকগুলী বৃক্ষ সেইরূপ ফলভরে নত রহিয়াছে। তাঁহার তাহা নিরীক্ষণে আর আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি তখনই তৎস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া একেবারে জনক জননী সন্নিধানে আসিয়াই উপস্থিত হইলেন। আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলেন না, তখনই আপন জনক জননীকে স্কন্ধোপরে আরোহিত করিয়া একেবারে সেই বৃক্ষতলেই উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাণী ইহাঁরা তৃষ্ণা হেতুই অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, প্রথমতঃ সেই সরোবর দৃষ্টে তাঁহারা উদর পুরিয়া বারিই সেবন করিলেন, তদনন্তর স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিয়া একেবারেই সর্ব্ব দুঃখে শীতল হইলেন। তৎপরে রাজকুমার সেই সকল বৃক্ষ হইতে নানারূপ সুস্বাদু ফল চয়ন করিয়া আনিলেন, যত্নসহকারে অগ্রে জনক জননীকেই ভক্ষণ করাইয়া আপনি স্নান ও ভোজন করিলেন। তাঁহারা বহুদিন অবধিই অনাহারী ছিলেন, সংপ্রতি সুচারুরূপে আহার করায়, তাঁহারা যেন একেবারেই বলহীন হইয়া পড়িলেন, আর তৎস্থান হইতে উঠিবার সামর্থ হইল না, সকলেই সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিছুক্ষণ শ্রান্তিলাভ করিলেই যুবরাজ কালেফ কহিলেন, হে পিতঃ। আমরা যেরূপ দুর্ঘটে পড়িয়াছিলাম, ইহাতে ঈশ্বরের কৃপা না হইলে আর কোনরূপেই পরিত্রাণের উপায় ছিল না, এক্ষণে তিনিই স্বীয় করুণাবলে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন বলিতে হইবে। মহারাজ বলিলেন, বৎস! তিনিই করুণাময়, তাঁহার করুণা ব্যতীত আর কি কোন বিপদে উদ্ধার হইবার উপায় আছে। যাইহোক, বৎস! এই সরোবর তীর অতি রমনীয় স্থান, আইস অদ্য আমরা এই স্থানেই বসিয়া শ্রান্তি দূর করি, এবং যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক এরূপ সুদিন প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই ঈশ্বরের নামামৃতগুণ কীর্ত্তন করি। যুবরাজ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন, তদনন্তর সেই স্থানে বসিয়াই সে দিবস ঈশ্বরের নামাদি কীর্ত্তন করিয়া অতীত করিতে লাগিলেন। তৎপরে সে দিবস অতীত হইলেই, প্রভাত কালে আবার সে স্থান হইতে সকলে

যাত্রা করিলেন, কিন্তু পাছে আবার সেইরূপ কোন মরুভূমে পতিত হইতে হয়, সেই ভয়ে তাঁহারা তথা হইতে ফল ও জলাদি অনেক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া লইলেন।

তাঁহারা তৎস্থান হইতে মনের আনন্দেই গমন করিতে লাগিলেন, যৎকালে আন্দাজ দুই প্রহরের পথ অতিক্রম করিয়াছেন, ইত্যবসরেই একটী দিব্য নগর দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধরাজের সেই নগর প্রবেশ সময়েই আবার দারুণ দুঃখের উদয় হইল, তখন তিনি নিতান্ত হীন-বেশে ছিলেন বলিয়া, মনে মনে করিতে লাগিলেন, আমরা রাজা ও রাজপুত্র হইয়া কেমন করিয়া এই বেশে এই নগরে প্রবেশ করিব? এই ভাবিয়া তিনি স্বীয় আত্মজকে কহিলেন, হে পুত্র! যদিও আমাদের নগর প্রাপ্তে অতিশয় আনন্দ হইয়াছে, কিন্তু বৎস! কিরূপে যে এ বেশে এই নগরমধ্যে দিবাভাগেই প্রবেশ করিব, তাহারই চিন্তা করিতেছি। যাইহোক বৎস। তৎকারণ আমি বলি কি, এ বেশে এই দিবাভাগে কখনই এ নগরে প্রবেশ করিব না, এখন আইস, এই নগর প্রান্তেই অবস্থান করিয়া থাকি, যৎকালে নিশাকাল উদিত হইবে, তৎকালেই নগরমধ্যে প্রবেশ করা যাইবে। তদ্বাক্যে সকলেই স্বীকৃত হইলেন, তদনন্তর সকলে সেই নগর প্রান্তে একটী বৃক্ষতলে অবস্থান করিয়া সেই দিবাভাগ অতীত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্ষণকালমাত্র সেই স্থানে অবস্থান করিয়াছেন, এমত সময়েই একজন অতি বৃদ্ধ পুরুষ অতিশয় শ্রান্তিযুক্ত হইয়া সেই বৃক্ষতলেই বিশ্রাম কামনা করিয়া আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু তিনি সেই বৃক্ষতলে যেমন সেই বৃদ্ধ রাজাকে অবলোকন করিলেন, অমনই নমস্কারাদি ভদ্র ব্যবহারেই তৎস্থানে উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধ মহারাজও তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেন, পরে তিনি কিঞ্চিৎমাত্র অবস্থান করিলেই তাহার প্রতি সেই বৃদ্ধরাজ তাহার নাম ধামাদিও জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ কহিলেন, মহাশয়! আমার এই নগরমধ্যেই আদিম বাস, আমার নাম জাক, এ নগর এলজ খাঁ ভূপালের রাজধানী। মহাশয়! এ নগরতো চিরপ্রসিদ্ধ নগর, তবে যে আপনি এই নগরের নাম পর্য্যন্ত বিদিত নহেন, ইহার কারণ কি, আপনারা কি আর কখনই এ স্থানে আগমন করেন নাই? রাজা বলিলেন, মহাশয়! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই সত্য, আমরা আর এ নগরে কদাচই আসি নাই, আসিলে অবশ্যই এ নগরের নাম জানিতাম। মহাশয়! আমাদের নিবাস কার্জেম নগরে, আমার চিরকাল বাণিজ্যাদি ব্যবসায় কালযাপন করি, সংপ্রতি বাণিজ্যার্থেই কয়েকজন বণিক সহ আগমন করিয়াছিলাম, পথিমধ্যে দস্যুর হস্তে পতিত হওয়ায় আমাদের সর্ব্ব-

শ্রান্ত হইয়াছে, আর আর বণিকগণ যে কোথায় যাইয়া পড়িয়াছে, তাহা বলিতে পারি না, সবে মাত্র আমরাই এই কয়জন এই দিকে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের পথিমধ্যে অনেকরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছিল, প্রথমতঃ আসিতে আসিতেই আমরা মরুভূমে পতিত হইয়াছিলাম, তৎপরে ককেশস পর্ব্বতে আসিয়া উত্তীর্ণ হই, কিন্তু সেই ককেশস পর্ব্বত যে আমরা কি দুঃখেতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, তাহা স্বয়ং ঈশ্বরই বলিতে পারেন, সংপ্রতি সেই করুণাময় ঈশ্বরের করুণাবলেই এই স্থানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছি। মহাপরিশ্রান্ত হেতুই এই স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, সংপ্রতি এই আপনার সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ, সুতরাং কাজে কাজেই আপনাকে এই নগরের নাম জিজ্ঞাসিত করিতে হইয়াছে।

সেই বৃদ্ধ স্বাভাবিকই অতিশয় দয়ালু ছিলেন, যৎকালে তাঁহাদের এইরূপ দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করিলেন, তৎকালেই তিনি তাঁহাদের দুঃখে অতিশয় দুঃখের কথা শুনিয়া আমারও অন্তরে অত্যন্ত দুঃখের আপনাদের দুঃখিত হইয়া এই উত্তর করিলেন, মহাশয়গণ! উদয় হইল, সংপ্রতি যদ্যপি আপনারা আমার বাটীতেই পদার্পণ করিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমার যতদূর সাধ্য মহাশয়ের সেবা শুশ্রূষা করিয়া কৃতার্থ হই। যখন বৃদ্ধ বারম্বার এই প্রকার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন মহারাজ তাঁহার সেই দৃঢ় অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, অগত্যা তাঁহার আলয়াভিমুখেই যাত্রা করিলেন। প্রায় সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছে, এমত সময়েই সকলে সেই বৃদ্ধের বাটীতে যাইয়া উত্তীর্ণ হইলেন। বৃদ্ধ স্বীয় বাটীতে উত্তীর্ণ হইয়াই একজন বস্ত্র বিক্রেতাকে আহ্বান করিলেন, এবং তাহাকে অতি যত্নের সহিত কহিলেন, তোমার বিপনীতে যতদ্রূপ উত্তম উত্তম বসন আছে তাহা সত্বরেই ইহাদের নিকট লইয়া আইস। বস্ত্র বিক্রেতার বসন বিক্রয় হইবে, তাহাতে অধিক পরিমাণে লভ্য করিবে, এই ভাবিয়া আর ক্ষণকাল বিলম্ব করিল না, তাহার দোকানে যত যত উৎকৃষ্ট বসন ছিল, তাহা সকলই লইয়া তাঁহাদের নিকটে অর্পণ করিল। রাজা ও রাজকুমার তাঁহারা যথাযোগ্য বসনই দুইজনে দুই প্রস্ত লইলেন, কিন্তু রাণী একখানি উৎকৃষ্ট বসনই গ্রহণ করিলেন। বস্ত্র বিক্রেতা তখনই সে বৃদ্ধের নিকট যথামূল্য লইয়াই প্রস্থান করিল, এদিকে বৃদ্ধ উত্তমরূপ আহারের উদ্‌যোগ করিয়া রাখিছিলেন, বসনাদি পরিধান করিলেই তিনি তাঁহাদের সকলকে লইয়া আহারাদি করিতে আরম্ভ করিলেন। উত্তম গৃহে বসিয়াই

আহারাদি করিতে লাগিলেন, কিঙ্করগণ ক্রমে ক্রমেই নানারূপ সুস্বাদু দ্রব্য প্রদান করিতে লাগিল, অতি সত্বরেই একরকম ভোজন কার্য্য সংপূর্ণ হইয়া গেল। এদিকে যেমন এক প্রকার আহারীয় দ্রব্য ভোজনাশেষ হইয়া আসিল, অমনই সেই কিঙ্করগণ অতি সৌগন্ধ ও সুস্বাদুময় সুরা আনিয়া তাঁহাদের প্রদান করিল। বৃদ্ধ অতি আনন্দভরে প্রচুর পরিমাণেই মদ্যাদি সেবন করিলেন, এবং সকলকেই সেই ভাবে সুরা সেবন করাইলেন, বৃদ্ধ ক্রমে মহা আনন্দিত হইয়া নানারূপ আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজকুমার কি মহীপাল আর রাজ্ঞী, ইহাঁরা দারুণ মর্ম্মযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, ইহাঁদের আর তাহাতে কিছুই আনন্দের উদয় হইল না, বরঞ্চ সে অবস্থায় আরও দুঃখিত হইয়া উঠিলেন। তৎকালেই সেই বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, মহাশয়গণ! আপনাদের এমন সুরাদি সেবনেও মনোবেদনা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও লাঘব হইল না? কি সামান্য আপনাদের দস্যু কর্ত্তৃক কষ্ট সমুদ্ভূত হইয়াছিল, মহাশয়! বাণিজ্যাদি করিতে হইলে, কতরূপ যে কষ্ট সংঘটন হয়, তাহা আর বলিতে পারি না। আমিও স্বয়ং একবার মহা কষ্টে পতিত হইয়াছিলাম, একদা আমরা কয়েকজন মৌজল দেশ ছাড়িয়া বোকদাদাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলাম, সহসা এক দল দস্যু আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা প্রথমতঃ আমাদিগের জীবন সংহারেই উদ্যত হইল, তাহাতে আমরা তাহাদের নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করায়, আর আমাদের জীবন নষ্ট না করিয়া আমাদের যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহাই লইয়া প্রস্থান করিল। আমরাতো জীবনলাভেই কৃতার্থমনা হইলাম, তখনই তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম, কিন্তু মহাশয়! আমাদের যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল তাহা নহে, তৎসঙ্গে আরও যে এক ভয়ানক দুঃখের ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা শ্রবণ করিলে, আপনাদেরও এ দুঃখকে নিতান্ত সামান্য দুঃখ জ্ঞান হইবে। মহাশয়! দুঃখের সময়েই দুঃখের কথা মনে পড়ে, এবং সে কথা শুনিলেও দুঃখের অনেক পরিমাণ লাঘব হইয়া যায়। একারণ বিজ্ঞজনেরা সুখের সময়েও বলিয়া থাকেন, আমার একটী দুঃখের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। মহাশয়! তাই আমি আপনাকে আমার নিজের দুঃখের কাহিনী বলিতেছি, আপনারা যত্নসহকারে তাহাই শ্রবণ করুন। এই বলিয়া বৃদ্ধ একটী স্বীয় দুঃখের কথাই বলিতে আরম্ভ করিলেন।

---

# যুবরাজ ফয়জুল্লার কথা।

বৃদ্ধ বলিলেন, মহাশয়! শুনিয়া থাকিবেন যে, মৌজলদেশে সুপ্রসিদ্ধ বনাটক নামে এক নৃপতি ছিলেন, আমি তাঁহারই পুত্র, আমার নাম ফয়জুল্লা। পিতা আমাকে শৈশবকালে যে কিরূপ স্নেহ করিতেন তাহা আর বলিতে পারি না, যৎকালে আমার বয়ঃক্রম বিংশতি উত্তীর্ণ হইল, তৎকালেই তিনি আমার বিবাহ বিষয়ে মনযোগী হইয়া নানাদেশ হইতে নানা প্রকার সৌন্দর্য্যশালিনী রাজনন্দিনীগণকে আনয়ন করিয়া আমাকে দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, মহাশয়! বলিব কি? আমার আর কাহারও প্রতি মনের প্রতিপন্ন হইল না, আমি সকলকেই হতাশ করিয়া বৈমুখ করিলাম। যুবতীগণ তাহাতে অতিশয়ই লজ্জা প্রাপ্তা হইলেন, তাঁহারা তৎকারণ গমন সময়ে সকলেই প্রায় বদনে বসনাবৃত করিয়া প্রস্থান করিলেন। তদ্দৃষ্টে পিতা অতিশয় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইলেন, তাহার বিষয় আর তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তদনন্তর তাহার কথা আমাকেই জিজ্ঞাসিত করিলেন। মহাশয়! কি কহিব, আমি তখন আমার মানসিক ভাব আর কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারিলাম না, অগত্যা তাঁহাকে এইরূপে উত্তর করিলাম, হে পিতঃ! এ বিষয়ে আমার অন্যভাবে আর কিছুই নাই, সংপ্রতি আমার মনমধ্যে এই এক ভাবের উদয় হইয়াছে, যে আমি একবার কেমন অন্যান্য দেশীয় রাজাগণের রাজধানী তাহাই প্রত্যক্ষ করিব। তৎকারণই আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, তৎকারণেই আমি এতদূর অন্যমনস্কভাবে কালহরণ করিতেছি। যদি আপনি এক্ষণে আমার বিবাহ বিষয় স্থগিত রাখিয়া সেই বোকদাদ সহরে যাইতে অনুমতি করেন, তবেই আমি কৃতার্থ জ্ঞান করি, এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেই এই বিবাহ কার্য্য আহ্লাদের সহিতই নিষ্পন্ন করি। জনক আমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, তিনি কখনই আমার বাক্যের অন্যথা করিতেন না, তখনই আমার প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন, এবং তখনই আমাকে বহুসংখ্যক সুবর্ণ মুদ্রা ও কয়েকজন আত্মরক্ষক ভৃত্য ও কয়েকজন দাস দাসী দিয়া গমনের অনুমতি করিলেন। তাঁহার অর্থাদি ও দাস দাসী আমার সঙ্গে দিবার হেতু এই যে আমি রাজকুমার হইয়া কিরূপে রুক্ষহস্তে নগর ভ্রমণে সামর্থ হইব, এবং দাস দাসী না হইলে কিরূপেই বা আমি পরদেশে থাকিতে পারিব? যাইহোক্, আমিও আর কাল বিলম্ব করিলাম না, তখনই গমনের উৎযোগাদি করিতে লাগিলাম, অবিলম্বে সমস্ত প্রস্তুত হইলে

একেবারে মৌজলদেশ পরিত্যাগ করিয়া বোকদাদাভিমুখেই যাত্রা করিলাম। ক্রমে আমরা নিরাপদেই গমন করিতে লাগিলাম, প্রায় দশদিবস কাল সেই ভাবেই আসিয়াছি, ইতিমধ্যে একদিবস একটী প্রান্তর মধ্যে আসিয়াই উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম বেলাও প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, তথা হইতে আর গমন করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে, এই বিবেচনায় সেই দিন সেই স্থানেই শিবিরাদি সংস্থাপন করিয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতেই যামিনী আসিয়া উপস্থিত হইল, কিঞ্চিৎ পরিমাণে যামিনী বৃদ্ধি হইলেই আমরা আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সকলেই বিশ্রামলাভে প্রবর্ত্ত হইলাম। আমরা সকলেই ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছি, এমত সময়ে একদল প্রচণ্ড দস্যুগণ আসিয়া আমাদের শিবিরাদি আক্রমণ করিল। আমার প্রহরীগণ সকলেই প্রহরীকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, প্রথমতঃ তাহাদের সঙ্গেই সমর বাধিয়া গেল, প্রচণ্ড দস্যুগণের ?মর আর তাঁহারা কতক্ষণ সহ্য করিবে, অগত্যা তাহারা তাদের করেই জীবন বিসর্জ্জন দিল। আমি সেই সময়েই জাগরিত হইয়া উঠিলাম, দেখিলাম সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, প্রাণ যায়, অগত্যা আমিও সেই দস্যুদলের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলাম। আমার সমভিব্যাহারী যে কয়েকজন পারিষদ ছিলেন, তাঁহারাও আমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলেন, প্রায় আমরা দর্পের সহিতই তিনশত দস্যুকে সংহার করিলাম, কিন্তু যৎকালে যামিনী অবসান হইয়া গেল, তৎকালেই সেই দস্যুগণ আমাদের সংখ্যা অতি ন্যূন দেখিয়া এমনই বিক্রমের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল, যে অচিরকাল মধ্যেই আমার সেই কয়েকজন পারিষদের জীবন সংহার করিয়া ফেলিল। আমি প্রথমতঃ জীবন রক্ষার কারণ নানাবিধ যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম, কিন্তু দস্যুগণ হস্তে যখন আমি আর কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, তৎকালেই তাহাদিগকে বিনয় করিয়া কহিলাম, হে দস্যুগণ! তোমরা যথা সর্ব্বস্বই হরণ করিয়া লও, ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, ফলতঃ তোমার আমাকে জীবনে নষ্ট করিও না? আমি সামান্য ব্যক্তি নহি, আমার নাম ফধজুল্লা। আমি সেই মৌজল দেশীয় বনাটক নমক ভূপালের একমাত্র পুত্র। তাঁহার বর্ত্তমানে আমিই সেই মৌজল রাজ্যে রাজা হইব, তোমরা আমাকে জীবনে হত করিও না? যৎকালে আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ পরিচয়াদি প্রদান করিলাম, অমনই সেই দস্যুপতি বলিয়া উঠিল, তুই সেই মৌজল দেশীয় রাজপুত্র! তবেতো উত্তমই হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে তোমারই পিতা আমাদের কয়েকজন দস্যুর প্রাণ সংহার করিয়াছে, এবং কতরূপ মর্ম্ম যন্ত্রণা দিয়াছে, এক্ষণে আইস স্বকরে তোমাকেই নিধন করিয়া

আমি সেই দস্যুদিগের শোক নিবারণ করি, আর তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই।

মহাশয়! বলিব কি, দস্যুপতি তখনই আমাকে বন্ধন কবিবার আদেশ করিল, আদেশমাত্রেই কৃতান্তেব ন্যায় কয়জন দস্যু আসিয়া আমাকে বন্ধন করিয়া লইল, আর তাহাবা ক্ষণকালও অপেক্ষা করিল না, তখনই তাহারা সদলে আমাকে লইয়া গমন করিতে লাগিল, ক্রমে একটী পর্ব্বত সন্নিদ্ধ স্থানে যাইয়া উপস্থিত করিল। দেখিলাম, দুরাচার দস্যুগণের সেই স্থানেই আদিম বাস, আমাকে দস্যুপতির গৃহেই রাখিয়া দিল, আমি সে দিবস সেই দস্যুপতির গৃহেই কারাবিদ্ধ হইয়া রহিলাম। তৎপরদিন আমার জীবন সংহার করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, সেই দস্যুপতি আমাকে একটী বৃক্ষ-মূবে বন্ধন করিয়া রাখিল, এবং এক একবার আসিতে লাগিল আর নানারূপ পরিহাস করিতে লাগিল। আমার সেই অবস্থায় প্রায় ক্রমে তিনদিন কাটিয়া গেল, চতুর্থ দিনের প্রভাত সময়েই একজন দূর্ত আসিয়া সেই দস্যুপতিকে সংবাদ দিল, মহারাজ! করিতেছেন কি? সংপ্রতি একটী শুভ সংবাদ শ্রবণ করুন। আমি নিশ্চয় জানিয়া আসিযাছি, কল্য রাত্রে কতিপয় যাত্রীরা এই অদূরস্থানেই শিবি-রাদি সংস্থাপন করিয়া বিশ্রামলাভে প্রবর্ত্ত হইবে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করুন। দস্যুপতি শুনিয়াই যেন আনন্দে উথ-লিযা উঠিল, আর অপেক্ষা করিল না, তখনই সদলে সজ্জিত হইয়া সেহ যাত্রীগণ উদ্দেশেই প্রদান করিল। আমি সেইরূপ ভাবেই সেই বৃক্ষমূলে বদ্ধি রহিলাম।

মহাশয়! বলিব কি, আমিতো তখন মৃত্যুই সার ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তখনই সেই যে দস্যুপতির এক পত্নী ছিল, সে সহসাই আমার সম্মুখীন হইয়া কহিল, যুবক! আমি তোমার এরূপ যন্ত্রণা দেখিয়া নিতান্তই কাতব হইয়াছি, যদি তুমি এই সাবকাশে আমি বন্ধন মোচন করিলেই পলাইতে পার, তবে আমি এখনই তোমাকে মুক্ত করিয়া দি, তুমি পলায়ন কর। আমি বলিলাম, হে সরলে! যার প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন হন, তার যদ্যপিও বল না থাকে, সে বিপদ্ সময়ে অবশ্যই বল প্রাপ্ত হয়। দেখুন, আপনি নির্দ্দয় দস্যুপত্নী, যখন আপনারই আমার প্রতি এতদূব দয়ার সঞ্চার হইয়াছে, তখন আমি যে ইহাতে পলায়নে অসমর্থ হইব? ইহা কখনই ভাবি-বেন না, আপনি আমাকে মুক্ত করিয়া দিন। রমণী তদ্বাক্যে অতিশয় প্রীতা হইল, আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তখনই আমাকে মুক্ত করিয়া দিল, এবং একখানি রুটীকা আমার করে প্রদান পূর্ব্বক

গমনের পন্থাটীও দেখাইয়া দিল। আমি প্রাণের ভয়ে তখনই তাহাকে সাদরে প্রণাম করিয়া নগরাভিমুখে ধাবিত হইলাম।

আমি সেই সমস্ত যামিনীই দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে ছিলাম, যৎকালে নিশা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, এমত সময়ে সেই পথে একটী বণিককে গমন করিতে দেখিলাম। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার গমনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কহিলেন, আমি বোকদাদে যাইব। আমি অমনই বলিয়া উঠিলাম. মহাশয়! আমিও তবে আপনার সমভিব্যাহারী, আইসুন উভয়েই গমন করি। তিনি তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন, তদনন্তর উভযেই সেই বোকদাদা-ভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম, তথা হইতে প্রায় দুই দিবস কাল অনবরত পর্য্যটন করিলেই বোকদাদনগর প্রাপ্ত হইলাম। সঙ্গি বণিক তৎস্থান হইতেই আপন কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন, আমি একটী সমাজমন্দিরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আমি সেই মঠস্থানে প্রায় দুই দিবসকাল অতিবাহিত করিলাম, তথাচ একবার জন্যও বহির্দ্দেশে বহির্গমন করি নাই, তখন আমার এইরূপ মনের মধ্যে হইয়াছিল, পাছে এই হীনাবস্থায় কোন স্বদেশীয় লোকের সহ সাক্ষাৎ হয়, তবে আমার লজ্জার আর পরিসীমা থাকিবে না। কিন্তু দুই দিবসকাল সেই মঠস্থানে অবস্থান করিলেই আমার ক্ষুধা ও পিপাসা এত প্রবল হইয়া উঠিল, যে আমার আর সে লজ্জা রহিল না আমি কাজে কাজেই উদরের জ্বালায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলাম। দৈবক্রমে একটী গৃহাভ্যন্তরে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলাম, সেই বাটীর একটী বৃদ্ধা রমণী আমাকে একখানা রুটীক প্রদান করিয়া, তখনই চলিয়া গেলেন। আমি উদরের জ্বালায় সেইখানেই সেই রুটীকাখানি ভোজনে প্রবর্ত্ত হইলাম, এমত সময়েই দেখিলাম, সেই গৃহের একটী গবাক্ষদ্বার মুক্ত হইয়া গেল। যেমন সেই গবাক্ষটী বিমুক্ত হইল, আমি অমনই ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিনা সেই গবাক্ষ স্থানেই একটী সংপূর্ণ যৌবনা সুচন্দ্র বদনা সর্ব্বাভরণে বিভূষণা ললনা উপবেশন করিয়া কেবলমাত্র অর্দ্ধ অর্দ্ধ হাস্য করিতেছেন। তাঁহার সেই রূপের প্রভায় সেই ঘরটী একেবারে আলো করিয়া রহিয়াছে। আমি যেমন সেই কামিনীর অকলঙ্ক চন্দ্রবদন একবার মাত্র নিরীক্ষণ করিলাম, অমনই আমি যেন কন্দর্পবাণে আহত হইয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িলাম। আমার আর সে রুটীকা খানি আহার হইল না, আমি কেবলমাত্র সেই দিকেই চাহিয়া তাহার সেই অকলঙ্ক বিধুবদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। মহাশয়! বলিব কি, আমার ভাগ্যে সে সুখ

আর অধিকক্ষণ ঘটিল না, সে রমণী যেমন আমাকে নিরীক্ষণ করিল, অমনই সেই গবাক্ষটী রুদ্ধ করিয়া দিল। আমি তাহার পুনঃ দর্শন লালসায় সমস্ত দিবসই সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম, কিন্তু আর আমার তাহার সে নিষ্কলঙ্ক বদনচন্দ্র নিরীক্ষণ হইল না।

অনন্তর দেখিতে দেখিতেই সেই স্থানে সেই নিশা অস্তমিত হইয়া গেল, আমি যেন তখন একেবারে উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছিলাম, ক্রমে ক্রমে আমি তখন অগ্রসর হইয়া সেই গবাক্ষ সন্নিদ্ধ স্থানেই গমনের উপক্রম করিতে লাগিলাম, এমত সময়েই সম্মুখভাগে দেখিলাম, একজন বৃদ্ধ বিরাজ করিতেছে। আমি আর অগ্রসর হইলাম না, তখনই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়। বলিতে পারেন এ বাটীটী কাহার? বৃদ্ধ কহিল কেন, তুমি কি এই বাটীটী কাহার তাহা এত দিন বিদিত নহ, এই বাটীটী যে মহামাননীয় মোযাফেকের বাটী। তিনি ইতিপূর্ব্বে এই মহারাজের একজন প্রতিনিধি ছিলেন, কোন বিষয়ে তাঁহার কাজীর সহ বিবাদ ঘটায় সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এত ঐশ্বর্য্য আছে যে, তিনি রাজ্যভোগানুসারেই কালযাপন করিতেছেন। আমি বৃদ্ধ মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া আর তথায় ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলাম না, মহা চিন্তায় চিন্তিত হইয়াই তৎস্থান হইতে বহির্গত হইলাম, কিন্তু অন্যমনস্কভাবে গমন করিতে করিতে সেদিন আমি একটী মহা শ্মশানভূমে যাইয়াই উত্তীর্ণ হইলাম। আমার তখন মনের মধ্যে একতিলও সুখ ছিল না, আমি সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলাম। অগত্যা অধিক পরিমাণে যামিনী বৃদ্ধি হইলে, সেই রুটিখানি ভক্ষণ করিয়া একটী কবর সন্নিদ্ধ স্থানে যাইয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। আমার সেই রমণীর চিন্তায় চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইয়াছিল, আমি শয়ন করিলাম সত্য, কিন্তু আমি একটীবারও আর নেত্র মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। দৈববশতঃ যেমন আমার একটু নিদ্রাবেগ আসিয়াছে, অমনই সেই সময়ে এমনি একটা কোলাহল উত্থিত হইল যে, সে নিদ্রা আমার তাহাতে একেবারেই দূর হইয়া গেল। আমি তখন জাগরিত হইয়া কর্ণ বিবরে শ্রবণ করিতে লাগিলাম, সেই গোলোযোগ আমার সেই কবর স্থানেই হইতেছে। তাহাতে আমার দারুণ ভয়ের উদয় হইল, মনে করিলাম, এমত যামিনী কালে এত গোলোযোগ কিসের নিমিত্ত হইতেছে, বোধ হয় কোন না কোন ইহাতে অনিষ্ট হইবারই সম্ভব, এই ভাবিয়া আমি তখনই তৎস্থান হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলাম। মহাশয়! কি বলিব পলায়নের চেষ্টা করিলাম সত্য, কিন্তু তৎস্থান হইতে আর পলায়ন করিতে কিছুতেই সামর্থ হইলাম না। আমি যৎ

কালে পলায়ন কামনা করিয়া সেই কবর স্থানের দ্বারদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম, সেই দ্বারদেশে দুইজন করাল মূর্ত্তি প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা অমনই আমার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, তুই কে? আর কি জন্যই বা তুই এই কবর স্থানে অবস্থান করিতেছিলি। আমি কহিলাম, হে ভাইগণ। আমি একজন ভিক্ষাজীবি, সারাদিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া থাকি, অদ্য আর কোনস্থানে বিশ্রামের স্থান না পাওয়াতেই এইখানে শয়ন করিয়াছিলাম। তাহারা এই কথা শুনিয়া উত্তর করিল, তোর অদ্য দৈব প্রতিকুল, এখন আয়, তবে আমাদের সহিত ভোজন কর। এই বলিয়া তাহারা আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক একেবারেই কবরের অভ্যন্তরে লইয়া গেল, তথায় দেখিলাম, সেইরূপ আর দুই চারিজন বসিয়া সুরাপি সেবন করিতেছে, কিন্তু আমি তাহাদের দৃষ্ট মাত্রেই তস্কর বলিয়া জানিতে পারিলাম, এবং তাহারা গত রজনীতে যাহা যাহা করিয়াছিল, তাহারা তাহাও পরস্পর প্রকাশ করিতে লাগিল, আর ভোজন করিতে লাগিল। তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না, যৎকালে আহারাদি কার্য্য শেষ হইয়াই গেল, তৎকালেই আমাকে কহিল, তুই আমাদের সঙ্গী হ। আমি তখন দারুণ সঙ্কটেই পতিত হইলাম, কারণ যদি তাহাদের তখন মতের বিরুদ্ধ করি, তবে তখনই আমাকে কাটিয়া ফেলিবে, কিন্তু তাহাতে মত প্রকাশ করিলেও দারুণ সঙ্কট, এরূপ ভাবিয়া তখন মনে মনে যে কতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, কিন্তু ঈশ্বর কখনই সাধুকে তস্কর পদে নিযুক্ত করেন না, দৈব কর্ত্তৃক এমত সময়েই কাজীর কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষ আসিয়া সেই তস্কর সকলকেই ধৃত করিল মহাশয়। বলিব কি, তৎসঙ্গে আমাকেও ধৃত করিয়া লইল সে রজনী সকলকে লইয়াই তাহারা একেবারে কারাগারে রাখিয়া দিল, তৎপরদিন যেমন প্রভাত হইল, অমনই কাজী বিচারার্থ আমাদের সকলকেই বিচার স্থানে হাজির করিয়া লইলেন। তদনন্তর যখন বিচারে তস্করগণ আপনাপন দোষ আপনা আপনই প্রকাশ করিল, তৎকালেই আমি সেই দস্যুগণের সহিত যেরূপে মিলিত হইয়াছিলাম, তৎসমস্ত বৃত্তান্তই সেই কাজির নিকট প্রকাশ করিলাম। তৎশ্রবণে কাজি আমি কে, এবং কি জন্যই বা সেই ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিয়াছিলাম, আর কেনই বা কবরে শয়ন করিয়াছিলাম, তৎসমুদায়ই জিজ্ঞাসিত করিলেন, আমি তাঁহার নিকট তাবৎ বৃত্তান্তই কহিলাম এবং সেই ললনার কথাও বিশেষরূপে কহিলাম, কিন্তু আমি যে রাজবংশী এবং রাজার পুত্র এ কথা আর কিছুতেই না প্রকাশ করিয়া অন্যান্য পরিচয় দিয়াই সারিয়া লইলাম।

যৎকালে সেই কাজী মোয়াফেক নন্দিনীর বিরহেই আমি ততদূর কাতর হইয়াছিলাম শ্রবণ করিলেন, তৎকালেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, তজ্জন্য আর চিন্তা কি আছে? আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, যাহাতে তোমার সেই মোয়াফেক নন্দিনীর সহ পরিণয় হয় তাহাই করিব। অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে সেই কাজীর আন্তরিক বিদ্বেষ সেই মোয়াফেকের উপর ঘটিয়াছিল, যৎকালে আমি নিতান্ত হীনজন হইয়াও সেই মোয়াফেক নন্দিনীর প্রেমে অনুরক্ত হইয়াছি শুনিলেন, তৎকালেই তাঁহার সেই বিষয়ে অতিশয় কৌতুক হইয়া উঠিল, তিনি তৎকালেই সেইরূপ প্রকারে আমাকে আশস্ত করিয়া কহিলেন, মহাশয়। আমি তাহাতে কেকি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না, কাজী তখনই আমাকে স্নান করাইবার জন্য কয়েকজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, ভৃত্যগণ স্বীয় প্রভুর আদেশ মাত্রেই আমাকে স্নান করাইবার জন্য অপর স্থানে লইয়া চলিল।

এদিকে বিচারপতি কাজী, তখনই স্বীয় দূতদ্বারা সেই মোযাফেককে ডাকাইয়া আনিলেন, যৎকালে মোযাফেক তৎস্থানে আসিয়াই উপস্থিত হইলেন, তৎকালেই কাজী তাঁহাকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ। এতদ্দিনে বুঝি তোমার সহ আমার যে বৈরত ভাব ছিল, তাহা সমস্তই দূর হইল। কল্য স্বয়ং বসরাধিপ আমার আলয়ে আগমন করিয়াছেন এবং তোমার এক পরমা রূপবতী কন্যা আছে শ্রবণ করিয়াছেন, সংপ্রতি তিনি তাঁহাকে পরিণয় করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন, এবং তজ্জন্যই এখনও অপেক্ষা করিতেছে, আমার কথা শুন, সংপ্রতি যাহাতে এই কার্য্য অতি সত্বরেই সমাধা হয়, তাহাতেই যত্নবান হও। আর দেখ আমার কন্যাটীও সংপূর্ণ বয়প্রাপ্তা হইয়াছে, এক্ষণেতো আর তাহার বিবাহ বিষয় মনোযোগ না করাও সর্ব্বতোভাবে অন্যায় হইতেছে, যখন এমন সুপাত্র স্বইচ্ছায় তোমার কন্যার পাণিগ্রহণ ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন আর কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া যাহাতে শীঘ্র এ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহাই কর, এমন সুযোগ আর ঘটিবে না? আর দেখ! আমাদেরও উভয়ে বহুদিনাবধি বিবাদ চলিতেছে যদি এক্ষণে এই কার্য্য করিলেই আমাদের সেইরূপ বন্ধুত্ব পুনর্ব্বার সংস্থাপস্থ হয়, তবে কি আর এর চেয়ে আনন্দ আছে? মোযাফেকের কহিল, মহাশয়! বসরারাজ যে আমার দুহিতার পতি হইবেন, এ অতি আনন্দেরই কথা বটে, কিন্তু তিনি যে বিনা আহ্বানেই এই স্থানে আগমন করিয়া, আমার দুহিতার পাণিগ্রহণে এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহার যে কি মর্ম্ম, তাহা আমি এখনও ভালরূপ বুঝিতেছি না? বিশেষ তোমার সঙ্গে আমার যেরূপ শত্রুতা, তাহাতে আমি

যাহাতে উচ্ছেদ হই, তুমি তাহারই চেষ্টা করিয়া থাক, এক্ষণে যে তুমি আমার প্রতি সহসাই এত প্রসন্ন হইয়াছ, তাহাতেও আমার মনে মনে অনেকরূপ সন্দেহ হইতেছে। কাজী কহিলেন, বন্ধু! চিরকাল কি বিচ্ছেদ থাকাই ভাল, কেন তুমি আর গত বিষয় মনে করিয়া এরূপ বাক্য বলিতেছ? এক্ষণে আমার কথা শুন, আর সে বিষয় কিছুই উত্তাবন করিও না, এক্ষণে যাহাতে এই বিষয় সম্পন্ন করিয়া আমাদের উভয়ের পুনরায় সদ্ভাব হয়, তাহ ই কর। মোযাফেক, স্বাভাবিক অতি ভদ্রলোক ছিলেন, যৎকালে কাজী বারম্বার ঐরূপ কথা বলিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহারই বাক্যে তিনি সম্মত হইলেন।

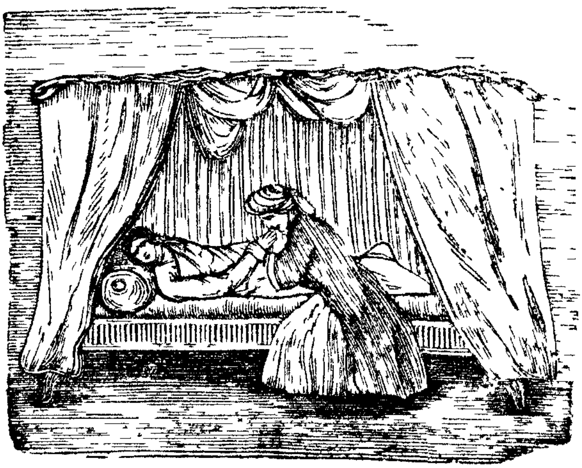
তদনন্তর উভয়ে বসিয়াই নানারূপ মিষ্টালাপ করিতেছেন, এমত সময়েই নানাবিধ বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়া বরবেশে আমাকে সেই স্থানে লইয়া উপস্থিত করিল। আমি যেন সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম, অমনই সেই কাজী স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে নানারূপে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, যুবরাজ। আসিতে আজ্ঞা হয়? অদ্য আপনার আগমনে আমার এই পুরী একেবারেই পবিত্র হইল। তৎপরে কাজী সেই মোযাফেকেরদিকে চাহিয়া আমাকে কহিলেন, যুবরাজ! দেখিতেছেন কি, ইহাঁর নামই মোয়াফেক। ইহাঁরই কন্যা সেই আলোক সামান্যা সুন্দরী? আমি মহাশয়ের অভিপ্রায়ে উহাঁকে সমস্তই ব্যক্ত করিয়াছি, উনি অতিশয় ভদ্রলোক প্রসন্ন চিত্তেই কন্যাদানে বাধ্য হইয়াছেন। কাজী যেই মাত্র এই কয়েকটী কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন, অমনই সেই মোয়াফেক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজকুমার! এক্ষণে আমার দুহিতার অতি প্রসন্ন কপাল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা ভবদীয় ব্যক্তির ন্যায় পুরুষ কি আমার দুহিতার পাণিগ্রহণে সম্মত হইয়া থাকেন? এক্ষণে আমিও সেই কন্যার কারণ মহা ভাগ্যধর বলিয়া মানিতেছি, কারণ কন্যার কারণই আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম, হায়! আপনি রাজাধিরাজ বসরারাজের একমাত্র পুত্র, আমি কিনা আপনাকেই সেই কন্যাকে দান করিব, ইহার অপেক্ষা আর আমার সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে?

যৎকালে কাজী ও মোয়াফেক উভয়েই আমাকে এইরূপ ভাবে সম্মান করিতে লাগিলেন, তৎকালে আমি আর কোনরূপ বাক্যই নিষ্পন্ন করিলাম না, কেবলমাত্র কাষ্ঠ পুত্তলিকার মতই তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে মনে কতরূপ চিন্তারও উদয় হইল, এমত সময়েই কাজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, বন্ধু মোয়াফেক! শুভ কার্য্যে আর বিলম্ব করিও না, দেখিতেছ না, যুবরাজ তোমার

দুহিতাকে প্রাপ্তের কারণ একটী বাক্য মাত্রও কহিতেছেন না, তুমি যত শীঘ্র পার তত শীঘ্রই এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেও। মোয়াফেক তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন, কাজী আর বিলম্ব করিলেন না, তখনই কতকগুলি তৎস্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া আনাইলেন, যৎকালে কাজীর বাটীতে সকলেই আগমন করিলেন, তৎকালেই তাঁহাদের নিকট সেই কাজী বাহাদুর বিবাহের কথা উত্থাপিত করিয়া স্বয়ংই একখানি বিবাহের ধার্য্য পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মোয়াফেক অগ্রে থাকিয়াই স্বীকৃত হইয়াছিলেন, যৎকালে সেই লিপিখানি লেখা সংপূর্ণ হইল, তৎকালেই তিনি তাহাতে স্বাক্ষরিত করিয়া সকলের সমক্ষেই কন্যা দানে স্বীকৃত হইলেন। তখন কাজী বাহাদুর এই মাত্র কহিলেন, ভায়া মোয়াফেক! আর বিলম্ব করিও না, তুমি যত শীঘ্র পার তত শীঘ্রই যুবরাজকে লইয়া জামাতৃপদে বরণ করগে। মোয়াফেক পূর্ব্বে থাকিয়াই অতি আনন্দমনা হইয়াছিলেন, কন্যা রাজমহিষী হইবে, এর অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি আছে, এই ভাবিয়া তিনি তখনই আমাকে লইয়া একেবারে আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং তখনই স্বীয় আত্মজাকে সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া সেই আত্মজাকে আমারই সন্নিধানে উপবেশনের আজ্ঞা দিয়া আপনি যথা স্থানে প্রস্থান করিলেন। মোয়াফেক নন্দিনী পিতৃমুখে শুনিয়াছিলেন, আমি রাজপুত্র এবং তিনি আমাকে বরণ করিলেই অচিরে রাজমহিষী হইবেন, এই আনন্দে সেই মোয়াফেক নন্দিনী আমার প্রতি তৎকালে কত যে ভক্তি প্রদান করিতে লাগিলেন, তাহা আর বলিতে পারি না। আমিও অগ্রে থাকিয়া তাঁহার প্রণয়ে মজিয়াছিলাম, যৎকালে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলাম, তৎকালে আর কি বলিব, আমিও তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা করিতে লাগিলাম। এইরূপে আমাদের সামান্যক্ষণ মধ্যেই মহা প্রণয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল, তৎকালে আমরা উভয়েই যে কতরূপ আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। আমাদের সেই আমোদ আহ্লাদে সেই যামিনী যে কখন বিগতা হইয়াছিল, তাহাও জানিতে পারি নাই।

এদিকে মোয়াফেক কন্যার বিবাহ জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়াছিলেন, তিনি অতি সত্বরেই বিবাহোচিত দ্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিয়া ফেলিলেন, নগর মধ্যে তৎকারণ কত মহোৎসব হইতে লাগিল, কতস্থানে কতরূপ নৃত্যগীত হইতে লাগিল, বাদ্যের নিনাদে নগর একেবারেই আনন্দময় হইয়া উঠিল। মোয়াফেক স্বীয় কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কতরূপ দানাদি করিতে লাগিলেন, তাহাতে দাস দাসীগণ প্রচুর পরিমাণে অর্থপ্রাপ্ত হইল। তদনন্তর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই আগ-

মন করিলে তামাদের উভযকেই সেই সভাস্থানে লইয়া উপস্থিত করিল। মহাশয! বলিব কি, মোযাফেক তৎকালেই ঈশ্বরকে সাক্ষ করিযা আমাকে সেই কন্যা রত্ন সকলকার সমক্ষে সম্প্রদান করিলেন। তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন, তদনন্তর সকলেই ভোজনাদি কার্য্য শেষ করিযা যার যে ভবনাভিমুখেই গমন করিলেন। আমরা সে যামিনী দিব্য একটী সজ্জিত গৃহেই উৎকৃষ্ট পর্য্যাঙ্কোপরি শয়ন করিযা রহিলাম, কিন্তু মহাশয়! সে যামিনী আনন্দভরে আর উভযে এক মুহূর্ত্ত জন্যও চক্ষুমুদ্রিত করিতে সক্ষম হইলাম না।



যুবরাজ ফয়জুল্লা ও মোযাফেক নন্দিনী বাসর গৃহে শযন করিযা রহিযাছেন।

মহাশয! বলিব কি, সুখের সময অতি সামান্যের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়, অবিলম্বেই শ্রবণ বিবরে শ্রবণ করিলাম, অতি মধুস্বরে চক্রবাক প্রভৃতি সমস্ত বিহঙ্গগণ দিননাথের আরতি করিতেছে, দিননাথও পূর্ব্ব উষাকে দূর করিয়া স্বযং অরুণরথে ভব্যমূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইতেছেন। পশুগণ অনবরতই স্বীয স্বীয স্বরে নিনাদ করিতেছে, গাভীগণ দুগ্ধভরে ভারাক্রান্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় বৎসকে আহ্বান করিতেছে। চারিদিক প্রায় আলোকময হইয়াছে, আমরা আর থাকিতে পারিলাম না, তখনই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম। এমত সময়ে শ্রবণ করিলাম, কে যেন আমাদেরই শয়ন

গৃহ দ্বারে করাঘাত করিতেছে। আর অপেক্ষা করিলাম না, তখনই সেই গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া দিলাম। গৃহদ্বার মুক্ত মাত্রেই দেখিতে পাইলাম, একজন কাজী মহাশয়ের দূতই সেই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সে আমাকে অবলোকন মাত্রেই হাস্য বদনে কহিল, যুবক! কেমন তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে তো, তবে আর কেন? এক্ষণে আমার প্রভুর প্রদত্ত বসন ভূষণ গুলি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার পূর্ব্বের যা বসন তাহাই পরিধান কর। এই বলিয়া সে তখনই আমার পূর্ব্বের যে মলিন বাস খানি তাহাই আমার হস্তে দিল। আমি আর তাহাতে কোনই দ্বিরুক্তি করিলাম না, তখনই আমি সহাস্য বদনে সেই খানি গ্রহণ করিলাম, তদনন্তর সেই কাজীর প্রদত্ত বসন ভূষণ গুলি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া মলিন বসন খানিই পরিধান করিলাম। কাজী ভৃত্য তাহার প্রভুর বসন ভূষণ গুলি প্রাপ্ত মাত্রেই প্রস্থান করিল।

এদিকে মোয়াফেক নন্দিনী যৎকালে আমাকে সেই জঘন্য বসন খানি পরিধান করিতে দেখিলেন, তৎকালেই কহিলেন, নাথ! এ কিরূপ হইল, আপনি এমন জঘন্য বসন পরিধান করিলেন কেন? আর কাজী মহাশয়ের দূতই বা কেন আপনার উৎকৃষ্ট বসন ভূষণ গুলি লইয়া প্রস্থান করিল, ইহারই বা হেতু কি? ইহাতে আমার অতিশয়ই মনে কষ্ট হইতেছে, আপনি আমাকে ইহার বৃত্তান্ত অবিলম্বেই প্রকাশ করিয়া বলুন। আমি বলিলাম, প্রাণপ্রিয়ে! সে দুঃখের কথা আর কতই কহিব, আমি এই নগরে এই হীন দশাতেই ভ্রমণ করিতেছিলাম, একদিন আমাকে কাজী মহাশয় পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাঁহার নিকট যেরূপ অবস্থায় বেড়াইতেছিলাম, সেইরূপ তাঁহারই পরিচয়াদি প্রকাশ করি। ইতি-পূর্ব্বেই কাজীর সহ তোমার পিতার অতিশয় শত্রুতাভাব ঘটিয়াছিল, তৎকারণ তিনি আমার সেই জঘন্য পরিচয়াদি প্রাপ্তে আমাকে স্বীয় বাটীতেই লইয়া গেলেন, এবং আমার এই সকল বসন ভূষণ সমস্ত পরিবর্ত্তন করাইয়া ঐ সকল উত্তম বসন ভূষণাদিই পরিধান করাইয়া দেন। তদনন্তর তোমার পিতাকে প্রতারণা মানসেই আপন আলয়ে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান, যৎকালে তোমার পিতা তাঁহার আলয়েই উপস্থিত হইলেন, তৎকালে তোমার পিতার নিকট আমার পরিচয় বসরার রাজকুমার বলিয়াই দিলেন। তোমার পিতা আমাকে প্রকৃত রাজকুমারই বলিয়া জ্ঞান করিলেন, এবং এই জন্য সত্বর উৎযোগী হইয়াই আমার সহ তোমার পরিণয় করাইয়া দিলেন। এক্ষণে আমাদের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে দেখি-

য়াই ঐ দুষ্টমতি কাজী দুষ্ট অভিপ্রায়ে আমার সেই পূর্ব্ব পরিধৃত বসন গ্রহণার্থ ঐ দূতকে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। প্রিয়ে তাঁহার অভিপ্রায়, আমাকে এইরূপ ছিন্ন ও মলিন বসন পরিধান করিতে দেখিলেই, এখন তোমার জনক আমাকে সামান্য ব্যক্তি বলিয়াই অনুভব করিবেন, এবং মনে মনে বুঝিতে পারিবেন, যে এই বিষয়ে কাজী কতদূর চতুরতা করিয়াছে। কাজীর সংপূর্ণ অভিলাষ যে, তোমার জনককে অপদস্থ করিবেন। যাইহোক্, সুন্দরি। আমি কখনই হীন-জন নহি, কাজী যেমন হীনজন বলিয়াই তোমার পিতাকে প্রতারণা করিবার মানস করিয়াছে, তৎকারণই আমি স্বীয় পরিচয় যখন প্রকৃতরূপেই প্রদান করিব, তৎকালেই কাজী বুঝিতে পারিবেন যে, আমি কি করিতে যাইয়া কিরূপ করিয়াছি। সুন্দরি। আমি বসরার রাজকুমার নহি বটে, কিন্তু আমি বসরারাজের অপেক্ষাও সম্ভ্রান্ত রাজার পুত্র। আমি মৌজলদেশের প্রভূত সৈন্যবলশালী বনাটক মহীপালের একমাত্র আত্মজ, আমার নাম ফরজুল্লা। আমি যে কারণ এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছি, তৎসমুদায়ই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি প্রসন্নচিত্তে তাহাই শ্রবণ কর। এই বলিয়া আমি যেরূপে আসিতে আসিতে দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিলাম, এবং যেরূপ প্রকারে সেই দস্যুপত্নী কর্ত্তৃক নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলাম, তৎসমস্তই কীর্ত্তন করিলাম।

যৎকালে মোযাব্বেক নন্দিনী আমাকেই প্রকৃত মহারাজপুত্র বলিয়া বিদিত হইলেন, তৎকালেই তিনি যেন একেবারেই আনন্দে দ্রবীভূত হইলেন। অমনই কহিলেন, স্বামীন্। আমার কি সৌভাগ্য! আমি যখন কাজীর প্রতারণাতেও সেই মৌজলেশ্বরের পুত্রবধূ হইয়াছি, তখন কি আর আমার এ আনন্দ রাখিবার স্থান আছে? যাইহোক্, রাজকুমার! আপনি যদ্যপি প্রকৃতরূপেই দরিদ্র হইতেন, তাহা হইলেও এ গাঢ়রূপ প্রণয়ের পক্ষে আর কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিত না, কিন্তু আপনি রাজপুত্র, আমি শুনিয়াছি, রাজপুত্রগণ বহু বহু পরিণয় করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু কাহার প্রতি যে গাঢ় প্রেমে আবদ্ধ হইয়া থাকা, সেটা কখনই ঘটিয়া উঠে না, তৎকারণ ইহা শুনিয়াও আমার অত্যন্ত পরিণামের ভয় উদয় হইতেছে। যখন তাহার মনভাব সংপূর্ণরূপেই বুঝিতে পারিলাম, তখনই ঈশ্বরকে সাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিলাম, হে অকৃত্রিম প্রেমবিলাসিনী সাধ্বে! আমি এই স্থিরচিত্তে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে এ জীবনে তুমি বর্ত্তমানে আর কখনই অন্য দারপরিগ্রহ করিব না, এবং তুমি বর্ত্তমানে আর কাহারও সহিত প্রেমসূচক বাক্য পর্য্যন্তও আলাপন করিব না।

অদ্য হইতে তুমিই আমার এ হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী হইলে। মোয়াফেক নন্দিনী যৎকালে আমার মুখ হইতে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলেন. তৎকালেই তিনি একেবারে আনন্দে পূর্ণ হইলেন, আর ক্ষণকাল মাত্রও অপেক্ষা করিলেন না, তখনই একজন স্বীয় পরিচারিকা দ্বারা এক প্রস্ত রাজোচিত বসন ও একটী রাজোচিত উষ্ণীস যথা মূল্যে বণিক দোকান হইতে ক্রয় করাইয়া আনিলেন, তদনন্তর সেই বসনই আমাকে পরিধান করাইয়া দিলেন। আমি যৎকালে সেই বসন পরিধান করিয়া পূর্ব্বের ন্যায়ই শ্রীধারণ করিলাম, তৎকালেই সেই মোয়াফেক নন্দিনী কহিলেন, প্রাণেশ্বর! দুর্ম্মতি কাজী যেমন আমাদিগকে অপমানিত করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সে প্রয়াস তেমনই ব্যর্থ করিবার উপযুক্ত সময়ই হইয়াছে। তিনি এক্ষণে যে আমার পিতাকে লজ্জিত করিয়াছি বলিয়া মনে মনে আনন্দলাভ করিতেছেন, কিন্তু যৎকালে তিনি আবার আপনার প্রকৃতরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন তৎকালে তেমনই পরিতাপানলে দাহ্য হইবেন? যাইহোক, এক্ষণে আপনি আর কাহারও নিকট স্বীয় প্রকৃত যাহা পরিচয় তাহা প্রদান করিবেন না. তিনি যেমন আমাদের সহিত শঠতা করিয়াছেন, এক্ষণে আমি তাঁহার উচিত রূপই প্রতিফল প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া সেই মোয়াফেক নন্দিনী দিব্যরূপেই বেশ ভূষা করিলেন, তদনন্তর কহিলেন. নাথ! আমাকে অনুমতি করুন, কার্য্যবশতঃ আমাকে কোন স্থানান্তরে গমন করিতে হইবে। আমি বলিলাম, প্রিয়ে! আমিতো তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই করিও, তাহাতে আমার কোনরূপ বাধা নাই, তবে কেন আবার আমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছ? তোমার যথায় গমন অভিলাষ হইয়াছে তৎস্থানেই গমন কর।

মোয়াফেক নন্দিনী আমার আজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্রেই স্বীয় বাটি হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন, তদনন্তর আপনার নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবদন খানিকে বসনাবৃত করিয়া একেবারে কাজীর বিচারালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা কাজীর সম্মুখীন হইতে পারিলেন না, তিনি সেই বিচারালয়ের এক পার্শ্বেই দণ্ডায়মান রহিলেন। কাজী উচ্চাসনে বসিয়া বিচার করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার দৃষ্টি হওয়াতেই দেখিলেন একটী আলোক সামান্যা রূপবতী কামিনী সেই সভাস্থানে আসিয়া দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন, কাজী আর থাকিতে পারিলেন না, তখনই ভৃত্য দ্বারা তাঁহার অভিলাষ কি, জানিবার জন্য একটী রাজ ভৃত্যকেই তৎস্থানে প্রেরণ করিলেন। ভৃত্য আজ্ঞানুসারেই

তৎক্ষণাৎ সেই রমণীর নিকটদেশে আসিয়াই কহিলেন, সুন্দরি! তোমার অভিলাষ কি? তৎকালেই সেই আমার পরিণেতা রমণী কহিলেন, আমি একজন শিল্পকারের দুহিতা, আমার কাজীর সহ একটী পরামর্শ আছে, তজ্জন্য আগমন করিয়াছি। তুমি কাজী মহাশয়কে বলগে, তিনি যত শীঘ্র পারেন যেন তত শীঘ্রই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। ভৃত্য তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ কাজী মহাশয়কে বিদিত করিলেন, কাজী তাহা শ্রবণেই গাত্রোত্থান করিলেন এবং সেই বিচারালয়ের পার্শ্বস্থ একটী গৃহ ছিল, সেই গৃহে সেই কামিনীকে প্রবেশ করিতে কহিয়া আপনিও তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চতুরা কামিনী যেমন কাজীকেও সেই গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিলেন, অমনই স্বীয় মুখাবৃত বসন উন্মোচন করিয়া তাঁহারই বাম পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

মহাশয়! যৎকালে সেই শশাঙ্কবদনা মৃগ নয়না স্বীয় মুখারবিন্দ বিমুক্ত করিয়া সেই কাজীর বামাসনে উপবেশন করিলেন, তৎকালেই কাজী যেন একেবারেই কন্দর্পবাণে আহত হইয়া পড়িলেন। ললনা ততই অর্দ্ধ অর্দ্ধ হাস্য করিতে লাগিলেন, আর ভ্রূযুগে শর সন্ধান করিয়া কাজীর কটাক্ষপরে কটাক্ষ বাণ হানিতে লাগিলেন। কাজী আর থাকিতে পারিলেন না, তখনই কহিলেন, ললনে! তোমার অভিলাষ কি প্রকাশ কর। ললনা কহিলেন, ধর্ম্মাবতার! আপনি বিচারপতি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, আপনি বলুন দেখি, আমি সুন্দরী কি না, এবং আমার দেহ কমনীয় কি না? কাজী এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার রূপরাশিই নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, যৎকালে তাঁহার সেই সুধাশিক্ত বচন শ্রবণ করিলেন, তৎকালেই তাঁহার মন একেবারেই মোহিত হইয়া গেল। তিনি অমনই কহিলেন, ললনে! তোমার অপেক্ষা সুন্দরী কামিনী কি আর এই নগর মধ্যে আছে, তা তুমি আবার সেই কথা বলিতেছ, তুমি সুন্দরীরই একমাত্র শেষ, এবং তোমার অঙ্গ সৌষ্ঠব অতিশয় মনোহর। তোমার বাক্য যে কতদূর মধুরতা, তাহা যে একবার শ্রবণ করিয়াছে সে আর ভুলিতে পারে না। তোমার মধুর বাক্য শুনিয়া একেবারেই তৃপ্ত হইয়াছি। কাজীর এই সকল বাক্য শুনিয়া কামিনী তখনই গাত্রোত্থান করিলেন, এবং কতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই গৃহের মধ্যেই ইতঃস্তত হেলিয়া দুলিয়া পদচালনা করিতে লাগিলেন, তদনন্তর কাজীকে কহিলেন, মহাশয় বলুন দেখি! আমার গমনে কি অতিশয় নিন্দনীয়? কাজী কহিলেন, সুন্দরী! তুমি বল কি, তোমার যেরূপ গতি আমি স্বীয় চক্ষে নিরীক্ষণ করিলাম, এমন গতি কামিনীর পক্ষে অতি বিরল,

তোমার গতিতে বোধ করিলাম হস্তীরাও লজ্জা পায়, ললনে! অধিক কি বলিব, তোমার রূপ ও কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া আমি একেবারে মোহিত হইয়াছি, তোমার ঐ সুধানিন্দিত বাক্যগুলি শ্রবণ করিতে আমার মন সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিতেছে। এক্ষণে তোমার আন্তরিক অভিলাষ কি তাহাই বল। কাজীর তৎপ্রকার বাক্য শুনিয়া কামিনী তখনই কহিলেন, হে বিচার স্বামি! আমি যে আপনাকে কি দুঃখের সংবাদ বিদিত করিতে আসিয়াছি, তাহা আমার সহসা আপনার নিকট বলিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে। যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই সংবাদ শ্রবণে প্রসন্ন হন, তবেই আমি বলিতে পারি। কাজী কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তোমার যে কোন দুঃখেই হউক না কেন, আমি মোচন করিয়া দিব, তুমি আমাকে স্পষ্টকরে বল, তোমার কি দুঃখ? তখন সুন্দরী কহিলেন। মহাশয়! বলিব কি, বিধাতা আমাকে রূপ যৌবন সমস্তই একভাবে প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এ অমূল্য রূপ যৌবনের যে কি সুখ তাহা আর আমার ভাগ্যে ঘটিল না? আমার যিনি জনক তিনি অতিশয় নির্ম্মম, তিনি আমাকে সর্ব্বদাই গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, এমন কি পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা দূরে থাক, কোন রমণীর সঙ্গেও যে দুই দণ্ড বাক্যালাপ করিব তাহাও করিতে দেন না, পিতা কেবলমাত্র আমাকে বন্দিনীর ন্যায়ই রাখিয়াছেন, আমি আর পিতার অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না। আমার কত স্থান লইতে কতরূপ সম্বন্ধ আসিয়াছিল, পিতা তাহাতে একেবারেই অমত হইয়া সকলকেই বঞ্চিৎ করিয়াছেন। অদ্যাপিও যদি কেহ আমার সম্বন্ধের কথা তাঁহার নিকট কহেন, তিনি কহিয়া থাকেন, আমার কন্যা পাগল, কাহাকেও বা বলেন আমার কন্যা ব্যাধিগ্রস্থা, কাহাকেও বা বলেন, আমার কন্যার বাহজ্ঞান পর্য্যন্ত নাই, তাহার বিবাহ দিয়া কি করিব। তাহারা এ কথা শুনিলে ক্ষণমাত্রও স্থায়ী হন না, সুতরাং আমার বিবাহ হওয়া সঙ্কট হইয়া উঠিয়াছে, আজন্মাবধিই অবিবাহিতা, রহিয়াছি। আমি যে কন্দর্পের শরানলে কতদূর দগ্ধ হইয়াছি তাহা আর বলিতে পারি না, আমার প্রাণ যায়, এই বলিয়া ললনা একেবারে অধীরা হইয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন।

কাজী কামিনীর ক্রন্দনে অতিশয় কাতর হইলেন, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই কহিলেন, সুন্দরী? তোমার পিতার কি কঠিন প্রাণ! তাহার শরীরে কি দয়ার লেশমাত্রও নাই? কোন রমণীর পিতা আবার স্বীয় পালিতা কন্যাকে এরূপ মনস্তাপানলে দগ্ধ

করে? ললনা লতিকা কি কোন প্রাশ্রয় ব্যতীত জীবিতা থাকে, না তাহার ফল হইতে পারে? সে অতিশয় নির্ব্বোধ ও নৃশংস তাই এমন কার্য্য করিয়া থাকে? যাইহোক, আমি যখন অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন তোমার এইরূপ দশা আর কখনই থাকিবে না, আর তোমার পিতার এরূপ নিস্ফল প্রয়াস কখনই রাখিব না, এই বলিয়া কাজী প্রসন্ন বদনে সেই ললনাকে কহিলেন- হে মৃগনয়নে। তোমার প্রতি আমার পিতা যে এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাতে তাহার দৃঢ় অভিপ্রায় কি, তাহা জান? সুন্দরী সাশ্রু নয়নে কহিলেন, মহাশয়! ইহাতে পিতার যে কি অভিলাষ আছে, তাহা আমি কিছুমাত্রও বিদিত নহি। আমি সর্ব্বদাই কামনা করিয়া থাকি, যে কোন গতিকে যদি তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ হইতে পারি? কিন্তু এত দিন কোনরূপ সুযোগই করিতে পারি নাই, অদ্য প্রায় একটু মাত্র সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাই আপনার নিকট আসিতে পারিয়াছি, তাই আপনার নিটক আপন দুঃখ বলিতেও সাবকাস পাইয়াছি। যাইহোক, আপনিই সাক্ষাত ধর্ম্ম! আমি আর এই কালভুজঙ্গ সম যৌবন যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, আপনি নিজগুণে যাহাতে আমার এ মর্ম্মাধিক মর্ম্ম যাতনা অতি সত্বরেই দূর হয়, তাহাই করুন। ইহাতে আপনার ধর্ম্ম ও যশঃ শতগুণেই বর্দ্ধিয়মান হইবে, এবং আপনার যে যথার্থ সদ্গুণ, তাহারও পৌরব বৃদ্ধি হইবে। আমি এক্ষণে নিশ্চয় অনুমান করিয়াছি, আপনি ভিন্ন আর আমার এ দুঃখ মোচন করিতে কাহারই সামর্থ নাই, আপনি যদি না সানুকুল হইয়া এ দাসীর প্রতি প্রসন্ন হন, তবে আমি অচিরেই এ জীবন বিসর্জ্জন করিয়া সকল দুঃখেরই শেষ করিব।

কাজী মোথাফেক নন্দিনীর এরূপ বাক্য শ্রবণে অরেও সন্তুষ্ট হইলেন, তখনই সেই চারুবদনা ললনাকে কহিলেন, হে মৃগাক্ষী! তুমি এরূপ অকুশল চিন্তাকে মনমধ্যে একবার জন্যও স্থানদান করিও না, তোমার এই দারুণ যন্ত্রণা আমি অচিরেই মোচন করিয়া দিব, এমন কি তুমি ইচ্ছা করিলে এখনই আমার গৃহে অবস্থান করিতে পার, আমি স্বয়ংই তোমার পাণিগ্রহণে সম্মত আছি। যদি বল আমার পিতার মত ভিন্ন কিরূপে হইতে পারে, তোমার পিতার সে মত আমি অবিলম্বেই করিয়া লইব। সুন্দরী কহিলেন, ধর্ম্মাবতার, এর অপেক্ষা সৌভাগ্য আর আমার কি আছে, যে আপনিই আমার পতি হইবেন, কিন্তু পিতা যে কিরূপে আমার পরিণয়ে মত গ্রহণ করিবেন, তাহারই চিন্তায় চিন্তাবান হইতেছি।

পিতা এমন বিবেচনা করিবেন না, যে আপনি একজন মহামাননীয় ব্যক্তি, আপনাকে দুহিত দান করিলে আমার সর্ব্বস্থানেই গৌরবের বৃদ্ধি হইবে, তিনিতো একথা শুনিলে একেবারেই অমত করিবেন।



কাজী ও মোযাক্কেব কথা।

কাজী কহিলেন, চারুশীলে। তজ্জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি তোমার পিতার মতামত করিতে পারি কি না, তাহা পশ্চাতেই দেখিতে পাইবে, এক্ষণে বল দেখি তোমার পিতার নাম আউস্ত ওমার, তিনি বঙ্গরাজের ব্যবসা করিয়া থাকেন, আমাদের বাস ঐ রাজ বাটীর অদূরেই, তাল বৃক্ষের নিকট। কাজী অমনই বলিয়া উঠিলেন, সুন্দরি। আর বলিতে হইবে না. সে স্থান আমি উত্তমরূপে বিদিত আছি, তুমি এক্ষণে সত্বরেই পিতৃ ভবনে গমন কর, আমি অবিলম্বেই তোমার উদ্ধার সাধনের জন্য তথায় দূত প্রেরণ করিতেছি।

চতুরা আমার, সেই প্রাণসমা সহধর্ম্মিণী যখন নিশ্চয় রূপে জানিতে পারিলেন, যে কাজী মহাশয় একেবারেই মর্ত্ত প্রায় হইয়াছেন, তখনই সেই কাজীকে বারম্বার প্রণাম ও বন্দনা করিয়া অতি সত্বরেই আপন ভবনে আগমন করিলেন। তদনন্তর তত্তৎবৃত্তান্ত সমস্তই আমাকে আসিয়া বর্ণনানন্তর কহিলেন নাথ। আমার অভিলাষ যাহা তাহা সংপূর্ণরূপেই সিদ্ধ হইয়াছে এবং অচিরকাল মধ্যে দুরাচার আমাদের যেরূপ মনস্তাপ দিবার প্রয়াস পাইয়া ছিলেন, তাহার প্রতিরূপ ফলই ভোগ করিবেন।

নাথ! বলিব কি, সেই কাজী যেমন আমাদিগকে লোক সমাজে দারুণ লজ্জা দানের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সত্বরেই তিনি লোক সমাজে ততোধিক নিন্দার ভাগিই হইবেন।

এদিকে কাজী, ললনা তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেই সেই আউস্তাওমার শিল্পকারকেই দূতদ্বারা আহ্বানিত করিবেন। যৎকালে সেই দূত সমভিব্যাহারী সেই শিল্পকার আউস্তাওমার কাজী সন্নিধানে আনিয়াই উপস্থিত হইল, তৎকালেই কাজী তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! চিন্তা করিবে না, আমি আপনাকে কোন বিশেষ কথা জিজ্ঞাসার কারণই আনয়ন করিয়াছি। এই বলিয়া কাজী তখনই সেই শিল্পকারের হস্ত স্বহস্তে ধারণ করিয়া তাঁহার সেই বিচালয়ের পার্শ্বেই যে একটী গৃহ ছিল, তৎস্থানে যাইয়াই উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর একাসনেই দুইজনে উপবেশন করিয়াই কাজী সেই শিল্পকারকে কহিলেন, মহাশয়! অদ্য আপনার দর্শন লাভে আমি অতিচরিতার্থই জ্ঞান করিলাম। আমি শুনিয়াছি, মহাশয় অতি ধার্ম্মিক লোক, মহাশয় দিবসে পাঁচবার নামাজ করিয়া থাকেন, আপনার দর্শন প্রাপ্তে আমি আজ বড়ই সুখী হইলাম। শিল্পকার কাজী কর্ত্তৃক ততদূর সম্মান প্রাপ্তে মনে মনে করিতে লাগিল, এই বারই আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত স্বয়ং কাজী যখন আমার এতদূর সম্মান করিতেছে, তখন কাজীর মনে যে কিরূপ দুষ্টাভিসন্ধি আছে তাহা আমিই বুঝিতেছি, হয় তো আমার সর্ব্বনাশই ঘটাইবেন, তজ্জন্যই এতদূর সম্মান করিতেছেন, এই ভাবিয়া শিল্পকার অতি খ্রিয় মনেই অবস্থান করিতে লাগিল, কাজী তখনই বলিয়া উঠিলেন, মহাশয়! আপনি অতি সত্যশিল এবং যথার্থই ইশ্বরের সেবক, আপনি আমার সমক্ষে একটী কথা প্রকৃতদর্পে বলুন দেখি, এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কিরূপ! শিল্পকার কহিল মহাশয়! আমি কখনই কাহার প্রতি দ্বেষাদ্বেষ করি না, সর্ব্বদাই ধর্ম্মোপাসনায় কাল যাপন করি, আমার অভিপ্রায় আর কি, এক্ষণে আমি এই এক মনস্থ করিয়াছি, যে একবার মক্কাতীর্থেই গমন করিব, এবং তথায় ঈশ্বরের চিহ্ন কয়েটি বস্তু আছে তাহাই দর্শন করিয়া জীবনের সার্থক করিব। তদ্বাক্যে কাজী কহিলেন, ধন্য! ধন্য! তুমিই যথার্থ সাধু। মহাশয়! আর একটী নিবেদন করি, আমি শুনিয়াছি, মহাশয়ের নাকি একটী অবিবাহিতা কন্যা আছে, সেই কন্যাটী নাকি সংপূর্ণ বিবাহেরই পাত্রী হইয়াছে, একথাটী কি সত্য? শিল্পক কহিল, মহাশয়! আমার যে একটী কন্যা আছে, একথা কখনই মিথ্যা নহে, আর সংপূর্ণ

বিবাহেরও যোগ্য কি, তাহার বিবাহের কাল প্রায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আন্দাজ তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশবৎসর হইবে, কিন্তু মহাশয়। যে কন্যার পাণিগ্রহণ কোন পাত্রে করিবে? সে কন্যাটি অতুর। এবং সেই কন্যা আমার এতদূর কুৎসিতা যে তাহাকে লোক সমাজে দেখাইতেও লজ্জার উদয় হয়, তৎকারণ সে কন্যাকে আমি কদাচই বাহির করি না, তাহাকে আমি সর্ব্বদা গৃহের মধ্যে রক্ষা করিয়াই থাকি। যৎকালে সেই শিল্পকার কাজীর সমক্ষে এইরূপ বাক্য নিয়োগ করিল, তৎকালেই কাজী ইসদ হাস্য করিয়াই কহিলেন, মহাশয়। সে কথা আর আমাকে কিছুই বলিতে হইবে না, আপনাব কন্যা যতদূর কুৎসিতা ও ব্যাধি প্রপীড়িতা তাহা আমি সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি, কেন আর আপনি সে বিষয় আমাকে প্রতারণা করিতেছেন? যাইহোক, আপনার সে কন্যা কুৎসিতা হইলেও আমি তাহার পাণি গ্রহণ কবিব, কুৎসিতা হইলেও সেই কন্যা আমার পরিণীতা ভার্য্যা হইবে, আমি তাহাকে অবশ্যই গ্রহণ করিব।

কাজীর যৎকালে এইরূপ আগ্রহ বাক্য সেই শিল্পক শ্রবণ করিল, তৎকালে সে আর সে কথার কোন উত্তর না করিয়া, কেবল মাত্র কাজীর মুখের দিকেই চাহিযা রহিল। তদনন্তর অতি বিনীত বাক্যে কহিল, হে বিচার স্বামী! আপনিই আমাদের রক্ষা কর্ত্তা। আপনার কি আমার প্রতি এরূপ বিদ্রুপ বাক্য প্রয়োগ করা সম্ভব হইতেছে? কাজী কহিলেন, হে সাধু? আমি আপনাকে কখন বিদ্রুপ বাক্য বলি নাই, আমি আপনাকে যাহা বলিতেছি, ইহা সকলই সত্য। আমি শুনিয়াছি, আপনার কন্যা অতি স্বরূপা, আমি তাহারই পাণি গ্রহণ করিব, আপনি এককথায় আমার কিছুমাত্র সন্দেহ করিবন না, যত শীঘ্র পারেন, তত শীঘ্রই আপনাব সেই কন্যা রত্ন আমাকে অর্পণ করুন। শিল্পক অমনই কহিল, মহাশয়। আপনি কোন প্রতারকের প্রত্যারণায় আমার দুহিতাকে সুন্দরী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন, এবং তাহারই পরিণয় কামনা করিয়া এত আগ্রহ হইতেছেন? আমি আপনার সমক্ষে সপথ করিয়া বলিতেছি, আমার দুহিতার ন্যায় আর কুৎসিতা কামিনী এখনও এ অবনীতে জন্মে নাই, সে কখনই আপনার ন্যায় সুপত্রের যোগ্য পাত্রী নহে। তখন কাজী ইসৎ কোপের সহিত কহিলেন, মহাশয়? আপনি কেন বারম্বার আর তার রূপেব কথা ব্যাখ্যা করিতেছেন, আমি যখন বলিতেছি সে কন্যা কুৎসিতাই হউক আর সুশ্রীতাই হউক, আমি তাহাকেই পরিণয় করিব, তখন আর আপনার তাতে এত আপত্য কিসের? যত

শীঘ্র পারেন তত শীঘ্রই সেই কন্যাকে আমাকে অর্পণ করুন। আমি আপনার ও কথা কিছুতেই শুনিব না।

শিল্পক কাজীর এবম্বিধ জেদবাক্য শ্রবণে অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে এই স্থির করিলেন, বোধ হয় কোন কৌতুকজ্ঞ ব্যক্তি কোন কৌতুক দেখিবেন বলিয়া কাজীর মনে আমার কন্যা যে পরমা রূপবতী ইহাই দৃঢ় ধারণা করাইয়াছেন, নতুবা কাজী আমার সেই কদাকার তনয়ার জন্য এতদূর আগ্রহ হইবেন কেন? হায়! এখন উপায় কি কি উপায়েই বা এই কাজীর ঐ প্রবৃত্তি দূর করিব। এই ভাবিয়া শিল্পক মনে মনে এই এক যুক্তি স্থির করিল, আমার সেই কন্যার কারণ কাজীর নিকট অতিরিক্ত পণের আকাংক্ষা করি, তাহা লইলেই কাজী ইহা হইতে বিমুখ হইবেন। মনে মনে শিল্প এইরূপ যুক্তিস্থির করিয়া কাজীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বহিল? হে বিচারপতে! যদি আপনি একান্তই আমার সেই কন্যার ভর্ত্তা হইবার কামনা করিয়াছেন, তবে আমাকে সেই কন্যার পণের স্বরূপ অগ্রে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করুন, তদনন্তর আপনাকে সেই কন্যারত্ন আনিয়া প্রদান করিব। যদ্যপি ইহাতে আপনি অস্বীকৃত হন, তবে আমিও সেই কন্যাদানে অস্বীকৃত রহিলাম কাজী তৎশ্রবণ মাত্রেই কহিলেন, কি? সামান্য এক হাজার স্বর্ণামুদ্রার জন্যে আমি আপনার সেই কন্যা গ্রহণে বিমুখ হইব, তাহা কখনই হইবে না, আপনাকে আমি এখনই একহাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতেছি, আপনি শীঘ্র করিয়াই আপনার সেই দুহিতাকে আমাকে সমর্পণ করুন? এই বলিয়া কাজী তখনই সেই শিল্পককে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গুণিয়া দিলেন। শিল্পক কাজে কাজেই তৎসময় স্বীয় কন্যা কাজীকে দিব বলিয়াই স্বীকার করিল, কিন্তু যৎকালে বিবাহের অঙ্গীকার পত্র প্রস্তুত করিয়া কাজী তাহাতে উক্ত শিল্পককে স্বাক্ষর করিতে কহিলেন, তৎকালেই শিল্পক বলিল, মহাশয়! আমি উহাতে স্বাক্ষর করিতে সংপূর্ণরূপেই প্রস্তুত আছি, কিন্তু আপনি এ বিষয়ে এক কার্য্য করুন, এই অঙ্গীকার পত্রের সাক্ষরূপে দুই একটী বিজ্ঞজনকে আনিত করুন, আমি তাঁহাদের সমক্ষেই এই অঙ্গীকার লিপিতে স্বাক্ষর করিয়া দিতেছি। কাজী তাহার বাক্যেই স্বীকৃত হইলেন, আর অপেক্ষা করিলেন না তখনই কাজী কয়েক জন ভদ্রলোককে আনিবার জন্য একজন আপনারই অমাত্যকে আদেশ করিলেন।

অবিলম্বেই তৎস্থানে অনেকানেক ভদ্র পুরুষগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কাজী যখন সেই সকলকার সমক্ষেই সেই শিল্পকে সেই

অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষরিত করিতে কহিলেন, তৎকালেই সেই শিল্পক বলিয়া উঠিল, আমি এই অঙ্গীকার পত্রে এখনই স্বাক্ষর করিয়া দিতেছি, কিন্তু ইহাতে আমার আর একটী আপত্য আছে, তাহাও আপনি এই সভাজন সমক্ষে স্বীকৃত হন। কাজী কহিলেন, আর কোন বিষয়ে আপত্য আছে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলুন, আমি এখনই স্বীকার করিতেছি? শিল্পকার কহিল আমার এই আপত্য, যদি আপনি আমার তনয়াকে পরিণয় করিয়া ও গ্রহণে অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাহাকে আর এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হন। কাজী তখনই কহিলেন, আমি এই সভাজন সমক্ষেই বলিতেছি, যদি তোমার কন্যাকে পরিণয় করিয়াও পরিত্যাগের কামনা করি, তবে তাহাকে আর এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সহকারেই পরিত্যাগ করিব, ইহাতে আর কোন আপত্যই খাটীবে না? শিল্পক কাজীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে আর দ্বিরুক্তি করিল না, তখনই আপন দুহিতাকে আনয়ন জন্য প্রস্থান করিল। তৎসঙ্গে সকলেই প্রস্থান করিল, তৎস্থানে কেবলমাত্র কাজীই একাকী হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কাজী মহাশয়, ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে বোকদাদদেশীয় আর একটী বণিক নন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কন্যাটী অতিশয় সুন্দরী, তাঁহার স্বভাবও অতি নির্ম্মল ছিল, দুরাত্মা এত দিন তাহার সহিত সুপ্রণয়ে কালহরণ করিতেছিলেন, কিন্তু সেই বণিক নন্দিনী যৎকালে শ্রবণ করিলেন, কাজী আবার পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন, তৎকালেই সেই বণিক নন্দিনী সেই কাজীর সম্মুখদেশে আসিয়া কহিলেন, পাষণ্ড! এই কি তোমার প্রণয়ের পরিণাম? তুমি কোন ব্যবহারে একটী মস্তকে দুইটী উষ্ণীস বান্ধিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছ? একটী কোষের মধ্যে কি দুই খানি তরবাল থাকিতে পারে? বরঞ্চ তাহা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু গৃহীজনের দুইটী গৃহিণী থাকা সে নিতান্ত অসহনীয়? যাহার আমার ন্যায় সুবিনীতা ভার্য্যাতেও মনের তৃপ্তিলাভ হইল না, সে পুরুষ যে কতদূর মূঢ় সে আমিই বলিতে পারি। যাইহোক, আমার বেশ ফল হইয়াছে, আর আমি তোমার মুখ অবলোকন করিতে চাহি না। আমার বিবাহ সময়ে আমার পিতৃদত্ত যে যৌতুক স্বরূপ তোমার নিকট গচ্ছিত অর্থ আছে, তাহা এখনই আমাকে প্রদান কর, আমি এখনই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিব। মহাশয়! কাজী দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আপনার সুখেই আপনি কণ্টক প্রদানে প্রবর্ত্ত হইলেন, কাজী তখনই ঘূর্ণিত লোচনে কহিলেন,

তুমি যদ্যপি এইরূপ মানসই করিয়া থাক, তবে আমিও তাহাতে সংপূর্ণরূপে প্রস্তুত আছি? আমিও সর্ব্বদা ঐ চিন্তা করিতেছিলাম, যৎকালে তুমি স্বয়ংই ঐ কথায় মত প্রকাশ করিলে, তখন আমার আর কোনরূপেই আপত্য নাই। আমি এখনই তোমার পিতৃ প্রদত্ত যৌতুক স্বরূপ যে অর্থ আছে, তাহা প্রদান করিতেছি, তুমি সত্বরেই প্রস্থান কর। এই বলিয়া কাজী তখনই তাহার পিতৃপ্রদত্ত যৌতুক স্বরূপ যে অর্থ ছিল, তাহা আপন সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া একে একে সমস্তই বুঝাইয়া দিলেন, কামিনী তাহা প্রাপ্তে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিল না, অতি দুঃখিতান্তকরণে তখনই পিতৃ ভবনাভিমুখে যাত্রা করিল।

এদিকে কাজী নব পরিণীতা রমণীর সহিত নবপ্রেমালাপ করিবেন বলিয়া অগ্রেই বিলাসভবনে সজ্জিতার্থ ভৃত্যগণকে আজ্ঞা দান করিলেন, ভৃত্যগণ যথানিয়মেই সেই বিলাস গৃহ সজ্জিভূত করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ কারপেট দ্বারা সেই গৃহটী আচ্ছাদিত করিল, তদনন্তর সেই গৃহের মধ্যস্থলে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের কয়েক খানি সিংহাসন স্থাপিত করিল, তৎপরে সেই গৃহের ভিত্তিতে যে কত কত কার্য্য মূর্ত্তি ঝোলাইয়া দিল, তাহার শোভায় সেই ঘর একেবারেই সমজ্বল হইতে লাগিল। এইরূপে যৎকালে গৃহটী উত্তম রূপেই সজ্জিত হইয়া আসিল, তৎকালেই কাজী শিল্পক নন্দিনীর কতক্ষণে আগমন হইবে, তাহারই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। যত বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই তিনি কাতর হইতে লাগিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না, তখনই একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসিত করিলেন, মন্ত্রিবর। তুমি বলিতে পার, সেই নব পরিণীতা শিল্পক নন্দিনীর এখনও আগমন হইতেছেন না কেন? আমি সেই কামিনীর বিরহে এতদূর কাতরা হইয়া পড়িয়াছি, যে আর মুহূর্ত্তকাল তাহার মুখ শশী না দেখিলে বোধ করি আমাকেও জীবনে হৃত হইতে হইবে। কাজী মন্ত্রী যৎকালে কাজীর এতদ্রূপ কাতর বাণী শ্রবণ করিলেন, তৎকালে তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, তিনিও তখনই সেই শিল্পক আলয়ে আগমন জন্যই উৎযোগ করিতে লাগিলেন। এমত সময়েই দেখিলেন সম্মুখভাগেই মঞ্জুষা মস্তকে একটী বাহক আসিয়া উপস্থিত হইল। কাজী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তখনই সেই বাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাহক! তুমি এই সিন্ধুকটী মস্তকে করিয়া কোথায় হইতে আসিতেছ, এবং উহার অভ্যান্তরে কোন দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ বলিতে পার? তখনই সেই বাহক উত্তর করিল, মহাশয়। ইহার অভ্যন্তরে অপর কোন দ্রব্যই নাই, আপনি যে

শিল্পক দুহিতার যত্ন সহকারে পাণি গ্রহণ করিয়াছেন, এই সিন্ধুক অভ্যন্তরে তিনিই আছেন, শিল্পক আদেশে এক্ষণে তাঁহাকেই আনায়ন করিয়াছে। আপনি এই সিন্ধুক মোচন করিলেই দেখিতে পাইবেন।

কাজী বাহক বাক্যে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলেন না। তখনই যেমন সেই সিন্ধুকটী সসব্যস্ত হইয়া উন্মোচন করিলেন, অমনই তাঁহার অভ্যন্তর মধ্যে দেখিতে পাইলেন, একটী কিম্ভূত কিমাকার মৃতের মূর্ত্তি ন্যায়ই শায়িত রহিয়াছে। রমণীটি দীর্ঘে প্রায় দুই হস্ত পরিমিতই হইবে, চক্ষু, নাসিকা ও কর্ণ সকই তাহারই কোঠরের মধ্যে চ-কিয়া রহিয়াছে, হস্ত ও পদে অঙ্গুলাদির চিহ্নও নাই, মুখে সমস্ত ক্ষতে পরিপূর্ণ তাহাতে মাছি ও কীটে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কাজী ঐ মূর্ত্তি দেখিয়াই তো মহা ত্রাসিত হইলেন, আর অপেক্ষা করিলেন না, তখনই সেই সিন্ধুকটী আবদ্ধ করিয়া বাহককে কহিলেন, বাহক। তোর এতদূর সাহস? তুই কিনা আমার সমক্ষে ভয়ানক জন্তুকে আনয়ন করিস? বাহক কহিল, হে ধর্ম্মাবতার। এ গরিবের প্রতি ক্রোধিত হইবেন না, আপনি যাঁহাকে অতি যত্নের সহিতই পরিণয় করিতেছেন, আমি তাঁহাকেই আনায়ন করিতেছি। শিল্পকের আত্মজার মধ্যেই হীন, আমি সেই শিল্পক আদেশেই আপনার সমক্ষে ইহাকে আনয়ন করিয়াছি। কাজী তদ্বাক্যে আরও কুপিত হইয়া কহিলেন, বাহক। আমি কি এতই নির্ব্বোধ, তাই জড়জন্তু রমণীকে পরিণয় করিয়াছি। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, শিল্পক আমার সহিত প্রতারণা করিয়াছে। এইরূপ বাহক ও কাজীতে কথোপকথন হইতেছিল এমত সময়েই সেই আউস্তওমার শিল্পক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কাজীতে সেই শিল্পককে দেখিয়াই একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, অমনি দারুণ কর্কশস্বরে কহিলেন, দুরাত্মা। তোর এতদূর সাহ। তুই কিনা আমার সহিত পরিহাস করিতে উদ্যত হস? তুই জানিস না, আমি কে? আমার সহিত পরিহাস করিলে আর কি তুই সজীবনে থাকিতে পারিবি। আমি আজ্ঞা করিলে তোর ন্যায় কত শত ব্যক্তির মস্তক ছিন্ন হয়? এখনও বলিতেছি তোর যদি অমূল্য জীবনে কিছু মাত্র মমতা থাকে, তবে এখনই এ জড়জন্তুর পরিবর্ত্তে তোর সেই সুন্দরী দুহিতাকে আনিয়া দে। শিল্পক কাজীর এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া অতিশয় ত্রাসিত হইল, তৎকালে তাহার সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বিনয় করিয়া কহিল ধর্ম্মাবতার। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, কিন্তু এ বিষয়ে এ দাসের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। আমি ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া বলি

তেছি, আমার এই কন্যা ভিন্ন আর দ্বিতীয় কন্যা নাই। প্রভো! আমিতো পূর্ব্বে আপনাকে এই জন্যই পুনঃ পুনঃ বহুবিধ বিনয় সহকারে কহিয়াছিলাম মহাশয়। আমার কন্যার ন্যায় কুৎসিতা রমণী আর এ ত্রিভুবনে নাই, আপনি নিরস্ত হন, সে কন্যার পাণি গ্রহণে আপনি কদাচই ইচ্ছা করিবেন না। আমি আপনাকে যতই বলিতে লাগিলাম, ততই আপনি আমার প্রতি ক্রোধিত হইয়া আগ্রহ করিতে লাগিলেন, কাজে কাজেই আমি আপনার সমক্ষে আমারই যে দুহিতা তাহাকেই আনয়ন করিয়াছি, মহাশয়! ইহাতে আমার আর কি অপরাধ হইতে পারে।

কাজী যৎকালে এতদ্বিধ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তৎকালে তাঁহার অনেকরূপে সেই ক্রোধের সামা হইয়া আসিল, তখন তিনি সেই শিল্পককে নম্র বচনে কহিলেন, শিল্পক। এ বিষয়ে দেখিতেছি, তোমারও কোন অপরাধ নাই, আর আমারও কোন অপরাধ নাই, এ ঘটনা কেবল একটী প্রতারক ললনার কারণই ঘটিয়াছে। সেই ললনা এই বিবাহের পূর্ব্বকালেই আমার নিকট আগমন করে, এবং সে তোমারই কন্যা বলিয়া আমাকে পরিচয় দেয়। সে প্রথমতঃ আমাকে এইরূপ কহিয়াছিল, আমি অমুক শিল্পকেরই একমাত্র তনয়া, কিন্তু পিতা আমার বিবাহ পক্ষে নিতান্ত বিরত তাঁহাকে যদিও কেহ আমার বিবাহের কথা প্রস্তাবিত করেন, তাঁহাকে তিনি এই বলিয়া প্রতারণা করিয়া থাকেন, যে আমার আত্মজা অতিশয় কুরূপা ও ব্যাধিগ্রস্ত, সেই কন্যা কখনই বিবাহের যোগ্যপাত্রী নহে। বলিব কি, আমি তাহার যে যেরূপ রূপ রাশি নিরীক্ষণ করিলাম, সেরূপ কামিনী অতি বিরল বলিলেই হয়, আমি স্বয়ং তাহাকে পরিণয় করিতে ইচ্ছা করিলাম, যে পাপিয়সীও আমাকে পতিতে বরণ করিব বলিয়া স্বীকৃতা হইয়া যায়, আমি তজ্জন্যই এই কার্য্যের এতদূর আগ্রহ করিয়াছিলাম, ইহাতে আমারই বা অপরাধ কি? শিল্পক কহিল, মহাশয়। তবে সেই কামিনীই আপনাকে প্রতারণা করিয়াছেন? আমার অনুভব হয়, আপনার সহিত তাহার কোন শত্রুতাভাব ছিল, তৎকারণই এইরূপ ঘটাইয়াছে। কাজী তখন মহাবিপদেই পতিত হইলেন ঐ কন্যার প্রত্যাশায় তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণীকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তিনি আর কাহাকেও কিছু না বলিতে পারিয়া কতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার গালে হস্ত দিয়াই বসিয়া রহিলেন। তদনন্তর সেই শিল্পককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শিল্পক! এক্ষণে সংপূর্ণই বুঝিতেছি, আমি সেই ললনার প্রতারণাতেই প্রতারিত হইয়াছি, বোধ হয় তাহার

আমি যেমন কার্য্য করিয়াছিলাম, তদনুরূপই ফল লাভ করিয়াছি, কিন্তু মহাশয়! এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার ঐ কন্যাটীকে আপন গৃহে লইবার জন্যই আদেশ করুন। আমি ইতি পূর্ব্বে যে আপনাকে ঐ কন্যার পণের কারণ এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছি, এ কারণ তাহাও আমি আপনাকেই প্রদান করিলাম আর যদি আমার সহিত প্রণয় রাখিবার ইচ্ছা করেন, তবে ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া গমন করুন, আর অন্যমত করিবেন না।

শিল্পক যদিও ইতি পূর্ব্বে কাজীর কাছে পাকারূপ বন্দবস্ত করিয়াছিল, যে কন্যাকে ইচ্ছাসুখে পরিত্যাগ করিলে, আরও এক সহস্র সর্ণ মুদ্রা পাইবে, এবং তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ বহু বহু ভদ্রলোকও ছিলেন, তথাচ তাহা লইতে হইবে যে কাজীর সহিত মনান্তর ঘটিবে, এই ভয়েই তাহাতে নিরস্ত হইল, কারণ কাজী হইলেন বিচার পতি, বিচারপতি সঙ্গে বিবাদ থাকিলে অনায়াসেই সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারেন। এই ভাবিয়া শিল্পক উত্তর করিল মহাশয়! আপনার বাক্য আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু যদি কন্যাকে একান্তই পরিত্যাগ করিবেন, তবে আপনি স্বহস্তে একখানি ত্যাজ্য পত্র লিখিয়া দিন, আমি এখনই প্রস্থান করি। কাজী তদ্বাক্যে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলেন না, তখনই একখানি ত্যাজ্যপত্র লিখিয়া সেই শিল্পককে প্রদান করিলেন, শিল্পকও কন্যা লইয়া তখনই স্বধামে যাত্রা করিল।

মহাশয়! বলিব কি, মন্দ কর্ম্ম কখনই ছাপা থাকে না, এ বিষয় ক্রমেই নগর মধ্যে প্রচার হইয়া উঠিলে, সকলেই সেই কাজীকে উপহাস করিতে লাগিল। কাজী তথাচও শান্তভাব হইলেন না, আবার আমাদের কিসে অনিষ্ট ঘটাইবেন, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, আমি তখন সেই মোয়াফেকের সহিত একটী পরামর্শ করিয়া একেবারে সেই বোকদাদ স্বামীর নিকটেই উপস্থিত হইলাম। প্রথমতঃ যথা নিয়মেই তাঁহাকেই সম্মান বর্দ্ধন করিলাম, তদনন্তর আমার পরিচয় প্রভৃতি এবং যাহা যাহা পথঘটিত অত্যাহিত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎ সমস্তই বিদিত করিলাম। পরে তাঁহার বিচার পতি কাজীও যেরূপ গুণাগুণ ও স্বভাব দোষ, তাহাও বর্ণনা করিয়া একেবারে নিরব হইলাম। বোকদাদেশ্বর আমার সমস্ত বাক্যই স্থির ভাবে শুনিতেছিলেন, যৎকালে আমি একেবারেই নিরব হইলাম, তৎকালেই তিনি দুঃখি তান্তঃকরণে বলিয়া উঠিলেন, যুবরাজ! তোমার যদি এইরূপ-

বস্থাই ঘটিয়াছিল, তবে কেন তৎকালেই আমার সমক্ষে আসিয়া এ সংবাদ বিদিত কর নাই? আমি সেই নিরব হইয়াই থাকিলাম, তাহাতে তখনই তিনি বলিয়া উঠিলেন, আমি বুঝিয়াছি, দস্যুগণ কর্তৃক তুমি অতিশয় হীনদশায় পতিত হইয়াছিলে, তৎকারণই আমার সমক্ষে আসিতে পার নাই। যাইহক, বৎস। মানবের অবস্থা যে চিরকাল সমভাবেই যায়, ইহা কখন মনে করিও না, সকলেরই সুখ দুঃখ ঘটিয়া থাকে, তবে অবস্থা ক্রমে চলাও সেটা মন্দ নহে, কিন্তু তোমার পিতা সেই বনাটক ভুপালের সহিত আমার যেরূপ সৌহৃদ্য সে ভাবে তুমি আমার নিকট অনায়াসেই আসিতে পারিতে, আর সে অবস্থা আমি তোমার নিরীক্ষণ করিলে বিলক্ষণরূপে সাহার্য্য করিতাম ইহার আর ভুল নাই। তুমি অনর্থকই এইরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছ, ইহা শ্রবণ করিয়া আমারও মনে অতিশয় কষ্ট হইতেছে। মহীপাল এইরূপে আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তখনই তিনি আমাকে একটী হীরকময় অঙ্গুরী ও এক প্রস্ত উৎকৃষ্ট বসন প্রদান করিলেন।

আমি মনের আনন্দেই তৎস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্বশুরালয়াভিমুখেই যাত্রা করিলাম, যৎকালে আমি শ্বশুরদেবের আলয়ে আসিয়াই পদার্পণ করিলাম, তৎকালেই দেখিতে পাইলাম, সেই বোকন্দাদপতি স্বয়ংই আমার সেই শ্বশুর দেবের বাটীতে কতীপয় পারস্য দেশীয় তুরঙ্গম মণিখচিত বিভূষণে বিভূষিত করিয়াই প্রেরণ করিয়াছেন। আর তৎসঙ্গে উৎকৃষ্ট কিংখাপ ও মখমল প্রভৃতি বহুবিধরূপ বস্ত্রও প্রদান করিয়াছেন। আমি তাহা নিরীক্ষণেইতো একেবারে আনন্দে পরিপূর্ণ হইলাম, তদনন্তর শুনিতে পাইলাম, তিনি আমার সেই শ্বশুরদেবকেও নির্দ্দষী বিবেচনা করিয়া তাঁহার পদ তাঁহাকেই প্রদান করিয়াছেন, এবং কাজীর নিতান্ত মন্দ স্বভাব জানিয়া তাহাকে সেই আউতাওমার দুহিতার সহিতই তাহাকে একেবারে জীবনের জন্য কারাবদ্ধ করিয়াছেন। তখন আমার আরও আনন্দের উদয় হইল, দুষ্টের দমন হইয়াছে ভাবিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম, তদনন্তর আমি সেই মোবাক্কেক আলয়েই অবস্থান করিয়া সেই অবস্থান কিছুদিন অতীত করিলাম, তৎপরে মস্ত্রীকে স্বদেশে যাইবার জন্য একজন দূতকে সেই মৌজলদেশেই আপন পিতৃসন্নিধানে প্রেরিত করিলাম। বহুদিন অতীত হইয়া গেলেও যখন সেই দূতের আর প্রত্যাগমন দেখিলাম না, তৎকালে একদিন বিরলে বসিয়া তাহারই বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়েই সেই দূত পুনরাগমন করিয়া আমাকে প্রণাম পুরসরঃ নিবেদন করিল; হে যুবরাজ! আর দুঃখীত হইবেন না, আপনাকে যে দস্যুগণ

সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া মহা বিপদে পতিত করিয়াছিল, তৎসংবাদ প্রাপ্তে মৌজলেশ্বর চারি সহস্র সৈন্য দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক একেবারে তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়াছেন; কিন্তু এই এক দারুণ দুঃখের বিষয় হইয়াছে, আপনার পিতা বনাটক ভূপতি তিনি যে সেই দৈত্যগণ হস্তে আপনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, এই স্থির করিয়া তিনিও আপনার শোকে ও দুঃখে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার অভাবে সেই মৌজল সিংহাসনে তদীয় পিতৃব্য নন্দন আমেদ উদ্দীনই বিরাজ করিতেছেন, তিনি যদিও প্রজাগণকে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিতেছিলেন, তথাচ প্রজাগণ আপনার জন্যই হাহাকার করিতেছিল। এক্ষণে আমার মুখে প্রজাগণ আপনার শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া এতই পুলকিত হইয়াছে যে, কতক্ষণে আপনাকে দেখিবে, কতক্ষণে আপনাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া তাঁহারা সেই মৃতমহারাজের শোকে বিস্মরণ হইবে, এই ভাবিয়া সকলেই আপনার আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া কালযাপন করিতেছে। এই বলিয়া সেই দূত তখনই সেই ভূপাল আমেউদ্দীনের হস্ত লিখিত পত্রখানি আমার হস্তে প্রদান করিল। আমি তখন সে পত্রখানি মোচন করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম, দেখিলাম সেই পত্রখানি কেবলমাত্র কৃতজ্ঞতারসেই পরিপূর্ণ, এবং ভূয় ভূয় লিখিয়াছেন যে, মহাশয়! আমি শিশুমতি, আমি কি এই বিশাল পিতৃব্য রাজ্যের ভার গ্রহণে সক্ষম, আপনি অবিলম্বেই যাত্রা করিবেন, আমি আপনার রাজ্য আপনাকে অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণে সুখী হইব।

আমি সেই পিতৃবিয়োগ সংবাদ শুনিয়া নিতান্ত গমন জন্য অধীর হইলাম, আর বিলম্ব করিলাম না। তখনই বোকদাদাধিশ্বরের নিকটেই বিদায় জন্য প্রার্থনা করিলাম। তিনি তখনই সম্মতি গ্রহণ করিলেন, এবং পথঘটিত কোন বিপদ আপদ হয় বলিয়া তিনি তিন সহস্র আরোহী সৈন্য প্রদান করিয়া আমাকে গমনে অনুমতি করিলেন। আমি অবিলম্বেই শ্বশুর মন্দিরে আগমন করিয়া তাঁহাদের নিকটও বিদায় গ্রহণ করিলাম, সহধর্ম্মিণীও আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, তিনি আমার গমন দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তিনিও স্বীয় জনক জননীর স্থানে বিদায় লইয়া আমারই সমভিব্যাহারী হইলেন, আমরা মনানন্দেই সেই বোকদাদ নগর পরিত্যাগ করিলাম। প্রায় আমরা মৌজল সীমায় গমন করিবার অদ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছি, এমত সময়েই আমাদের সম্মুখভাগে দেখিলাম, একদল সুসজ্জিত সৈন্য আসা-

দেরই অভিমুখে আসিতেছে। আমি তাহাদিগকে প্রথমতঃ দস্যুদলই বিবেচনা করিলাম, তাহাতে আমার অত্যন্ত ত্রাসেরও উদয় হইল, আর অপেক্ষা করিলাম না, তখনই স্বীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে কহিলাম। আজ্ঞা মাত্রেই তাহার রণবেশে সম্মুখীন হইল, এমত সময়ে একজন দূত আসিয়া আমাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন, রাজকুমার! ভীত হইবেন না, সম্মুখভাগে যেসকল সৈন্যগণ দেখিতেছেন, উহা আপনারই পিতার সৈন্য, তদীয় ভ্রাতা আমেদউদ্দীন আপনার আগমন জানিয়া আপনাকে অভ্যর্থনা নিমিত্তই সসৈন্যে আগমন করিতেছেন। আমি যদিও শুনিলাম, আমার পিতৃব্য নন্দন আমার অভিগমনার্থই অগ্রসর হইতেছেন, কিন্তু আমার তাহাতে সংপূর্ণরূপ বিশ্বাস হইল না। আমি সেই ভাবেই থাকিলাম, এমত সময়েই দেখিলাম, আমার সেই পিতৃব্য নন্দন স্বীয় অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া একেবারে আমারই নিকটে আগমন করিলেন, এবং যথাবিধানে আমার প্রীতি বর্দ্ধন করিয়া নানারূপ নম্রবচনে কহিতে লাগিলেন। মহাশয়! বলিব কি, তাহাতেও আমার মনের সন্দেহ দূর হইল না, মনে ভাবিলাম যদি আপনার কার্য্যসিদ্ধির মানসেই এইরূপ কৌশল করিয়া থাকেন? তৎপরে আবার চিন্তা করিলাম, আমেদউদ্দীন আমার প্রিয় ভ্রাতা, উনি কি কখন এরূপ কার্য্য করিতে পারেন? যাইহোক, উহার সঙ্গে আমার সদ্ভাব করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া তখনই বোকদাদপতির সৈন্যগণকে বিদায় দান করিলাম আর মনের মধ্যে কিছুই দ্বিধা রাখিলাম না, অগত্যা নানারূপ মিষ্টালাপ করিতে করিতে তাঁহাদেরই সঙ্গে সসৈন্যে গমন করিতে লাগিলাম। আমেদউদ্দীনও যথেষ্ট সচ্চরিত্রের লোক ছিলেন, তিনিও সংপ্রতি যথেষ্ট শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে করিতে একেবারে মৌজলদেশে আসিয়াই উত্তীর্ণ হইলেন।

আমি প্রথমতঃ যেমন সেই মৌজলদেশে পদার্পণ করিলাম, অমনই প্রজাগণ আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া জয় জয় ধ্বনীতেই নগর পূর্ণিত করিয়া তুলিল। তিন দিন কাল নগর মধ্যে আনন্দের সীমা রহিল না, প্রতি ঘরেই মহা মহোৎসব হইতে লাগিল। বণিকগণ প্রতি বিপনীতেই সুন্দর সুন্দর পতাকা ও পুষ্পমালা দিয়া সুসজ্জিত করিল, নিশাগমে আলোকমালায় নগর যে কি পর্য্যন্ত শোভিত করিল, তাহা আর বলিতে পারি না। সকল স্থানেই নৃত্য গীত ও বাদ্য নিনাদিত হইতে লাগিল, সেই তিন দিন আর নগরে কেহই নিরানন্দ রহিল না। পরিশেষে নগরে যত যত প্রধান প্রধান শিল্পকগণ ছিল, তাহারা সকলেই আমার সমীপে আগমন করিয়া

কহিল, হে যুবরাজ! আপনার বিহনেই নগর অন্ধকারময় হইয়াছিল, এক্ষণে নগরের হারা চন্দ্র উদয় হওয়াতেই নগর আলোকে পূর্ণিত হইয়াছে। আর কি বলিব, আপনি দীর্ঘজীবি হউন। তাহারা এই বলিয়া কতরূপ কতজনে আমার প্রীতিবর্দ্ধন করিতে লাগিল, কিন্তু মহাশয়! আমার আর কিছুতেই সে আনন্দে আনন্দ বোধ হইল না, কারণ আমি একমাত্র সেই প্রিয়াকেই প্রাণের সহিত ভাল বাসিতাম, প্রিয়ার প্রীতি না হইলে আর আমার প্রীতি হইবে কিসে? আমি তখনই গাত্রোত্থান করিলাম, এবং তখনই সেই যে রাফেক দুহিতার প্রীতির নিমিত্ত ভৃত্যগণকে একটী উৎকৃষ্ট গৃহ সজ্জিত করিতে বলিলাম। ভৃত্যগণ মমাদেশে গৃহটী যেরূপ উৎকৃষ্ট সজ্জিত করিল, সে শোভার কথা আর কি বলিব, দেখিলে সাধুদিগেরও মন মোহিত হইয়া যায়। তখনই সেই গৃহে প্রিয়ার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম, এবং তাহার আনন্দবর্দ্ধনের কারণ পিতৃ গৃহে যে জর্জ্জিয়া দেশীয় বিংশতি জন সঙ্গীত বিদ্যাবিশারদা কামিনী ছিল, যাহাদের গানে পিতৃদেব সর্ব্বদাই প্রসন্ন হইতেন, আমি তাহাদিগকেই তাহার স্থানে নিযুক্ত করিয়া দিলাম। আরও দ্বাদশ জন ক্লীবকে তাহার ভৃত্য কার্য্য করিবে বলিয়া তথায় রাখিয়া দিলাম।

পিতাও তাহাতে অতিশয় প্রীত হইলেন, আমিও সেই প্রিয়ার প্রীতিতে মহা প্রীত হইয়া রাজকার্য্যাদি উত্তমরূপেই করিতে লাগিলাম। প্রজাগণ আমার পালনে সকলেই মনের সুখে অবস্থান করিতে লাগিল, আমিও সর্ব্বসুখেই কালহরণ করিতেছি, এমত সময়ে সেই নগরীতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যোগীর পরিচয়ের কথা আর কি বলিব, তাহার বাকচাতুর্য্যতা গুণে অমাত্যগণ একেবারেই তাহার বাধ্য হইয়া উঠিল। তাহারা প্রায়ই সর্ব্বকাল সেই সন্ন্যাসীর কথা আমার নিকটে বলিতে লাগিল আমিও তাহার সেই সুখ্যাতির কথা শুনিয়া একদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কামনা করিলাম। তদনন্তর তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, সে এমনই দুই একটী আশ্চর্য্যরূপ কাণ্ড দেখাইল, যে তাহার সেই কার্য্যাদি গুণে আমি তাহাকে মন্ত্রীত্ব পদদানে অভিলাষি হইলাম, কিন্তু সেই যোগী তখনই বলিয়া উঠিল, হে রাজন! আমরা সন্ন্যাসী, আমরা কেবলমাত্র ভগবানের নাম লইয়াই ভ্রমণ করিয়া থাকি, আমরা কি কাহার অধীনত্ব স্বীকার করিয়া থাকিতে পারি? আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে আর ওরূপ আজ্ঞাদান করিবেন না। আমি যৎকালে সন্ন্যাসীর মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিলাম, তৎকালে তাহাকে যথার্থই সাধু বিবেচনা করিয়া তাহার

প্রতি অতিশয় ভক্তি করিতে লাগিলাম এবং তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাতেও কৃতার্থমনা হইলাম। আমি ক্রমেই তাহাকে দৃঢ়রূপে ভক্তি করিতে লাগিলাম, এমন কি যখন তাহার দর্শন পাইতাম, তখনই আমি তাহার দর্শনে যারপর নাই সুখী হইতাম। এইরূপে কিছুদিন বিগত হইলে একদিন আমি সেই সাধুকে সঙ্গে লইয়া মৃগ হননার্থ কানন পথেই যাত্রা করিলাম। সেই কানন সীমায় প্রায় দুই চারি দিবস অতীত হইলে, পর আমরা একদিন ঘোর বনে যাইয়া মৃগ মারিতে প্রবর্ত্ত হইলাম। সে কাননে অতিশয় মৃগেরই আশ্রয় ছিল, সে দিনে মৃগ যে কত মারিলাম তাহার আর সংখ্যা নাই। ক্রমে যখন বেলা অবসান হইয়া আসিল, তখনই শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সৈন্যগণ অগ্রে অগ্রেই আসিতে লাগিল, কিন্তু আমি এবং সেই সন্ন্যাসী নিতান্ত শ্রমাতুর হইয়াছিলাম বলিয়া, পশ্চাদ্ভাগে একটী বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম এবং সেই সন্ন্যাসীর সহ নানারূপ মিষ্টালাপও করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে কতরূপ কথা হইতে লাগিল, আমি তাহার নিকট আমার জন্মবৃত্তান্ত পর্য্যন্তও বলিলাম, সে সন্ন্যাসীও আপনার জন্মবৃত্তান্ত আমাকে বিদিত করিল। তদনন্তর সে জন্ম বৃত্তান্ত শেষ করিয়াই কহিল, নরনাথ! আপনাকে কহিব কি, আমি বাল্যকাল হইতে অনেক অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি এবং অনেক অনেক ব্যক্তির সহিতই দৃঢ়রূপে বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছি, একদিন একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত আমার সাক্ষাৎ লাভ হইলে, তিনি আমার ব্যবহার ও আচরণ দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তদনন্তর তিনি অতি ভক্তি সহকারেই আমাকে একেবারে স্বীয় বাটীতে লইয়াই উপস্থিত করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার সেই বাটীতে দুই একদিন থাকিতেই বিদিত হইলাম, সেই ব্রাহ্মণ অতিশয় মায়াবিদ্যায় নিপুণ, মায়াবলে তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন আমার তখনই অতিশয় ইচ্ছা হইল যে, সেই মায়াবিদ্যাই তাঁহার নিকট হইতে আমি শিক্ষা করিব কিন্তু কিসে তাঁহার সেই মায়াবিদ্যা শিক্ষা করিব তাহার উপায় আর কিছু না দেখিয়া আমি তাঁহার প্রতি অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিলাম তিনি ক্রমেই আমার সেই ভক্তি শ্রদ্ধায় অতিশয় বাধ্য হইয়া ভালবাসিতে লাগিলেন প্রায় সকল কথাই আমার নিকট বলিতে লাগিলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্য বশতঃ সেই সময়ে তাঁহার এমন এক কঠিন পীড়া হইল, যে তাহাতেই তাঁহার শেষের দশা উপস্থিত হইল। তৎকালেই তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস উদাসিন! তুমি আর দেখিতেছ কি, আমার জীবন দীপ নির্ব্বাণ প্রায় বোধ করি আমি

অবিলম্বেই আমাকে এ মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইবে, এ কারণ বলিতেছি, আমার নিকট যে একটী উত্তম বিদ্যা আছে, এক্ষণে তাহাই তোমাকে শিক্ষা করাইব। আমি এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছি সত্য, কিন্তু বৎস! আমি তোমাকে তৎকারণ এই একটী কথা বলিতেছি, যে সেই কথা তুমি যদ্যপি অন্যের নিকট কখনই প্রকাশ করিব না স্বীকার কর, তবেই তোমাকে শিখাইতে পারি। আমি তখনই অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার নিকট স্বীকৃত হইলাম, বলিলাম আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি কদাপি তাহা কাহার নিকট প্রকাশ করিব না। তাহাতে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তখনই তিনি সেই মায়াবিদ্যা শিক্ষাদান করাইয়া স্বীয় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

মহাশয়! বলিব কি, আমি তখনই সেই সন্ন্যাসীকে বলিয়া উঠিলাম, হে সিদ্ধপুরুষ! সেই বিদ্যা যে কি প্রকার, এবং সেই বিদ্যা প্রভাবে যে কিরূপ কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে, তাহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট বলুন আমার তাহা শ্রবণ করিতে অতিশয়ই বাসনা হইয়াছে। সন্ন্যাসী কহিল, যুবরাজ! সে বিদ্যার যে কত গুণ তাহা আর এক মুখে কি বলিব। সেই বিদ্যার প্রভাবে মৃত ব্যক্তিকেও জীবিত করা যায়। যদি বলেন, মৃত ব্যক্তির জীবন দান ঈশ্বর ব্যতীত কি আর কাহার সাধ্য আছে, ইহা সত্য তথাচ আমি সেই মন্ত্রের প্রভাবে সেই মৃত ব্যক্তির দেহ জীবনকে আনাইয়া সজীব করিয়া দিতে পারি? ইহাতে যদ্যপি আপনার কোনরূপ সন্দেহ হয়, তবে আমি প্রত্যক্ষরূপেই দর্শন করাইতে পারি। আমি যৎকালে সেই সন্ন্যাসীর মুখে এইরূপ আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিলাম, তখনই তাহা নিরীক্ষণ জন্য এতই ব্যাকুল হইলাম যে, আর থাকিতে পারিলাম না; তখনই সেই স্থানে একটী হরিণকে সংহারান্তর সেই যোগীবরকে কহিলাম, মহাশয়! কৈ সে আপনার কেমন বিদ্যার গুণ আমাকে প্রত্যক্ষ করান। যোগী আমার বাক্য শেষ না হইতে হইতেই সেই মৃত হরিণকে সজীব করিল, এবং সেই মৃত হরিণ তখনই উত্থান করিয়া আমার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। আমি তাহা নিরীক্ষণে একেবারেই বিস্ময় হইলাম, আমি এক দৃষ্টিতেই সেই হরিণীর নৃত্য দেখিতে লাগিলাম, এমত সময়েই সেই হরিণী আমারই নিকট স্থানে আসিয়া আবার সেই মৃতের ন্যায় হইয়া ভূশায়িত হইল, আবার তাহাকে সেই যোগী জীবিত করিয়া উত্থিত করিল।

যৎকালে আমি সেই যোগীর বিদ্যার গুণ প্রত্যক্ষরূপে পরীক্ষা করিলাম, তৎকালে আমার মন সেই বিদ্যা শিক্ষার জন্য এতদুর

প্রবল হইয়া উঠিল যে, আমি আর থাকিতে পারিলাম না তখনই সেই যোগীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, মহাশয়! ঐ বিদ্যাটা আমাকে শিক্ষাদান করান, আমি আপনার চরণ ধারণ করিয়া বলিতেছি, আপনি আর এ বিষয়ে কৃপণতা করিবেন না। যোগী বলিল রাজন! আপনি জানিয়া শুনিয়া একরূপ অন্যায় অনুরোধ করিতেছেন কেন? আমিতো আপনাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, উহা আমার কাহার নিকট প্রকাশ করিবার আদেশ নাই। আমি আর কিছুতেই সে কথা শুনিলাম না, দৃঢ়রূপেই আমি তাঁহাকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলাম। আমার সেই আগ্রহ দর্শনে যোগীবর আর থাকিতে পারিল না, তখনই সে দয়াপূর্ব্বক আমাকে কহিল রাজন! আমি যখন আপনাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিয়া থাকি, তখন আর আপনার নিকট গোপন করিতে পারিলাম না, কাজে কাজেই বলিতে হইল, শ্রবণ করুন। ঐ মন্ত্রটী দ্বিক্কর, আমি ঐ দ্বিক্কর মন্ত্র বলেই আমার যে জীবন এই জীবনেই আমি শবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারি, এবং তৎকারণই মৃত ব্যক্তিকে সজীবন করিতে পারি, আর ইহার কোনরূপই কারণ নাই, এই বলিয়া সেই মন্ত্রটী যোগীবর আমাকে শিক্ষা করাইয়া দিল।

মহাশয়। বলিব কি, আমি যৎকালে সেই মন্ত্রটী শিক্ষালাভ করিলাম তৎকালেই আমার সেই মন্ত্রটী পরীক্ষা হেতু এতই চঞ্চল হইয়া উঠিল যে আমি আর থাকিতে পারিলাম না, তখনই সেই সম্মুখভাগে যে মৃত হরিণীটী পতিত ছিল, তাহাকেই সজীব করিবার মানসে সেই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিলাম। যেমন উচ্চারণ করিলাম, অমনই আমার আত্মা সেই মৃত হরিণীতে প্রবিষ্ট হইল, তাহাতে হরিণীটী সজীব হইল, কিন্তু আমার দেহটী একেবারেই মৃতাকারে পড়িয়া রহিল। তাহাতে আমার খুব আনন্দের উদয় হইল বটে কিন্তু আমার সেই আনন্দেতেই দারুণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। মহাশয়। আমি যেমন স্বীয় জীবন স্বীয় দেহ হইতে মৃত হরিণী দেহে চালিত করিয়া লইলাম, অমনই ঐ দুরাত্মা হিংস্রক যোগী মন্ত্রবলে আপন আত্মাকে লইয়া আমারই দেহে প্রবেশ করাইল, এবং উপবিষ্ট হইয়াই সে আমার জীবন ঘাতন জন্য ধাবিত হইল। আমি দেখিলাম সর্ব্বনাশ উপস্থিত, প্রাণ যায়, কি করিব তখনই প্রাণের ভয়ে এমনই ধাবিত হইলাম, যে সেই যোগী আমারই যোজিত শর ধনু লইয়া আমারই পশ্চাতে আসিয়াছিল, তাহাকে শত যোজন অন্তরে ফেলাইয়া পলায়ন করিলাম। যোগীবর অগত্যা নিরাশ হইয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিল, কিন্তু আমি জীবনে জীবিত থাকিলাম সত্য, আমার তখন সেই গোধাক্ষেক নন্দিনীর বিরহে প্রাণ এতদূর ব্যাকুল হইতে লাগিল যে, মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা বোধ

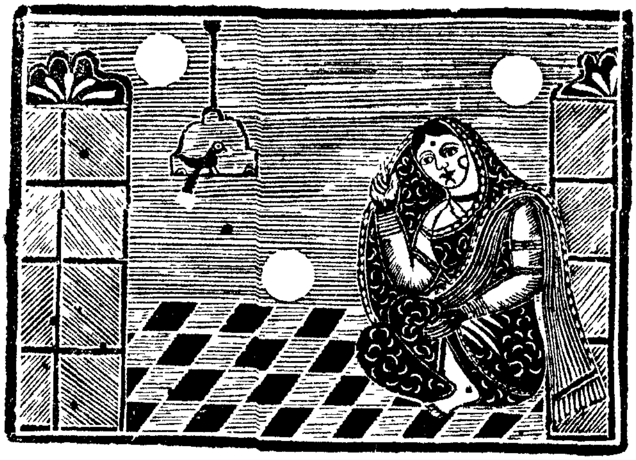
করিতে লাগিলাম, কি করিব, আমি তখন আপন অদৃষ্ট ভাবিয়াই কালক্ষেপ করিতে লাগিলাম।

মহাশয়! বলিব কি, এদিকে সেই ক্রূরমতি যোগী আমারই রাজবেশে আমারই রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিল ন নর আনন্দেই রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমারই রাণীর সহিত পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিল, রাণীও তাহাকে আমার ন্যায় ভাবিয়া তাহারই সহিত প্রেমালাপনে কালহরণ করিতে লাগিল। রাজ্যের প্রজাগণও তাহাকে আমার ন্যায় ভাবিয়া নানারূপ ভক্তি করিতে লাগিল, তখন তাহার সেই মৃত দেহ কাননেই পড়িয়া রহিল কিন্তু ক্রমে সেই রাজ্যের রাজাই যোগীবর হইয়া উঠিল। মহাশয়! বলিব কি, দুষ্টের তাহাতেও অভিলাষ পূর্ণ হইল না, তদনন্তর সে আমাকে বিনাশ করিবার মানসে নানারূপ উপায় করিতে লাগিল। প্রথমতঃ কানন মধ্যে উপস্থিত হইয়াই সমস্ত ব্যাধগণকে কহিল, আমার অতিশয় মৃগের আবশ্যক হইয়াছে, যেই ব্যক্তি এক একটী মৃগ ঘাতন করিয়া আমার প্রত্যেক্ষে আনিত করিতে পারিবে, তাহাকেই আমি প্রত্যেক মৃগের প্রতি পঞ্চাশ টাকা করিয়া পারিতোষিক দিব। তাহা শ্রবণে ব্যাধিগণ অতিশয় আনন্দিত হইল, এবং তাহারা ক্রমাগতই মৃগ-শিকার করিতে আরম্ভ করিল। ঈশ্বর ইচ্ছায় আমি তাহাতে অনায়াসেই নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলাম, কারণ আমি তখন প্রাণের ভয়েই পলায়ন করিতেছিলাম, দেখিলাম, একটী বৃক্ষতলে একটী বুলবুল পক্ষীর মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, আমি তাহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া, এমনই উড়িতে লাগিলাম যে, একেবারে আসিয়া আমারই রাজ উদ্যানের একটী বৃক্ষে উপবেশন করিলাম। তাহার সন্নিকট স্থানেই আমার সেই প্রাণ-প্রিয়ার শয়ন মন্দির ছিল, যৎকালে নিশানাথ উদিত হইলেন, তৎকালেই দেখিলাম, সেই দুরাচার যোগী আমারই প্রিয়ার মন্দিরে আগমন করিল। তদনন্তর সে নানারূপ হাস্য পরি-হাস্য আমারই মহিষীর সহিত করিতে লাগিল, প্রিয়াও তাহাকে আমার ন্যায় ভাবিয়া নানারূপ কৌতুক দানে তাহাকে সন্তুষ্ট করিল। আমি তাহা নিরীক্ষণে নিতান্তই কাতর হইলাম, আমার নয়ন হইতে নীর অবিরল ধারেই বিগলিত হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতেই যামিনী অবসান হইয়া গেল। প্রভাতকালে সমস্ত পক্ষীগণই মনের সুখে স্বীয় স্বীয় স্বরে গান করিতে লাগিল, কিন্তু আমি নিতান্তই মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম, আমি কেবল সেই বৃক্ষে বসিয়া রাজ্ঞেরই গবাক্ষদিকে দৃষ্টি করিয়া অনবরতই বিলাপ করিতে লাগিলাম রাজ্ঞী সেই গৃহের অভ্যন্তরেই অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি সেই

ক্রন্দনস্বর শ্রবণ মাত্রেই সেই গবাক্ষদ্বারে আসিযা উপস্থিত হইলেন, আমি তাঁহাকে দেখিযা আরও কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলাম কিন্তু মহাশয। সে দুঃখের কথা আর কি বলিব, রাণী আমার দুঃখে দুঃখিত হওযা দূরে থাক, বরং তিনি আরও কৌতুকবক্তা হইলেন। আমি তাঁহার সেইরূপ ব্যবহার দেখিযা অত্যন্তই ক্রোধিত হইলাম, কিন্তু কি করিব, আর কোনরূপ উপায না দেখিযা অগত্যা সেই বিহগস্বরেই ডাকিতে লাগিলাম। এইরূপে আমি সেই বৃক্ষে বসিয়া প্রত্যহই বিলাপ করিতে লাগিলাম, কিন্তু রাজ্ঞীও কৌতুকবক্তা হইযা সেইরূপ শ্রবণ ও হাস্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন বিগতা হইলে সেই রাজ্ঞীর একান্তই ইচ্ছা হইল যে তিনি আমাকে ধরিযা নিকটেই রাখিবেন, এবং প্রত্যহই সেইরূপ ভাবের বিলাপ শুনিবেন। তখন আমি বিবেচনা করিলাম, একান্তই আমার প্রসন্ন কপাল হইযাছে, নতুবা রাজ্ঞী এরূপ কল্পনা করিলেন কেন? যাইহোক, ঈশ্বর সকলই করিতে পারেন।

এদিকে রাজ্ঞী আমাকে ধরিবার জন্য আর কোনরূপ উপায না দেখিযা, তিনি স্বীয পরিচারিকাগণকেই আমাকে দেখাইযা কহিলেন, সখীগণ! বলিব কি, আমার ঐ পক্ষীটি পুষিবার জন্য অতিশয ইচ্ছা হইযাছে তোমরা যে কোন উপাযেই হউক ঐ পক্ষীটিকে আমাকে ধরিযা দেও। সখীগণ তখনই একজন ব্যাধকে ডাকিযা আনিল তদনন্তর তাহার নিকট আমার ধৃতের কথা উত্থাপিত করিলেই, সেই ব্যাধ তৎস্থানে একটি ফাঁদ পাতিযা দিল। আমার সংপূর্ণ ইচ্ছা ছিল যে, ধৃত হইব, আমি অবিলম্বেই সেই ফাঁদে যাইযাই পতিত হইলাম। ব্যাধ তাহা দৃষ্টেই আমাকে ধৃত করিল, এবং তখনই আমাকে লইযা সেই আমারই প্রিযার কাছে অর্পণ করিল। প্রিয়া আমাকে প্রাপ্তে যে কতই আনন্দ করিতে লাগিলেন, তাহা আর কি বলিব।

রাজ্ঞী আমাকে সম্বোধন করিযা কহিলেন, হে পক্ষ! তুমি আমার অদ্য হইতে প্রাণের স্বরূপ হইলে, আমি অদ্য তোমার গোলাপ ধুল হইলাম মহাশয! রাজ্ঞী এই কথা বলিতে লাগিলেন, আর আমার অধরদেশ ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন। তৎকালে আমিও তাঁহার সেই বিধুবদনে দুই একটী চুম্বন দান করিলাম, তাহাতে সেই বিধুবদনী বলিযা উঠিলেন, হায়! পক্ষিটী কি চতুর, আমার মন ভাব কি যে, তাহা একেবারে বুঝিযাছে। এই বলিয়া শশাঙ্কবদনা ললনা তখনই আমাকে একটী পিঞ্জর মধ্যে রাখিযা দিলেন।



রাজ্ঞী পক্ষীকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

আমি এইরূপ ভাবেই তৎস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলাম, প্রভাত হইলেই তাঁহার সন্তোষের কারণ প্রত্যহই সেইরূপ ভাবেই সুস্বরে কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকি, রাজ্ঞীও তাহাতে অতিশয় তুষ্ট হইয়া যাহা উক্তরূপ খাদ্য তাহাই খাইতে দেন। যৎকালে রাজ্ঞী আমাকে সোহাগ করিতে আসিতেন, তৎকালে আমি তাঁহাকে সোহাগ মানসে স্বীয় পুচ্ছ বিস্তার করিয়া, চঞ্চু অগ্রসর পূর্ব্বক আনন্দ ভরে নৃত্য করিতাম। রাজ্ঞী যৎকালে অতি অল্পদিন মধ্যে আমাকে এরূপ বশীভূত হইতে দেখিলেন, তৎকালে রাজ্ঞীর মনে যে কতরূপ আনন্দের উদয় হইল, তাহা আর বলিতে পারি না, সেই অবধি রাজ্ঞী কখন কখন আমাকে ছাড়িয়া দিতেও লাগিলেন। আমিও আবার তাঁহার পিঞ্জর স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতে লাগিলাম, কিন্তু অপর কেহই আমাকে ধরিতে পারিত না, রাজ্ঞী আসিলেই তাহার করে ধৃত হইতাম। ক্রমে আমি সেই রাজ্ঞীর এত প্রিয় হইয়া পড়িলাম, যে রাজ্ঞী সর্ব্বক্ষণ বলিত, পক্ষীটিকে আমি যেরূপ ভাল বাসিয়াছি, এ সময়ে যদি এই পক্ষীর কোনরূপ অমঙ্গল হয়, তবে ইহার শোকে আমাকেও জীবন ত্যাগ করিতে হইবে। আমি তখন একরূপ আনন্দের সহিতই কাল হরণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু যখন সেই পাপীষ্ঠকে রাজ্ঞীর গৃহে আসিতে দেখিতাম তখনই যেন আমার অসংখ্য যাতনা হইয়া উঠিত। সেই দুষ্ট যদি কখন আমার নিকট আসিতো, তবে তাহাকে ক্রোধভরে এমনই নখ ও চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিতাম যে সে তাহাতেই কাতর

হইয়া উঠিত। তাহাতে তাহার কোপানল অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইত সত্য, কিন্তু রাণীর কারণ আমাকে কিছুই বলিতে পারিত না।

---

## নরপতির স্বীয় দেহ পুনর্ব্বার প্রাপ্তের বিবরণ।

সেই রাজ্ঞীর আমার ন্যায় আর একটী প্রিয় কুক্কুরী ছিল, একদা সেই কুক্কুরী প্রসব যাতনাতেই কুক্কুরী দেহ ত্যাগ করিল। কিন্তু যৎকালে সেই কুক্কুরী মরিয়া গেল, তৎকালে আর সে স্থানে কেহই ছিল না, আমি সেই কুক্কুরী দেহেই প্রবেশ করিতে কামনা করিলাম। অর্থাৎ তৎকালে আমি সেই দেহে এই ভাবিয়া প্রবেশ করিলাম, যে রাণী নাকি সর্ব্বদা বলিয়া থাকিতেন, আমি পক্ষীটিকেও যেরূপ ভাল বাসিয়া থাকি, এ পক্ষীর বিয়োগ হইলে আমাকেও বিয়োগ হইতে হইবে, তাই মনে করিলাম দেখি রাণী ইহার্তে কিরূপ ভাব প্রদর্শন করেন। কিন্তু এভাব আমার সহসাই উদয় হইয়াছিল কেন, যে উদয় হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে পারি না, তাহা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা বলিতে হইবে যাইহোক, আমি তখন সেই কুক্কুরী দেহই বিরাজ করিতে লাগিলাম, আমার সেই পক্ষ দেহটা সেই পিঞ্জর মধ্যেই মরাকার পড়িয়া রহিল।

রাজ্ঞী তৎকালে গৃহের অভ্যন্তরেই বিরাজ করিতে ছিলেন, ইহার বিষয় তিনি কিছু বিদিতা ছিলেন না, যৎকালে গৃহের বহির্ভূতা হইলেন তৎকালেই তিনি আমার পিঞ্জরের নিকট আসিয়া আমাকে মৃত দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তিনি আমার সেই মৃতকায় যৎকালে দেখিলেন, তৎকালে তিনি যে কিরূপ কাতর হইলেন, তাহা আর বলিতে পারি না, তিনি সেই আমার শোকে অধীরা হইয়া একেবারেই দারুন রবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া পরিচারিকাগণ সকলেই তাঁহার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহারা সকলেই তৎকালে কহিতে লাগিল, হে রাজ্ঞী। আপনি সহসা একরূপ ভাবে ক্রন্দন করিতেছেন কেন, ইতি মধ্যে আপনার কি এমন অমঙ্গল ঘটনা হইল, তাহা শীঘ্রই প্রকাশ করিয়া বলুন। রাজ্ঞী তখনই কহিলেন, সহচরিগণ। আর বলিব কি, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমি প্রাণসম যে পক্ষীটিকে ভাল বাসিতাম, সেই পক্ষটিই মরিয়া গিয়াছে। হায়। হায়। কি হইল রে পক্ষি। তুই আমাকে কেন পরিত্যাগ করিলি, তুই যে আমার একমাত্র প্রাণের আধার ছিলি, আমি এখন কোথায় যাইব, কে আমাকে প্রভাত হইলেই তোমার ন্যায় সুধাস্বরে সঙ্গীত

শ্রবণ করাইবে? এইরূপ রাজ্ঞী যে কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন, তাহা আর বলিতে পারি না, তৎকালে সখীগণ তাঁহার সেই শোকের কারণ কতজনে কতরূপ বুঝাইতে লাগিল, কত জ্ঞান উপদেশ দিল, কিন্তু তাহাতে সেই রাজ্ঞীর শোক অপনীত হওয়া দূরে থাক, বরঞ্চ আরও দ্বিগুণীকৃত হইয়া উঠিল। সহচরীগণ তাহা নিরীক্ষণে আর থাকিতে পারিল না, তখনই সেই কথা একেবারে সেই যোগীকে যাইয়া বিদিত করিল। যোগী তাহা শ্রবণমাত্রেই রাজ্ঞীর নিকট সমাগত হইল; এবং যথায় রাজ্ঞীকে সেইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া কহিল, হে রাজ্ঞী! তুমি কেন এরূপ বিলাপ করিতেছ, তুমি কি জাননা, আয়ু শেষে সকলেরই ঐ দশা প্রাপ্ত হয়? কি সামান্য একটী পক্ষী মরিয়াছে, বলিয়া একপ বিলাপ করিতেছ? তোমার যদি ঐ পক্ষীর নিমিত্তই এত শোকের উদয় হইয়া থাকে, তবে কল্যই আমি তোমাকে শত শত ঐরূপ পক্ষী আনিয়া দিব, তুমি এক্ষণে ঐ শোক সম্বরণ করিয়া আমার দুঃখ সন্তপ্ত দেহ শীতল কর। এইরূপে যোগী কতরূপ বুঝাইল, কিন্তু রাজ্ঞীর আর কিছুতেই সে শোক নিবারণ হইল না; তিনি কেবলমাত্র সেই সময় রোদন করিতে করিতে এই বলিতে লাগিলেন, হে রাজন! আপনি যে কথা বলিতেছেন, এ কথা সত্য বলিয়াই স্বীকার করি, কিন্তু আমার সে পক্ষীর কারণ যেরূপ শোকানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, ইহা আর কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবার নহে। হায়! সে পক্ষী আমার অতি প্রাণের পক্ষীই ছিল, সে আমার সমুদায় কথাই বুঝিতে পারিত, তাহাকে কিছুই বলিতে হইত না, আমি তাহার নিকটে যাইলেই সে আমাকে অমৃতায়িক সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া বাধিত করিত। এই কথা বলিতে বলিতেই রাজ্ঞী সেই পক্ষীর শোকে একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিতা হইলেন।

মহাশয়! আমি তৎকালে বৃক্ষুবীসেশেই স্বীয় সন্তানগণকে স্তন্য দান করাইতেছিলাম, তখনই আমার আশা বলবত হইয়া উঠিল মনে মনে করিতে লাগিলাম, আর যায় কোথায়? রাজ্ঞীর যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে এখনই উঁহাকে পক্ষ দেহ ধারণ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে আমার যাহা মন আশা তাহা অবশ্যই সংপূর্ণ হইবে? মহাশয়! এইরূপ মনে মনে করিতেছি, ইত্যবসরেই যোগী সেই রাজ্ঞীকে বলিয়া উঠিল, রাজ্ঞী! তোমার বিলাপ আর দেখিতে পারি না, তুমি যদি ঐ পক্ষীর জন্যই একপ দশা প্রাপ্ত হইলে তবে ঐ পক্ষীকে কল্যই সজীব করিয়া দিব। রাজ্ঞী তখনই বলিয়া উঠিলেন, প্রাণনাথ! মরিলে কি কেহ কখন আবার জীবিত হয় তাই আপনি পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিব বলিয়া আমাকে প্রবোধ দান করিতেছেন? এক্ষণে

আমিও ঐ পক্ষীর শোকে এ জীবন ত্যাগ করিব। সন্ন্যাসী তখন অতি সঙ্কটেই পতিত হইলেন, দেখিলেন তৎস্থানে আর অপর কেহই নাই, অমনই বলিলেন, প্রিয়া! আমি একটী মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, তদ্দারা মৃত ব্যক্তিকেও জীবিত করিয়া দিতে পারি। রাজ্ঞী তাহাতেও প্রবোধিত হইলেন না। কি করিবে, যোগী তখনই শয়ন করিলেন, এবং মন্ত্রবলে তখনই আপন আত্মা সেই শবাকার পক্ষীর দেহে প্রবেশ করাইল। পক্ষী তখনই জীবিতা হইল এবং তখনই সেইরূপ সুস্বরে গান করিয়া রাণীকে মোহিত করিতে লাগিল। মহাশয়! আমি যখন সেই সুযোগ পাইলাম, আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিলাম না, তখনই সেই আমার পূর্ব্বরূপ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। আমার ক্রোধে অঙ্গ বিকম্পিত হইতেছিল, তখনই গাত্রোত্থান করিয়া সেই পক্ষীরূপী যোগীকে একেবারেই সংহার করিয়া ফেলিলাম। জীবনের শত্রুতো একেবারেই সংহার হইল, কিন্তু রাজ্ঞী ইহার বিশেষ মর্ম্ম কিছুই জানিতেন না, তিনি তৎকালে বলিয়া উঠিলেন, মহারাজ! আপনার এ কিরূপ ব্যবহার হইল, পক্ষকে যদি জীবনেই হত করিবেন, তবে আর উহার জীবন দানেরই বা কি ফল ছিল? তৎকালে আমি বলিলাম, প্রিয়ে! ইহার যে গূঢ় মর্ম্ম কি, তাহা তুমি কিছুই অবগত নহ, তজ্জন্য এরূপ বাক্য বলিতেছ? এই বলিয়া আমি তখনই সেই প্রিয়ার কাছে আদ্যপান্ত বিবরণ সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম, এবং তাহার প্রত্যয়ের জন্য প্রান্তরভূমে যে সেই যোগীর মৃতকায়টী পতিত ছিল, তাহাও তাঁহাকে দেখাইয়া আনিলাম। অনন্তর রাজ্ঞী সেই কুক্কুরী ও পক্ষীটিকে মৃত দেখিয়া নিশ্চয় জানিতে পারিলেন যে, আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহা সকলই সত্য। তখন রাজ্ঞী যেন একেবারেই বিষাদ সাগরে পূর্ণ হইলেন, তিনি তৎকালে বলিয়া উঠিলেন, হায়! আমি অমূল্য সতীত্ব রত্নে জলাঞ্জলি দিলাম? সামান্য যোগী আমার সাররত্ন গ্রহণ করিল? মহাশয়! বলিব কি, সেই দিন হইতে সেই রাজ্ঞী আপনার মনস্তাপে এমনই বিশীর্ণা হইয়া পড়িলেন, যে অবিলম্বেই তাঁহার এক দারুণ পীড়া ঘটিয়া গেল। আমি তৎকালে তাঁহাকে কত মত বুঝাইতে লাগিলাম। বলিলাম, ইহাতে তোমার কোনরূপই পাপ হইবে না, অজ্ঞানত লোক বিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তুমি ধৈর্য্য হও। মহাশয়! তিনি আর কিছুতেই নিরস্তা হইলেন না, তিনি সেই দুঃখে ও শোকে একেবারেই জীবন ত্যাগ করিলেন। কেবল মৃত্যু সময় আমাকে এই বাক্যটী বলিয়া গেলেন, নাথ! আমি আপনার নিকট যত অপরাধ করিয়াছি, তাহা নিজগুণেই এ দাসীর মার্জ্জন করিবেন।

মহাশয়! বলিব কি, যৎকালে স্বীয় চক্ষে সেই প্রিয়ার মৃত্যু দর্শন করিলাম, তৎকালে আমিও যেন মৃত্যুর অধিক হইলাম, তাঁহার বিরহে আমার প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিল। কি করিব তখনই যথা সময়ে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধান করিলাম, অনন্তর সেই শোক ও দুঃখে স্বীয় পিতৃব্য নন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, হে প্রাণাধিক ভ্রাতঃ। আমি এক্ষণে যদ্রূপ শোকে ও দুঃখে পতিত হইয়াছি, ইহাতে আমি কদাচই আর রাজ ভবনে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিব না, একারণ আমি প্রিয়ার শোকে একেবারেই কাননবাসী হইব, এক্ষণে তুমিই এই রাজ্যের ঈশ্বর হইয়া এই প্রজা পুঞ্জের পালনাদি কর। ভ্রাতঃ। আমদউদ্দীন এই বাক্য শুনিয়া যাবপর নাই দুঃখিত হইলে, তৎকারণ তিনি আমাকে কতরূপ কতমতে যে বুঝাইতে লাগিলেন, তাহা আর বলিতে পারি না। মহাশয়। আমি বলিলাম ভ্রাতঃ। তুমি আর মৃতের পর অসি ঘাতন করোনা, আমি আর কিছুতেই এ রাজ্যে থাকিব না? আমেদউদ্দীন আর কিছুই বলিতে সামর্থ হইল না, আমি তৎকালেই স্বীয় পিতৃ শাসিত সেই মৌজলদেশ তাহার করে অর্পণ করিয়া কয়েকজন বিশ্বস্ত ভৃত্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে অল্প ভার বহু মূল্য পদার্থ লইয়া একেবারে স্বীয় শ্বশুরালয়াভিমুখেই যাত্রা করিলাম। তদনন্তর শ্বশুর সন্নিধানে সমস্ত বর্ণন করিলাম, তিনি আমার প্রমুখাৎ স্বীয় তনয়ার মৃত্যু শুনিয়া একেবারেই কাতর হইয়া পড়িলেন, আমার সেখানেও মনের প্রীত হইল না, আমি তথায় দিন কয়েক মাত্র অবস্থান করিয়া একেবারে তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে আসিতে আসিতে অনেক তীর্থ দর্শন করিলাম, অনন্তর এই তাতারে আসিয়াই অবস্থান করিতেছি, এই স্থান আমার ক্রমে প্রীতিকরই হইয়া উঠিয়াছে, তাই আজ চল্লিশ বৎসর ক্রমান্বয়ে এই স্থানে অবস্থান করিয়া আছি। এখানে আমি সকলেরই অপরিচিত সামান্য ভাবেই কালযাপন করিতেছি, তাহাতেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। আমার একমাত্র দুঃখ কেবল প্রিয়া যে, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তাহাতেই মরিয়া রহিয়াছি।

---

## যুবরাজ কালেফের শেষ বিবরণ কথন।

এই মৌজল দেশাধিপতি মহারাজ ফয়জুল্লা আত্ম বিবরণ বর্ণন করিয়া সেই বৃদ্ধ তৈমুজরাজ ও রাজপুত্র কালেফের নিকট

সমস্তই কহিলেন। তদনন্তর সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রবীণ রাজন। বিবেচনা করুন, আমি কিরূপ কষ্টে পতিত হইয়াছিলাম, আর আমি কিরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম, কিন্তু মহারাজ! তথাচ আপনাদের ন্যায় অতদূর কাতর কখনই হই নাই। আমি তখন সর্ব্বদাই মনে করিতাম, মনুষ্যের অবস্থা কখনই সমভাবে যায় না, যেমন দুঃখ ভোগ করিতেছি, অচিরে আবার তেমনই সুখ সম্ভোগ করিব। যাইহোক, ঈশ্বর ইচ্ছায় আবার আমি সুখী হইয়াছিলাম, আবার আমি রাজ্য সুখ ভোগ করিয়াছিলাম, কিন্তু মহারাজ? একেবারে প্রিয়ার শোকে এতদূর দুঃখিত হইয়াছি, যে আমার সেই রাজ্যসুখ অবধি বিষের ন্যায় বোধ হইয়াছে। এক্ষণে যে আমি এই সামান্যের ন্যায় কালহরণ করিতেছি, ইহাতে আমার সুখ বৈ আর দুঃখের লেশ নাই। মহাশয়। সুখ ও দুঃখ এটা চিরকালই বর্ত্তমান, জীবন ধারণ করিলে সুখ ও দুঃখ সকলকেই সহ্য করিতে হয়, তাহা বলিয়া যে সতত পরিতাপানলে দগ্ধ হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নয়। মহাশয়! আমিও রাজপুত্র রাজা ছিলাম, কিন্তু দখন! এখন আমি একরূপে কালহরণ করিতেছি, তথাচ আমি এক মূহুর্ত্ত জন্যও অসুখী নই। তৈমুজ ভূপাল সকলই শ্রবণ করিতেছিলেন, তিনি তখনই বলিয়া উঠিলেন, মহিপাল! এ ধরায় আপনিই যথার্থ সাধু! নচেৎ আপনার ন্যায় কোন ব্যক্তি আবার রাজ্যসুখ বিসর্জ্জন দিয়া মনের সুখে সামান্যের ন্যায় কালযাপন করিতে পারেন? তৈমুজ রাজ্ঞী কহিলেন, মহারাজ! আপনিই যথার্থ সাধু বটেন এবং এ জগতে প্রেম যে কি দুর্লভ পদার্থ তাহাও আপনাতে বর্ত্তমান, আপনিই যথার্থ একজন প্রেমিক! নতুবা কোন পুরুষ আবার স্বীয় পত্নীর জন্য আপন রাজ্যসুখ পরিহার করিয়া এরূপ অবস্থায় কালহরণ করে? কালেফ কহিলেন, মহাশয়! ধৈর্য্যগুণ যাহা, তাহা আপনাতেই বর্ত্তমান, এ কারণ জগদীশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি, যাঁহারা এইরূপ বিপদে পতিত হন, তাঁহাদের যেন ঈশ্বর আপনার ন্যায় ধৈর্য্যগুণই প্রদান করেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতেই সেদিনের দিবা অস্ত হইয়া গেল, যখন যামিনী অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, তৎকালেই সেই ফয়জুল্লা ভূপতি একটী গৃহে তৈমুজ রাজ্ঞী ও তৈমুজরাজকে শয়ন করিতে দিলেন। তদনন্তর অপর গৃহে যুবরাজকে শয়ন জন্য নির্দ্দেশ করিয়া আপনি নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। যেমন পরদিনের দিবা প্রকাশিত হইল, অমনই আবার একত্রে সকলেই উপবেশন করিলেন, তদনন্তর সকলেই বসিয়া নানারূপ

কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ফয়জুল্লা ভূপতি বলিয়া উঠিলেন, হে দুঃখ সন্তপ্ত সাধুগণ। স্থু আপনারাই যে এরূপ দুঃখে পতিত হইয়াছেন তাহা নহে, আমি শ্রবণ করিয়াছি তৈমুজ ভূপতি কার্জ্জেম ভূপালের সহ পরাজীত হইয়া রাজ্যদেশ প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুত্র ও মহিষীকে লইয়াই প্রস্থান করিয়াছেন, তথাচ অদ্য কার্জ্জেম মহারাজের দূত আসিয়া চীনপতিকে জ্ঞাত করিয়া গেল যে, হে রাজন! যদ্যপি আপনার রাজ্য মধ্যে কোন গতিকে সেই তৈমুজ ভূপতি আসিয়া উপস্থিত হন, তবে তাহাকে তৎদণ্ডেই ধৃত করিবেন। মহারাজও তাহাতে স্বীকৃত হইয়া এই কথা বলিলেন, যে আমি তাঁহাদিগকে ধারণ করিতে পারিলেই কার্জ্জেম রাজ্যে সপরিবারে প্রেরিত করিব। হায়! কি ভয়ানক কাণ্ড, প্রাণের ভয়ে তাঁহারা পলায়ন করিয়াছেন, তথাচ তাঁহাদের উপর এতদূর অত্যাচার।

যৎকালে ফয়জুল্লা ভূপাল এইরূপ প্রশ্নটি সেই সকলকার সমক্ষেই কীর্ত্তন করিলেন, তৎকালে তাহা শ্রবণ করিয়া তৈমুজ ভূপাল ও তাঁহার পুত্র যুবরাজ কালেক একেবারেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ফয়জুল্লা ভূপাল অগ্রে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই জানিতেন না, যৎকালে তিনি উভয়ের একেবারে ঐরূপ দশা দৃষ্ট করিলেন, তৎকালেই কহিলেন, মহাশয়গণ স্থির হন? সহসা এ কথা শুনিয়া আপনারা কেন এত ব্যাকুলিত হইলেন, ইহার হেতু কি? তৎকালে বৃদ্ধ মহারাজ তৈমুজ বলিয়া উঠিলেন, মহাশয়! বলিব আর কি, আমারই নাম তৈমুজ ভূপাল আমিই সেই কার্জ্জেম মহারাজের সহ সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া স্ত্রী পুত্র সহ পলায়ন করিয়াছি। এক্ষণে বলুন! আমাদের জীবন কিসে রক্ষা হয়। ফয়জুল্লা বলিলেন, মহাশয়গণ! এ বিষয়েতো আমার আর কোনরূপ সাধ্য নাই, কারণ চীনপতি মহারাজ কার্জ্জেম রাজের সম্মান বর্দ্ধমানার্থ আপনাদিগের অন্বেষণ প্রায় সমস্ত স্থানেই করিবেন, এবং দেখিতে পাইলেই যে সেই কার্জ্জেম রাজের নিকট আপনাদিগকে প্রেরণ করিবেন, তাহার আর অনুমাত্রও সংশয় নাই। কি করিব এ বিষয়ের আরতো অন্য উপায় কিছুই দেখিতেছি না, তবে এক কার্য্য আছে, যদি এখনই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া কটক নদীর পর পারে বলান প্রদেশে গমন করিতে পারেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে অনেকরূপ উপায় হইতে পারে, এবং জীবন ও রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহারা তখন প্রাণের ভয়ে একেবারে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, যৎকালে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তখনই তথায় গমন জন্য উৎযোগী হইলেন। মহারাজ ফয়জুল্লা তাঁহাদের গমনে উৎযোগী দেখিয়া, তখনই তাঁহাদিগকে দুইটী শীঘ্রগামী তুরঙ্গ

ও যৎকিঞ্চিৎ পথের প্রদান করিলেন, তাঁহারা তখনই সেই অশ্বপরে আরোহণ করিয়া তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে কিছুদিন অতীত হইলেই বলাসদেশ প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাদের আর কোনরূপই সম্বল ছিল না, তাহারা দিন যাপন জন্য তেখনই সেই দুইটী অশ্বকে বিক্রয় করিয়া যাহ কিছু প্রাপ্ত হইলেন, তদ্দারায় সেইখানে একরূপে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলেই তাহদের সেই তুরঙ্গ বিক্রয়ের অর্থ সমুদায়ই শেষ হইয়া গেল, পরিশেষে আবার সেই পূর্ব্বের ন্যায় অতিকষ্টেই পতিত হইলেন। একদা সেই তৈমুজ ভূপতি দুঃখে ও শোকে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, হায়! এরূপ বারম্বার উদরের জন্য লালায়িত হওয়াপেক্ষা মৃত্যুই সহস্র গুণে শ্রেয়, বিধাতা যে এখনও কি জন্য আমাকে জীবিত রাখিযাছেন তাহা আর বলিতে পারি না। আমার মৃত্যু হইলেই আমি পরম সুখ বিবেচনা করি। পিতার এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া যুবরাজ কালেফ বলিযা উঠিলেন, পিতঃ! আপনারা একপকামনা করিবেন না, যে হেতু বিপদের পর সম্পদ, দুঃখের পর সুখ, ইহা সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইযা থাকে, তবে আমরা যেরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছি, অচিরেই যে পুনর্ব্বার আমাদের সুখসম্ভোগ হইবে, ইহা আমার সংপূর্ণ রূপেই বিশ্বাস হইতেছ‚ বোধ হয তিনি আমাদের জন্য তাহা স্থির করিযাই রাখিযাছেন, কিন্তু আমরা ভাগ্যবশতঃ তাহাতে বঞ্চিৎ হইতেছি। এক্ষণে আসুন, এস্থান পরিত্যাগ করিযা আমরা নগরাভিমুখেই যাত্রা করি। যদি দুঃখের অবসান হইযা থাকে, তবে অবশ্যই সুখ প্রাপ্ত হইব। অনন্তর সেই কালেফের মিষ্ট বাক্যে রাজা এবং রাজ্ঞী উভয়েই সম্মতা হইলেন‚ পরদিন প্রত্যুষ হইলেই তাঁহারা তিনজনে একত্রিত হইয়া সেই রাজধানী অভিমুখেই অগ্রসর হইলেন। পথে যাইতে যাইতে মধ্যাহ্ন রৌদ্রের উত্তাপে ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় এরূপ কাতর হইযা উঠিলেন‚ যে আর জীবন কিছুতেই রক্ষা হয় না, এমনও দ্রব্য সামগ্রী সঙ্গে নাই যে, তৎকালে যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিয়া বাড়বানল সদৃশ সেই ক্ষুধা নিবারণ করেন। তৎকালে বৃদ্ধরাজ অসহনীয় দুঃখ আর সহিতে না পারিয়া একেবারে যে স্বীয় জীবন ত্যাগ করিবেন ইহাই কৃতনিশ্চয় করিবেন। তখন যুবরাজ কালেফ স্বীয় জনককে কহিলেন, হে পিতঃ! আর বিলাপ করিবেন না, আপনারা স্থির হন, আমি কোন গতিকে ভিক্ষাদি দ্বারা আপনাদের উদারানল শীতল করিতেছি। এই বলিযা যুবরাজ কালেফ তৎনই যাত্রা করিলেন, প্রায় বহুক্ষণ বিলম্বে দ্বারে দ্বারে

মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হইলেন, তাহাই আনয়ন করিয়া সে দিবস অতীত করিলেন। যৎকালে রাজা এবং রাণী দেখিলেন, আমাদের ভিক্ষায় ভোজন করিয়াই জীবন যাপন করিতে হইল, এবং কালেফ রাজপুত্র হইয়া কি না মুষ্টি ভিক্ষার কাঙ্গালী হইল, তৎকালে তাঁহারা আরও দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কি করিবেন, তাহা না হইলেও জীবন যাপনের আর অন্য উপায় নাই, তৎকালে সেইরূপ প্রকারেই জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন যুবরাজ কালেফ দ্বারে দ্বারে সমস্ত দিবস ভ্রমণ করিয়াও যৎকালে একমুষ্টি ভিক্ষাও প্রাপ্ত হইলেন না, তৎকালে দুঃখে ও ঘৃণায় পিতার কাছে আসিয়া কহিলেন, হে পিতঃ। আমি রাজপুত্র হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলাম, ঈশ্বর তাহাতেও যখন আমাদের প্রতি নির্দয় হইলেন, তবে আর উপায় কিছুই দেখিতেছি না, এক্ষণে এক কার্য্য করুন, আপনারা আমাকে দাসরূপে বিক্রয় করুন, তাহা হইলে তাঁহা হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবেন, বোধ করি তদ্দ্বারা দ্বারাই আপনাদের অবশিষ্ট জীবনের ভাগ শেষ করিতে পারিবেন। ভূপাল পুত্রের এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, বৎস কালেফ! তোমাকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া আমাদের উদর পূর্ণ করা অপেক্ষা উপবাসে আমাদের জীবন যায়, তাহা সহস্রগুণে শ্রেয়, তথাচ তোমাকে পবিত্যাগ কি বিক্রয় করিব। এমন পোড়া উদর ভরণের ফল কি আছে? তুমি আমাদের উভয়েরই জীবন, তোমাকে কি আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি? তুমি যদি এরূপ কামনা কর তবে আমিই দাসরূপে বিক্রয় হইয়া তোমাদের উভয়কে রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি।

তৎকালে কালেফ কহিলেন, পিতঃ! তবে আমি আর একটী কার্য্য করিতে মানস করিয়াছি, কল্য হইতে বাজারে বাহকরূপে বসিয়া থাকিব, তাহাতে যাহা কিছু পাইব, তদ্দ্বারাই জীবন যাপন করিব, তথাচ আর আমি ভিক্ষা করিতে পারিব না। তাহাতে সকলেই স্বীকৃত হইলেন, যুবরাজ প্রভাত মাত্রেই বাজারে চলিয়া গেলেন, কিন্তু বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তৎস্থানে অবস্থান করিলেন, তথাচ একটী মাত্রও পয়সাও উপার্জ্জন করিতে পারিলেন না। তৎকালে তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি যদি সমস্ত দিবসেও একটী পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিলাম না, তবে আমি কি করিয়াই বা বৃদ্ধ পিতা মাতার উদর পূর্ণ করিতে পারিব? কি করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই গাত্রোত্থান করিলেন, তিনি ক্ষুধা ও পিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, পথি মধ্যে

আসিতে আসিতে একটী বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়াও ভাবিতেছিলেন, আর ঈশ্বরকে ডাকিতেছিলেন, হায়! অদ্য আমি কি দিয়া সেই বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করিব, তাঁহারা যে এ পর্য্যন্ত উপবাসী আছেন। দৈবের কার্য্য, যুবরাজ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই সেই বৃক্ষতলে পড়িয়াই ঘোরতর নিদ্রিত হইলেন। অনন্তর রাজকুমারের যেমন নিদ্রাবেগ সম্বরণ হইল, অমনই তিনি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন, এবং তৎকালেই দেখিতে পাইলেন, তাঁহারই সম্মুখভাগে একটী বৃক্ষ শাখায় একটি রাজপক্ষী উপবিষ্ট রহিয়াছে। পক্ষটী দেখিতে অতিশয় মনোহর, এবং সেই পক্ষীর মস্তকদেশে নানারূপ চিত্র বিচিত্র পক্ষ শোভা করিতেছে, তাহার গলদেশে যে একছড়া হীরক খচিত হার ঝুলিতেছে ত হার যে কত কার্ম্মিত তাহা রাজপুত্রও অনুভব করিতে পারিলেন না। কি সেই রাজপক্ষটিকে দেখিয়া রাজকুমার ধরিবার জন্য অতিশয় কামনা করিলেন। যেমন কামনা করিলেন, তাঁহার সে প্রয়াস ব্যর্থ হইল না, হস্ত বিস্তার করিয়া আর আয় বলিতেই সেই রাজপক্ষীটি তাহারই হস্ত পরে আসিয়া উপবিষ্ট হইল। যৎকালে তিনি স্বীয় হস্তপরেই সেই পক্ষীটিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তখনই অনুমান করিলেন, এ পক্ষী কেন রাজারই পালিত পক্ষী হইবে, কিন্তু কোন গতিকে পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছে। রাজপুত্র যাহ অনুমান করিলেন, বাস্তবিক তাহাই সত্য, সেই পক্ষীটি বালাস ভূপতির পালিত পক্ষ, নরনাথ মৃগয়ার্থ কাননে প্রবেশ করিলে পক্ষীটি সেই কানন হইতেই প্রস্থান করিয়াছিল। তিনি সেই পক্ষীর কারণ এতদূর কাতর হইয়াছিলেন, যে সমস্ত নিশার মধ্যে একবার নেত্র নিমিলীত করিতে পারেন নাই, প্রভাত মাত্রেই সেই পক্ষীর উদ্দেশ জন্য শত শত লোক প্রেরণ করিয়াছিল। যুবরাজ সহজেই জানিতে পারিয়াছিলেন, যে সেই পক্ষীটি সেই দেশীয় মহীপালেরই হইবে, তিনি সেই ভাবিয়া সেই পক্ষটি লইয়া সেই রাজপুরী অভিমুখেই গমন করিতে লাগিলেন। যৎকালে নগরবাসীরা প্রত্যক্ষেই সেই পক্ষীটিকে সেই রাজকুমারের হস্তে নিরীক্ষণ করিল, তখনই পরস্পর বলিতে লাগিল, দেখ! দেখ! মহারাজের যে পক্ষটি পলায়ন করিয়াছিল, সেই পক্ষটাই লইয়া যাইতেছেন যাহৌক, ভাই উহাঁর প্রসন্ন কপাল বলিতে হইবে ঐ পক্ষটী উনি যৎকালে মহারাজকে প্রদান করিবেন, তৎকালে উনি যে মহারাজ কর্ত্তৃক কতই অর্থ পুরস্কৃত পাইবেন তাহা আর বলিতে পারি না। তদ্বাক্য শ্রবণে যুবরাজ আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলেন না, অমনই দ্রুতপদে একেবারে রাজপুরীর সন্নিকস্থানেই যাইয়া উপস্থিত হইলেন, রাজা

পক্ষ বিয়োগে নিতান্তই কাতর হইযাছিলেন, যৎকালে দূর হইতেই সেই পক্ষীটীকে রাজকুমারের হস্তে নিরীক্ষণ করিলেন, অমনই স্বয়ং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিযাই কহিলেন, যবন্। তুমি আমাকে যথার্থরূপে বল, এই পক্ষটী তুমি কিরূপে প্রাপ্ত হইলে? তদ্বাক্য শ্রবণে যুবরাজ আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলেন না, যেরূপ প্রকারে সেই পক্ষটীকে লাভ করিয়া ছিলেন, তত্তৎ সমস্তই কহিলেন। বালসপতি তাহা শ্রবণে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন, তখন কহিলেন, বৎস! তোমাকে দেখিয়া বিদেশী বলিয়াই অনুমান হইতেছে, যাইহোক, তুমি এক্ষণে কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কালক্ষেপ করিতেছ, তাহাই আমার নিকট বল। কালেক কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা অনুমান করিতেছেন, তাহাই সত্য? আমার নিবাস বলগেরিয়া প্রদেশে আমি কোন বণিকের পুত্র, আমার পিতার বিপুল অর্থ সঞ্চয় ছিল, আমরা পিতা পুত্রে বণিকার্য্যার্থে আগমন করিযাছিলাম, পথিমধ্যে দস্যুর হস্তে পতিত হওযায আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িযাছি। অগত্যা আর কোন উপায না দেখিযা এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে করিতেই এ প্রদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইযাছি। বালসপতি তখনই বলিযা উঠিলেন, তবে ইহা উত্তম হইযাছে যে এই পক্ষটী তোমারই হস্তে ধৃত হইযাছে, কারণ আমি এই পক্ষীর কারণ স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিযাছি, যিনি আমার এই পক্ষী ধৃত করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে আমি তাঁহারই ইচ্ছামত তিনটী বস্তু প্রদান করিব। এক্ষণে তুমিই এই পক্ষটী ধৃত করিযাছ, তুমিই সেই তিনটী বস্তু প্রাপ্তের পাত্র হইযাছ, তোমার এক্ষণে যাহা অভিলাষ হয তাহাই প্রার্থনা কর। তৎশ্রবণে যুবরাজের আর আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি তখনই কহিলেন, মহারাজ! সেই তিনটী বস্তুর মধ্যে একটী প্রার্থনা এই, আমার পিতা মাতা পান্থনিবাস অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে স্বালযে আনিযা ভরণ পোষণ করান। দ্বিতীয এই আমাকে একটী উৎকৃষ্ট অশ্ব প্রদান করুন, তৃতীয় এই আমাকে একবস্ত্র উত্তম রাজোচিত বসন ও এক তোড়া স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদানে বাধিত করুন। মহারাজ! এ প্রার্থনায় আর আমার কিছুই দুরভিসন্ধি নাই, আমি চিরকাল আকাংক্ষা করিযা থাকি, বিদেশ যে কেমন তাহাই প্রদর্শন করিব, এক্ষণে সেই বিদেশ ভ্রমণ গমনে যাত্রা করিব।

তৎশ্রবণে মহীপাল কহিলেন, বৎস। আমি তোমার বাক্যই স্বীকার করিলাম, কিন্তু অদ্য তোমার জনক জননীকে স্বালয়েই আনিতেছি দর্শন কর, তদনন্তর কল্য প্রভাতে একটী তুরঙ্গ ও

এক প্রস্থ বসন এবং এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিব; তুমি মনের সুখেই গমন করিও। যুবরাজ যৎকালে রাজমুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি তখনই নরনাথকে বন্দনা করিয়া একেবারে পান্থশালায় স্বীয় পিতা মাতার নিকটেই উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর স্বীয় পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তত্তৎসমস্তই কহিলেন। পুত্র মুখে তদ্বাক্য শুনিয়া বৃদ্ধ রাজ ও রাণী একেবারে আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এমত সময়েই মহারাজ প্রেরিত একজন দূত তিনটী অশ্ব লইয়া উপস্থিত হইল, তদনন্তর তাঁহাদিগের কাছে রাজাজ্ঞা বিবৃত করতঃ সকলকেই সেই অশ্বোপরে আরোহণ করিয়াই একেবারে রাজ প্রকোষ্ঠ মধ্যে নিত করিল। নরনাথ তাঁহাদেরই অপেক্ষা করিতে- ছিলেন, যেমন তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিলেন, অমনই তাঁহাদিগকে থাকিবার জন্য আপনার সেই রাজপুরীর মধ্যেই একটী উৎকৃষ্ট গৃহ নির্দেশ করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাদিগের শুশ্রূষার কারণ কয়েকটী ভৃত্যও নিযোজিত করিয়া দিলেন। তাহাতে তাঁহাদের সে দিবস অতি সুখেই অতিবাহিত হইয়া গেল, যেমন তৎপর দিনের দিবা প্রকাশিত হইল, অমনই মহারাজ স্বয়ং কালেফকে একটী স্বর্ণমুদ্রার তোড়াও একটী শীঘ্রগামী অশ্ব এবং এক প্রস্থ সুন্দর বস্ত্র প্রদান করি- লেন। যুবরাজ তাহা প্রাপ্ত আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলেন না, তখনই স্বীয় জনক জননীর নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, হে জনক জননী। অদ্য আমি সফল মনরথই হইয়াছি, এত দিনে আমি যে কয়েকটী দ্রব্যের অভাবে দেশ ভ্রমণ কামনা করিয়াও নিরস্ত হইয়া ছিলাম, এক্ষণে মহারাজ অনুগ্রহে সে সকল অভাবই দূর হইয়াছে। এক্ষণে আপনারা স্বানুকুলচিত্তে আজ্ঞাদান করিলেই আমার চির মনরথ একেবারেই পূর্ণ হয়। ইহাতে আপনাদের কোন কষ্টেরই সম্ভাবনা নাই, আপনারা এই রাজভবনেই চিরসুখে দিনাতীত করিতে পারিবেন, আমি অবিলম্বই আবার আসিয়াই আপনাদের চরণ দর্শনে সুখী হইব। বৃদ্ধ ভূপতি কহিলেন, বৎস। আমাদের জন্য আর তোমার কোনরূপই চিন্তা নাই, এবং তোমার গমনেও কোনরূপে অসম্মতি নহি, এক্ষণে যাহাতে তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হয় তাহাই কর।

যুবরাজ যৎকালে স্বীয় পিতৃদেবের মুখে এরূপ বাক্য শ্রবণ করি- লেন, তৎকালে আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিলেন না, তখনই প্রসন্ন চিত্তে চীনদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজকুমার যেমন অতিশয় সাহসী ছিলেন, তেমনই বলবান সেস্ত্র পাইয়াছিলেন, তিনি

কয়েক দিন মধ্যেই একেবারে পিকিন রাজ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন ; তখন বেলা অতি সামান্যমাত্র ছিল, তিনি সে যামিনী কোথায় থাকিবেন তাহার চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন, সেই রাজপথের উপরিভাগেই একটী সামান্যরূপ বাটী রহিয়াছে, তিনি থাকিবার জন্য সেই বাটীটীই নির্দ্দেশ করিয়া তাহারই দ্বারে যাইয়া আঘাত করিতে লাগিলেন। শব্দ শ্রবণ মাত্রেই একটী বৃদ্ধা রমণী সেই বাটী হইতে বহিস্কৃতা হইলেন, এবং তখনই যুবরাজকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, তোমার অভিপ্রায় কি? যুবরাজ কহিলেন, মাতঃ! আমি এদেশীয় লোক নহি, সংপ্রতি হেথায় আগমন করিয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া অদ্য যামিনী যাপন জন্য একটুকু স্থানে প্রদান করেন, তবেই অত্যন্ত বাধিত হই। বৃদ্ধা দেখিলেন, তাঁহার যেরূপ পরিচ্ছাদাদি পরিধান রহিয়াছে, তাহাতে কোন বড় লোকই হইতে পারেন, তিনি তখনই কহিলেন, বৎস। তজ্জন্য আর আপত্য কি, তুমি মনে করিলে এই বাটীতে চিরকাল জন্যই থাকিতে পার, এ বাটী এক্ষণে আপনারই বিবেচনা করিবেন। যুবক তদ্বাক্যে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন, তখনই কহিলেন, আপনার বাটীতে কি এই অশ্বটা রাখিবারও স্থান প্রাপ্ত হইব? বৃদ্ধা তাহাতে আর কোনই উত্তর করিলেন না, তখনই স্বয়ং সেই অশ্বটাকে লইয়া একটী স্থানে বন্ধন করিয়া রাখিয়া দিল। তৎকালে কালেফ অতিশয় ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়াছিলেন, তৎকারণ সেই বৃদ্ধাকেই কহিলেন, মাতঃ! আমি যদি কিঞ্চিৎ মূল্যাদি দি, তবে কি আমার জন্য কেহ কিঞ্চিৎ খাবার আনিয়া দিতে পারিবে? বৃদ্ধা তখনই কহিলেন, তজ্জন্য আর আপত্য কি, আমার একটা পুত্র আছে, আপনি মূল্য প্রযোগ করিলেই আপনার অভিলাষিত খাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিবে। কালেফ বৃদ্ধার বাক্য শুনিবা মাত্রেই কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলেন, বৃদ্ধা তখনই স্বীয় পুত্রকে খাদ্যাদি আনয়ন জন্য বাজারে প্রেরণ করিলেন। যুবরাজ তৎকালেই সেই বৃদ্ধাকে কহিলেন, মাতঃ। বলিতে পারেন, এ দেশের আচার ব্যবহারাদি কিরূপ, এবং এখানকার রাজাই বা কেমন চরিত্র, তাহার নিকট যদি কেহ কোন কর্ম্ম কার্যের প্রার্থনা করে, তাহা কি তিনি প্রদান করিয়া থাকেন? বৃদ্ধা তখনই কহিলেন, যুবক! তোমায় আর অধিক কি, বলিব, আমাদিগের মহারাজ তিনি সর্ব্বগুণেই সম্পন্ন, প্রজাগণ তাঁহার সুপালনে সকলেই সুখী আছে। তিনি যেমন দাতা, তিনি তেমনই ধার্ম্মিক, তাঁহার সুযসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকর্ণ রহিয়াছে। তিনি প্রার্থী দিগের অভিলাষ যথা নিয়মেই রক্ষা করিয়া থাকেন, বৎস! আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি যদি কোন বিষয় তাঁহার নিকট কোনরূপ অভিলাষ করিয়া জানিয়া

থাক, তবে তিনি সংপূর্ণরূপেই পূর্ণ করিবেন। যুবরাজ কহিলেন, তোমার কথার ভাবে অনুমান করিতেছি, চীনপতি তবে বড়ই সুখী। বৃদ্ধা কহিলেন তিনি সর্ব্ব বিষয়ে সুখী বটেন, কিন্তু এক বিষয়ের জন্য তিনি দারুণ অসুখে রহিয়াছেন। রাজাকুমার কহিলেন, ইহার কারণ? বৃদ্ধা কহিলেন, বৎস! বলিব কি, তাঁহার ইতিপূর্ব্বে কন্যা কি পুত্র কিছুই হয় নাই, তিনি বহুবিধ সৎকার্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা একটী কন্যা লাভ করিয়াছেন, সেই কন্যাটীই এক্ষণে তাঁহার মহা অসুখের হেতুই হইয়াছেন। রাজকুমার কহিলেন, কিসে সেই রাজকন্যা তাহার দুঃখের হেতু হইয়াছেন? বৃদ্ধা বলিল, বৎস! বলিব কি, সে অনেক কথা? আমার একটী আত্মজা সেই রাজকন্যার প্রধান সহচরী, আমি তাহারই মুখে যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই কন্যাটীর বয়ঃক্রম প্রায় ষোল বৎসর অতীত হইয়াছে, তাঁহার রূপের কথা আর এক মুখে কতই বলিব, তাঁহার রূপ কত শত দেশ হইতে কত কত চিত্রকর আসিয়া চিত্র করিয়া লইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার চিত্র লইয়া গিয়াছে সত্য, ফলে তাঁহার প্রকৃতরূপ কেহই অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। যাহা হউক সেই চিত্র পটে যতদূর রূপ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাই নিরীক্ষণে কত শত দেশের রাজপুত্র একেবারে জীবনে হত হইয়াছেন। আর সে রূপের কথা কি ব্যাখ্যা করিব, গুণেও তিনি ততোধিক, তাহার সাহিত্য ব্যাকরণ জ্যোতিষ ইহা মুখাগ্রেই রহিয়াছে, আর যে তিনি কত কত ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন, তাহা আর বলিতে পারি না, সর্ব্বদেশের ভাষা তিনি পড়িতে ও লিখিতে পারেন, ফলতঃ তাঁহার এরূপ রূপ ও গুণ থাকিলেও তিনি এক মুহূর্ত্ত জন্যও সুখী হইতে পারেন নাই। তাহার এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞাতেই সকল রূপ ও গুণকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অদ্য প্রায় দুই বর্ষ অতীত হইল, তাহার সহিত খীর্ব্বতরাজ পুত্রের বিবাহের কথা স্থিরতা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা শুনিয়া রাজকন্যা একেবারেই অগ্রাহ্য করেন।

রাজা যখন তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া সেই বিবাহ সমাধা করিবেন বলিয়াই নিশ্চয় করিলেন, রাজবালা তদ্বাক্য শুনিয়া সেই সোণার শরীর বিশুষ্ক হইয়া একেবারে মহাপীড়ায় পীড়িত হইলেন। রাজন তখনই সেই পীড়ার কারণ নানারূপ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কত কত দেশের কত কত সুপ্রসিদ্ধ ভীষক আসিয়া সেই পীড়ার চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই আর তাঁহার সেই পীড়ার শান্তি করিতে পারিলেন না, ভীষকগণ গমন সময়ে এই মাত্র বলিয়া কারণ এমনই কাতর হইয়া পড়িলেন যে, তাহাতে তাঁহার সেই

গেলেন হে মহারাজ! রাজনন্দিনীর যেরূপ পীড়া হইয়াছে, তাহা ঔষধাদি দ্বারা আরোগ্য হইবার নহে। পীড়া আপনা আপনই সারিবার সম্ভব আছে, কিন্তু আপনি যদি রাজনন্দিনীর অমতে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা করেন, তবে আর রাজনন্দিনী কিছুতেই রক্ষা পাইবেন না। রাজা নন্দিনীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন যৎকালে ভীষগগণ প্রমুখাৎ এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তৎকালে তিনি একেবারেই অনন্যমনা হইয়া উঠিলেন, তাঁহার অন্তরে দারুণ ব্যথা উপস্থিত হইল। তিনি আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিলেন না তখনই স্বীয় নন্দিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে প্রাণাধিকা নন্দিনী! তোমার পীড়ার কারণ এক্ষণে আমি সমস্তই বিদিত হইয়াছি, তুমি প্রসন্না হও। আমি যে তোমার তীর্থত রাজনন্দের সহিত বিবাহের স্থিরত করিয়াছিলাম, তাহা রহিত করিয়া দিলাম। তদ্বাক্যে রাজনন্দিনী উত্তর করিলেন, হে পিতঃ! আমার আর একটী পীড়ার কারণ রহিয়াছে, যদি সে বিষয়েও আপনি সাহার্য্যদানের অনুমতি করেন, তবে আমি বোধ করি অচিরকাল জন্যই সুস্থতা লাভ করিব। রাজন কহিলেন, তোমার আবার কি অভিপ্রায় আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। নন্দিনী কহিলেন, মহারাজ। আমি মনে মনে এই এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, স্বীয় পরিণয়ের কারণ আমি স্বয়ংই কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া রাখিয়াছি, যিনি সেই প্রশ্নের প্রকৃতরূপ উত্তরদানে বাধ্য হইবেন, তাঁহারই গলে বরমাল্য প্রদান করিব, আর যিনি তাহার উত্তর দানে বিমুখ হইবেন, তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত সংহার করিব। প্রথমতঃ আপনাকে এই প্রতিজ্ঞার কথা সমস্ত দেশে প্রচারিত করিতে হইবে, তদনন্তর যাঁহারা প্রশ্নের উত্তর দানে বিমুখ হইবেন, তাঁহাদের শিরোচ্ছেদ বিষয়ে আপনাকে প্রকৃতরূপেই সাহার্য্য করিতে হইবে। যদি আপনি বিমুখ হন, তবে এই প্রতিজ্ঞা হেতু আমাকেও ত্যাগ করিতে হইবে। রাজা তাহার বাক্যানুসারেই বুঝিতে পারিলেন, কন্যার বিবাহ বিষয়ে কিছুতেই ইচ্ছা নাই, তৎকারণই এরূপ কৌশল করিতেছে? কিন্তু বাস্তবিকই ত হা, কন্যা ও মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যে এ কথা শ্রবণে আর কেহই আমাকে বিবাহ করিতে আসিবে না, তাহা হইলে আমি এই ভাবেই চিরকাল থাকিব। তৎকালে নরনাথ বিবেচনা করিলেন, যদি কন্যারই এরূপ অভিলাষ হইয়া থাকে, ইহাতে আমারই বা ক্ষতি কি, এই বলিয়া তিনি তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন; এবং তৎকারণ সেই সংবাদ সকল দেশেই প্রচার করিয়া দিলেন।

চীনমহারাজ, দুহিতার বিবাহের কথা যৎকালে দেশদেশান্তরে সুরাষ্ট্র করাইয়া দিলেন, তৎকালে তদ্রূপ ভীষণ ব্যাপার শুনিয়াও বহু বহু দেশের রাজপুত্রগণ তাহাতেও উৎসাহিত হইয়া ক্রমাগতই সেই চীননগরে আসিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে রাজকন্যারও সে পীড়া একেবারেই আরোগ্য হইয়া গেল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মহা রূপবান ও গুণবান যত যত রাজপুত্র আসিতে লাগিলেন, কেহই আর সেই রাজকন্যার প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম না হইয়া, সকলেই তাঁহার নিদারুণ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতে লাগিলেন। মহীপাল তাহা নিরীক্ষণে মনে, মনে কবিতে লাগিলেন, হায়। কি অনর্থ সংঘটন হইল, আমি সেই রাক্ষসী কন্যা বাক্য প্রতিজ্ঞা করিয়া এ কি কার্য্য করিতে লাগিলাম? এমন সাপিনী কন্যাকেও কি গৃহে রাখিতে হয়? আমি কিনা সেই নরঘাতিনীর প্রতিজ্ঞায় প্রতিশ্রুত হয়ে অহরহ নৃপনন্দনগণের রুধিরে এই পুণ্যময় রাজপুরী কলুষিত করিতে লাগিলাম? মহীপতি তখন আর তাহা নিবারণের কোন উপায় না দেখিয়া স্বীয় তনয়াকেই আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে আত্মজা! তুমি আমার কথা শুন, তুমি এই প্রতিজ্ঞা হইতে নিবৃত্ত হও। নন্দিনী কহিলেন, পিতঃ! আপনি আমাকে ও আজ্ঞা করিবেন না, আমি কিছুতেই স্বীয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে পারিব না? নরপতি আর কি করিবেন, কাজেই নিরস্ত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু রাজবালা যতই সেই নৃপনন্দনগণ হত্যা হইতে দেখিতেছেন, ততই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। ইতিমধ্যে এক রাজপুত্র কোথায় হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি উক্ত নন্দিনীর সহ স্বীয় পাণিগ্রহণ ইচ্ছা করায়, তাঁহাকে মন্ত্রীগণ যে কতরূপে নিরস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাচ তিনি নিরস্ত না হইয়া অবশেষে বিচারে পরাস্তমানিয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি মৃত্যু সময় এই কথা বলিয়া গেলেন যে, যে পুরুষকে রমণীর নিকট পরাস্ত হইতে হইল, তাহার মৃত্যুতে আর পরিতাপের বিষয় কি আছে? আবার শুনিয়াছি, গতকল্য একটি রাজনন্দন আসিয়াছেন তিনিও পরাস্ত হইয়াছেন, অদ্য নিশাতেই তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে।

যুবরাজ কালেফ এ পর্য্যন্ত স্থির হইয়াই শুনিতে ছিলেন, যৎকালে সেই বৃদ্ধার বাক্য সমস্তই অবসান হইল, তৎকালেই তিনি বৃদ্ধাকে কহিলেন, মাতঃ! এ কথা আমার সংপূর্ণরূপে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে না? কারণ রাজপুত্রী যখন এতদূর কঠিন ব্রত বিবাহের জন্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে, কি কোন রাজপুত্র সহসাই

জীবনকে হত্যা করিতে আসিতে পারেন? যদিও কোন না কোন রাজপুত্র আসিয়া থাকেন, তদ্রূপ হীনবুদ্ধি রাজপুত্র অতি গোপন। আর আপনি বলিতেছেন যে, চিত্রকরগণও তাঁহার রূপের সংপূর্ণ চিত্র করিতে নিতান্ত অক্ষম, তাহাই বা কেমন করিয়া প্রত্যয় করিতে পারি? চিত্রকরগণ অর্থ প্রয়াসি, তাঁহারা বরং চিত্র করিবার সময় বাহুল্য রূপেই চিত্রিত করিতে পারে, কারণ সেইরূপ দর্শনে ভূপনন্দনগণ যাহাতে একেবারে মোহিত হইয়া যান। তাহারা যে রাজনন্দিনীর প্রকৃতরূপের চিত্র করিয়াছে, ইহা কথনই সম্ভব নয়? তবে আপনি বোধ হয় রূপের বাহুল্য শুনিয়াছেন, তৎকারণই এরূপ বাক্য বলিতেছেন, বৃদ্ধা কহিলেন, না বৎস! আমি রাজনন্দিনীকে প্রত্যক্ষরূপেই দেখিয়াছি, চিত্রকরগণ যাহা চিত্রপট চিত্র করিয়াছেন, তাহার একাংশও যথার্থরূপ হয় নাই? বৎস! সে রাজনন্দিনী কি সহজরূপসী, যে অনায়াসেই সেই মুর্ত্তি অঙ্কিত করিতে পারিবেন? যে চিত্রকর পৃথিবীর যাবতীয় রূপ একত্রিত করিয়া একটা রমণী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে সক্ষম, তিনিও তাহার সেই চিত্র কাব্য করিতে পারেন কি না তাহা সন্দেহ। তৎকালে রাজনন্দের বৃদ্ধার বাক্য যদিও সংপূর্ণরূপে বিশ্বাস বোধ হইল না, কিন্তু তথাচ আর তাহার কোনরূপ উত্তর না করিয়াই, পুনর্ব্বার বৃদ্ধাকে এই কহিলেন, মাতঃ। রাজনন্দিনী যে সকল প্রশ্ন বলেন, এমন কি কোন রাজপুত্রই নাই, যে তাঁহার সে প্রশ্ন পূরণ করিতে পারেন? আমার অনুমান হয়, যে সকল রাজপুত্রগণ তাহার পাণি গ্রহণাভিলাষে আসিয়াছিল, তাহারা তদ্রূপ সুবিজ্ঞ নহেন, তৎকারণই প্রশ্ন পূরণে অসমর্থ হইয়া জীবন হারাইয়াছেন। বৃদ্ধা কহিলেন, বৎস! যে কয়েকটী প্রশ্ন রাজকন্যা জিজ্ঞাসাদি করিয়া থাকেন, সে সকল প্রশ্নের উত্তর অতি বিরল, তজ্জন্য সকলে পরাস্ত মানিয়া থাকেন? এইরূপে উভয়েরই কথা বার্ত্তা চলিতেছে, এমত সময়েই বৃদ্ধার পুত্র খাদ্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা তৎকালে আর কোন কথাই বলিলেন না, সসব্যস্ত হইয়া অগ্রেই ভোজনের স্থানাদি করিয়া দিলেন, রাজপুত্র অত্যন্ত ক্ষুধিত হেতু তখনই ভোজনে প্রবর্ত্ত হইলেন! ক্রমে ভোজনাদি সমাপন করিয়া বিশ্রাম লাভে প্রবর্ত্ত হইলেন যৎকালে কিয়ৎপরিমাণে যামিনী হইয়া উঠিয়াছে, এমত সময়েই নগর মধ্যে মহা বাদ্যোদ্যম হইতে আরম্ভ হইল। তৎশ্রবণে রাজ নন্দন সেই বৃদ্ধাকেই তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃদ্ধা তখনই কহিলেন, তবে এ বাদ্য আমি যে এই মাত্র তোমার নিকট এক রাজপুত্রের কথা কহিয়াছিলাম, বোধ হয় সেই রাজপুত্র পরাস্ত হইয়াছেন, তাঁহারই জীবন দণ্ড হইবে, তজ্জন্যই এই বাদ্য বাদিত হইতেছে।

কালেফ কহিলেন, মাতঃ রাত্রকালে যে প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? বৃদ্ধা কহিলেন, বৎস! রাজদণ্ডে যাহাদের প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে, তাহাদের দিবাভাগেই হইয়া থাকে, কিন্তু যাহাদের রাজকন্যা প্রশ্নপূরণ জন্য জীবন যাতন হয়, তাহাদের এই নিশিথ সময়েই হইয়া থাকে। কারণ চীনপতি ইহাতে অত্যন্ত বিরত, তজ্জন্য আপন সমক্ষে দিবাভাগে কখন এ কার্য্য করিতে দেন না।

যৎকালে বৃদ্ধামুখে যুবরাজকালেফ এরূপ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তৎকালেই সেই ব্যাপার প্রদর্শনার্থ তিনিও বহির্গত হইলেন, কিন্তু রাজপথে আসিবা মাত্রেই দেখিতে পাইলেন শত শত লোক সেই ব্যাপার দর্শনার্থই গমন করিতেছে। যুবরাজ কালেফও তাহাদের সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন, যৎকালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন তৎকালেই দেখিতে পাইলেন, সম্মুখেই প্রকাণ্ড রাজপুরী সেই পুরীর সম্মুখেই একটী প্রকাণ্ড প্রান্তর সেই প্রান্তর মধ্যস্থানেই একটী বধ্যমঞ্চ শোভিমান হইতেছে। বধ্যমঞ্চের চতুঃসীমাতেই আলোকে পরিপূর্ণ, সৈন্যগণ সঘ সশস্ত্রে প্রহরি কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। মধ্যদেশ একখানি বিচিত্র চন্দ্রাতপে আবৃত রহিয়াছে, সহসা সে স্থান দেখিলেই সুরপুরী বলিয়া ভ্রম হয়। যুবরাজ এক-চিত্তেই তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এমত সময়ে ঘণ্টাতে সঙ্কেত ধ্বনি হইল। ঘণ্টিধ্বনি হইবা মাত্রেই একজন ভৃত্য তৎস্থানের দ্বারটী মোচন করিয়া দিল, অমনই সেই সময়ে রাজঅমাত্য বিংশতি জন প্রধান কর্ম্মচারীগণ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া সেই দ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। কর্ম্ম চারিগণ সেই বধ্যভূমিরই চতুঃসীমায় শ্রেণীবদ্ধপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন, কেবল রাজমন্ত্রীই শিবিরাভ্যন্তরে উপবেশন করিলেন। এমতসময়েই সেই যে রাজপুত্র প্রশ্নপূরণে অক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সেইস্থানে আনিয়া উপ-স্থিত করিল। তাঁহার বয়স আন্দাজ পঞ্চবিংশতিবর্ষ হইবে, সৌন্দর্য্যের বিষয় আর কি কহিব, তাঁহার সেইরূপ দেখিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকই মোহিত হইয়া গেল। যৎকালে তিনি মধ্যমঞ্চে দণ্ডায়মান হইলেন, তৎকালেই রাজ অমাত্য বলিয়া উঠিলেন, কেমন রাজনন্দন! আপনি যৎকালে রাজবালার পরিণয় ইচ্ছা করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে রাজবালার যাহা পণের কথা তাহা আপ-নাকে জ্ঞাত করান হইয়াছিল কি না? এবং মহারাজ আপনাকে প্রশ্ন উত্তর বিষয়ে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন কিনা? যুবরাজ কহিলেন, আমি পণের কথাও শুনিয়াছিলাম, এবং মহারাজ এ বিষয়ে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহাও জানি। অমাত্য

বলিলেন, তবে রাজা কি রাজ তনয়া এই মৃত্যুর পাপের ভাগী নহেন? রাজনন্দন কহিলেন, ইহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্রই পাপ স্পর্শিবে না, আমি আপন ইচ্ছাতেই প্রাণত্যাগ করিতেছি। যৎকালে রাজকুমার স্বীয় মুখেই আপন দোষ স্বীকার করিয়া লইলেন, তৎকালেই ঘাতক আর অপেক্ষা করিল না, তখনই তাঁহার মস্তক একাঘাতেই দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। যেমন সেই রাজপুত্রের প্রাণ ঘাতন হইল, অমনই পুনরায় ঘোররবে বাদ্যাদি বাজিতে লাগিল, দর্শকবৃন্দও অমাত্যগণ তখনই যার যে স্থানে প্রস্থান করিল।

দর্শকবৃন্দ এই শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করিয়া সকলেই আসিতে আসিতে বলিতে লাগিলেন, রাজবালার এ অতিশয় গর্হিত কার্য্য, ইহা কখনই রাজবালার উচিত কার্য্য হইতেছে না? এই বলিতে বলিতে সকলেই যার যে আলয়ে চলিয়া গেল, কিন্তু যুবরাজ কালেক, আর পুনরাগমন না করিয়া সেই রাজপুরীর অনতি দূরেই দণ্ডায়মান হইয়া সেই বিষয়ের নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। মনে মনে কতই চিন্তা করিতেতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন, একটী যুবক অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে আগমন করিতেছে। যুবরাজ তাহাকে দেখিয়াই অনুমান করিলেন, এই ব্যক্তি নিহত রাজপুত্রের কোনরূপ আত্মীয়ই হইতে পারেন, তজ্জন্য একরূপ ক্রন্দন করিতেছেন। এই ভাবিয়া কালেক সেই ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়। এক্ষণে যে রাজনন্দনের জীবন ঘাতন হইল, আপনি কি তাঁহারই কোন স্বজন? তদ্বাক্য শুনিয়া তিনি আরও বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, মহাশয়! অদ্য যিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন, উনি আমার কোন আত্মীয় মধ্যে নন বটে, কিন্তু উহাঁর সঙ্গে আমার যেরূপ শৈশব হইতে সৌহৃদ্য ঘটিয়াছিল, এ সম্বন্ধে উনি আত্মীয় অপেক্ষাও আত্মীয়। কারণ যখন উহাঁর সঙ্গে একত্রে অধ্যয়ন ও ভোজন শয়ন চিরকাল করিয়া আসিয়াছি, তখন কেবল একমাত্র দেহই ভিন্ন ছিল, কিন্তু আমরা এক জীবনই ছিলাম। হায়! এ সংবাদ শ্রবণে মকরন্দ ভূপাল কি বলিবেন, এবং তাঁহাকেই বা এ সংবাদ কে প্রদান করিতে সক্ষম হইবে?

রাজকুমার কালেক তাঁহার এ সংবাদ শ্রবণে অতিশয় কাতর হইলেন, কি করিবেন, তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়াই বলিলেন, মহাশয়! আর বিলাপ করিলে কি হইবে, অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাতো হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে মহাশয়! আপনাকে এই কথা

জিজ্ঞাসা করি, এই রাজনন্দন এই কালস্বরূপা নৃপাল বালার রূপ-লাবণ্যের কথা কিরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহা কি বলিতে পারেন? তাহাতে সেই শোক বিহ্বলা পুরুষ কহিলেন, মহাশয়! বলিব কি, সে কথা বলিতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়? নৃপনন্দন রাজপুরী মধ্যে অবস্থান করিয়াই পরমসুখে কালহরণ করিতেছিলেন, পুত্রের মধ্যে বৃদ্ধরাজের তিনিই একমাত্র পুত্র ছিলেন, রাজা অবর্ত্তমানে তিনিই রাজেশ্বর হইতেন, অমাত্যাদি প্রজাবর্গ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন. কিন্তু দৈবের কার্য্য, সহসা একজন চিত্রকর উক্ত রাক্ষসী রাজদুহিতার চিত্রপট লইয়া সেই যুবরাজকে দর্শন করাইল। সেই চিত্রপটখানি এতদূর মনোহর, যে রাজপুত্র যেমন দেখিলেন, অমনই মোহিত হইলেন। তদনন্তর সেই চিত্রকরকে কহিলেন, চিত্রকর! তুমি যেরূপ চিত্রপট আমাকে প্রদর্শন করাইলে, ইহাতো কখনই মানবের সম্ভব নয়, তুমি ইহা রাজকুমারগণের মন-মোহন করিবার জন্য অনেকরূপ বাহুল্য করিয়াই চিত্রিত করিয়াছ। তদ্বাক্যে চিত্রকর উত্তর করিল, যুবরাজ! সে যে রাজনন্দিনী, তাহার রূপ কি আর বাড়াইয়া লিখিতে সাধ্য আছে, চিত্রপটে যাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন, প্রত্যক্ষ তিনি ইহার সহস্রাংশেও অধিক সৌন্দর্য্য শালিনী। রাজনন্দন সেই চিত্রপট দেখিয়াই মোহিত হইয়াছিলেন, যৎকালে আবার সেই চিত্রকরের মুখে অধিক রূপের কথা শ্রবণ করিলেন, তখনই সেই চিত্রপটখানি যত্ন করিয়াই লইলেন। তদনন্তর তাঁহার দীর্ঘ আশা ক্রমেই বলবত হইয়া উঠিল, তিনি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিলে চীনাদ্বীপের সেনাপতি, হইবেন, এই প্রত্যাশায় তখনই তিনি সেই চীনরাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ কামনা করিয়াই একেবারে চীনরাজধানীতে আসিয়াই উপস্থিত হইলেন। যৎ-কালে রাজ সভায় উপস্থিত হইলেন, তৎসঙ্গে আমিও আসিয়াছিলাম, সভাজন তখনই তাঁহার সমক্ষে সেই রাজনন্দিনীর পণের কথা বারম্বার কহিয়া তাঁহাকে প্রত্যাগমন জন্যই অনুরোধ করিলেন। তিনি কিছুতেই প্রতি নিবৃত্ত হইলেন না, শেষে প্রশ্নপূরণে অক্ষম হইয়া যাহা সঙ্ঘটন হইল, তাহা আপনি প্রত্যক্ষেই দর্শন করিয়াছেন, আর অধিক কি কহিব। কিন্তু মহাশয়! রাজনন্দন মৃত্যুর ক্ষণ পূর্ব্বেই সেই চিত্রপটখানি আমাকেই অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, এবং বলিয়া গিয়াছেন, এই চিত্রপটখানি আমার পিতাকেই প্রদান করিও, আর বলিও তোমার আত্মজ এই চিত্রপটের কারণই জীবন ত্যাগ করিয়াছে, একারণ তিনি আপনার নিকট যে অপরাধে অপরাধি রহিল, তাহা আপনি নিজগুণেই মার্জ্জনা করিবেন। কিন্তু মহাশয়! কে এমন নির্দ্দয় আছে যে এ সংবাদ

তাঁহাকে বিদিত করিবেন ? এই বলিয়াই সেই চিত্রপট খানি তৎস্থানে পরিত্যাগ করিয়া সে ব্যক্তি প্রস্থান করিল।

রাজকুমার কালেফ তখনই সেই ভূমিতে নিক্ষিপ্ত চিত্রপটখানি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখেই আসিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্ধকার বশতঃ পথহারা হইয়া একেবারে নগরের প্রান্তসীমাতে যাইয়াই পতিত হইলেন। ত কালে তাঁহার অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল, একে তিনি বেপথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তদুপরে অন্ধকার বশতঃ সেই চিত্রপটখানি অবলোকিত করিতে পারিলেন না, তাঁহাতে আরও দুঃখের উদয় হইল। যাইহোক্, সেই যামিনী তিনি অতি কষ্টেই অতিবাহিত করিলেন, যেমন সূর্য্যদেব উদয় হইয়া সকল অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া গেল, অমনই রাজকুমার সেই চিত্রপটখানি একদৃষ্টেই দেখিতে লাগিলেন, দেখিলেন, সেই চিত্রপটে যেরূপ মোহিনী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, তাঁহার সেইরূপ বদন, সেইরূপ নাসিকা, সেইরূপ নবজলধরের ন্যায় কেশ গুচ্ছও শোভা পাইতেছে। রাজকুমার তাহা নিরীক্ষ ণেইতো মোহিত হইয়া পড়িলেন, আর বিলম্ব করিলেন না, তখনই সেই বৃদ্ধার আলয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা তাঁহারই বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, যৎকালে রাজপুত্রকে সহসাই নিরীক্ষণ করিলেন, অমনিই অতি আগ্রহ সহকারে কহিলেন, বৎস! গত রজনীতে তুমি কোথায় অবস্থান করিয়াছিলে, আমি তোমার নিমিত্ত কাল সারা রজনী জাগরিত হইয়াছিলাম। রাজকুমার কহিলেন, জননি! সে দুঃখের কথা আর কি বলিব, আমি ভ্রমবশতঃ কল্য বড় কুপথে যাইয়াই পতিত হইয়াছিলাম, তজ্জন্যই আসিতে পারি নাই। তদনন্তর যুবক আর আর যাহা ঘটিয়াছিল তত্তৎ বিবরণ সমস্তই সেই বৃদ্ধার নিকট ব্যক্ত করিয়া কহিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার বাক্যাবসানেই তাঁহার হস্ত হইতে সেই চিত্রপটখানি গ্রহণ করিলেন, এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, বৎসে! চিত্রক এ চিত্রপটে যেরূপ রাজনন্দিনীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছে, ইহাতে সেই রাজকন্যার শতাংশের এক অংশও অঙ্কিত হয় নাই। তুমি যদি তাঁহাকে স্বীয় চক্ষে দৃষ্টি কর, তবেই জানিতে পারিবে, সেরূপ চিত্র করিতে চিত্রকরে সক্ষম কি না? যৎকালে বৃদ্ধামুখেও এরূপ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তৎকালে যুবক আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, মাতঃ! আমার ভাগ্যে যাইহোক্, কিন্তু আমি এই মুহূর্ত্তেই রাজসমীপে যাইয়া সেই কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষি হইব। আমার এ স্থানে আগমন কেবলমাত্র রাজভবনে কোন একটী পদগ্রহণ

করিব, কিন্তু যদি এ বিষয়ে রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিতে পারি তবে আর এর চেয়ে কিছুই সুখ নাই। বৃদ্ধা অমনই সাশ্রুনয়নে কহিলেন, বৎস! তুমি ও কুআশা মনের মধ্যে আর কখনই করোনা। বৎস! যার আশাতে আসিয়া শত শত রাজপুত্রগণ প্রাণহারা হইয়াছেন, সেই কন্যার অভিলাষ কি আর কোন বুদ্ধিমানের করা কর্ত্তব্য? রাজকুমার বৃদ্ধার এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তখনই কহিলেন, মাতঃ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি একান্তই অভিলাষী হইয়াছি যে সেই রাজকুমারীরই পাণিগ্রহণ করিব, আপনি আমাকে আর সে বিষয়ে বাধাদান করিবেন না। তখন বৃদ্ধা অতি কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছি, আমি যদি তোমার সমক্ষে সেই রাজনন্দিনীর এতদূর রূপের কথা না বলিতাম, তবে আর এ সমূহ বিপদ কখন উপস্থিত হইত না, কালেফ কহিলেন, জননি! আপনি অতদূর অকুশল চিন্তা করিতেছেন কেন? আমি অন্যান্য রাজপুত্রের ন্যায় অনভিজ্ঞ নহি, সে রাজকন্যার যেমন প্রশ্নই হউক না কেন, আমি যে তাহার উত্তর দানে সক্ষম হইব, ইহাতে কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই। এই বলিয়া রাজকুমার তখনই সেই বৃদ্ধার করে ব্যয় অবশিষ্ট সুবর্ণের তোড়াটী প্রদান করিয়া কহিলেন, জননি। এক্ষণে আপনি ইহা গ্রহণেই প্রকৃতিস্থা হউন, আর আমি যদি জয়ী হইতে পারি, তবেতো আর কিছুরই অভাব থাকিবে না, অচিরে রাজমাতা হইয়া কালহরণ করিতে পারিবেন কিন্তু বলা যায় না, যদি আমার কোনরূপ অমঙ্গলই সংঘটন হয়, তবে আমার যে মনোহর অশ্বটী আপনার নিকট রহিল, উহাও তুমি বিক্রয় করিয়া উদরের তোষণ ও আমার শোক নিবারণ করিবেন, ইহাতে আমার কিছু মাত্র বাধা নাই।

বৃদ্ধা তাহাতে এই উত্তর করিলেন, বৎস! অর্থেতে কি আন্তরিক শোকের কখন লাঘব হয়, তাই তুমি আমাকে এইরূপ বাক্য বলিতেছ? যাইহোক, বৎস! অদ্য আর তোমার কিছুতেই তৎস্থানে গমন করা হইবে না, অদ্য আমি তোমার মঙ্গলের কারণ তোমার ঐ অর্থ সমুদায় বিতরণ করিব, এবং দীন দুঃখী জনকে যত্নের সহিত ভোজন করাইব, তদনন্তর ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া কল্য প্রাতেই গমন করিও। রাজকুমার বৃদ্ধার সে বাক্য তখনই স্বীকার করিলেন, বৃদ্ধাও তখনই তাঁহার মঙ্গলার্থে দীনহীন জনকে ভোজন ও ধার্ম্মিকগণকে পূজা, এবং ঈশ্বর উদ্দেশে নানারূপ স্তব স্তোত্র করিতে লাগিলেন, তদনন্তর কয়েকটী পশু বলিদান করিয়া পল্লীস্থ সমুদায় ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইলেন, এইরূপেই সে

যামিনী অতীত হইয়া গেল। যেমন পরদিনের দিবা প্রকাশিত হইল, অমনই রাজকুমার ঈশ্বরের নামগ্রহণ করিয়া বৃদ্ধার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধা সেই শোকে একেবারে কাতর হইয়া ধরায় পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এদিক রাজকুমার একেবারে রাজসভায় যাইয়াই উপস্থিত হইলেন, রাজসভায় যথানিয়মেই রাজা ও অমাত্য প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ উপবিষ্ট ছিলেন. তাঁহারা কালেফকে দেখিবামাত্র কহিলেন, মহাশয়! আপনি কে? এবং কি অভিলাষেই বা আগমন করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দান করিয়া বাধিত করুন। রাজপুত্র কহিলেন, আমি বিদেশীয়, সংপ্রতি রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ কামনা করিয়াই এস্থানে আগমন করিয়াছি, আমাকে তৎকারণ অগ্রে কি করিতে হইবে তাহাই বলুন। মন্ত্রী তখনই বলিয়া উঠিলেন, মহাশয়! কেন এমন আশা করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন, আমাদের কথা রাখুন, আর আপনি সে রাজনন্দিনীর আশা করিবেন না, যৎস্থান হইতে আগমন করিয়াছেন. তৎস্থানেই প্রস্থান করুন। আপনি কি জানেন না, অতিশয় লোভ করিলে অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হয়? আমাদের রাজপুত্রীও তেমনই লোভের পাত্রী হইয়াছেন, যেমন মরুভূমে পথিকগণ মরীচিকা ভ্রমে স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ রাজপুত্রগণও রাজনন্দিনীকে সুধা বলিয়া গ্রাস করিতে আসিয়া শেষে বিষ জ্বালায় মানবলীলা সম্বরণ করিতেছেন। আমাদিগের কথা রাখুন, আপনি এক্ষণে যথাস্থানেই গমন করুন। তদ্বাক্যে রাজকুমার উত্তর করিলেন, আমি আপনাদের বাক্য শিরোধার্য্যই করিলাম সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে নিরস্ত হইতে আমার কিছুতেই সাধ্য নাই। এক্ষণে আমার রাজতনয়ার পাণিগ্রহণ কামনাই বলবৎ হইয়া উঠিয়াছে, যদি আমাকে ইহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তাহাতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। চীনপতি তখন প্রধান অমাত্যের সহিত স্বীয় রত্নরাজিত সিংহাসনোপরেই বিরাজ করিতেছিলেন, এতাবৎকাল আর কোনরূপ উত্তরই করেন নাই, যৎকালে রাজনন্দনের এতদ্রূপ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তৎকালে তাঁহার পরিচয় গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। অর্থাৎ রাজা তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যদি কোনরূপ কৌশলে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন, তাঁহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কালেফ কহিলেন, "আমার আর পরিচয় কি আছে, আমি কোন রাজপুত্র, চীন রাজদুহিতার পাণিগ্রহণেই আগমন করিয়াছি। আগমন করিয়াছি। চীনরাজ তদ্বাক্য শ্রবণে অতিশয় দুঃখিত

হইলেন, আর অপেক্ষা করিলেন না তখনই সভাস্থ তাবৎ লোককে বিদায় দান করিয়া সেই কালেফ রাজকুমারকে অতি মধুর বাক্যে কহিলেন, হে যুবক! তুমি কি আমার দুহিতার নিদারুণ পণের কথা এ পর্যন্ত অবগত নহ? আমার সেই নন্দিনীর পণের কারণ এক্ষণে এই চীনরাজ্যে কিরূপ কাণ্ড সংঘটন হইতেছে তাহা কি তুমি এখনও কর্ণগোচর কর নাই? আমার সেই নন্দিনীর পণের কারণ কত শত রাজকুমার যে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তাহা আর বলিতে পারি না. কিন্তু কল্য যে সমরবন্দ অধীপের পুত্র মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, বোধ করি তাহা তুমি প্রত্যক্ষ রূপেই দর্শন করিয়াছ? তদ্বাক্যে যুবরাজ কালেফ কহিলেন, হে রাজাধিরাজ চীনপতে! আপনি যে বাক্য নিয়োগ করিলেন, ইহা সকলই প্রত্যক্ষ কিন্তু মহারাজ! অন্য অন্য রাজনন্দনগণ স্বীয় অজ্ঞতা বশতঃ যদিও স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, তৎকারণ যে আমাকেও জীবন ত্যাগ করিতে হইবে, ইহার হেতু কি? আমি নিশ্চয় করিয়াই আগমন করিয়াছি, তোমার সেই নন্দিনীর প্রশ্নের উত্তর যথাথরূপে প্রদান করিয়া তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিব, এবং অহরহ যে এই যুবরাজগণের প্রাণবাতন হইতেছে, তাহাও নিবারণ করিব। তাহাতে চীনেশ্বর কহিলেন, রাজকুমার! অন্যান্য রাজকুমারগণ যেমন মত্ততা বশতঃ কেহই আমার বাক্য শ্রবণ করেন নাই, এক্ষণে তোমাকেও সেইরূপ উন্মত্ত দেখিতেছি। যাইহোক্, আমি তোমার রূপ লাবণ্য দেখিয়া অতিশয় স্নেহরসে আদ্র হইয়াছি, তৎকারণই বারম্বার নিষেধ করিতেছি; যদি তুমি একান্তই ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে অদ্য প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্থানেই অবস্থান করগে, কল্য বিবেচনা পূর্ব্বকই পুনরাগমন করিও।

মহারাজ চীনেশ্বর এই কথা বলিয়াই রাজসভা হইতে উঠিয়া গেলেন, অগত্যা কালেফও সে দিবস বিমুখ হইয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহার আর সমস্ত নিশার মধ্যে একবারও নিদ্রাকর্ষণ হইল না, তিনি কেবল সেই রাজনন্দিনীর বিষয় চিন্তা করিয়াই দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। অনন্তর যেমন যামিনী বিগতা হইয়া গেল, তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না, তখনই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক একেবারে চীনরাজ সমীপেই উপস্থিত হইলেন। চীনপতি তাঁহাকে অবলোকন মাত্রেই কহিলেন, রাজকুমার! তুমি যে অদ্যই আবার আসিয়াছ, তোমার অভিপ্রায় কি? যুবরাজ কালেফ কহিলেন, দাসের অটল প্রতিজ্ঞা কখনই খণ্ডন হইবার নয়? এই জন্যই আপ

মন করিয়াছি। রাজা কহিলেন, বৎস! ও কুআশা পরিত্যাগ কর, আমি তোমার ও কথায় কিছুতেই সম্মত হইব না। বৎস! তোমায় বলিব কি, আমি সেই হতভাগা নন্দিনার নিমিত্ত অনেক রাজপুত্রের জীবন নাশ করিয়াছি, এক্ষণে আমি তোমাকে কখনই সে পথে গমন করিতে দিব না। আমাব পুত্র পৌত্র কেহই নাই, আমি তোমাকে অতি স্নেহেব চক্ষেই দেখিতেছি, তুমি আমার নিকটেই অবস্থান কর, আমি তোমাকে ঐরূপ শত সহস্র রাজকুমারীর সহ পরিণয় করাইয়া দিব। এই কথা বলিয়া মহীপাল স্নেহভরে তখনই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কালেফ রাজকুমার যখন দেখিলেন মহীপতি আমার প্রতি অতিশয় স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন, তখন তিনি মধু সদৃশ বাক্যে কহিলেন, হে রাজাধিরাজ চীনপতে। কেন আপনি বার-ম্বার এই বিষয়ে বাধা দান করিতেছেন, আমি কিছুতেই প্রতিনিবর্ত্ত হইব না। কারণ, আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া যতই মনকে প্রতিনিবর্ত্ত করিতে চাহিতেছি, কিন্তু ততই যেন আমার মন ঐ বিষয়ে উৎসাহ দানে উন্মত্ত করিতেছে। অতএব আপনি আমাকে আব বাধাদান কবিবেন না, আমি কিছুতেই আব বিমুখ হইব না। রাজা কহিলেন, যদি তুমি একান্তই আমাব বাক্য রাখিবে না, তবে অদ্য তোমাকে আমি কিছুতেই সম্মতি দান করিব না, অদ্য তুমি আমাব আলয়েই অবস্থান কবিয়া থাক পরে বিচাব পূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য হইবে, তাহা করা যাইবে। এই বলিয়া নরনাথ কালেফকে থাকিবাব জন্য একটী উৎকৃষ্ট গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, এবং শত শত দাস দাসীগণ তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল, রাজকুমার তখন বিচার অপেক্ষা-তেই তৎস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে চীনাধীশ্বব সেই রাজপুত্রের কাবণ অতিশয় কাতরই হইয়াছিলেন, তিনি তৎকাবণ স্বীয় কুলগুরুকে আহ্বানপূর্ব্বক সেই কালেফ সম্বন্ধীয় কথাই সমুদায় কহিয়া এই অনুরোধ করিলেন, মহাশয়! এ বিষয়ে একবার আপনাকে বিশেষ রূপে চেষ্টা করিতে হইবে, আপনি পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়া আইসুন সেই কালেফের বিদ্যার বিষয় কতদূর ব্যুৎপত্তি আছে। কুলগুরু রাজ আজ্ঞা মাত্রেই সেই কালেফ সন্নি-ধানে উপস্থিত হইলেন, তদনন্তর নানারূপ বাক্যালাপ করিতে২ তিনি প্রায় সকল বিদ্যারই পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু রাজপুত্রকে আব কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারিলেন না যৎকালে কুলগুরু রাজপুত্রের বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইলেন, তৎকালেই তিনি তৎস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই নরনাথকে কহিলেন, হে রাজন্? এ রাজপুত্রকে যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞ দেখিলাম, এরূপ সর্ব্ববিদ্যা

নিপুণ রাজপুত্র অতি বিরল। আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, ইনি যে রাজকন্যার প্রশ্নের উত্তরদানে বিমুখ হইবেন, ইহা কদাচই বিশ্বাস নহে। নরনাথ সেই কুলগুরু বাক্য শুনিয়া অতি প্রসন্ন হইলেন এবং তখনই কহিলেন, হে গুরুদেব! যদি সেই কালেফ যুবরাজ আমার নন্দিনীর পাণিগ্রহণে সক্ষম হন, তবে আমি ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইব, তাহা আর বলিতে পারি না। এক্ষণে এক কার্য্য করুন, সেই রাজপুত্রের শুভের হেতু নানারূপ দৈবকার্য্যে লিপ্ত হন গে, আমি মনের আনন্দেই যুবরাজকে রাজপুত্রীর পণ রক্ষার জন্য আদেশ করি।

নরনাথ অতিশয় প্রফুল্ল হইয়াছিলেন, কালেফ নন্দিনীর প্রশ্ন পূরাণে যথার্থ সক্ষম জানিয়া আর অপেক্ষা করিলেন না, সেই দিনেই কালেফকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, রাজকুমার! রাজনন্দিনীর সহ বিচারের দিন কল্যই অবধারিত করিলাম, তুমি কল্যই নন্দিনীর সহ বিচার কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইও। এই বলিয়া নরনাথ তখনই প্রস্থান করিলেন, রাজকুমারও আপন নির্দ্দিষ্ট গৃহে চলিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই সংবাদ শ্রবণেই যেন আশা সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। আবার পরক্ষণেই তাঁহার দারুণ চিন্তার উদয় হইল, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি জানি, ঈশ্বর কি এমন করিবেন? এইরূপ তিনি একবার হর্ষ একবার বিষাদ ভাবিয়া সারানিশি যাপন করিলেন, তাঁহার আর সমস্ত নিশার মধ্যে একবারও চক্ষু মুদ্রিত হইল না, যেমন প্রভাতকাল দেখিলেন অমনই প্রাতঃকৃত্যাদি সমস্ত কার্য্য সমাধান করিয়া বিচারার্থ বিচিত্র বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া রহিলেন। এমন সময়েই কতিপয় সভাপণ্ডিত তৎস্থানে উপস্থিত হইয়া বিনয় সহকারে কহিলেন, রাজনন্দ। আর অপেক্ষা করিবেন না, এক্ষণে বিচার করিবার ঠিক সময় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি সত্বরেই সভাস্থ হউন। রাজপুত্র তদ্বাক্যে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলেন না, তখনই তাঁহাদের সমভিব্যাহারেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এদিকে বিচারের কথা শুনিয়া দর্শকগণ অগ্রেই আগমন করিয়াছিল, তাহারা রাজনন্দকে সভাস্থ হইতে দেখিয়াই সকলে চতুঃসীমায় দণ্ডায়মান হইল। তদনন্তর রাজকর্মচারিগণ সকলেই যথাস্থানে উপবেশন করিলেন, এমত সময়েই স্বয়ং মহারাজ আত্মজার হস্ত ধারণ করিয়া কতিপয় ভৃত্যসহকারে একটী গুপ্তদ্বার উদ্ঘাটিত পূর্ব্বক সেই স্থানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। দর্শন মাত্র রাজকুমার তাঁহার যথাবিধানে সম্মান বর্দ্ধন করিলেন, সভাপতিগণ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন, মহারাজ স্বয়ংই কন্যার সহ বিচারসনে সমাসীন হই-

লেন। যৎকালে মহারাজ স্বয়ং সিংহাসনে বিরাজ করিতে লাগিলেন, তৎকালেই একজন রাজমন্ত্রী সেই সভার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, অতি উচ্চনাদে রাজবালার প্রতিজ্ঞা লিপি পাঠ পূর্ব্বক যুবরাজকে কহিলেন, হে প্রশ্ন উত্তরকারী রাজকুমার! এখনও ইচ্ছা করিলে জীবনলাভ সাধিন? কালেক তখনই বলিয়া উঠিলেন, আমি রাজকুমারীর লাভের জন্যই আগমন করিয়াছি, যদি তাহাতেই অক্ষম হই, তবে আর এ জীবনের ফল কি? রাজকুমার যখন এইরূপ বাক্য বলিয়াই নিরস্ত হইলেন, তৎকালেই নরনাথ স্বীয় নন্দিনীকে প্রশ্ন প্রস্তাবের জন্য ইঙ্গিত করিলেন, রাজনন্দিনী পিতৃবাক্যে তখনই এই প্রশ্নটী উল্লেখিত করিয়া উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন,—

১। প্রশ্ন।

এই অবনীর মাঝ, যাঁহার নিত্য বিরাজ,
যাঁরে সর্ব্ব জীবে সমাদরে।
তুলনা করিতে যাঁর, অদ্বিতীয় নাহি আর,
বল তিনি কিবা নাম ধরে॥

১। উত্তর।

কালেক হাস্য করিয়াই বলিলেন, তাঁহার নাম সূর্য্য। কারণ, তিনিই অদ্বিতীয় রূপে সকল সংসারেই ও সকল স্থানেই সর্ব্বদা বিদ্যমান, এবং সকলেই তাঁহাকে আদরের সহিত পূজা করিয়া থাকেন।

২। প্রশ্ন।

প্রসবকারিণী স্বীয় অপত্য রতনে।
বল কে আপনি গ্রাসী আনন্দিত মনে॥

২। উত্তর।

যুবরাজ কহিলেন, সমুদ্র! কারণ সমুদ্রই নদনদীগণকে প্রসব করেন, আবার অচিরে তিনি গ্রাস করিয়া প্রফুল্ল হন।

৩। প্রশ্ন।

এমন কি বৃক্ষ আছে এ সংসারে আর।
ধবল শ্যামল পত্র পৃষ্ঠে শোভে তার॥

রাজকুমারী এই প্রশ্নটী এরূপ ভাবে জিজ্ঞাসিত করিলেন, যে যুবরাজ যাহাতে ইহার মর্ম্ম সহজে বুঝিতে না পারেন। তিনি যেমন এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিলেন অমনই তৎসঙ্গে তিনি আপনার মুখাচ্ছাদিত বাস খানিও উন্মোচন করিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন, যুবরাজ সহজেই আত্ম বিস্মৃত হইয়া তাঁহার মুখারবিন্দই একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তৎকারণ তিনি সে প্রশ্নের কোনই ভাবার্থ শুনিলেন না, কাজেই তিনি সে প্রশ্নটীর উত্তর দানে অক্ষম হইয়া

রহিলেন। তদ্দৃষ্টে সভাস্থগণ মনে করিলেন, এই বারেই রাজপুত্র পরাস্ত মানিলেন, এই বারেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। রাজকুমার তখনই বলিয়া উঠিলেন, শশঙ্ক বদনে। আমি তোমার ঐ সুধাকর নিন্দিত বদন নিরীক্ষণেই মতিভ্রংশ হইয়াছিলাম, তৎকারণ তুমি এইবার যে প্রশ্নটী করিলে তাহা আমি নিশ্চান্ত শুনিতে অক্ষম হইয়াছি। যদি অনুগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকাশ করেন, তবে বড়ই বাধিত হই। রত্নবালা বলিলেন শ্রবণ করুন,—

৩। প্রশ্ন।

এমন কি বৃক্ষ আছে এ সংসারে আর।
ধবল শ্যামল পত্র পৃষ্ঠে শোভে তার॥

যুবরাজ কহিলেন সে বৃক্ষের নাম বৎসর। তাহারই দুইটী পত্র, একটী দিবা একটী রাত্র রাত্রটা শ্যামল, দিবসটী ধবল?

সভাসদগণ যুবরাজের এবম্বিধ প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া সকলেই পুলকিত হইলেন, এবং তৎকারণ সকলেই সেই রাজকুমারকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহীপতি গদ গদ স্বরে স্বীয় আত্মজাকে কহিলেন, হে রাজবালে। আর অপেক্ষা কি রাজনন্দনের গলদেশে মাল্যদানে বাধ্য হও। এক্ষণে তোমার পণ যাহা তাহা তো সংপূর্ণই হইয়াছে? কন্যা কহিলেন, পিতঃ। আমার পণ এখনও পূর্ণ হয় নাই, আমার এখনও অনেকগুলি প্রশ্ন প্রস্তাব করিতে বাকী আছে ভূপাল কহিলেন, তোমার আবার কি প্রশ্ন আছে, আমার প্রত্যক্ষে তুমি যে যে প্রশ্ন করিলে রাজনন্দন তো তাহার সমুদায়ই পূরণ করিয়াছেন? যদি এখনও তোমার কোনরূপ প্রশ্ন থাকে, তবে এখনই প্রকাশ কর? কন্যা ছলনা করিয়া কহিলেন, পিতঃ! সে প্রশ্নগুলি অদ্য স্মরণ হইতেছে না, আবার কল্যই জিজ্ঞাসা করিব। রাজন কন্যার এতদ্রুপ বাক্য শুনিয়া দারুণ ক্রোধিত পূর্ব্বক কহিলেন, রে নিষ্ঠুরে। তোমার কি এত রাজকুমারের জীবন ঘাতন করিয়াও এখন মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই? তুমি আবার উত্তর করিতেছ, আমার এখনও প্রশ্ন আছে? আমি আর সে কথা শুনিব না, তুমি এক্ষণে সংপূর্ণরূপে পরাজিতা হইয়াছ, আমি তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ রহিয়াছি, ইহাতে আবার তোমার ছলনা? রে পিশাচি। তুই কখন রাজকন্যা নস্, তুই নরশোণিত লুলুপা রাক্ষসী। যাহাহোক আমি অগ্রে তোর বিশেষ কারণ না জানিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দারুণ পাপের ভাগী হইয়াছি। আমি অদ্য হইতে সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলাম, যদিও তুমি পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা কর, কিন্তু তাহাতে আর আমি সহকারী হইব না। তোর যদি বাসনা হয়, তবে রাজনন্দন তোকে পরাস্ত করিয়াছেন, তুই এখনই উঁহাকে পতিত্বে বরণ কর।

ভূপাল নন্দিনী যৎকালে পিতৃ প্রমুখাৎ সেই সভাজন সমক্ষে এরূপ লাঞ্ছিত বাক্য শ্রবণ করিলেন, তৎকালে তিনি একেবারে নত বদন করিয়াই রহিলেন। তাহা নিরীক্ষণে যুবরাজ কালেক আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, হায়! আমার কি ভাগ্য? আমি যদিও রাজকুমারীর দুরূহ প্রশ্ন পূরণ করিতে সক্ষম হইলাম, কিন্তু আমি রাজকুমারীর মনের মালিন্য দূর করিতে পারিলাম না এ বড়ই সন্তাপের বিষয় হইল। যাইহোক যদিও আমি রাজকুমারী পণে জয়ী হইয়া এক্ষণে পতিপদে অভিষিক্ত হইতেছি, তথাচ আমি একটা প্রশ্ন রাজকুমারীর প্রতি অবশ্যই করিব। রাজবালা যদি তাহার যথাস্বরূপ উত্তর দানে সাধ্য হন, তবে আমি এখনই রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করিব। যৎকালে রাজকুমার এরূপ বাক্য নিয়োগ করিলেন, তৎকালে সভাস্থগণ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মহীপাল কহিলেন, রাজকুমার! সহসা এরূপ প্রতিজ্ঞা করা কি বুদ্ধিমানের কর্তব্য? তদ্বাক্যে রাজকুমার কহিলেন, মহারাজ! আপনি ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই এরূপ বাক্য নিয়োগ করিতেছেন, কিন্তু আমি এরূপ অনভিজ্ঞ নহি, যে ভবিষ্যৎ আশাতে এ প্রশ্নে আবার বঞ্চিৎ হইতে হইবে? আপনি প্রসন্ন চিত্তেই আজ্ঞাদান করুন, আমি আমার মনোরথ পূর্ণ করি। ভূপাল কহিলেন, আমি তাহা বিলক্ষণই বুঝিতেছি তুমি কখনই অন্যায় প্রশ্ন করিবে না, কারণ তুমি একজন যথার্থ সুবিজ্ঞ, বিচারবলে আমার তনয়ার পতি হইয়াছ, ইহাতে তোমার যাহা অভিলাষ হয় তাহাই পূর্ণ কর, আমি অনুজ্ঞা করিলাম।

যৎকালে রাজমুখে রাজকুমার এইরূপ অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন, তৎকালেই তিনি রাজনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বিজ্ঞবরা রাজবালে। সংপ্রতি আমি তোমাকে একটী প্রশ্ন বলিতে কামনা করিয়াছি, তদ্বিষয়ে পণাপণের বিষয় এই ধার্য্য করা হইল, যদি আমি তোমা কর্তৃক তাহার যথার্থরূপ উত্তর প্রাপ্ত হই, তবে আমি তোমাকে অবশ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইব, আর যদি তুমি তাহাতে অক্ষম হও, তবে তৎকারণ তুমি আমাকে আদরের সহিত পতিত্বে বরণ করিবে কিনা স্বীকার কর। রাজকুমারী তখনই তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন আপনার কি প্রশ্ন, তবে এখনই প্রস্তাব করুন। রাজকুমার কহিলেন

নাম ধরে কিবা সেই রাজার নন্দন।
ভিক্ষা সার করি যিনি যাপিলা জীবন॥
দুঃখের সাগরে মগ্ন ছিল অনুক্ষণ।
এখন সুখ সাগরে করে সন্তরণ॥

যৎকালে রাজকুমার এইরূপ প্রশ্নটী সেই সভাজন সমক্ষেই রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজনন্দিনী তাহা শ্রবণেই যেন একেবারে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গেলেন। পরে মধুর বাক্যে কহিলেন, রাজকুমার। অদ্যকার জন্য এই প্রশ্নটীর উত্তর দানে নিরস্ত রহিলাম, কল্য প্রভাতেই ইহার নিশ্চয় উত্তর দান করিব। রাজকুমার কহিলেন, একি আশ্চর্য্য কথা, যিনি অপরের বেলায় এক মূহুর্ত্ত জন্য অপেক্ষা করেন না, তাঁহাকে কি প্রকারে একদিনের জন্য সময় দেওয়া যাইতে পারে। যাইহোক্, তবে তুমি ইহাই স্বীকার কর, যদি এই প্রশ্নের যথার্থরূপ উত্তর কল্য দান না করিতে পার, তবে সাদরেই আমাকে বরমাল্য প্রদান করিবে? নরনাথ সমস্তই শ্রবণ করিতেছিলেন, তিনি তখনই উত্তর করিলেন, এই যুবকই আমার কন্যার উপযুক্ত ভর্ত্তা। যে কন্যা এতদ্রূপ সুপাত্রকে না পতি বলিয়া স্বীকার করে, সে কন্যার জীবন বৃথা! মহারাজ এই কথা বলিয়াই গাত্রোত্থান করিলেন। সভাজনও তখনই গাত্রোত্থান করিলেন, সে দিনের জন্য সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

রাজকুমার ইহাতে অতি আনন্দলাভই করিলেন, মহারাজও আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজকুমারী ইহাতে অতি দুঃখিত হইয়াই স্বগৃহে রহিলেন। রাজকুমারীর সেই ভাব পরিবর্ত্তনের জন্য পরিচারিকাগণ যখন বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন তিনি অতিশয় দুঃখিতা হইয়া কহিলেন, সখিগণ! আমার আর মনের প্রফুল্ল হইবে কিসে বল, আমার অদ্য যখন সমস্ত প্রয়াস একেবারেই বিফল হইয়া গেল, আমার যখন মহাদর্প একেবারেই খর্ব্ব হইয়া গেল, যখন বিদ্যার গৌরব আর কিছুই রহিল না, আবার যখন কল্য আমাকে সভাস্থানে মহা অপমানিত হইতে হইবে দেখিতেছি, তখন কি আর আমার প্রফুল্ল হইবার কোন উপায় আছে, এক্ষণে আমি চিন্তা করিতেছি, এখনই যদি আমার মৃত্যু হয় তবেই কৃতার্থ হই।

রাজকুমারীর এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া একটী পরিচারিকা উত্তর করিল, হে স্থিরবুদ্ধে রাজবালে! এক্ষণে মতি স্থির করুন, চঞ্চলা হইলে কি আর কোন কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারা যায়। আপনার ন্যায় কামিনী বুদ্ধিজীবি অতিশয় বিরল, আপনি ক্ষণেককাল স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই সে যেরূপ প্রশ্নই হউক না কেন, তাহার উত্তরদানে আপনি সক্ষম হইবেন। রাজবালা কহিলেন, সখীগণ! রাজনন্দন যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহা বাস্তবিক শাস্ত্র চলিত নহে, কেবলমাত্র প্রশ্ন ছলে আপনার পরিচয়াদি দিয়াছেন। আমি কুলকন্যা, আমি কি

তাঁহার কোথায় নিবাস, কার পুত্র, কি নাম, কি ঘটিয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষরূপে বলিতে পারি। এইটী আমার অজ্ঞাত প্রশ্ন, আমি ইহার প্রকৃত উত্তর দানে কখনই বাধ্য হইব না, অতএব সভাজন সমক্ষে কল্য আমাকে যেরূপ লজ্জা পাইতে হইবে, তাহা অপেক্ষা অদ্য আমারি মৃত্যু হয়, তাহাও মঙ্গল বলিয়া বোধ করিতেছি। রাজবালার এরূপ খেদোক্তি শুনিয়া পরিচারিকাগণ কহিল, ঠাকুরাণি! আপনার ন্যায় যোগ্য পাত্র এ ধরায় যে অতি বিরল, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি, কিন্তু আগন্তুক রাজকুমারও নিতান্ত সামান্য নর নহেন। গুণে তিনিও সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ ও তাঁহার রূপেরও পরিসীমা নাই, অথচ মিষ্টভাষী। যাইহোক্, এরূপ পাত্রও কি আর আপনার যোগ্য পাত্র বলিয়া অনুমান হয় না? বলিব কি, তাঁহার প্রতি যে আপনার এতদূর ঘৃণা প্রকাশ করা, তাহা আমাদের বুদ্ধে কদাচই উচিত বোধ হইতেছে না। রাজবালা বলিলেন, সখি। তুমি যাহা বলিতেছ, ইহা সকলই সত্য। রাজকুমার রূপে গুণে স্বভাবে সকলই উত্তম এবং আমিও রাজকুমারকে দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। এমন কি যুবরাজ যখন আমাকে প্রশ্নের যথার্থ উত্তরগুলি প্রদান করিতে লাগিলেন, তৎকালে আমিও মোহিত হইয়াছিলাম, কিন্তু সভাসদগণ যখন আমাকে অবহেলা করিয়া তাঁহারই ভূয় ভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তৎকালেই তিনি যেন আমার মৃত্যুপথের একমাত্র হেতু হইয়া উঠিলেন, তৎকাল হইতেই তিনি যেন আমার ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিলেন তাতেই এক্ষণে আমার বিবাহ অপেক্ষা যদি মৃত্যু হয়, তাহাও শ্রেয় বিবেচনা করিতেছি সখি। তুমিই বল দেখি, লজ্জিত হইয়া জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই মঙ্গল বিবেচনা হয় কি না। রাজকুমারী এইরূপ বলিয়াই পরিতাপানলে দগ্ধ হইয়া অহরহই বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে চীনমহারাজ কালেকের উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি তৎকালেই সেই রাজকুমারকে স্বীয় নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস রাজকুমার। তুমি তো কন্যাকে জয় লাভই করিয়াছিলে, তবে কেন আবার এরূপ প্রশ্ন করিয়া পণাপণ ধার্য্য করিলে? এতে বেশ বুঝিতেছি তুমি আমাদের মহানন্দে নিরানন্দ করিবার অভিলাষ করিয়াছ। রাজকুমার কহিলেন, মহারাজ। তদ্বিষয়ে কোনরূপ চিন্তা করিবেন না, আমি রাজবালাকে যে প্রশ্নটী করিয়াছি, সে প্রশ্ন পূরণে রাজকুমারী কিছুতেই সক্ষমা হইবেন না, সেটী আমার বাস্তবিক প্রশ্ন নহে, সেটীতে কেবল কৌশল ক্রমে আমার যাহা প্রকৃত পরিচয় তাহাই প্রদান করিয়াছি, রাজনন্দিনী তাহার বিষয় আর কিরূপে জ্ঞাত হইবেন। নরনাথ তদ্বাক্যে আর কোনরূপ

উত্তর দানই করিলেন না, তখনই মৃগয়া কারণ কাননে গমন জন্য উৎযোগ করিতে কহিলেন।

অনন্তর মৃগয়া গমনের সমস্ত উৎযোগ সম্পন্ন হইলেই, মহারাজ স্বয়ং সেই কালেক রাজনন্দনকে সঙ্গে লইয়া, উত্তম বেশ ভূশায় সজ্জিত পূর্ব্বক হস্তীদন্ত নির্ম্মিত চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিয়া সসৈন্যে কানন পথে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা অবিলম্বেই মহারণ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, উভয়েই শিকার কার্য্যে নিপুণ ছিলেন, উভয়েই সেই কাননে মৃগ ঘাতন কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলেন। তদনন্তরে সমস্ত দিবস বহুশত মৃগের প্রাণ ঘাতন করিয়া নিশাযোগেই পুনর্ব্বার স্বধামে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। নিশা সময়ে সেই সকল মৃগ মাংস রন্ধন হইল রাজপুরীস্থ সমুদায় ব্যক্তিগণ এবং রাজা ও রাজপুত্র একত্রে বসিয়াই পরমসুখে ভোজনাদি করিলেন ও অর্দ্ধ নিশা পর্য্যন্ত নানারূপ নৃত্য গীত কৌতুকাদি প্রদর্শন করিয়া তদনন্তর সকলেই স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট ভবনে যাইয়া বিশ্রাম লাভে প্রবর্ত্ত হইলেন।

এদিকে রাজকুমার যেমন আপন ভবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, অমনই একটী পরমা সুন্দরী কামিনীকে তিনি সেই গৃহেই দৃষ্টিগোচর করিলেন। সেই কামিনীটীর বয়ঃক্রম প্রায় বিংশতি বৎসরই হইবে, তাহার সৌন্দর্য্য প্রভায় সেই গৃহটী একেবারেই আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার সে রূপ দেখিলে বোধ করি যোগীদিগেরও যোগ ভঙ্গ হইয়া যায়, সেই কামিনী যেমন সেই যুবরাজকে নিরীক্ষণ করিল, অমনই সহাস্য বদনে কহিল, হে যুবরাজ! আপনি কি আমাকে সহসা নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময় জ্ঞান করিতেছেন? আপনি জানেন না, আমি যে কি অসংসাহসী কার্য্য করিয়াও এস্থানে আগমন করিয়াছি, তাহ শ্রবণ করিলে আপনিও এখনি ত্রাসিত হইবেন। কিন্তু আমি এত যে অসংখ্য অসংখ্য প্রহরীগণকে অতিক্রম করিয়াও আপনার নিকট আসিয়াছি, সে কেবলমাত্র আপনারই মঙ্গলের কারণ। যৎকালে যুবতী এবম্বিধ বাক্য নিয়োগ করিল, তৎকালে যুবরাজ সেই কামিনীরই হস্ত ধারণ করিয়া আপনারই শয্যাপার্শ্বে বসাইলেন। তখন সেই সুন্দরী কহিল, মহাশয়! অগ্রে আমি আত্ম বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ করুন, তদনন্তর আপনাকে অন্যান্য কথা সমস্তই কীর্ত্তন করিয়া শুনাইব। আমার জনক এই চীনেশ্বরেরই অধীনে এক ভূপতি ছিলেন, তাঁহার নাম কৈকবাদ দৈবের কার্য্য সকলই ঘটনা হয়, তাঁহার সহিত সহসা এই চীনেশ্বরের এক মহা সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায় পরিশেষে তিনি এই চীনমহারাজের সংগ্রামেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি যৎকালে অনুভব করেন যে, এই

যুদ্ধেই আমাকে পরাস্ত হইতে হইবে, তৎকালে তিনি পাছে সপরিবারকে দাসত্ব পদে নিযুক্ত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় আপন প্রধান সচীবকে এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যেন তিনি তাঁহার সকল সপরিবারকেই নদীজলে ভাসাইয়া দেন। তৎকারণ তিনি সকলকেই জলে ভাসাইয়া দেন, আমরা সকলেই ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছিলাম, এমত সময়ে শত্রুপক্ষের একজন দূত আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া সেই কথা চীনেশ্বরের সেনাপতিকে বিদিত করিল, তিনি তখনই আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া লইলেন, কিন্তু মাতা এবং ভ্রাতা তাহারা তদ্দণ্ডেই জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, কেবল এই হতভাগিনীই অসংখ্য যন্ত্রণা ভোগ হেতু জীবিত রহিল। তৎপরে চীন সেনাপতি আমাকে এই চীনরাজ্যেই আনিত করিলেন, আমি তৎকাল অবধিই সেই রাজনন্দিনীর সেবা শুশ্রুষা করিয়া আসিতেছিলাম, সংপ্রতি তাঁহার প্রধান পরিচারিকার পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, যুবরাজ বলিব কি, শুদ্ধ আমিই যে এরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছি তাহা নহে? আমার ন্যায় অনেকানেক রাজকুমারীই সেই চীনরাজ কন্যার দাসীত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধা রহিয়াছেন।

এইরূপে সেই ললনা আত্মবিবরণ বর্ণন করিয়াই কহিলেন, হে যুবরাজ! আমি যে আপনাকে কেবল আমার আত্মপরিচয় বিদিত জন্যই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, ইহা কদাচই জ্ঞান করিবেন না, আমার এখানে আসিবার আরও অনেকরূপ গোপনীয় উদ্দেশ আছে। আপনি পাছে আমাকে সামান্য পরিচারিকা বলিয়াই ঘৃণা বোধ করেন, তৎকারণই অগ্রে আত্ম পরিচয় প্রদান করিলাম ফলতঃ এখনও আপনাকে কোন বিশেষ কথা বলিলে আপনার তাহা বিশ্বাস হইবে কি না, তজ্জন্য সে কথা ব্যক্ত করিতে বিরতা হইতেছি। তদ্বাক্যে যুবরাজের মনে মনে অনেকরূপ সন্দেহই উপস্থিত হইল তিনি তখনই কহিলেন, সুন্দরি! তুমি কি কথা বলিবে বলিতেছ, তাহা প্রকাশ করিয়াই বল, আমি সেই কথা শ্রবণ করিবার জন্য নিতান্তই উৎসুখ হইয়াছি। যৎকালে যুবরাজ এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন, তৎকালেই সেই ললনা কহিল, হে রাজকুমার! আর আপনাকে বলিব কি, সে অতিশয় মন্দ কথা। দুষ্টামতী চীনরাজনন্দিনী মনে মনে এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে কল্য যেমন প্রভাত হইবে, অমনই আপনার মস্তক ছেদিত করিয়া তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ করিবেন? রাজকুমার যৎকালে সহসা এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তৎকালেই মহা ত্রাসিত হইয়া তিনি সেই শয্যাতলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ক্ষণ বিলম্বে তিনি কিঞ্চিৎমাত্র সংজ্ঞালাভ করিয়াই কহিলেন, হে সহচরি! আমি সে রাজবালার এমন কি অপরাধ করিয়াছি,

সেই অপরাধের জন্য তিনি প্রত্যুষেই আমার মস্তক ছেদিত করিবেন? সখি কহিল, যুবরাজ! রাজকুমারী স্বভাবতই গর্ব্বিতা, তিনি নাকি আপনা কর্ত্তৃক সভাস্থলে নিদারুণ অপমানিত হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার দর্পের একেবারেই খর্ব্ব করিয়াছেন, সেই ক্রোধ সহকারেই তিনি এরূপ কৃতসঙ্কল্প করিয়াছেন। আমরা অগ্রে ইহার কিছুই জানিতাম না, যৎকালে রাজকুমারী একটী ভৃত্যকে ডাকিয়া এইরূপ অনুমতি করিলেন, তখনই এ বিষয় জানিতে পারিলাম, এবং তৎকারণ তাঁহাকে যে আমরা কতরূপ বুঝাইলাম, কিন্তু রাজকুমারী আর তাহাতে কিছুতেই প্রতি নিবর্ত্ত হইলেন না। কি করিব, যদি আপনাকে এ বিষয় জ্ঞাত করিলেও আপনি কোন না কোন উপায় করিতে পারেন, এই ভাবিয়াই মহাশয়কে আমি এত অসংসাহসী কার্য্য করিয়াও বলিতে আসিয়াছি।

রাজকুমার যৎকালে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তৎকালে তিনি মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হায়! আমি অমৃত জ্ঞানে স্বহস্তে গরলকে পান করিয়াছি? রে নরশোণিত লুলুপা রাক্ষসি! তোর আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যে তুই সে অপরাধে আমার এরূপ অশুভ কামনা করিয়াছিস? তুই সাপিনীর প্রায় আমাকে বিনাদোষে দংশন করিতে অভিলাষী হইয়াছিস? যৎকালে যুবরাজ বারম্বার এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, তৎকালেই সেই পরিচারিকা কহিল, রাজকুমার! বিলাপ করিবেন না, এখনও আপনার উপর বিধাতা সাপক্ষ আছেন, নতুবা আমার আগমন আর এস্থানে কদাপিও হইত না? প্রহরীগণ সমস্তই আমার বশীভূত, আমি মনে করিলে অনায়াসেই আপনার এ বিপদ পথে কণ্টক প্রদান করিতে পারি। বলুন আমরা উভয়েই পলায়ন করি, আমিও চিরকাল দাসীত্ব শৃঙ্খলে বিরহ জ্বরে জর জর হইয়া রহিয়াছি, এবং আপনার এই সমূহ বিপদ উপস্থিত আমি ইতি পূর্ব্বেই গমনের জন্য দুইটী অশ্বকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি যদিও গমনে কোনরূপ বাধা পড়ে, তবে আমার খড়্গেই এড়াইতে পারিবেন। দেখুন! ইহা কত বড় সুখের বিষয়, ইহাতে আপনারও জীবন রক্ষা হইবে, এবং আমিও বিরহ জ্বালায় জন্মের মতন শীতল হইব। যদি বলেন, এখন কোথায় যাইয়া অবস্থান করিব? আমার পিতার পরম বন্ধু বালাস রাজ, তৎস্থানে উপস্থিত হইলেই তিনি তোমাকেও সম্মান করিবেন, এবং আমাকেও যত্নের সহিত রাখিয়া দিবেন। রাজকুমার যৎকালে যুবতীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তৎকালে হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, ললনে। এখন বুঝিলাম, তুমিই আমার

একমাত্র পরম সুহৃদ। তুমি আমাকে যে সংবাদ প্রদান করিলে, ইহাতে আমি তোমার নিকট চিরকাল জন্যই কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিব। যাইহোক, এ বিষয়ে আমি সকলই উত্তম দেখিতেছি, আমিও সেই বালস নৃপতির নিকট মহাঋণে বদ্ধ আছি। যদি তোমাকে তৎস্থানে লইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমিও তাঁহার সেই ঋণ হইতে অনেকরূপে মুক্তিলাভ করিব। কিন্তু সখি। এই পলায়ন কথা যখন দেশে দেশে রাষ্ট্র হইবে, তখন আমি কেমন করিয়া এই সকল কুৎসা বাক্য সহ্য করিব? আমি যখন জানিয়া শুনিয়াও সেই নিষ্ঠুরা রাজনন্দিনীকে আত্মজীবন অর্পণ করিয়াছি, তখন বল দেখি। আমার এ জীবনে আর অধিকার কি আছে? আমি এক্ষণে তাঁহারই রক্ষিত, তিনি এক্ষণে আমাকে জীবনে সংহার করুন, কি রক্ষা করুন, আমি তাঁহার অমতে কোন কার্য্যই করিতে সক্ষম নহি। দাসী তদ্বাক্য শুনিয়া মৃদুস্বরে কহিল, রাজকুমার। এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করুন। সামান্য স্ত্রীলোকের প্রতি এতদূর সাধিনতা প্রদান করিয়া যে আপনার জীবন নাশ করা এ কখনই তোমার ন্যায় পুরুষের কর্ত্তব্য নয়? যদি রাজকুমারী আমাপেক্ষা রূপে অধিক হইতে পারেন, কিন্তু আমার ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণ সরল নয়? দেখুন দেখি। আমি আপনাকে অভিলাষ করিয়া কতদূর গর্হিত কার্য্য করিয়াও আপনার জীবন রক্ষায় যত্নবান হইয়াছি? যাইহোক, আমি আপনার জন্য এতদূর করিলাম, আর আপনি কি না আমার মনস্কামনাটী পূর্ণ করিতে এত কুণ্ঠিত হইয়াছেন? রাজকুমার আমার কথা রাখুন, আর অপেক্ষা করিবেন না, নিশা অবসান হইয়া আসিয়াছে, বলুন উভয়েই জীবন লইয়া প্রস্থান করি। রাজকুমার কহিলেন, তুমি আমাকে যতই বল, আমি কখনই সেই রাজকুমারী ভিন্ন অন্য কামিনীর মুখাবলোকন করিব না। তখন সেই দাসী অতিশয় কুপিতা হইয়া কহিল, আচ্ছা! তবে থাক প্রভাত হইলেই জানিতে পারিবে, দাসী এই কথা বলিয়াই প্রস্থান করিল।

কামেক রাজকুমার দাসীর প্রমুখাৎ এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আর সারা নিশার মধ্যে একবারও নেত্র নিমীলন করিতে পারিলেন না, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়! কি করিলাম। কেনই বা রাজকন্যার চিত্রপট নিরীক্ষণ করিলাম, কেনই বা রাজকন্যারূপে মুগ্ধ হইলাম, আমি যেমন কোন কর্ম্ম কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলাম, যদি তাহাই করিতাম তাহা হইলে আর আমার এরূপ ঘটিত না? দাসী যাহা বলিল, তাহা সত্য হইলেও হইতে পারে, কারণ যে রমণী শত শত রাজনন্দনগণের জীবন সংহার করিয়াছে,

সে যে কৌশল করিয়া আমার প্রাণঘাতন করিবে ইহার বিচিত্র কি? রাজনন্দন এইরূপ নানারূপ চিন্তা করিতে করিতেই এ দিকে যামিনীও অবসান হইয়া গেল, যেমন দিবাকর উদয়ে সকল অন্ধকারই দূর হইল, অমনই রাজনন্দনের সেই সমস্ত বিষাদ নিবারণ জন্য নগর মধ্যেও নানারূপ মঙ্গল বাদ্য বাদন হইতে লাগিল। রাজকুমার শয্যা ত্যাগ করিবাই আপনার সমস্ত প্রাতকৃত্য কার্য্য সমাধান করিলেন, তদনন্তর স্নানাদি সারিয়া দিব্যরূপ বসন ভূষণে পরিবৃত হইয়া একেবারে রাজসভাতে যাইয়াই উপস্থিত হইলেন। সভ্যগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নানারূপ অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন, তদনন্তর বহুবিধ সম্মানের সহিতই তাঁহাকে যোগ্যাসনে বসাইলেন। এদিকে মহারাজও সেই সময় স্বীয় আত্মজার হস্তধারণ পূর্ব্বক সেই সভায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, যৎকালে ভূপাল নন্দিনীর সহ স্বীয় বিচারাসনেই সমাসীন হইলেন তৎকালে একজন রাজমন্ত্রী গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, হে রাজনন্দিনী! আর প্রশ্ন পূরণের আবশ্যক নাই? এক্ষণে ইচ্ছাসুখেই রাজকুমারকে পাণিদান করিয়া অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠেই গমন করুন। রাজকুমারী তাহার কোনরূপই উত্তর করিলেন না, নরনাথ তখনই বলিয়া উঠিলেন, রাজবালে! রাজকুমার এবার যে প্রশ্ন করিয়াছে, ইহার উত্তর আর তুমি কিছুতেই করিতে পারিবে না? তুমি এক দিবস সময় লইয়া আর কি করিবে, যদি একবৎসরকালও সময় লইতে, তথাচ পারিতে না? মিথ্যা কেন আর সময় অতীত কর; এক্ষণে রাজকুমারকেই পাণি দান কর নন্দিনী! রাজকুমার অতি সুবিজ্ঞ তুমি এই কার্য্য সমাধা করিলেই আমি রাজকুমারকে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পুণ্যকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। রাজকুমারী কহিলেন, পিতঃ! আপনি এই সামান্য প্রশ্নের অর্থ করিতে আমাকে অসমর্থ বিবেচনা করিলেন, আমি এই মুহূর্ত্তেই এ প্রশ্নের উত্তর করিয়া যুবরাজের সমস্ত দর্পই খর্ব্ব করিতেছি। এই বলিয়া রাজনন্দিনী তখনই কহিলেন, যুবক বলুন! আপনার প্রশ্ন কি?

নাম ধরে কিবা সেই রাজার নন্দন।
ভিক্ষা সার করি যিনি যাপিলা জীবন।
দুঃখের সাগরে মগ্ন ছিল অনুক্ষণ।
এখন সুখ সাগরে করে সন্তরণ॥

প্রশ্ন উত্তর।

সামান্য প্রশ্নের আর কি দিব উত্তর।
তৈমুজ রাজার পুত্র কালেফ প্রবর॥

যৎকালে রাজনন্দিনী প্রশ্নের যথার্থরূপই উত্তর প্রদান করিলেন, কুমার তাহা শ্রবণ করিয়া তৎকালেই একেবারে হতমনা হইলেন।

তাহা নিরীক্ষণে সভাস্থগণ একেবারেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, নরনাথের ও তাহাতে বদনচন্দ্র একেবারে শুখাইয়া গেল। কিন্তু রাজনন্দন ক্ষণ বিলম্বেই এই উত্তর করিলেন, রাজকুমারী। উত্তরতো তোমার যথার্থ প্রক্ষে হইল না? তৈমুজ রাজকুমার এখন আর সুখী কৈ? বরঞ্চ এখন লজ্জা ও দুঃখে মৃত প্রায় হইয়াই রহিয়াছেন? তদ্বাক্যে রাজকুমারী কহিলেন, মহাশয়। তিনি এখন দুঃখিত বটে, কিন্তু এ প্রশ্ন প্রস্তাবের সময় আর দুঃখিত ছিলেন না? যাইহোক, আপনার শুভা দৃষ্ট বটে নতুবা চীনপতি স্বয়ং আপনার রূপ দেখিয়া এতদূর মোহিত হইবেন কেন? আমি সেই পিতৃ অনুরোধেই তোমাকে বরমাল্য প্রদানে বিমুখ হইলাম না, কিন্তু যথার্থ পক্ষে তোমার বিচার কার্য্যে হার হইয়াছে। যৎকালে রাজনন্দিনী এইরূপ বাক্যই নিয়োগ করিলেন, তৎকালে সকলেই আনন্দিত হইলেন। মহারাজ আর কালবিলম্ব করিলেন না, তখনই তাঁহাদের উদ্বাহ ক্রীয়া সমাধান করাইয়া নন্দিনীকে এই মাত্র কহিলেন, হে বৎসে। তুমি যে এই নৃপনন্দনের পরিচয়াদি অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হইয় ছিলে, এক্ষণে সেই কথা শুনিতেই আমার অতিশয় কৌতুক হইতেছে তুমি আমার সমক্ষে সেই কথাটী প্রকাশ করিয়া বল।

রাজকুমারী কহিলেন, পিতঃ। এ বিষয়ে কি আর সহসা আমার জানিবার কোন উপায় ছিল, কল্য নিশায় আমার একটি চতুরা সহচরি ছিল, সেই এ উহার নিকট গমন করিয়া কোশল ক্রমেই উহার পরিচয়াদি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহার প্রমুখাতই আমি সমস্ত অবগত হইয়া এইরূপ উত্তর দান করিলাম। রাজা তদ্বাক্য শ্রবণে অতি সন্তুষ্ট মনেই গমন করিলেন, রাজকুমার ও রাজনন্দিনী তাহারাও স্বীয় প্রকোষ্ঠাভিমুখেই যাত্রা করিলেন, এদিকে নানারূপ বাদ্য ধ্বনিতে রাজপুরী একেবারেই মোহিত করিয়া তুলিল।

এই প্রকারে যৎকালে রাজকুমার ও রাজনন্দিনী মনোহর বাসর গৃহেই আগমন করিলেন, এবং পর্য্যাঙ্কো পরে বসিয়াই নানারূপ রসালাপ করিতে লাগিলেন; এমত সময়েই একটী ললনা সেই পর্য্যঙ্কের পার্শ্ব দেশে দণ্ডায়মানা হইয়া আপনার মুখাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বকই হাস্য করিতে লাগিল। রাজকুমার তাহার সেই মুখ পদ্ম নিরীক্ষণেই চিনিতে পারিলেন, তখনই বলিয়া উঠিলেন, রাজবালা! কল্য নিশাতে এই রমণীই আমার নিকট গমন করিয়াছিল? কন্যা কহিল, রাজবালা! আমি গমন করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আমি যে এই রাজকুমারের পরিচয়ের জন্য করিয়াছিলাম তাহা নহে, আমি দাসীত্ব দশা মোচন ও বিরহ যন্ত্রণা নিবারণ করিব এই আশাতেই গমন করিয়াছিলাম এবং ত কারণ উহার নিকট আমি কত

যে আপনার কুৎসা ও নিন্দা করিয়া ।ছিলাম তাহা আর বলিতে পারি না, শেষে উভয়ে পলায়ন করিব ইহাও পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু উনি আপনাতে এমনই আশক্ত হইয়াছিলেন যে, সে বিষয়ের কোনরূপ উত্তর না করিয়া কেবল আপনাকে ধিক্কার দিয়া নানা-রূপ বিলাপ করিতেই প্রবর্ত্ত হইলেন, আমি সেই বিলাপ সময়েই উহাঁর সমস্ত পরিচয়াদি জ্ঞাত করিয়াছিলাম। তদনন্তর মনে করিলাম, রাজ-কন্যা উহাঁর প্রশ্নের উত্তর করিলেই উনি বিমুখ হইবেন্‌, আমি তৎ-কালেই উহাঁর সহ মিলন সাধপূর্ণ করিব, কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার সে আশা একেবারে নৈরাশ হইল? আর কেন, এ জীবনের ফলতো কিছুই হইল না, এই বলিয়া সেই রমণী তখনই একখানি ছুরিকা আপনার বক্ষস্থলের বসন হইতে বাহির করিয়াই এমনই বেগে আপনার বক্ষদেশেই বসাইয়া দিল, যে তাহার ব থায় সে কন্যা তখনই জীবন ত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে সকলেই বিলাপ করিতে লাগিল, রাজনন্দিনীতো তাহার জন্য একেবারেই কাতর হইয়া পড়িলেন, রাজকুমার তাঁহার মৃত্যুর এক প্রধান কারণ জানিয়া তিনিও সন্তাপিত হইলেন। তদনন্তর চীনপতিও তাহার মৃত্যু শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, পরে যথা নিয়মেই তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান করাইয়া একটী উৎকৃষ্ট সমাজ মন্দির প্রদান করিয়া দিলেন।

মহারাজ, নন্দিনীর উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেই কালেফের পিতা মাতাকে আনিবার জন্য বালাসরাজ সমীপে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি অল্প দিনের মধ্যেই সেই চীনরাজ ধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎসঙ্গে বালাস ভূপতিও আসিয়াছিলেন, যুবরাজ তদ্বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রেই তৎস্থানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, এবং অগ্রে পিতা মাতাকে বন্দনা, করিয়া বালাসপতির বহুবিধ সম্মান রক্ষা করিলেন। তদনন্তর কহিলেন, হে মহাত্মন! আপনার গুণের কথা আর কি বলিব, এ যাহা কিছু হইয়াছে, সকলেই আপনার অনুগ্রহে? মহাশয়! আপনি আমার জীবনদাতা, আপনিই আমার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে এতদিন আহার দানে রক্ষা করিয়াছেন, আপনারে ঋণে-তেই আমি একেবারে বন্দি আছি। বালাসপতি কালেফের এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন তখনই কহিলেন, বৎস কালেফ! যাইহোক, আমি এতদিন যে তোমাদের প্রকৃত পরিচয়াভাবে যথা নিয়মে সম্মান রক্ষা করিতে পারি নাই, তৎকারণ আমি তোমার জনক জননীকে সমভিব্যাহারে করিয়াই আনিয়াছি, আমার অজ্ঞাত কৃত যে দোষ হইয়াছে, তাহাই মার্জ্জনা করিবে। রাজকুমার কহিলেন, মহাশয়! ইহাতে আবার আপনার অপরাধ কি? আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন, ইহা আমার চিরকালই স্মরণ থাকিবে। এই

বলিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া স্বীয় জনক জননীকে অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন, তাঁহারা সেই সর্ব্বগুণাধার বধূর মুখকমল অবলোকন করিয়া একেবারে যারপরনাই সুখী হইলেন। তাঁহাদের নেত্র হইতে অনবরতই আনন্দনীর বিগলিত হইতে লাগিল, তাঁহারা তখনই পুত্রবধূ ও পুত্রের মুখে শত সহস্র চুম্বনদান করিয়া একেবারেই সর্ব্বদুঃখ পরিহার করিলেন। তদনন্তর রাজকুমার স্বীয় জনক জননী এবং সেই বালাস ভূপালকে লইয়া একেবারে চীনশ্বরের নিকটেই উপস্থিত হইলেন, চীনেশ্বর অবলোকন মাত্রেই সকলের যথাবিধানে সম্মান রক্ষা করিলেন, এবং নানারূপ কথা বার্ত্তার পর কহিলেন, হে তৈমুজ ভূপাল! আমি শুনিয়াছি আপনার এ অনর্থ কেবল কার্জ্জেম ভূপালই সংঘটন করিয়াছেন, এক্ষণে সে দুষ্টকে যাহাতে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিতে পারি, তাহাই করিতেছি। এই বলিয়া চীনপতি তখনই স্বীয় সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া সজ্জিত হইবার আদেশ করিলেন, তৎকালে বালাসপতিও আজ্ঞা দান করিয়া আপন সৈন্যগণকে আনয়ন করিলেন; তদনন্তর সেই দুই নৃপালের সৈন্যই একত্রিত হইয়া সেই কার্জ্জেম ভূপতির দমনার্থ অগ্রসর হইলেন। প্রথমতঃ কাসগড় নামক স্থানে যাইয়াই সকলে উত্তীর্ণ হইলেন।

এদিকে কার্জ্জেমপতি অগ্র হইতে শুনিয়াই যুদ্ধাদির সজ্জা করিতে ছিলেন, অগত্যা তিনি চারি লক্ষ সৈন্য লইয়াই সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কোজন্দী নামক স্থানেই একটী বৃহৎ প্রান্তর ছিল, সেই প্রান্তরেই যুদ্ধের স্থান নিরূপিত হইল, দেখিতে দেখিতেই ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া গেল। উভয় পক্ষের সমবল ছিল, উভয়দলেই সমভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল, বহুদিবস সংগ্রামের পর সেই কার্জ্জেম রাজই পরাস্ত মানিলেন। যেমন তিনি পরাস্ত হইলেন, অমনই সেই সিংহাসনেই যুবরাজ কালেফকে অভিষিক্ত করিলেন, তদনন্তর তৈমুজ ভূপতিকে তাঁহার সেই আক্রাকান রাজ্যেই অভিষিক্ত করিয়া চীনরাজ ও বালাস স্বস্বরাজ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কালক্রমে কালফের দুইটী মাত্র পুত্র উৎপাদন হইল, অগ্রজ পুত্রটীকে চীনরাজ্যেই প্রেরিত করিলেন, তদনন্তর কনিষ্ঠ পুত্রটীকে লইয়া কালেফ সেই কার্জ্জেম রাজ্যেই মননীতা প্রিয়সীর সহিত কালহরণ করিতে লাগিলেন।

## রাজকন্যা ফরখোনাজের বিবাহ।

ধাত্রী এইরূপ কয়েকটী প্রেমিক পুরুষের গল্প অতি যত্নের সহিতই সেই রাজকুমারীকে শুনাইল সত্য, কিন্তু রাজকুমারীর মনের গতি ফিরাইতে আর তাহার সাধ্য হইল না? নরনাথ তাহাতে অতি দুঃখিতান্তঃকরণেই কালহরণ করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরেই যুবরাজ

ফরখোনাজের মহাপীড়া উপস্থিত হইল। মহারাজ তাঁহার চিকিৎসাদি কতরূপে করাইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আরোগ্য হওয়া দূরে থাক, এবং বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতে লাগিল। রাজপুত্রের নিদান পীড়া শুনিয়া নগরের সমস্ত লোকই হাহাকার করিতে লাগিল।

মহারাজ প্রত্যহ পুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া কসযাদেবের মন্দিরে গমন করিতেন, এবং তথায় পুত্রের আরোগ্য কামনা করিয়া বহুবিধ প্রার্থনা করিতেন। একদিবস পুত্রের অতিশয় পীড়ার বৃদ্ধি দেখিয়া সেই কসযাদেবের পুজনকারী পুরোহিতকে কহিলেন, হে গুরু। বুঝি আমার সর্ব্বনাসই সংঘটন হইল, পুত্রের যেরূপ পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আর আরোগ্যের আশা কিছুতেই দেখিতেছি না। জীবকগণ সকলেই তাহার সেই ঘোর পীড়া দেখিয়া চিকিৎসা কার্য্য একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন হে গুরু! আমি শুনিয়াছি দৈব তুল্য আর এমন ঔষধি কিছুই নাই, আপনি যদি সানুকুল হইয়া সেই দৈবকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা আমার পুত্রের জীবন দান করিতে পারেন, তবে আপনার চরণে চিরকাল জন্য বাধিত হই। পুরোহিত তদ্বাক্যে উত্তর করিলেন, হে রাজন! আমি কসযাদেবের পূজাদি করিয়া থাকি, যদি আপনার কিছু কায়িক কষ্ট করিয়া পুত্রের আরোগ্য লাভে সক্ষম হই, তবে কেনই না করিব? আপনার ইহাতে কোন রূপ চিন্তা নাই, অদ্য আমি সমস্ত রাত্রি জাগরিত পূর্ব্বক যাহাতে কসযাদেবকে প্রসন্ন করিতে পারি, এবং যাহাতে আপনার পুত্রের পীড়া দূর করিতে পারি তাহাই করিব। অদ্য আপনি স্বধামেই যাত্রা করুন, কল্য প্রত্যুষেই ইহার সংবাদ প্রেরিত করিব। এই বলিয়া মহারাজকে সে দিনের জন্য বিদায় দান করিলেন, কিন্তু যেমন তৎপরদিনের দিবা প্রকাশিত হইল, অমনই সেই পুরোহিত স্বয়ং রাজ সদনে গমন করিয়া কহিলেন, হে রাজন। আপনার পুত্র আরোগ্যলাভ করিবেন, আমি কসযাদেবের অজ্ঞালাভ করিয়াছি, বলুন দেখি? সেই রাজপুত্র কিরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। এই বলিয়া তখনই সেই পুরোহিত রাজার সহিত রাজপুত্রের নিকটেই উপস্থিত হইলেন, এবং তৎসন্নিধানে আসিয়া কয়েকটি মন্ত্রপাঠ করিতেই রাজপুত্র একেবারেই আরোগ্যলাভ করিলেন। রাজকন্যা ফরখোনাজ সেই পুরোহিতের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া, অতিশয় চমৎকৃত হইলেন, তদ্ধেতুক তিনি কসয়াদেবকে অবলোকন করিবেন বলিয়া সেই কসয়াদেবের মন্দিরাভিমুখেই যাত্রা করিলেন, কিন্তু রাজকন্যা তথায় উপস্থিত হইয়া যেমন সেই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন বলিয়া মানস করিলেন, অমনই পুরোহিত তাঁহাকে বাধাদান করিয়া প্রবেশ করিতে নিষেধ করি-

লেন। রাজকন্যা তাহাতে অতিশয় লজ্জা প্রাপ্তা হইলেন, তৎকারণ তখনই স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই কথা মহারাজকে জ্ঞাত করিলেন। মহারাজ যৎকালে তাহার কারণ সেই পুরোহিতকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, তখনই তিনি কহিলেন, মহারাজ! রাজকন্যার দেব মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তিনি পুরুষের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ করিয়া থাকেন, পুরুষদ্বেষী রমণীদের তথায় গমন করিবার অধিকার নাই। যৎকালে তাঁহারা ঐ বিদ্বেষ খণ্ডন হইবে, তৎকালেই প্রবেশ করিবেন, ইহাই নিশ্চয়জ্ঞান করিবেন। মহারাজ পুনর্ব্বার একদিন সেই পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন, এবং যেমন যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, অমনই সেই দিন সেই পুরোহিত মহারাজকে কহিলেন, হে রাজন! আপনি যে কন্যার দেবমন্দিরে প্রবেশ নিষেধ কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই কন্যাকে প্রবেশ করিতে স্বয়ং কসযাদেব অনুমতি করিয়াছেন, সত্বরেই আপনি তাঁহাকে আসিয়া দর্শন করিতে বলিবেন। মহারাজ সেই শুভ সংবাদ শ্রবণে আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিলেন না, তখনই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সকলই নন্দিনীর নিকট কহিলেন। রাজকন্যাও সেই দেব দর্শন জন্য অতিশয় কাতর ছিলেন, এই কথা শুনিবামাত্র সেই কসযাদেবের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু সে দিন আর মন্দির প্রবেশন কালে কেহই নিষেধ করিলেন না, রাজকন্যা অনায়াসেই সেই মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্থিরচিত্তে কসযাদেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সেই মন্দিরাভ্যন্তরে দেখিতে পাইলেন, পরমসুন্দর তিনখানি প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার দুইখানিতে মৃগী জালবদ্ধ হইয়া নেত্রনীর বিসর্জ্জন করিতেছে, মৃগবর নির্ভয় হইয়াই সেই বন্ধন মুক্ত করিতেছে। আর একখানিতে দেখিলেন, একটী মৃগজালে পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছে, মৃগী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াই পলায়ন করিতেছে। রাজকুমারী যৎকালে এইরূপ ব্যাপার অবলোকন করিলেন, তৎকালেই মনে মনে করিতে লাগিলেন, হায়! আমি যাহা দৃষ্ট করিয়া পুরুষকে বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাকি, অদ্য তাহারই বিপরীত ভাব দর্শন করিতেছি, তবে বোধ হয় আমার তৎকালে দৃষ্টিভ্রম হইয়াছিল। তজ্জন্যই আমি পুরুষকে বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি? কিন্তু এ যে মূর্ত্তি দেখিতেছি ইহাতেতো আর পুরুষকে নিন্দা করিতে কখনই সক্ষম নই? রাজকুমারী এইরূপ ভাবেই চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়েই পুরোহিত আসিয়া কহিলেন, রাজবালা! চিন্তা করিতেছ কি? ইহাই যথার্থ। আপনি যাহা দেখিয়া পুরুষকে বিদ্বেষ করিয়া থাকেন, সে কেবল সয়তানই আপনাকে প্রতারণা

করিয়াছে? রাজকন্যা আর সে দিনে কোন কথাই কহিলেন না, স্বগৃহেই প্রত্যবর্ত্তন করিলেন।

তৎপরদিনের দিবা যেমন প্রকাশিত হইল, অমনই রাজকুমারী আবার সেই দেব মন্দিরে দেবদর্শনার্থে গমন করিলেন। পুরোহিত তাঁহাকে অবলোকনমাত্রেই কহিলেন, হে রাজকুমারি! আর বলিব কি, কমদেব তোমার প্রতি বড়ই প্রীত হইয়াছেন, আমাকে গত রজনীতেই তোমার নিমিত্ত প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। তিনি এই কথা বলিয়াছেন, রাজকন্যার যে অগ্রে মহা ভ্রম ছিল, তাহা অপনীত হইয়াছে, এক্ষণে পারস্য রাজনন্দন ফরক্‌চাঁদ তাঁহার পাণিগ্রহণ জন্য মহাপীড়ায় পীড়িত রহিয়াছেন, রাজকন্যা যেন তাঁহারই গলে বরমাল্য দান করেন। আমি বলিতেছি তাঁহার ন্যায় সর্ব্ব রূপগুণবিশিষ্ট রাজপুত্র আর এই ত্রৈলোক্যের মধ্যে নাই, রাজকন্যা তাহার পাণিগ্রহণ করিলে, অচিরেই সুখানুভব করিতে পারিবেন? পুরোহিত বাক্যে কন্যা কহিলেন, মহাশয়! এ কি আশ্চর্য্যের কথা, যিনি আমাকে কখনই দৃষ্টিগোচর করেন নাই, তিনি আমার পরিণয় কামনায় এতদূর যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন? পুরোহিত কহিলেন, কমদেব তাহাও কহিয়াছেন। তিনি আপনাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই সত্য, কিন্তু আপনাকে স্বপ্নযোগে দেখিয়াই এরূপ হইয়াছেন তাঁহার একদিন স্বপ্নযোগে কুসুম উদ্যানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি আপনাকে পরিণয়েরও কথা উত্থাপন করেন, কিন্তু আপনি পুরুষ বিদ্বেষ বশতঃ তাহার সে কথায় একেবারে হতাদর করেন বলিয়া, তিনি সেই হইতেই উন্মাদের ন্যায় হইয়াছেন। রাজকুমারীও ঐরূপ প্রকারে স্বপ্নযোগে একটা পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, যখন পুরোহিত স্মরণ করাইয়া দিলেন, তখন তাহারও সেই সকল কথা মনে পড়িল। তখন বলিয়া উঠিলেন, হে দ্বিজ বর! আপনি যাহা বলিলেন, ইহা সকলই সত্য? আমার কমদেবের অনুগ্রহে সে সকল ভ্রমই দূর হইয়াছে, এক্ষণে অঙ্গীকার করিলাম, সেই পারস্য রাজনন্দিনীকেই বরমাল্য প্রদান করিয়া সুখী হইব।

একরূপে যখন সেই রাজার নন্দিনী।
করিব করিব বিভা বলিলা আপনি॥
তখনই সে পারস্য রাজার নন্দনে
আনাইল যত্ন করি কাশ্মীর ভবনে
শুভদিন শুভক্ষণ দেখিয়া রাজন্।
দিলেন দোঁহার বিভা আনন্দিত মন॥
বহুদিন বিচ্ছেদান্তে হইল মিলন।
দূরে গেল সর্ব্বদুঃখ সবে তুষ্ট মন॥

সম্পূর্ণ।